জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

জাল হাদীছের কবলে
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

صلاة الرسول ﷺ بقبضة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

تأليف : مظفر بن محسن

প্রকাশক

মুযাফফর বিন মুহসিন

বাউসা হেদাতী পাড়া, তেঁথুলিয়া

বাঘা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭৩৮৩৪৬৬৯০

পরিবেশনায়

আছ-ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খৃষ্টাব্দ

২য় সংস্করণ

অক্টোবর ২০১৩ খৃষ্টাব্দ

নির্ধারিত মূল্য

১৩০ (একশত ত্রিশ) টাকা (সাধারণ বাঁধাই)।

২০০ (দুইশত) টাকা (অফসেট প্রিন্ট ও বোর্ড বাঁধাই)।

JAL HADEESER KABOLE RASULULLAH (SM)-ER SALAT *BY Muzaffar Bin Mohsin. Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honours), M. A University of Rajshahi. Ph.D. Fellow, University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. Mobaile : 01715-249694. Fixed Price : $5 (five) only.*

সম্মানিত মুছল্লী!

- আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করেন?
- আপনি কি জানেন- রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আর আপনার ছালাতের মাঝে কত পার্থক্য?
- আপনার ছালাত সঠিক হচ্ছে কি-না, তা কি কখনো যাচাই করেছেন?
- ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের - এটা কি আপনি জানেন?
- আপনি কি জানেন- সেদিন ছালাতের হিসাব সঠিক না হলে, অন্য যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে?
- আপনি কি বড় বড় আলেম ও অসংখ্য মানুষের দোহাই দেন? কবরে ও হাশরের ময়দানে তারা কি কোন উপকার করবে? তাহলে আপনার আমলগুলো যাচাই করেন না কেন?

ঐ শুনুন অমীয় বাণী

- ‘সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সমস্ত মুছল্লীর জন্য, যারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে’। -সূরা মাঊন ৪-৬
- ‘তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’। -বুখারী হা/৬৩১
- ‘ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাত শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই সঠিক হবে আর ছালাত শুদ্ধ না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে’। -তাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮৫৯; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮

প্রাপ্তিস্থান

- **আছ-ছিরাত প্রকাশনী**
  হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
  মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০

- **মাসিক আত-তাহরীক অফিস**
  নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
  মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯, ০১৭২৭-৩১৭০৭১

- **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (বই বিক্রয় বিভাগ ঢাকা)**
  ২২০, বংশাল রোড (১৩৮ মাজেদ সরদার লেন), ২য় তলা, ঢাকা-১০০০
  মোবা : ০১৮৩২-১৪৩৫৬৫, ০১৭১৭৮৩৩৬৫২; টেলিফোন নং- ০২৯৫৬৮২৮৯

- **আল-আমীন জামে মসজিদ**
  ৪৬ শাহজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৩৬৭০০২০২, ০১৭২৪৮৯৭৩৯৭

- **ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
  রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী
  মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

- **মাসজিদ আল-কাইয়ূম এন্ড ইসলামিক সেন্টার**
  পশ্চিম বটেশ্বর বাজার, জালালাবাদ সেনানিবাস সিলেট।
  মোবা : ০১৯২৩-৬৬৬৮৩২, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

সূচীপত্র

--০--

জাল হাদীছের কবলে
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর
ছালাত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভূমিকা :

আমলের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিচয় ফুটে উঠে ও আল্লাহ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সৎ আমল করা একজন মুসলিম ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব। আর সেজন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রয়োজন মনে করে না। যে আমল সমাজে চালু আছে সেটাই করে থাকে। এমনকি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছালাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অথচ সমাজে প্রচলিত ছালাতের হুকুম-আহকাম অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। ওযূ, তায়াম্মুম, ছালাতের ওয়াক্ত, আযান, ইক্বামত, ফরয, নফল, বিতর, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, জুম‘আ, জানাযা ও ঈদের ছালাত সবই বিদ‘আত মিশ্রিত এবং যঈফ ও জাল হাদীছে আক্রান্ত। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে আমাদের ছালাতের কোন মিল নেই। বিশেষ করে জাল ও যঈফ হাদীছের করালগ্রাসে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সমাজ থেকে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। ফলে সমাজ জীবনে প্রচলিত ছালাতের কোন প্রভাব নেই। নিয়মিত মুছল্লী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে নানা অবৈধ কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির সাথে জড়িত।

সমাজে মসজিদ ও মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, যুলুম-নির্যাতন, রাহাজানি কমছে না। অথচ আল্লাহ তা‘আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হল, ‘নিশ্চয়ই ছালাত অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে’ *(সূরা আনকাবূত ৪৫)*। অতএব মুছল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম বন্ধ হবে, নিঃসন্দেহে কমে যাবে এটাই আল্লাহ্র দাবী। কিন্তু সমাজে প্রচলিত ছালাতের কোন কার্যকারিতা নেই কেন? এ জন্য মৌলিক তিনটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। (এক) খুলূছিয়াতে ত্রুটি রয়েছে। অর্থাৎ ছালাত আদায় করি কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তা পেশ করি না। অধিকাংশ মুছল্লী মসজিদেও সিজদা করে মাযারেও সিজদা করে, রাসূল (ছাঃ)-কেও সম্মান করে পীরেরও পূজা করে, ইসলামকেও মানে অন্যান্য তরীক্বা ও বিজাতীয় মতবাদেরও অনুসরণ করে। এই আক্বীদায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না। একনিষ্ঠচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সবকিছু করতে হবে, তাঁরই আইন ও বিধান মানতে হবে।[১]

---

১. সূরা কাহ্ফ ১১০; বাইয়েনাহ ৫; ছহীহ মুসলিম হা/৬৭০৮, ২/৩১৭ পৃঃ, ‘সৎ কাজ ও সদাচরণ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০।

(দুই) রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় না করা। অধিকাংশ মুছল্লীই তার ছালাত সম্পর্কে উদাসীন। তিনি যত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানই হোন লক্ষ্য করেন না, তার ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বায় হচ্ছে কি-না। অথচ ছালাতের প্রধান শর্তই হল, রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই আদায় করা।[২] এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সমস্ত মুছল্লীদের জন্য, যারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে' *(মাঊন ৪-৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই সঠিক হবে আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে'।[৩]

জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তিনবার ছালাত আদায় করেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তিনবারই তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত আদায় কর, তুমি ছালাত আদায় করোনি।[৪] ঐ ব্যক্তি তিন তিনবার অতি সাবধানে ছালাত আদায় করেও রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক না হওয়ায় তা ছালাত বলে গণ্য হয়নি। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বায় ছালাত আদায় না করলে কা'বা ঘরে ছালাত আদায় করেও কোন লাভ নেই। তাঁর ছাহাবী হলেও ছালাত হবে না। অন্য হাদীছে এসেছে, হুযায়ফাহ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতে রুকূ-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করতে না দেখে ছালাত শেষে তাকে ডেকে বললেন, তুমি ছালাত আদায় করনি। যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই ফিতরাতের বাইরে মারা

---

২. ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়ায : মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), হা/৬৩১; ছহীহ বুখারী (করাচী ছাপা : ক্বাদীমী কুতুবখানা, আছাহহুল মাতাবে' ২য় প্রকাশ : ১৩৮১হিঃ/১৯৮১খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, 'মুসাফিরদের জন্য আযান যখন তারা জামা'আত করবে' অনুচ্ছেদ-১৮; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৬৮৩, ১/২১৫ পৃঃ; ভারতীয় ছাপা, পৃঃ ৬৬; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত (ঢাকা : এমদাদিয় পুস্তকালয়, আগস্ট ২০০২), হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সংশ্লিষ্ট আযান' অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬০০৮, ৭২৪৬।

৩. আবুল ক্বাসেম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫), হা/১৮৫৯; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৭, ১/১০৪-১০৫, (ইফাবা হা/৭২১, ২/১১০ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; মিশকাত হা/৭৯০, ৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫০।

যাবে।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হুযায়ফা (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করলে বলে, সে প্রায় ৪০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।[৬] অতএব বছরের পর বছর ছালাত আদায় করেও কোন লাভ হবে না, যদি তা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক না হয়।

(তিন) হারাম উপার্জন। 'হালাল রূযী ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত' কথাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রত্যেককে লক্ষ্য করা উচিত তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র হালাল না হারাম। কারণ হারাম মিশ্রিত কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' ।কারো খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম হলে তার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭] তাই দুর্নীতি, আত্মসাৎ, প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী ও অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত অর্থ ভক্ষণ করে ইবাদত করলে কোন লাভ হবে না।

মুছল্লী উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে ছালাত যেমন পরিশুদ্ধ হয় না, তেমনি মুছল্লীর মাঝে একাগ্রতা ও মনোযোগ আসে না। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ছালাতের কার্যকর কোন প্রভাবও পড়ে না।

অতএব আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এমন ছালাত আদায় করতে চাইলে ছালাতকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। অন্য সব পদ্ধতি বর্জন করতে হবে। কারণ অন্য কোন তরীক্বায় ছালাত আদায় করলে কখনোই একাগ্রতা ও খুশূ-খুযূ সৃষ্টি হবে না। আর আল্লাহভীতি ও একনিষ্ঠতা স্থান না পেলে মুছল্লী পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারবে না *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৮; মুমিনূন ২)*। মনে রাখতে হবে যে, এই ছালাত যদি দুনিয়াবী জীবনে কোন প্রভাব না ফেলে, তাহলে পরকালীন জীবনে কখনোই প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাই দলীয় গোঁড়ামী, মাযহাবী ভেদাভেদ, তরীক্বার বিভক্তিকে পিছনে ফেলে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতি আঁকড়ে ধরতে হবে। ফলে সকল মুছল্লী একই নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায়ের সুযোগ পাবে। পুনরায় মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ছালাতের মাধ্যমেই সমাজ দুর্নীতি মুক্ত হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে।

---

৫. ছহীহ বুখারী হা/৭৯১, ১/১০৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৫৫, ২/১২৫ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৯৪; মিশকাত হা/৮৮৪, পৃঃ ৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৪, ২/২৯৫ পৃঃ।

৬. ছহীহ সুনানে নাসাঈ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/১৩১২, ১/১৪৭ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৯৪, সনদ ছহীহ।

৭. মুসলিম হা/২৩৯৩, ১/৩২৬ পৃঃ, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/২৭৬০, পৃঃ ২৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১-২।

চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, দেশে প্রচলিত ইসলামী দলগুলো সমাজের সংস্কার কামনা করে এবং এ জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে থাকে। কিন্তু তাদের মাঝে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত নেই। মাযহাব ও তরীক্বার নামে যে ছালাত প্রচলিত আছে, সেই ছালাতই তারা আদায় করে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তারা যদি নিজেদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে মাযহাবী গোঁড়ামীর উপর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে প্রাধান্য দিতে না পারেন, তাহলে জাতীয় জীবনে তারা কিভাবে ইসলামের শাসন কায়েম করবেন? বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বায় ছালাত আদায় করতে তো সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন বাধা নেই। তাহলে মূল কারণ কী? মাযহাবী আক্বীদা ও মায়াবন্ধনই মূল কারণ।

এক্ষণে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের একান্ত বিশ্বাস নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে ইনশাআল্লাহ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে।

(ক) সম্মানিত ইমাম, খত্বীব ও আলেমগণ। সাধারণ মানুষকে সংশোধনের দায়িত্ব মূলতঃ তাদের উপরই অর্পিত হয়েছে। তাই তারা ছালাতের সঠিক পদ্ধতি জেনে মুছল্লীদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে জুম'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছালাত শিক্ষা দিবেন।[৮] তবে অনেক হক্বপন্থী আলেম সঠিক বিষয়টি জানা সত্ত্বেও সামাজিক মর্যাদার কারণে প্রকাশ করেন না। তারা কি আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পান না *(রহমান ৪৬; নাযিয়াত ৪০)*? তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যাবতীয় সম্মানের মালিক আল্লাহ *(আলে ইমরান ২৬; নিসা ১৩৯)*। অতএব তারা উক্ত দায়িত্বে অবহেলা করলে মুছল্লীদের ভুল ছালাতের পাপের ভার ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকেও বহন করতে হবে।[৯] আর যদি গোঁড়ামী করে জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন-বানোয়াট হাদীছ কিংবা বিদ'আতী পদ্ধতিতে ছালাত শিক্ষা দেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতকে অবজ্ঞা করেন তবে তাদের শাস্তি আরো কঠোর হবে।[১০] উক্ত ইমাম, খত্বীব ও আলেমগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর রাখেন *(হূদ ৫)*।

---

৮. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; ছহীহ মুসলিম হা/১২৪৪, ১/২০৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৯. সূরা নাহল ২৫; আহযাব ৬৭-৬৮; মায়েদাহ ৬৭; ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৬, ১/১৮৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩০৩, ২/৪২৭ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৩; মিশকাত হা/৪৬২১, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬।

১০. আন'আম ১৪৪; নাহল ২৫; হা-ক্বাহ ৪৪-৪৬; ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ১/২১, (ইফাবা হা/১১০, ১/৭৮ পৃঃ), 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।

(খ) দ্বীনের দাঈ, মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিবারের অভিভাবকগণ। যে সমস্ত দাঈ সমাজের সর্বস্তরে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন, আলোচনা, বক্তব্য, সেমিনার, সম্মেলন, জালসা ইত্যাদি করে থাকেন, তারা আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত প্রদান করার পর বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব আলোচনা করবেন এবং তার পদ্ধতি তুলে ধরবেন।[১১] তারা যদি ছহীহ দলীল ছাড়া দাওয়াতী কাজ করেন তবে তা হবে জাহেলিয়াতের দাওয়াত, যার পরিণাম অত্যন্ত ভায়াবহ।[১২] মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যদি এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন, তবে সমাজে দ্রুত এর প্রভাব পড়বে। কারণ তারা কিতাব দেখে, পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারবেন।[১৩] অনুরূপ পরিবারের অভিভাবকগণ যদি তাদের সন্তানদেরকে শুরুতেই রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বায় ছালাত শিক্ষা দেন, তবে সমাজ থেকে প্রচলিত বিদ‘আতী ছালাত দ্রুত বিদায় নিবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সন্তানদেরকে ছালাত শিক্ষা দেয়ার মূল দায়িত্ব অভিভাবকের।[১৪] পক্ষান্তরে তারা যদি অবহেলা করেন এবং বিদ‘আতী ছালাতকেই চালু রাখেন, তবে তারাও আল্লাহ্র কাছে মুক্তি পাবেন না। তাদের সন্তানেরা উল্টা তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে *(আহযাব ৬৭-৬৮; ফুছ্ছিলাত ২৯)*।

(গ) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, কলেজের শিক্ষক ও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ছালাত আদায় করেন। প্রশাসনিক ব্যক্তি হিসাবে বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট, সচিব, ডিসি, এসপি, ওসি এবং জনপ্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, পরিচালক, সভাপতি, দায়িত্বশীল বিভিন্ন শ্রেণীর অনেকেই ছালাত আদায় করেন। তারা নিজেদের ছালাত যাচাই করে আদায় করলে সমাজ উপকৃত হয়। কারণ সাধারণ জনগণ তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তারাও মসজিদের ইমামকে বা অন্যান্য মুছল্লীদেরকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। ছালাত যেহেতু অন্যায়-অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে, তাই বিশুদ্ধ ছালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতে পারেন। কিন্তু অশনিসংকেত হল, এই শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই সমাজে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে শিরক ও বিদ‘আতের

---

১১. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২, ২/১০৯৬ পৃঃ, ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

১২. আহমাদ হা/১৭৮৩৩; তিরমিযী হা/২৮৬৩, ‘আমছাল’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪।

১৩. সূরা তওবা ১২২; ছহীহ বুখারী হা/৭২৪৬, ২/১০৭৬ পৃঃ, ‘খবরে আহাদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

১৪. সূরা ত্ব-হা ১৩২; আবুদাঊদ হা/৪৯৫, পৃঃ ৭১, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/৫৭২, পৃঃ ৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৬, ২/১৬১ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়।

পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন। এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না। পৃথিবীতে যে যে শ্রেণীরই মানুষ হোন না কেন আল্লাহ্র কাছে তাক্বওয়া ছাড়া কোনকিছুর মূল্য নেই।[১৫] অতএব তারা যদি ক্ষমতা ও দম্ভের কারণে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাদেরকেও নমরূদ, আযর, ফেরআউন, হামান, কারূণ ও আবু জাহলদের ভাগ্যবরণ করতে হবে। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা আযরের জন্য সুপারিশ করলেও আল্লাহ কবুল করবেন না। বরং তাঁর সামনে আযরকে পশুতে পরিণত করা হবে, নর্দমায় ডুবানো হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৬] কারণ ইবরাহীম (আঃ) তাকে অহির দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু সে দাপট দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল *(মারইয়াম ৪২-৪৬)*। তারা বহু বছর রাজত্ব করেও চরম অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বর্তমান নেতারা স্বল্প সময়ের ক্ষমতা পেয়ে দাপট দেখাতে চান। কিন্তু পূর্ববর্তীদের কথা এতটুকুও চিন্তা করেন না। বর্তমানে বিভিন্ন সমাজে ও মসজিদে সমাজপতিদের দাপটে অসংখ্য বিদ‘আত চালু আছে। অতএব ক্ষমতাশীনরা সাবধান!

(ঘ) তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ। তারুণ্যের ঢেউ ও যৌবনের উদ্যমকে যে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।[১৭] সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ছালাত। তারা উন্মুক্ত ও স্বাধীনচেতা কাফেলা হিসাবে যদি যাচাই সাপেক্ষে খোলা মনে ছালাতের সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করে তবে সমাজ সংস্কার দ্রুত সম্ভব হবে। বরং যারা নেতৃত্বের আসনে বসে প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়ে সুন্নাত বিরোধী আমল চালু রাখতে চায়, তাদেরকেও তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র ও যুবক বিদ‘আতী ছালাতে অভ্যস্ত থাকে এবং ছালাতকে যাচাই না করে তবে তাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই। কারণ তারা এর জবাব না দেয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামতের মাঠে পার পাবে না।[১৮]

(ঙ) গ্রন্থকার, লেখক, কলামিষ্ট, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী। তাদের মধ্যেও অনেকে ছালাতে অভ্যস্ত এবং দ্বীনদার তাক্বওয়াশীল মানুষ আছে। সমাজে তাদের যেমন মর্যাদা আছে তেমনি ব্যক্তি প্রভাবও আছে। রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারাও অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু তারা যদি নিজেদের ছালাত বিশুদ্ধভাবে আদায় না করেন, তবে তারাও

---

১৫. হুজুরাত ১৩; আহমাদ হা/২৩৫৩৬।

১৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫০, ১/৪৭৩ পৃঃ, ‘নবীদের ঘটনাবলী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/৫৫৩৮, পৃঃ ৪৮৩, ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ।

১৭. ছহীহ বুখারী হা/১৪২৩, ১/১৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৪০, ৩/১৯ পৃঃ), ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬; মিশকাত হা/৭০১, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪৯, ২/২১৬ পৃঃ।

১৮. তিরমিযী হা/২৪১৬, ২/৬৭ পৃঃ, ‘ক্বিয়ামতের বর্ণনা’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৯৭, পৃঃ ৪৪৩, ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অন্যদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। কারণ সমাজে তারা শ্রদ্ধার পাত্র। মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করে। তাই তাদের দায়িত্বও বেশী। তারা নিজেদের পেশার ব্যাপারে যতটা সচেতন ও তথ্য উদ্ঘাটনে যতটা অনুসন্ধানী, বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ততটা অনুরাগী নন। অথচ এটা চিরস্থায়ী আর অন্যান্য বিষয় ক্ষণস্থায়ী।

জাল-যঈফ হাদীছ মিশ্রিত প্রচলিত ছালাত উঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে নিম্নের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিলে ইনশাআল্লাহ মাযহাবী গোঁড়ামী ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করা সহজ হবে।

(১) ছালাতের যাবতীয় আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে।

ছালাত ইবাদতে তাওক্বীফী যাতে দলীল বিহীন ও মনগড়া কোন কিছু করার সুযোগ নেই। প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত, ফক্বীহ বলেছেন বা করেছেন তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকিরদের জিজ্ঞেস কর' *(সূরা নাহল ৪৩-৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন।[১৯]

ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামও দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন, لاَيَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ 'ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে জানে না আমরা উহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি'।[২০]

১৯. সূরা ইউসুফ ১০৮; নাজম ৩-৪; হা-ক্কাহ ৪৪-৪৬; ছহীহ বুখারী হা/৫৭৬৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫৮, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; আহমাদ ইবনু শু'আইব আবু আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ আল-কুবরা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯১), হা/১১১৭৪, ৬/৩৪৩ পৃঃ; আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারেমী, সুনানুদ দারেমী (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হিঃ), হা/২০২; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯, ১/১২৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/১৪৬৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২।

২০. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন আন রাব্বিল আলামীন (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩/১৪১৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৪৬।

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ كَلاَمِىْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْث وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِىْ الْحَائِطَ. 'যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে'।[২১] ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ), ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১হিঃ) সহ অন্যান্য ইমামও একই কথা বলেছেন।[২২]

(২) জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সকল প্রকার আমল নিঃসঙ্কোচে ও নিঃশর্তভাবে বর্জন করতে হবে।

জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা কোন শারঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। জাল হাদীছের উপর আমল করা পরিষ্কার হারাম।[২৩] সে কারণ ছাহাবায়ে কেরাম যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। আস্থাহীন, ক্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক্ব শ্রেণীর লোকের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না। প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীছ ছেড়ে কেবল ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব'।[২৪]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِف الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْث لاَيُسَمَّى عَالِمًا. 'নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না'। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন।[২৫] ইমাম মালেক, শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।[২৬]

---

২১. আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রো : আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭।

২২. শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ; ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮।

২৩. সূরা আন'আম ১৪৪; আ'রাফ ৩৩; হুজুরাত ৬; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪, ২/৮৯৬ পৃঃ; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম (দেওবন্দ : আছাহহুল মাতাবে' ১৯৮৬), হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭।

২৪. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।

২৫. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম, মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।

২৬. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮০/১৪০০), পৃঃ ২৩৭।

মুহাদ্দিছ যায়েদ বিন আসলাম বলেন, مَنْ عَمِلَ بِخَبْرٍ صَحَّ أَنَّهُ كَذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ. 'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম'।[২৭] অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য যেই হোন শরী'আত সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করলে তা অবশ্যই ছহীহ দলীলভিত্তিক হতে হবে। উল্লেখ্য যে, কিছু ব্যক্তি নিজেদেরকে মুহাদ্দিছ বলে ঘোষণা করছে এবং না জেনেই যেকোন হাদীছকে যখন তখন ছহীহ কিংবা যঈফ বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এরা আলেম নামের কলঙ্ক। এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' শীর্ষক বই)*।

(৩) প্রচলিত কোন আমল শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে ভুল প্রমাণিত হলে সাথে সাথে তা বর্জন করতে হবে এবং সঠিকটা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামী করা যাবে না। পূর্বপুরুষদের মাঝে চালু ছিল, বড় বড় আলেম করে গেছেন, এখনো অধিকাংশ আলেম করছেন, এখনো সমাজে চালু আছে, এ সমস্ত জাহেলী কথা বলা যাবে না।

ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত। মানুষ মাত্রই ভুল করবে, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তবে ভুল করার পর যে সংশোধন করে নেয় সেই সর্বোত্তম। আর যে সংশোধন করে না সে শয়তানের বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর উত্তম ভুলকারী সে-ই যে তওবাকারী'।[২৮] যারা ভুল করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং ইহকাল ও পরকালে চিন্তামুক্ত রাখবেন *(আন'আম ৪৮, ৫৪)*। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও ভুল করেছেন এবং সংশোধন করে নিয়েছেন।[২৯] সাহো সিজদার বিধানও এখান থেকেই চালু হয়েছে। অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবীদেরও ভুল হয়েছে।[৩০] বিশেষ করে ওমর (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিষয় অজানা ও স্মরণ না থাকার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক বিষয় জানার পর বিন্দুমাত্র দেরী

---

২৭. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত (বৈরুত : দারুল এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ৭; ড. ওমর ইবনু হাসান ফালাতাহ, আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাস্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩।

২৮. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ,; মিশকাত হা/২৩৪১, পৃঃ ২০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ।

২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯, ১/১৬৪ পৃঃ এবং ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৫৭, ২/৩৪৬); মিশকাত হা/১০১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৫১, ৩/২৫ পৃঃ।

৩০. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন ২/২৭০-২৭২।

না করে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন।[৩১] তাই একথা অনুস্বীকার্য যে, আগের আলেমগণ অনেক কিছু জানতেন। তবে তারা সবকিছু জানতেন, তারা কোন ভুল করেননি এই দাবী সঠিক নয়। কারণ তিনি আদম সন্তান হলে ভুল করবেনই। এমনকি আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্বাচন করে মুজাদ্দিদ হিসাবে পাঠান, তিনিও ভুল করতে পারেন বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৩২] সুতরাং সাধারণ আলেমের ভুল হবে এটা অতি স্বাভাবিক। তাই যিদ না করে ভুল সংশোধন করে নেয়াই উত্তম বান্দার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) কোন বিধানকে রহিত করেছেন এবং তার স্থলে অন্যটি চালু করেছেন *(বাক্বারাহ ১০৬)*। তখন সেটাই সকল ছাহাবী গ্রহণ করেছেন। গোঁড়ামী করেননি, কোন প্রশ্ন করেননি। তাদের থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কারণ ভুল সংশোধন না করে বাপ-দাদা বা বড় বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব *(বাক্বারাহ ১৭০; লোকমান ২১)*। তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, অসংখ্য পথভ্রষ্ট আলেম থাকবে যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে।[৩৩] ইসলামের নামে অসংখ্য ভ্রান্ত দল থাকবে। তারা নতুন নতুন শরী'আত আবিষ্কার করবে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করবে।[৩৪] এগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। সুতরাং উক্ত আলেম ও দলের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। তাদের দোহাই দেয়া যাবে না।

(৪) খুঁটিনাটি বলে কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে না :

ইসলামের কোন বিধানই খুঁটিনাটি নয়। অনুরূপ কোন সুন্নাতই ছোট নয়। রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য ছোট বড় যা কিছু বলেছেন সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত।[৩৫] সুতরাং উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেরিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর যেকোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কেননা সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা অমার্জনীয় অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এই অবহেলাকে মুহূর্তের

---

৩১. বুখারী হা/৪৪৫৪, ২/৬৪০-৬৪১ পৃঃ, (ইফাব হা/৪১০২, ৭/২৪৪ পৃঃ), 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৩; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৫৩, ২/২১০ পৃঃ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।

৩২. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ২/১০৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৫০, ১০/৫১৮ পৃঃ), 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১; মিশকাত হা/৩৭৩২, পৃঃ ৩২৪।

৩৩. বুখারী হা/৭০৮৪, ২/১০৪৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৬০৫, ১০/৩৮০ পৃঃ), 'ফিতনা সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মুসলিম হা/৩৪৩৫; মিশকাত হা/৫৩৮২, পৃঃ ৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪৯, ১০/৩ পৃঃ।

৩৪. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭, ২/৬৩১ পৃঃ, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৭২, পৃঃ ৩০, সনদ ছহীহ, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩৫. আবুদাঊদ হা/১৪৫, পৃঃ ১৯; মিশকাত হা/৪০৮, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৪, ২/৮৩ পৃঃ, 'ওযূর সুন্নাত' অনুচ্ছেদ।

জন্যও বরদাশত করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বারা ইবনু আযেব (রাঃ)-কে ঘুমানোর দু‘আ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার এক অংশে তিনি বলেন, ‘(হে আল্লাহ!) আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন’। আর বারা (রাঃ) বলেন, ‘এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন’। উক্ত কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তার হাত দ্বারা বারার বুকে আঘাত করে বলেন, বরং ‘আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন’।[৩৬] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘নবীর’ স্থানে ‘রাসূল’ শব্দটিকে বরদাশত করলেন না। জনৈক ছাহাবী ছালাতের মধ্যে সামান্য ত্রুটি করলে তিনি তাকে ডেকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না। তুমি কি দেখ না কিভাবে ছালাত আদায় করছ?[৩৭]

রাসূল (ছাঃ) একদিন ছালাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতে শুরু করেছেন। এমতাবস্থায় দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে সম্মুখে একটু বেড়ে গেছে তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! হয় তোমরা কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের চেহারা সমূহকে বিকৃতি করে দিবেন’।[৩৮] নবী (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে ছালাত আদায় করতে দেখে তিনি ডান হাতটাকে বাম হাতের উপর করে দেন।[৩৯]

অতএব ছালাতের যেকোন আহকামকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং সেগুলো পালনে বাহ্যিকভাবে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে, তেমনি অঢেল নেকীও রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের

---

৩৬. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِه فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ -তিরমিযী হা/৩৩৯৪, ২/১৭৬-১৭৭, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘ঘুমানোর জন্য বিছানায় গিয়ে দু‘আ পড়া’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬৩১১, ২/৯৩৪ পৃঃ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৮৩, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহ মুসলিম হা/৭০৫৭, ২/৩৪৮ পৃঃ, ‘দু‘আ ও যিকির’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭।

৩৭. আহমাদ হা/৯৭৯০, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৫, ২/২৬২ পৃঃ।

৩৮. خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -ছহীহ মুসলিম হা/১০০৭, ১/৮২ পৃঃ, ‘ছালাতে কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৮৫, পৃঃ ৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৭।

৩৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى -মুসনাদে আহমাদ হা/১৫১৩১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৫, পৃঃ ১১০, সনদ হাসান।

পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যুগ। সে সময় যে ব্যক্তি সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে তোমাদের সময়ের ৫০ জন শহীদের নেকী পাবে'।[৪০] বর্তমান যুগের প্রত্যেক সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তির জন্যই এই সুসংবাদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (কাতারের মধ্যে দু'জনের) ফাঁক বন্ধ করবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন'।[৪১] যে ব্যক্তি ছালাতে স্বশব্দে আমীন বলবে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে।[৪২] উক্ত সুন্নাতগুলো সাধারণ কিন্তু নেকীর ক্ষেত্রে কত অসাধারণ তা কি আমরা লক্ষ্য করি?

সবচেযে বড় বিষয় হল, এই সুন্নাতগুলো সমাজে চালু করতে শত শত হক্বপন্থী আলেমের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে, অন্ধ কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে, দীপান্তরে কালাপানির ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। যেমন বুকের উপর হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি। আর সেই সুন্নাত সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কত বড় অন্যায় হতে পারে?

(৫) সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই যে, কতজন লোক তা করছে, কোন্ মাযহাবে চালু আছে, কোন্ ইমাম কী বলেছেন বা আমল করেছেন কিংবা কোন্ দেশের লোক করছে আর কোন্ দেশের লোক করছে না :

আল্লাহ প্রেরিত সংবিধান চিরন্তন, যা নিজস্ব গতিতে চলমান। এই মহা সত্যকেই সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে একাকী হলেও। ইবরাহীম (আঃ) নানা যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে একাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি বিশ্ব ইতিহাসে মহা সম্মানিত হয়েছেন *(নাহল ১২০; বাক্বারাহ ১২৪)*। সমগ্র জগতের বিদ্রোহী মানুষরা তার সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সংখ্যা কোন

---

৪০. إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ مِنْكُمْ. -ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১০২৪০; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ ওয়া শাইয়ুন মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৪৯৪; সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।

৪১. مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/৫৭৯৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।

৪২. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাঊদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬।

কাজে আসেনি। মূলকথা হল- অহীর বিধান সংখ্যা, দেশ, অঞ্চল, বয়স, সময়, মেধা কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করে না। অনেকে বলতে চায়, চার ইমামের পরে মুহাদ্দিছগণের জন্ম। সুতরাং ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য। অথচ ছাহাবীরা সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতে বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৬/৭ বছরের বাচ্চাকে দিয়ে ছালাত পড়িয়ে নিয়েছেন।[৪৩] ওমর (রাঃ) কনিষ্ঠ ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর নিকট থেকে কারো বাড়ীতে গিয়ে তিনবার সালাম দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছের পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করেন। কারণ তিনি এই হাদীছ জানতেন না।[৪৪] অতএব মহা সত্যের উপর কোন কিছুর প্রাধান্য নেই। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক্ব-এর অনুসারী দলই হল জামা'আত যদিও তুমি একাকী হও'।[৪৫] অতএব হক্বপন্থী ব্যক্তি একাকী হলেও সেটাই জান্নাতী দল।

(৬) কোন দলীয় বা মাযহাবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কৌশল করে কিংবা অপব্যাখ্যা করে শরী'আতকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না :

উক্ত জঘন্য নীতির জয়জয়কার চলছে সহস্র বছর ধরে। একশ্রেণীর মানুষ অতি সামান্য জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এই অপকৌশলের যে কী শাস্তি তা তারা ভুলে গেছে। মূল শরী'আতকে উপেক্ষা করে দলীয় সিদ্ধান্ত ও মাযহাবী নীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য থাকলে বানী ইসরাঈলের মত তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসা অস্বাভাবিক নয়। দাঊদ (আঃ)-এর সময় তারা মহা সত্যকে না মেনে মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল এবং একই দিনে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল *(বাক্বারাহ ৬৫; মায়েদা ৬০)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে যারা বিভ্রান্ত করবে তাদের পরিণাম এমনই হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হতে পারে, আবার বিপক্ষেও দলীল হতে পারে'।[৪৬] সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জানা উচিত যে, শারঈ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি যাই করি এবং যে উদ্দেশ্যেই করি অন্তরের খবর আল্লাহ সবই জানেন *(মুলক ১৩; আলে ইমরান ১১৯)*।

---

৪৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৩০২, ২/৬১৫-৬১৬ পৃঃ, 'মাগাযী' অধ্যায়-৬৭, অনুচ্ছেদ-৫০; মিশকাত হা/১১২৬, পৃঃ ১০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৮, ৩/৭১ পৃঃ।

৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, 'অনুমতি' অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৪৬৬৭, পৃঃ ৪০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৬২ ৯/১৯ পৃঃ।

৪৫. إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ -ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাষ্ক ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রঃ, ১/৬১ পৃঃ; ইমাম লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ ১/১০৮ পৃঃ।

৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪২৫), 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৮ পৃঃ।

উক্ত মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে অসংখ্য হাদীছ জাল করা হয়েছে, হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে, বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ তুলে দেয়া হয়েছে, অনুবাদে কারচুপি করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীছের উপর ছুরি চালান হয়েছে। বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আলবানী (রহঃ)-এর বিশ্ব নন্দিত 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' বইটি এদেশে বিকৃত করে অনুবাদ করা হয়েছে। আলবানীর নামে সচিত্র নামায শিক্ষার মিথ্যা সিডি ছাড়া হয়েছে। প্রবীণ আলেমরা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। কারণ তারা মাযহাবী জাল ছিন্ন করতে রাযী নন।

প্রচলিত ফেক্বহী গ্রন্থ ও বাজারের নামায শিক্ষা বই সম্পর্কে হুঁশিয়ারী :

রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সমাজ থেকে উঠে যাওয়ার কারণ হল, বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার নামে প্রণীত ফেক্বহী গ্রন্থ ও বাজারে প্রচলিত 'নামায শিক্ষা' বই। এগুলোই বিদ'আতী ছালাতের ভিত্তি। লেখকগণ জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা কাহিনীর মর্মান্তিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। নিজেদের মাযহাবের কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ করার জন্য জাল ও যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজ নিজ মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্বহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্য মাযহাবের দলীল খণ্ডন করার জন্য রচনা করেছেন পৃথক পৃথক ফিক্বহী উছূল। ফক্বীহগণের এই করুণ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন,

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ فِىْ أَصْلِه وَغَالِبُهُ خَالٍ عَنِ الْإِسْنَادِ ... فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضُوْعًا قَد افْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرَهُ.

'ফক্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, সেগুলো সনদ বিহীন। .. নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে, যা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে'।[৪৭] আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) ফিক্বহ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَد اعْتَمَدَ عَلَيْه أَجِلَّةُ الْفُقَهَاءِ مَمْلُوْءٌ مِنَ الْأَحَادِيْث الْمَوْضُوْعَة وَلاَ سِيَّمَا الْفَتَاوَى فَقَدْ وَضَّحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظْرِ أَنَّ أَصْحَابَهَا وَإِنْ كَانُوْا مِنَ الْكَامِلِيْنَ لَكِنَّهُمْ فِىْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيْنَ.

'অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো জাল হাদীছ সমূহে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ। গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ

৪৭. নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪৬।

যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন শিথিলতা প্রদর্শনকারী'।[৪৮] অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

أَلاَتَرَى إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِيِّ شَارِحِ الْوَجِيْزِ مِنْ أَجِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهَا بِالْأَنَامِلِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَمَاجِدُ وَالْأَمَاثِلُ قَدْ ذَكَرَا فِيْ تَصَانِيْفِهِمَا مَالَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَثَرٌ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ.

(হে পাঠক!) তুমি কি হেদায়া রচনাকারীকে দেখ না, যিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফীদের অন্যতম? এছাড়া 'আল-ওয়াজীয'-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে দেখ না, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু'জন ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় এবং যাদের উপর শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্বয়ে তারা এমন অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, মুহাদ্দিছগণের নিকট যেগুলোর কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না'।[৪৯] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) বহু পূর্বেই প্রভাবিত ফক্বীহদের সম্পর্কে বলে গেছেন,

وَجَمْهُوْرُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ لاَيَعْرِفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلاَّمَاشَاءَ اللهُ بَلْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِأَحَادِيْثَ ضَعِيْفَةٍ وَآرَاءٍ فَاسِدَةٍ أَوْ حِكَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ والشُّيُوْخِ.

'মাশাআলাহ দু'একজন ব্যতীত মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শনকারীদের কেউই কুরআন-সুন্নাহ বুঝেন না; বরং তারা আঁকড়ে ধরেন যঈফ ও জাল হাদীছের ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর রায়-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও কথিত আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার'।[৫০]

সুধী পাঠক! আমাদের আলোচনা পড়লেই উক্ত মন্তব্যগুলোর বাস্তবতা প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত ফেক্বহী গ্রন্থ ছাড়াও অনেক বড় বড় বিদ্বান ছালাত সম্পর্কে বই লিখেছেন কিন্তু সেগুলোও জাল, যঈফ ও বানোয়াট কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। প্রচলিত 'তাবলীগ জামাআত' কর্তৃক প্রণীত 'ফাযায়েলে আমল' বা 'তাবলীগী নিছাব' তার অন্যতম। বিভিন্ন ত্বরীকা ও যিকিরপন্থীদের বইগুলো তো মিথ্যা কাহিনীর 'উপন্যাস সিরিজ'। বর্তমানে মুখরোচক শিরোনামে কিছু বই বাজারে ছাড়া হচ্ছে, যেগুলো প্রতারণা ও শঠতায় ভরপুর। তাই মুছল্লী হিসাবে ছালাত সংক্রান্ত মাসআলাগুলো যাচাই করা আবশ্যক।

৪৮. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে' ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে' কাবীর, পৃঃ ১৩; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৩৭।
৪৯. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫৭; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৫১।
৫০. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫।

সম্মানিত মুছল্লী!

বর্তমান সমাজে যে ছালাত প্রচলিত আছে, তা জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক বানোয়াট ছালাত। রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতেন, সেই পদ্ধতি কোন মসজিদেই চালু নেই বললেই চলে। ২৪১ হিজরীর পূর্বে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলে গেছেন, 'তুমি যদি এই যুগের একশ' মসজিদেও ছালাত আদায় করো, তবুও তুমি কোন একটি মসজিদেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ছালাত দেখতে পাবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের ছালাত এবং তোমাদের সাথে যারা ছালাত আদায় করে, তাদের ছালাতের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখ'।[৫১]

বারোশ' বছর পর আমরা যদি আজ তাঁর কথাটি বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা আমাদের ছালাতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাব। তাই ভেজালমুক্ত ছালাত মুছল্লীর সামনে তুলে ধরার জন্যই **'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত'** শীর্ষক এই লেখনী। ওযূ ও তায়াম্মুম সংক্রান্ত আলোচনার পর ফরয ছালাতসহ অন্যান্য ছালাতে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলো উক্ত লেখনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতঃপর সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। তাই নিজের ছালাতকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক মুছল্লীর কাছে এই বইটি থাকা অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি। সেই সাথে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের উচিত অন্য মুছল্লীর নিকট বইটি পৌঁছে দিয়ে সহযোগিতা করা। ফলে ঐ মুছল্লী বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করে যত ছওয়াব পাবেন, তার সমপরিমাণ ছওয়াব ঐ ব্যক্তিও পাবেন, যিনি সহযোগিতা করলেন।[৫২]

পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন আমাদের এই খেদমতটুকু কবুল করেন। যারা বইটি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ দান করেন- আমীন!!

---

৫১. আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়ালা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ ১/৩৫০ পৃঃ- لَوْ صَلَّيْتَ فِىْ مِائَةِ مَسْجِدٍ مَا رَأَيْتَ أَهْلَ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ عَلَى مَا جَاءَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَانْظُرُوْا فِىْ صَلَاتِكُمْ وَصَلَاةَ مَنْ يُّصَلِّىْ مَعَكُمْ

৫২. মুসলিম হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২০৯।

প্রথম অধ্যায়
পবিত্রতা (ওযূ ও তায়াম্মুম)

প্রথম অধ্যায়

পবিত্রতা (ওযূ ও তায়াম্মুম)

ইসলাম পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে[৫৩] এবং 'পবিত্রতা ছালাতের চাবি' বলেও ঘোষণা করেছে।[৫৪] তাই মুসলিম মাত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকবে, যাতে ঈমান জাগ্রত থাকে। বিশেষ করে ছালাতের ওযূর ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে। কারণ ওযূ না হলে ছালাত হবে না।[৫৫] সুতরাং ওযূ বিষয়ে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে সংশোধন করে নিতে হবে।

(১) মিসওয়াক করার ফযীলত ৭০ গুণ :

শরী'আতে মিসওয়াক করার গুরুত্ব অনেক। তবে মিসওয়াক করার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত উক্ত প্রসিদ্ধ কথাটি জাল।

(أ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلاَةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِى لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

(ক) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ছালাত মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই ছালাতে মিসওয়াক করা বিহীন ছালাতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়।[৫৬]

তাহক্বীক্ব : ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيْفٌ وَفِىْ طَرِيْقِ الْوَجْهِ الْآخِرِ عَنْ عُرْوَةَ الْعَاقِدِىِّ وَ هُوَ كَذَّابٌ.

---

৫৩. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪২৫), 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৭ পৃঃ।

৫৪. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬১, ১/৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩, ১/৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩১২, পৃঃ ৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১, ২/৫১ পৃঃ।

৫৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০১, ১/১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮ ও ৩৯৯, পৃঃ ৩২; মিশকাত হা/৪০৪, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭০, ২/৮২, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৫৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২; হাকেম হা/৫১৫; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৮৯, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৯, ২/৭৬ পৃঃ।

মু'আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া যুহরী থেকে বর্ণনা করেছে। সে নির্ভরযোগ্য নয়। অন্য সূত্রে উরওয়া আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারা উভয়েই যঈফ। অন্য সূত্রে উরওয়া আক্বেদী থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে মিথ্যুক।[৫৭]

(ب) رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

(খ) মিসওয়াক করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা- মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাক'আত ছালাত পড়ার সমান।[৫৮] উল্লেখ্য, প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের অন্যতম প্রবক্তা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী প্রণীত 'মুন্তাখাব হাদীস' গ্রন্থে ফযীলত সংক্রান্ত অনেক জাল বা মিথ্যা হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনাটি তার অন্যতম।[৫৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইমাম বাযযার বলেন, এর সনদে মু'আবিয়া নামে একজন রাবী রয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি। ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে যঈফ বলেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ওমর নামে আরেকজন রাবী রয়েছে। সে মিথ্যুক।[৬০]

(ج) عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ.

(গ) যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, মিসওয়াক না করে রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতের জন্য বাড়ী থেকে বের হতেন না।[৬১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৬২]

(د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلاَئِكَةِ جَيِّدٌ لِلَّثَةِ وَيُذْهِبُ بِالْحَفْرِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَزِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ.

(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মিসওয়াকের ১০টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি (২) শয়তানের অসন্তুষ্টি (৩) ফেরেশতাদের জন্য

৫৭. আলবানী, মিশকাত হা/৩৮৯-এর টীকা দ্রঃ, ১/১২৪ পৃঃ।
৫৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/১৮০৩; মুসনাদে বাযযার ১/২৪৪ পৃঃ।
৫৯. ঐ, মুন্তাখাব হাদীস, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ সা'আদ (ঢাকা : দারুল কুতুব, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১০), পৃঃ ২৯৯।
৬০. لا نعلم رواه إلا معاوية قلت وهو الصدفي قال الحافظ ضعيف সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫০৩-এর ভাষ্য দ্রঃ; যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৩১২৭।
৬১. ত্বাবারাণী হা/৫২৬১; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ৩০০।
৬২. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪৩।

আনন্দ (৪) আলজিভের সৌন্দর্য (৫) দাঁতের আবরণ দূর করে (৬) চোখকে জ্যোতিময় করে (৭) মুখকে পবিত্র করে (৮) কফ হ্রাস করে (৯) এটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত (১০) নেকী বৃদ্ধি করে।[৬৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, মু'আল্লা ইবনু মাঈন দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।[৬৪]

(ه) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ.

(ঙ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ ও চোখের জন্য জ্যোতিময়।[৬৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, হারিছ বিন মুসলিম ছাড়া বাহরে সিক্বা থেকে অন্য কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেননি।[৬৬]

(و) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَسَوَّكُوْا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ إِلَّا أَوْصَانِيْ بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِيْ وَلَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّيْ لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِيْ.

(চ) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মিসওয়াক কর। নিশ্চয়ই মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ। যখনই জিবরীল আমার নিকট আসেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলেন। এমনকি আমি ভয় করি যে, আমার ও আমার উম্মতের উপর তা ফরয করা হয় কি-না। আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না করলে মিসওয়াক করা আমি উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম। আমি মিসওয়াক করতেই থাকি এমনকি আশংকা করি যে, আমি হয়ত আমার মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে ফেলব।[৬৭]

---

৬৩. দারাকুৎনী ১/৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০১৬, ৯/২১ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল (বাংলা) ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৬৮-৬৯।

৬৪. مُعَلَّى بْنُ مَيْمُوْن ضَعِيْفٌ مَتْرُوْكٌ -দারাকুৎনী ১/৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০১৬, ৯/২১ পৃঃ।

৬৫. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৪৯৬।

৬৬. لم يرو هذا الحديث عن بحر السقاء إلا الحارث بن مسلم -আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৪৯৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৭৬।

৬৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৮৯, পৃঃ ২৫; আহমাদ হা/২২৩২৩; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৭৯৬; মিশকাত হা/৩৮৬, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬, ২/৭৫ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৮।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ক্রুটি রয়েছে। ওছমান ইবনু আবীল আতেকা নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন এবং নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন। এছাড়াও আলী ইবনু যায়েদ আবু আব্দিল মালেক নামের একজন রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। ইবনু হাতেম এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।[৬৮]

(ز) عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

(ছ) আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাত। (ক) লজ্জা করা। অন্য বর্ণনায় খাতনা করার কথা রয়েছে (খ) সুগন্ধি ব্যবহার করা (গ) মিসওয়াক করা ও (ঘ) বিবাহ করা।[৬৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত বর্ণনায় কয়েকটি ক্রুটি রয়েছে। আইয়ূব ও মাকহূলের মাঝে রাবী বাদ পড়েছে। হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর দোষ রয়েছে। এছাড়াও এর সনদে আবু শিমাল রয়েছে। তাকে আবু যুর‘আহ ও ইবনু হাজার আসক্বালানী অপরিচিত বলেছেন।[৭০]

(২) যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করা ফযীলতপূর্ণ :

যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। অথচ এর পক্ষে শারঈ কোন বিধান নেই। এ মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।

(أ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُوْنُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُطَيِّبُ الْفَمَ وِيُذْهِبُ الحَفْرَ وَهُوَ سِوَاكِىْ وسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ.

(ক) মু‘আয বিন জাবাল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, উত্তম মিসওয়াক হল বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছ, যা মুখকে পবিত্র করে ও দাঁতের আবরণ দূর করে। এটা আমার মিসওয়াক ও আমার পূর্বের নবীগণের মিসওয়াক।[৭১]

---

৬৮. علي بن زيد أبو عبد الملك الألهاني الدمشقي قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن حاتم الرازي ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة، মুগাল্লাত্বঈ, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ (সঊদী আরব : মাকতাবাহ নিযার মুছত্বফা আল-বায, ১৪১৯ হিঃ), ১/৬২ পৃঃ।

৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/১০৮০, ১/২০৬; মিশকাত হা/৩৮২, পৃঃ ৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫২, ২/৭৪ পৃঃ, ‘মিসওয়াক করা’ অনুচ্ছেদ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭।

৭০. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), হা/৭৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭।

৭১. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব, হা/৬৮৯।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব আল-উকাশী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম যাহাবী, দারাকুৎনী, ইবনু হাজার আসক্বালানী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে মিথ্যুক বলে অভিহিত করেছেন।[৭২] ইমাম হায়ছামী বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মুহছিন উকাশীও আছে। সে চরম মিথ্যাবাদী।[৭৩]

(ب) عَنْ أَبِىْ خَيْرَةَ الصَّبَّاحِىِّ قَالَ كُنْتُ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَزَوَّدَنَا الأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتَكَ وَعَطِيَّتَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوْا طَائِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ إِذْ قَعَدَ قَوْمِىْ لَمْ يُسْلِمُوْا إِلاَّ خَزَايَا مَوْتُوْرِيْنَ.

(খ) আবু খায়রাহ ছব্বাহী (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল ক্বায়স প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলাম, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়েছিল। তিনি পাথেয় বাবদ মিসওয়াক করার জন্য আমাদেরকে আরাক গাছের ডাল দিলেন, যাতে আমরা তা দ্বারা মিসওয়াক করি। আমরা বললাম, আমাদের নিকট মিসওয়াক করার জন্য খেজুরের ডাল রয়েছে। তবে আমরা আপনার সম্মানজনক দান গ্রহণ করছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আব্দুল ক্বায়েসের প্রতিনিধি দলকে ক্ষমা করুন। কারণ তারা আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অসন্তুষ্টিতে নয়। আর আমার সম্প্রদায় অপমানিত ও তীর-ধনুকের কবলে না পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।[৭৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে দাঊদ ইবনু মাসাওয়ার নামক রাবী রয়েছে। সে অপরিচিত, কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার শিক্ষক মুক্বাতিল বিন হুমামও অপরিচিত।[৭৫]

(৩) আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করাই যথেষ্ট :

মিসওয়াক দ্বারাই মুখ পরিষ্কার করা সুন্নাত। মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যায়। কিন্তু শুধু আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করাই যথেষ্ট, একথা ঠিক নয়। এর পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ.

---

৭২. আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৯/৩৭১ পৃঃ।

৭৩. فيه محمد بن محصن العكاشي وهو كذاب সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৬০ ও ৫৫৭০।

৭৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৮৩৫৯; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ৩০০।

৭৫. ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর ৩/২৪৭ পৃঃ।

আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করাই যথেষ্ট।[৭৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু গাযিয়া নামক একজন রাবী রয়েছে। সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ। বরং দারাকুৎনী তাকে হাদীছ জালকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। এছাড়াও কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী নামক রাবীকেও মুহাদ্দিছগণ মিথ্যুক বলেছেন। তাছাড়া আরো অনেক ত্রুটি রয়েছে।[৭৭]

(৪) ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক না করা :

উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং কাঁচা হোক শুকনা হোক যেকোন ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে।[৭৮]

উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাআতের 'ফাযায়েলে আমল' বইয়ে বলা হয়েছে, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, মিসওয়াকের এহতেমাম করার মধ্যে সত্তরটি উপকার রয়েছে। তার মধ্যে একটি মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত নসীব হয়।[৭৯] উক্ত দাবী উদ্ভট ও ভিত্তিহীন। এভাবে শরী'আতকে হেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

মিসওয়াক সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের কারণ'।[৮০]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

---

৭৬. বায়হাক্বী ১/৪০, ইবনু আদী ৫/৩৩৪।

৭৭. اتفقوا على تضعيفه ، بل اتهمه الدارقطني بالوضع সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৭১; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৯; যঈফুল জামে হা/৬৪১৫।

৭৮. ছহীহ বুখারী হা/১৯৩৪, ১/২৫৯ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৩৬, অনুচ্ছেদ-২৭- بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ।

৭৯. ফাযায়েলে নামায অংশ, ৬৯ পৃঃ।

৮০. ছহীহ নাসাঈ হা/৫, ১/৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৮১, পৃঃ ৪৪; বঙ্গানুবাদ হা/৩৫১, ২/৭৪ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬৬।

আলী (রাঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দান করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়ায়। অতঃপর তার ক্বিরাআত শুনতে থাকে এবং তার কিংবা তার কথার নিকটবর্তী হয়। এমনকি ফেরেশতার মুখ তার মুখের উপর রাখে। তার মুখ থেকে কুরআনের যা বের হয়, তা ফেরেশতার পেটের মাঝে প্রবেশ করে। সুতরাং তোমরা কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার রাখ'।[৮১] উল্লেখ্য, মিসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।

(৫) মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়া :

পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় মাথায় টুপি দেওয়া বা মাথা ঢেকে যাওয়ার প্রথা সমাজে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা জাল।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর মাথা ঢেকে নিতেন এবং যখন স্ত্রী সহবাস করতেন, তখনও মাথা ঢাকতেন।[৮২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কাদীমী নামক রাবী রয়েছে। সে এই হাদীছ জাল করেছে। এছাড়া তার শিক্ষক আলী ইবনু হাইয়ান আল-মাখযূমীকে ইবনু হাজার আসক্বালানী মাতরূক বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছও এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৮৩]

(৬) পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ নেওয়া অথবা কুলুখ নেওয়ার পর পুনরায় পানি নিয়ে ইস্তিঞ্জা করা :

পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। পানি না পাওয়া গেলে কুলুখ নেওয়া যাবে। তবে পুনরায় পানি ব্যবহার করতে হবে না। কুলুখ নেওয়ার পর পানি নেওয়া সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِىْ أَهْلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ فَسَأَلَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ؟ فَقَالُوْا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

---

৮১. আবুবকর আহমাদ ইবনু আমর আল-বাছরী আল-বাযযার, মুসনাদুল বাযযার হা/৬০৩, ১/১২১ পৃঃ; সনদ জাইয়িদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩, ৩/২৮৭ পৃঃ।

৮২. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬৪।

৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৯২।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 'এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' *(তওবা ১০৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিল, (আমরা ইস্তিঞ্জা করার সময়) ঢিল নেওয়ার পর পানি নিই।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এই বর্ণনার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।[৮৪] ইমাম বাযযার এটি বর্ণনা করে বলেন, 'যুহরী থেকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয ছাড়া অন্য কেউ একে বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে।[৮৫] ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ضَعَّفَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِأَخَوَيْهِ عِمْرَانَ وَعَبْدِ اللهِ حَدِيْثٌ مُسْتَقِيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيْبٍ ضَعِيْفٌ أَيْضًا.

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীযকে আবু হাতেম যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, তার ও তার দুই ভাই ইমরান ও আব্দুল্লাহ কারো একটি হাদীছও সঠিক নয়। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীবও দুর্বল।[৮৬]

উক্ত বর্ণনার বিরোধী ছহীহ হাদীছ :

উক্ত হাদীছ যে জাল তার বাস্তব প্রমাণ হল নিম্নের ছহীহ হাদীছ, যেখানে ঢিলের কথাই নেই।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى أَهْلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই আয়াতটি কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 'এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে' *(তওবা ১০৮)*। তিনি বলেন, তারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত।[৮৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৮৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১-এর ভাষ্য দ্রঃ।

৮৫. لا نعلم أحدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز ولا عنه الا ابنه- তালখীছ, পৃঃ ৪১, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৪২, ১/৮২ পৃঃ।

৮৬. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ফী আহাদীছির রাফইল কাবীর হা/১৫১; দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৪২, ১/৮২ পৃঃ।

৮৭. আবুদাউদ হা/৪৪, ১/৭ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-২৩, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৬৭৩।

عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَــذِهِ الْآيَــةَ نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ.

আবু আইয়ূব আনছারী, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়- 'তথায় (কুবায়) এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তারা বলল, আমরা ছালাতের জন্য ওযূ করে থাকি, অপবিত্রতা হতে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই তার কারণ। সুতরাং তোমরা সর্বদা এটা করতে থাকবে।[৮৮]

মূল কথা হল, অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু ঢিল দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত। কিন্তু কুবাবাসীরা অন্যদের তুলনায় শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। সে জন্যই আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

আরেকটি জাল হাদীছ :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَتَّبِعُوْا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ مِنْ أَثَــرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّيْ أَسْتَحْيِيْهِمْ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে বলে দাও, তারা যেন পেশাব-পায়খানার সময় ঢিল নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করে। আমি তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করছি। কারণ রাসূল (ছাঃ) এটা করেন।[৮৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এ শব্দে কোন বর্ণনা নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই।[৯০] উক্ত বর্ণনার বিরোধী সরাসরি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কুলুখ নেওয়ার কথা নেই; বরং শুধু পানি নেওয়ার কথা রয়েছে। যেমন-

---

৮৮. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৫৫, পৃঃ ২৯-এর শেষ হাদীছ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৯, পৃঃ ৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১, ৩/১১৩ পৃঃ।

৮৯. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২।

৯০. ইরওয়াউল গালীল ১/৮২ পৃঃ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّيْ أَسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের বলে দাও, তারা যেন পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করে। কারণ আমি তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করছি। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করে থাকেন।[৯১]

অতএব সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মিথ্যা প্রথাকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। পানি থাকা সত্ত্বেও যেন কোন স্থানে কুলুখের স্তূপ সৃষ্টি না হয়। কারণ প্রকৃত ফযীলত পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার মধ্যেই রয়েছে।

(৭) কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা :

কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটা, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুখের আবর্জনার স্তূপ তৈরি করা সবই নব্য মূর্খতা। ইসলামে এরূপ বেহায়াপনার কোন স্থান নেই। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা মানুষকে এত নীচে নামিয়েছে। উল্লেখ্য যে, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রা বেশী।[৯২] অথচ তাদের ব্যাপারে এ ধরনের চরম ফৎওয়া দেয়া হয় না। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তি যখন টয়লেট থেকে বের হয় তখন কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে না, কুলুখও ধরে না। এগুলো তামাশা মাত্র। এই অভ্যাস ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন বিধান। যাবতীয় নোংরামী এখানে নিষিদ্ধ। শরী'আতে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তাই বলে এর নামে নতুন আরেকটি বিদ'আত তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকায় ইসলাম তার জন্য সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হল, ওযূ করার পর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেওয়া। যেমন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব করতেন, তখন ওযূ করতেন এবং পানি ছিটিয়ে দিতেন'।[৯৩] অতএব প্রচলিত বেহায়াপনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নারী-পুরুষ সকলকে এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

---

৯১. ছহীহ তিরমিযী হা/১৯, ১/১১ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬, ১/৮ পৃঃ।

৯২. আবুদাঊদ হা/৩৭৬, ১/৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০২, পৃঃ ৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮, ২/১২৫ পৃঃ, 'পবিত্র' অধ্যায়, 'অপবিত্রতা হতে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ- يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ; বুখারী হা/২২২ ও ২২৩।

৯৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৬ ও ৬৭, ১/২২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৫১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬ পৃঃ ৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ।

(৮) ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না এবং ইস্তিঞ্জা করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে না বলে ধারণা করা :

উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বরং তাঁরা যে পাত্রে ওযূ করতেন সে পাত্রের পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জাও সম্পন্ন করতেন।[৯৪] উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ ও নাসাঈতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) যে পাত্রের পানিতে ইস্তিঞ্জা করেন, তার বিপরীত পাত্রে ওযূ করেন।[৯৫] মূলতঃ পাত্রের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্য পাত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। মুহাদ্দিছগণ এমনটিই বলেছেন।[৯৬]

(৯) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া 'আফানী' দু'আ পাঠ করা :

টয়লেট সারার পর বলবে, 'গুফরা-নাকা', যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৯৭] 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি.. মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِىْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, ঐ আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন ও আমাকে সুস্থ করেছেন।[৯৮]

---

৯৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫০-১৫২, (ইফাবা হা/১৫২, ১/১০২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৩; মিশকাত হা/৩৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭; আবুদাঊদ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বুখারী হা/১৮৭-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ ১/৩১ পৃঃ।

৯৫. আবুদাঊদ হা/৪৫, ১/৭ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯৪; মিশকাত হা/৩৬০, পৃঃ ৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৩, ২/৬৬ পৃঃ, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ।

৯৬. ليس المعنى أنه لا يجوز التوضيء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به -আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে সুনানে আবী দাঊদ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।

৯৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩০, ১/৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/৭, ১/৭ পৃঃ।

৯৮. ইবনু মাজাহ হা/৩০১, পৃঃ ২৬; মিশকাত হা/৩৭৪, পৃঃ ৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫, ২/৭০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ সুনানু ইবনে মাজাহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৫), হা/৩০১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-১৫০।

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামে একজন রাবী আছে, সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ।[৯৯]

(১০) ওযূর শুরুতে মুখে নিয়ত বলা :

মুখে নিয়ত বলার শারঈ কোন বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। অতএব তা পরিত্যাগ করে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।[১০০] উল্লেখ্য যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নামে প্রকাশিত 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও যরূরী মাসআলা মাসায়েল' নামক বইয়ে বলা হয়েছে যে, ক্বিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে বসে ওযূ করতে হবে।[১০১] অথচ উক্ত কথার প্রমাণে কোন দলীল পেশ করা হয়নি। উক্ত দাবী ভিত্তিহীন।

(১১) ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম আল-ইসলামু হাক্কুন, ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল-ঈমানু নূরুন, ওয়াল কুফরু যুলমাতুন' দু'আ পাঠ করা :

উক্ত দু'আর প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। যদিও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) উক্ত দু'আর সাথে আরো কিছু বাড়তি কথা যোগ করে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি।[১০২] এটা পড়লে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে। উক্ত দু'আটি দেশের বিভিন্ন মসজিদের ওযূখানায় লেখা দেখা যায়। উক্ত দু'আ হতে বিরত থাকতে হবে। বরং ওযূর শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে।[১০৩]

(১২) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দু'আ পড়া :

ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দু'আ পড়তে হবে মর্মে আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কোন দলীল পেশ করেননি। অন্য শব্দে একটি জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

يَا أَنَسُ ادْنُ مِنِّىْ أُعَلِّمْكَ مَقَادِيْرَ الْوُضُوْءِ فَدَنَوْتُ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَلَمَّا اسْتَنْجَى قَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ

---

৯৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩০১।

১০০. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১।

১০১. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও জরুরী মাসআলা মাসায়েল', সংকলনে ও সম্পাদনায়- মাওলানা আজিজুল হক (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার, চতুর্থ মুদ্রণ-আগস্ট ২০০৯), পৃঃ ৪২; উল্লেখ্য যে, মাওলানার নামে বহু রকমের ছালাত শিক্ষা বইয়ের বাংলা অনুবাদ বাজারে চালু আছে। কোন্টি যে আসল অনুবাদ তা আল্লাহই ভাল জানেন।

১০২. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪৩।

১০৩. ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২, সনদ হাসান।

فَرْجِىْ وَيَسِّرْ لِىْ أَمْرِىْ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِىْ حُجَّتِىْ وَلاَ تَحْرِمْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّة فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ ذِرَاعَيْه قَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ فَلَمَّا أَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْه قَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ يَوْمَ تَزِلُ فِيْه الْأَقْدَامُ ثُمَ قَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ يَا أَنَسُ مَا مِنْ عَبْد قَالَهَا عِنْدَ وُضُوْئِه لَمْ تَقْطُرْ مِنْ خِلَلِ أَصَابِعه قَطْرَةٌ إِلاَّ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى مَلِكًا يُسَبِّحُ اللهَ بِسَبْعِيْنَ لِسَانًا يَكُوْنُ ثَوَابُ ذَلِكَ التَّسْبِيْحِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة.

(রাসূল (ছাঃ) বলেন) হে আনাস! তুমি আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ওযূর মিক্বদার শিক্ষা দিব। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি তাঁর দুই হাত ধৌত করার সময় বললেন, ‘বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুল্লি-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি’। যখন তিনি ইস্তিঞ্জা করলেন তখন বললেন, ‘আল্লা-হুম্মা হাছ্ছিন ফারজী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী’। যখন তিনি ওযূ করেন ও নাক ঝাড়েন তখন বললেন, ‘আল্লা-হুম্মা লাক্কিনী হুজ্জাতী ওয়ালা তারহামনী রায়েহাতাল জান্নাতি’। যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন তখন বললেন, ‘আল্লা-হুম্মা বাইয়িয ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়ায্যু উজূহুঁও’। যখন তিনি দুই হাত ধৌত করলেন তখন বললেন, ‘আল্লাহুম্মা আ‘ত্বিনী কিতাবী ইয়ামানী’। যখন হাত দ্বারা মাসাহ করলেন তখন বললেন, ‘আল্লা-হুম্মা আগিছনা বিরহমাতিকা ওয়া জান্নিবনা আযাবাকা’। যখন তিনি দুই পা ধৌত করলেন তখন বললেন, ‘আল্ল-হুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী ইয়াওমা তাযিল্লু ফীহি আক্বদাম’।

অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যে বান্দা ওযূ করার সময় এই দু‘আ বলবে, তার আঙ্গুল সমূহের ফাঁক থেকে যত ফোঁটা পানি পড়বে তার প্রত্যেক ফোঁটা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা একজন করে ফেরেশতা তৈরি করবেন। সেই ফেরেশতা সত্তরটি জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা করবেন। এই ছওয়াব ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।[১০৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে উবাদা বিন ছুহাইব ও আহমাদ বিন হাশেমসহ কয়েকজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী, নাসাঈ,

১০৪. তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ, পৃঃ ১৩, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, হা/৩৩।

দারাকুৎনীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাদেরকে পরিত্যক্ত বলেছেন। ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনাটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।[১০৫]

(১৩) ওযূর পানি পাত্রের মধ্যে পড়লে উক্ত পানি দ্বারা ওযূ হবে না বলে বিশ্বাস করা :

এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন, 'উঁচু স্থানে বসবে, যেন ওযূর পানির ছিটা শরীরে আসতে না পারে'।[১০৬] অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিতেন আবার বের করতেন। এভাবে তিনি ওযূ করতেন।[১০৭]

(১৪) ত্রুটিপূর্ণ কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। ওযূর সময় কথা বললে ফেরেশতারা রুমাল নিয়ে চলে যায় :

ওযূকারীর মাথার উপর চারজন ফেরেশতা রুমাল নিয়ে ছায়া করে রাখে। পর পর চারটি কথা বললে রুমাল নিয়ে চলে যায় বলে যে কাহিনী সমাজে প্রচলিত আছে, তা উদ্ভট, মিথ্যা ও কাল্পনিক। তাছাড়া খারাপ কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় এ আক্বীদাও ঠিক নয়। এ মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা জাল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ وَحَدَثُ الْفَرْجِ وَلَيْسَا سَوَاءً حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الْفَرْجِ وَفِيْهَا الْوُضُوْءُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অপবিত্রতা দুই প্রকার। জিহ্বার ও লজ্জাস্থানের অপবিত্রতা। দুইটি এক সমান নয়।

---

১০৫. فِيْهِ عُبَادَةُ بْنُ صُهَيْبٍ مُتَّهِمٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوْكٌ وفيه أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني وقد نص النووي بِبُطْلاَنِ هَذَا الْحَدِيْث وَأَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ -তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ১৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৩৩।

১০৬. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২।

১০৭. বুখারী হা/১৮৬, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬, ১/১১৯ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪৬); মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ।

লজ্জাস্থানের অপবিত্রতার চেয়ে জিহ্বার অপবিত্রতা বেশী। আর এর কারণে ওযূ করতে হবে।[১০৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি বাতিল।[১০৯] এর সনদে বাক্বিয়াহ নামক রাবী রয়েছে, সে ত্রুটিপূর্ণ। সে দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী। রাসূল (ছাঃ) থেকে উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[১১০]

(১৫) কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়া :

সুন্নাত হল হাতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে ও নাকে পানি দেয়া। রাসূল (ছাঃ) এভাবেই ওযূ করতেন। مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ 'তিনি এক অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন'।[১১১] আলাদাভাবে পানি নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ। যেমন-

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.

ত্বালহা (রাঃ) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি ওযূ করছিলেন। আর পানি তাঁর মুখমণ্ডল ও দাড়ি থেকে তাঁর বুকে পড়ছিল। অতঃপর আমি তাকে দেখলাম, তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় পৃথক করলেন।[১১২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে লাইছ ও মুছাররফ নামের দু'জন রাবী রয়েছে, যারা ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও আরো ত্রুটি রয়েছে। এই হাদীছ যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত।[১১৩] শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তালক বিন মুছাররফের হাদীছ পৃথক করা প্রমাণ করে, কিন্তু তা যঈফ।[১১৪]

---

১০৮. আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনিল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীছিল ওয়াহিয়াহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৩), হা/৬০৪; দায়লামী ২/১৬০, হা/২৮১৪; ইমাম সুয়ূত্বী, জামিউল আহাদীছ হা/১১৭২৬।

১০৯. জাওয়াযকানী, আল-আবাতিল ১/৩৫৩ পৃঃ।

১১০. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/৬০৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

১১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯১, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০, ১/১২১ পৃঃ), 'ওযূ' অধ্যায়, 'এক অঞ্জলি পানি দিয়ে মুখ ও নাক পরিষ্কার করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪৬); মিশকাত হা/৩৯৪ ও ৪১২, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

১১২. আবুদাঊদ হা/১৩৯, ১/১৮-১৯ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৪৯, পৃঃ ১৮।

১১৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

১১৪. শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২৬।

(১৬) কান মাসাহ করার সময় নতুন পানি নেওয়া :

ওযূতে কান মাসাহ করার ক্ষেত্রে মাথা ও কান একই সঙ্গে একই পানিতে মাসাহ করবে। ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ 'অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক অঞ্জলি পানি নিতেন এবং হাত ঝাড়তেন। তারপর এর দ্বারা তাঁর মাথা ও কান মাসাহ করতেন'।[১১৫] এ জন্য পৃথকভাবে নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'।[১১৬] তাছাড়া বায়হাক্বীতেও একই পানিতে মাথা ও কান মাসাহ করার ছহীহ হাদীছ এসেছে।[১১৭] নতুনভাবে পানি নেয়ার হাদীছটি ছহীহ নয়। যেমন-

(أ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِىْ أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ.

(ক) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন যে, পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। অতঃপর তা ব্যতীত কান মাসাহ করার জন্য পৃথক পানি নিয়েছেন।[১১৮]

তাহক্বীক্ব : উক্ত শব্দে বর্ণিত হাদীছ যঈফ। উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার পরে হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও বায়হাক্বীর যে মন্তব্য ইবনু হাজার আসক্বালানী তুলে ধরেছেন তা মূলতঃ এই হাদীছের ক্ষেত্রে নয়; বরং হাত ধৌত করার পর নতুন করে পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছটির ব্যাপারে, যা ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[১১৯]

তাই আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ صَحِيْحٍ خَالٍ عَنِ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ لِمَاءٍ جَدِيْدٍ 'সমালোচনা থেকে মুক্ত এমন কোন মারফূ হাদীছ এ ব্যাপারে আছে বলে আমি অবগত নই, যার দ্বারা নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করা যাবে'।[১২০]

---

১১৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৭, ১/১৮ পৃঃ।
১১৬. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩ ও ৪৪৪, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪।
১১৭. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৬; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১, সনদ ছহীহ।
১১৮. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৯১, ১/২২৯ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/৩৯, পৃঃ ২৩।
১১৯. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ।
১২০. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১২২ পৃঃ, হা/২৮-এর আলোচনা; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪৬ ও ৯৯৫; মাজমূউ ফাতাওয়া আলবানী, পৃঃ ৩৬।

(ب) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.

(খ) নাফে‘ বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ওযূ করতেন, তখন কান মাসাহ করার জন্য দুই আঙ্গুলে পানি নিতেন।[১২১]

তাহক্বীক্ব : এ বর্ণনাটিও যঈফ। বায়হাক্বীর মুহাক্কিক মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদির ‘আতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঐ হাদীছগুলো যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[১২২]

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত আমলকে ইবনুল ক্বাইয়িম ছহীহ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত ত্রুটি থাকার কারণে তা যঈফ। যেমন তিনি বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيْدًا وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ, ‘রাসূল (ছাঃ) দুই কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন এমন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। তবে ইবনু ওমর থেকে সেটা ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে’।[১২৩]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, لاَ حَاجَةَ لأَخْذ مَاء جَدِيْد مُنْفَرِد لمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ بَلْ يَجْزِيْ مَسْحُهُمَا بِبَلَلِ مَاءِ الرَّأْسِ. ‘দুই কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মাথা মাসহের জন্য নেয়া পানির সিক্ততা দিয়েই দুই কান মাসাহ করা জায়েয’।[১২৪] অতএব কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং মাথা ও কান একই সঙ্গে মাসাহ করতে হবে।

জ্ঞাতব্য : অনেকে কান মাসাহকে ফরয বলেন না। অথচ কানসহ মাথা মাসাহ করা ফরয। কারণ দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত’।[১২৫] তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) একই পানিতে মাথা ও কান মাসাহ করতেন। যেমন- ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ‘অতঃপর তিনি এক অঞ্জলি পানি নিতেন এবং মাথা ও দুই কান মাসাহ করতেন’।[১২৬]

---

১২১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩১৪; মুওয়াত্ত্বা হা/৯২।

১২২. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الأذنان من الرأس فروى ذلك بأسانيد ضعاف -ঐ, বায়হাক্বী হা/৩১৭-এর ভাষ্য দ্রঃ।

১২৩. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১/২০০ পৃঃ; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২৩-এর উক্ত হাদীছের ভাষ্য দ্রঃ।

১২৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬-এর ভাষ্য দ্রঃ।

১২৫. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩ ও ৪৪৪, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪।

১২৬. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৭; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৬; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১, সনদ ছহীহ।

(১৭) মাথা ও কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি না নেওয়া :

অনেকে দুই হাত ধৌত করার পর সরাসরি মাথা মাসাহ করে, নতুন পানি নেয় না। যেমন আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন, 'কান ও মাথা মাছহে করার জন্য নতুন পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই, ভেজা হাত দ্বারাই মাছহে করবে'।[১২৭] এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। কারণ রাসূল (ছাঃ) দুই হাত ধৌত করার পর নতুন পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করতেন। যেমন- مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ 'হাতের অতিরিক্ত পানি ছাড়াই তিনি নতুন পানি দ্বারা তাঁর মাথা মাসাহ করতেন'।[১২৮]

(১৮) মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা :

মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ চুল স্পর্শ করাকেই মাসাহ মনে করেন, কেউ মাথার চার ভাগের একভাগ মাসাহ করেন এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় নেমে পড়েন। কুদূরী ও হেদায়ার লেখক চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর দলীল হিসাবে পেশ করেছেন ছহীহ মুসলিমের হাদীছ। অথচ উক্ত হাদীছে পাগড়ী থাকা অবস্থায় মাসাহ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুদূরী এবং হেদায়াতে মুগীরা (রাঃ)-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা ভুল হয়েছে।[১২৯] যা হেদায়ার টীকাতেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তারা দুইটি হাদীছকে একত্রে মিশ্রিত করে উল্লেখ করেছেন।[১৩০]

সুধী পাঠক! শরী'আতের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) সুন্দরভাবে মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কারণ পবিত্র কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে। আর তিনি মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনে চুলের শেষ পর্যন্ত দুই হাত নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে সামনে নিয়ে এসে শেষ করতেন। এভাবে তিনি পুরো মাথা মাসাহ করতেন। যেমন-

---

১২৭. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২।

১২৮. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ, 'নবী (ছাঃ)-এর ওযূ' অনুচ্ছেদ।

১২৯. দ্রঃ ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৭, ১/১৩৩ পৃঃ ও হা/৬৫৬, ১/১৩৪ পৃঃ।

১৩০. আবুল হাসান বিন আহমাদ বিন জা'ফর আল-বাগদাদী আল-কুদূরী, মুখতাছারুল কুদূরী (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার ১৯৮২/১৪০৩), পৃঃ ৩; শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবী বকর আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হিঃ), আল-হেদায়াহ (নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা (১৪০১), ১/১৭ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০৬), ১/৬ পৃঃ।

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ.

‘অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করেন। এতে দুই হাত তিনি সামনে করেন এবং পিছনে নেন। তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন অতঃপর যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন’।[১৩১]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১ হিঃ) বলেন, وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِىْ حَـــدِيْثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتَّةَ ‘রাসূল (ছাঃ) কখনো মাথার কিছু অংশ মাসাহ করেছেন মর্মে কোন একটি হাদীছ থেকেও প্রমাণিত হয়নি’।[১৩২]

উল্লেখ্য, পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকলে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে।[১৩৩] আরো উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর নীচে মাসাহ করতেন বলে আবুদাঊদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[১৩৪]

(১৯) ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা :

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে ছহীহ কোন প্রমাণ নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল ও মিথ্যা। অথচ কিছু আলেম এর পক্ষে মুসলিম জনতাকে উৎসাহিত করেছেন। আশরাফ আলী থানবী ঘাড় মাসাহ করার দাবী করেছেন এবং এ সময় পৃথক দু‘আ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৫] ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল (মদীনা মুনাওয়ারাহ) প্রণীত ও মারকাযুদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ, ঢাকার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনুদিত ‘নবীজীর নামায’ বইয়ে ওযূর সুন্নাত আলোচনা করতে গিয়ে গর্দান মাসাহ করার কথা বলেছেন। এর পক্ষে জাল হাদীছও পেশ করেছেন।[১৩৬] এভাবেই ভিত্তিহীন আমলটি সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। জাল দলীলগুলো নিম্নরূপ :

---

১৩১. ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ; বুখারী (ইফাবা হা/১৮৫); মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪।
১৩২. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/১৮৫ পৃঃ, ‘মাসাহ করার বর্ণনা’।
১৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৬, ৫৭, ৫৯, ১/১৩৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪ ও ৫২৫); মিশকাত হা/৩৯৯, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৭, ২/৮১ পৃঃ; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/১৮৫ পৃঃ, ‘মাসাহ করার বর্ণনা’।
১৩৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪৭, ১/১৯-২০ পৃঃ; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬৪।
১৩৫. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২ ও ৪৪।
১৩৬. ঐ, (ঢাকা : মুমতায লাইব্রেরী, ১১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১০), পৃঃ ১১৪-১১৫।

(أ) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ... فِيْ صِفَةِ وَضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ...

(ক) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। ..অতঃপর তিনি তিনবার তার মাথা মাসাহ করেন এবং দুই কানের পিঠ মাসাহ করেন ও ঘাড় মাসাহ করেন, দাড়ির পার্শ্ব মাসাহ করেন মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে।[১৩৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[১৩৮] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هَذَا مَوْضُوْعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ 'এটা জাল। নবী (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়।[১৩৯]

(ب) عَنْ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ قال رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ.

(খ) আমর ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করার সময় আমি দাড়ির পার্শ্ব এবং ঘাড় মাসাহ করতে দেখেছি।[১৪০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেন, এর সনদ অপরিচিত। মুছাররফসহ তার পিতা ও দাদা সবাই অপরিচিত।[১৪১]

(ج) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف عَنْ أَبِيْه عَنْ جَدِّه قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا.

(গ) ত্বালহা ইবনু মুছাররফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি একবার তাঁর মাথা মাসাহ করতেন এমনকি তিনি মাথার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছাতেন। আর তা হল ঘাড়ের অগ্রভাগ।[১৪২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত মাসাহ করেন এমনকি তার দুই হাত কানের নিচ দিয়ে বের করে নেন' এই কথা ইয়াহইয়ার কাছে বর্ণনা করলে তিনি একে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, ইবনু উ'আইনাহ বলতেন, মুহাদ্দিছগণ ধারণা

১৩৭. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৭৫৮৪, ২২/৫০।
১৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯ ও ৭৪৪।
১৩৯. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ১/৪৬৫ পৃঃ।
১৪০. ত্বাবারাণী কাবীর ১৯/১৮১।
১৪১. লিসানুল মীযান ৬/৪২ পৃঃ; তানক্বীহ, পৃঃ ৮৩।
১৪২. আবুদাঊদ হা/১৩২, ১/১৭-১৮ পৃঃ।

করতেন এটা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। তিনি এটাও বলতেন, ত্বালহা তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে এ কথা কোথায় পেল?[১৪৩]

(د) مَسْحُ الرَّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ.

(ঘ) 'ঘাড় মাসাহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে'।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[১৪৪] ইমাম সুয়ূত্বী জাল হাদীছের গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১৪৫]

(ه) مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يَغِلَّ بِالأَغْلاَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ঙ) 'যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং ঘাড় মাসাহ করবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন বেড়ী দ্বারা বাঁধা হবে না'।[১৪৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[১৪৭] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেছেন।[১৪৮] উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমল আল-আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাররম নামের দু'জন রাবী ক্রটিপূর্ণ। মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৪৯] উল্লেখ্য যে, ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনা আরো আছে। এর দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাবে না। বরং ঘাড় মাসাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে।

(২০) ওযূর পর অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা :

ওযূ করার পর রুমাল, গামছা কিংবা কাপড় দ্বারা অঙ্গ মুছতে পারে। এটা ইচ্ছাধীন।[১৫০] যে বর্ণনায় অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা হয়েছে, তা জাল বা মিথ্যা।

---

১৪৩. وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِه إِلَى مُؤَخَّرِه حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ أَيْشِ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؟ -যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩২-এর আলোচনা দ্রঃ।

১৪৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৮ পৃঃ।

১৪৫. হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, আল-লাআলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২০৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৮ পৃঃ।

১৪৬. আবু নু'আইম, তারীখুল আছবাহান ২/১১৫ পৃঃ।

১৪৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪, ২/১৬৭ পৃঃ।

১৪৮. আল-মাছনূ' ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ', পৃঃ ৭৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ।

১৪৯. সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ।

১৫০. বায়হাক্বী, সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৬৮; আওনুল মা'বূদ ১/৪১৭-১৮ পৃঃ।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوَضُوْءِ وَلاَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ عَلِيٌّ وَلاَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, আলী এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ওযূর পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতেন না।[১৫১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে সাঈদ বিন মাইসারা নামে একজন রাবী রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন।[১৫২] উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে যঈফ হাদীছও আছে।

(২১) হাত ধোয়ার সময় কনুই-এর উপরে আরো বেশী করে বাড়িয়ে ধৌত করা :

হাত ধৌত করতে হবে কুনই পর্যন্ত। এর বেশি নয়। আল্লাহ্র নির্দেশ এটাই *(সূরা মায়েদাহ ৬)*। হাদীছের শেষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার যে বক্তব্য এসেছে, তার উদ্দেশ্য অঙ্গ বাড়িয়ে ধৌত করা নয়; বরং ভালভাবে ওযূ সম্পাদন করা।[১৫৩]

(২২) চামড়ার মোজা ছাড়া মাসাহ করা যাবে না বলে ধারণা করা :

উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং যেকোন পবিত্র মোজার উপর মাসাহ করা যাবে।[১৫৪] হাদীছে কোন নির্দিষ্ট মোজার শর্তারোপ করা হয়নি।[১৫৫]

---

১৫১. ইবনু শাহীন, নাসিখুল হাদীছ ওয়া মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫, দ্রঃ যাকারিয়া বিন গুলামা ক্বাদের পাকিস্তানী, তানকীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম (বৈরুত : দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৯/১৪২০), পৃঃ ৯৬।

১৫২. আওনুল মা'বূদ ১/২৮৭ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ১/২২০ পৃঃ; নাসিখুল হাদীছ ওয়া মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫।

১৫৩. لو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة و التحجيل لا على إطالة العضد -আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২ নং-এর ভাষ্য দ্রঃ, উল্লেখ্য, উক্ত অংশটুকু সংযোজনের ক্ষেত্রে ত্রুটি সাব্যস্ত হয়েছে বলেও মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেছেন। -দ্রষ্টব্য আহমাদ হা/৮৩৯৪; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী হা/১৩৬-এর আলোচনা, 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৩ পৃঃ।

১৫৪. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৯, ১/২১ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩, পৃঃ ৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮, ২/১৩২ পৃঃ।

১৫৫. আলোচনা দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/২৬২ পৃঃ; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ১৪-১৫।

(২৩) মোজার উপরে ও নীচে মাসাহ করা :

অনেককে মোজার উপরে-নীচে উভয় দিকে মাসাহ করতে দেখা যায়। অথচ সুন্নাত হল মোজার উপরে মাসাহ করা।[১৫৬] উপরে-নীচে উভয় দিকে মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন-

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُـــوْكَ فَمَـــسَحَ أَعْلَـــى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا.

মুগীরা ইবনু শু‘বা (রাঃ) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে ওযূ করিয়েছি। তিনি দুই মোজার উপরে এবং নীচে মাসাহ করেছেন।[১৫৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন, ‘এই হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। আমি ইমাম আবু যুর‘আহ ও ইমাম বুখারীকে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাঊদও একে দুর্বল বলেছেন।[১৫৮] এই হাদীছের সনদে ছাওর নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, সে রাজা ইবনু হাইওয়া থেকে না শুনেই বর্ণনা করেছে।[১৫৯]

জ্ঞাতব্য : বর্তমানে অনেকেই মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নীচে লুঙ্গি-প্যান্ট পরিধান করাকে জায়েয বলছেন ও পরিধান করছেন। এটা শরী‘আতকে ছোট করার মিথ্যা কৌশল মাত্র। পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সাথে আপোস করে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে নস্যাৎ করতে চায়। এই মিথ্যা কৌশল থেকে সাবধান থাকতে হবে।

(২৪) ওযূর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দু‘আ পড়া :

ওযূর দু‘আ পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

---

১৫৬. ছহীহ বুখারী হা/১৮২, ১/৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮২, ১/১১৫ পৃঃ); মুসলিম হা/৬৪৯; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬১ ও ১৬২, ১/২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/৯৮, ১/২৮-২৯ পৃঃ।

১৫৭. আবুদাঊদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫৫০, পৃঃ ৪২; মিশকাত হা/৫২১, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬, ২/১৩১ পৃঃ।

১৫৮. هذا حديث معلول وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح وكذا ضعفه أبوداود -যঈফ তিরমিযী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ)।

১৫৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ।

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করল, অতঃপর আকাশের দিকে চোখ তুলে দু'আ পড়ল, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যেকোন দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে।[১৬০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার। 'আকাশের দিকে তাকানো' অংশটুকু ছহীহ হাদীছের বিরোধী। তাই শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এই অতিরিক্ত অংশটুকু অস্বীকৃত। কারণ ইবনু আম আবী উক্বাইল এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে অপরিচিত'।[১৬১]

(২৫) ওযূর পরে সূরা ক্বদর পড়া :

ওযূর পর সূরা ক্বদর পড়া যাবে না। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।

عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ فِىْ إِثْرِ وُضُوْئِه إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِىْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثًا حَشَرَهُ اللهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওযূর পর 'ইন্না আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল ক্বাদরি' অর্থাৎ সূরা ক্বদর একবার পাঠ করবে সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যে দুই বার পাঠ করবে তার নাম শহীদদের দফতরে লিখা হবে এবং যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নবীদের সাথে হাশর-নাশর করাবেন।[১৬২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর কোন সনদই নেই।[১৬৩]

উল্লেখ্য যে, আশরাফ আলী থানবী তার বইয়ে সূরা ক্বদর পড়ার কথা বলেছেন এবং ওযূর পরের দু'আর সাথে অনেকগুলো নতুন শব্দ যোগ করেছেন যা হাদীছের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় না।[১৬৪] অতএব সাবধান! ওযূ করার পর শুধু নিম্নের দু'আ পাঠ করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[১৬৫]

---

১৬০. আহমাদ হা/১২১; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৩।

১৬১. وهذه الزياوة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هـــذا وهـــو مجهـــول. -আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/১৩৫ পৃঃ।

১৬২. দায়লামী, মুসনাদুল ফেরদাঊস; সুয়ূত্বী, আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ২/১১ পৃঃ।

১৬৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯ ও ১৫২৭।

১৬৪. পূর্ণাঙ্গ নামায, পৃঃ ৪৫।

১৬৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৬, ১/১২২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪৪), 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; মিশকাত হা/২৮৯, পৃঃ ৩৯, 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫, ১/১৮ পৃঃ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৯, পৃঃ ৩৯; ইরওয়া হা/৯৬, সনদ ছহীহ।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্ল-হুম্মাজ্‌'আল্‌নী মিনাত্‌ তাউওয়াবীনা ওয়াজ্‌'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

রাসূল (ছাঃ) করেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজার সবই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে'।[১৬৬] অতএব মিথ্যা ফযীলতের প্রয়োজন নেই। মুছল্লীর প্রয়োজন জান্নাত।

(২৬) রক্ত বের হলে ওযূ ভেঙ্গে যায় :

শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত বের হলে ওযূ করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الوضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই ওযূ করতে হবে।[১৬৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১৬৮] ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীম দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু খালেদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ দুইজনই অপরিচিত।[১৬৯]

তাছাড়া রক্ত বের হওয়া অবস্থায় ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় করতেন।[১৭০] তারা ওযূ করতেন না মর্মে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ بْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِيْ وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَحَكَّهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

---

১৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৬, ১/১২২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮৯।

১৬৭. দারাকুৎনী ১/১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০; মিশকাত হা/৩৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৭, ২/৫৭।

১৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০।

১৬৯. দারাকুৎনী ১/১৫৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৩৩ - عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان

১৭০. আবুদাঊদ হা/১৯৮, ১/২৬ পৃঃ, সনদ হাসান, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৯।

বাকর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডলে উঠা ফোড়ায় চাপ দিলেন ফলে কিছু রক্ত বের হল। তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ঘষে দিলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করেননি।[১৭১]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রক্ত বের হলে ওযূ করা ওয়াজিব হবে মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তা কম হোক বা বেশী হোক।[১৭২]

(২৭) বমি হলে ওযূ ভেঙ্গে যায় :

ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বমিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষও তাই আমল করে থাকে। অথচ তার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

(أ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِيْ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ.

(ক) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং ওযূ করে। এরপর পূর্ববর্তী ছালাতের উপর ভিত্তি করে ছালাত আদায় করে। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।[১৭৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে, সে যঈফ। সে হিজাযের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারাও যঈফ।[১৭৪]

(ب) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقَلْسُ حَدَثٌ.

(খ) যায়েদ ইবনু আলী তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বমি অপবিত্র।[১৭৫]

---

১৭১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/৬৮৩ পৃঃ- ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة ।

১৭২. وَلاَ يَصِحُّ حَدِيْثٌ فِيْ وُجُوْبِ الْوَضُوْءِ مِنَ الدَّمِ كَانَ قَلِيْلاً أَوْ كَثِيْرًا-আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রঃ ১/১০৮ পৃঃ।

১৭৩. ইবনু মাজাহ হা/১২২১, ‘ছালাত কায়েম ও তার সুন্নাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৭।

১৭৪. في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة -যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২২১; যঈফ আবুদাঊদ (আল-উম্ম), পৃঃ ৬৮; যঈফুল জামে‘ হা/৫৪২৬।

১৭৫. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্ত যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, এর সনদে সাওর নামক রাবী রয়েছে। সে যায়েদ বা অন্য কারো নিকট থেকে বর্ণনা করেনি।[১৭৬] অতএব বমি হলে ওযূ করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ বিধান নেই।

জ্ঞাতব্য : হেদায়া ও কুদূরীতে রক্ত বের হওয়া ও বমি হওয়াকে ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৭] আর সে কারণেই এই আমল চালু আছে। দুঃখজনক হল, ইমাম দারাকুৎনীর উক্ত মন্তব্য থাকতে হেদায়া ও কুদূরীতে কিভাবে তা পেশ করা হল?

(২৮) ওযূ থাকা সত্ত্বেও ওযূ করলে দশগুণ নেকী :

উক্ত ফযীলত সঠিক নয়। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

(أ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُودِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالْعَـــصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন যোহরের আযান দেয়া হল তখন তিনি ওযূ করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর যখন আছরের আযান দেয়া হল তখনও ওযূ করলেন। রাবী বলেন, আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ওযূ অবস্থায় ওযূ করবে, তার জন্য আল্লাহ দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন।[১৭৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী, মুনযেরী, ইরাক্বী, নববী, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে একমত।[১৭৯] উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বী ও গুত্বাইফ নামক দুইজন দুর্বল ও অপরিচিত রাবী আছে।[১৮০]

---

১৭৬. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৭৫, ৯/৭২ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৪১৩৯।

১৭৭. وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَالْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ -হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩; বঙ্গানুবাদ ১/৮-৯ পৃঃ; কুদূরী, পৃঃ ৫।

১৭৮. আবুদাঊদ হা/৬২, ১/৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫১২, পৃঃ ৩৯; তিরমিযী হা/৫৯, ১/১৯ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩, ২/৪৩ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭।

১৭৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১০।

১৮০. আবুদাঊদ হা/৬২; ইবনু মাজাহ হা/৫১২; তিরমিযী হা/৫৯; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৩, ১/৯৬ পৃঃ।

(ب) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

(খ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার করে ওযূ করবে সে ব্যক্তি ওযূর নিয়ম পালন করল, যা তার জন্য আবশ্যক ছিল। যে ব্যক্তি দুইবার করে ধৌত করবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার করে ধৌত করবে তার ওযূ আমার ও আমার পূর্বের নবীগণের ওযূর ন্যায় হল।[১৮১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১৮২] উক্ত যঈফ হাদীছ হেদায়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮৩] এর সনদে যায়েদ আল-আম্মী নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[১৮৪]

(ج) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

(গ) ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা যখন উত্তমরূপে ওযূ করে তখন আল্লাহ তার সামনের ও পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।[১৮৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত।[১৮৬]

(২৯) মুছল্লীর ওযূতে ত্রুটি থাকলে ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হয় :

অনেক আলেমের মাঝে উক্ত বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ شَبِيْبِ أَبِيْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ.

---

১৮১. মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭৩৫; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৪।
১৮২. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩৬; তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/৫৭৩৫।
১৮৩. ঐ, ১/১৯ পৃঃ।
১৮৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৪২০।
১৮৫. মুসনাদুল বাযযার হা/৪২২, ১/৯৩ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯২।
১৮৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৩৬, ১১/৬২ পৃঃ।

শাবীব আবী রাওহ ছাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করলেন এবং সূরা রূম পড়লেন। কিন্তু পড়ার মাঝে কিছু গোলমাল হল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে অথচ উত্তমরূপে ওযূ করে না। এরাই আমাদের কুরআন তেলাওয়াতে গোলযোগ সৃষ্টি করে।[১৮৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[১৮৮]

(৩০) মাথার চুলের গোড়ায় নাপাকি থাকবে মনে করে সর্বদা মাথার চুল ছোট করে রাখা বা কামিয়ে রাখা :

নাপাকির ভয়ে এক শ্রেণীর মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন বা চুল খুব ছোট করে রাখেন এবং একে খুব ফযীলতপূর্ণ মনে করেন। আলী (রাঃ) এরূপ করতেন বলে তারা এর অনুসরণ করে থাকেন। অথচ উক্ত মর্মে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা যঈফ। মোটেই আমলযোগ্য নয়।

(أ) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِـــنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ.

(ক) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর একচুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দিবে এবং উহা ধৌত করবে না, তার সাথে আগুনের দ্বারা এই এই ব্যবস্থা করা হবে। আলী (রাঃ) বলেন, সে অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। একথা তিনি তিনবার বললেন। তিনি তার মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন।[১৮৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১৯০] উক্ত বর্ণনার সনদে ‘আত্বা, হাম্মাদ ও যাযান নামের ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ।[১৯১]

---

১৮৭. নাসাঈ হা/৯৪৭, ১/১১০ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৫, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৫, ২/৪৪।

১৮৮. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৯৫-এর টীকা দ্রঃ; নাসাঈ হা/৯৪৭; যঈফুল জামে‘ হা/৫০৩৪।

১৮৯. আবুদাঊদ হা/২৪৯, ১/৩৩ পৃঃ; আহমাদ হা/১১২১; মিশকাত হা/৪৪৪, পৃঃ ৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮।

১৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৪৪, ১/১৩৮ পৃঃ।

(ب) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ.

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চুলের নীচেই নাপাকি রয়েছে। সুতরাং চুলগুলোকে ভালভাবে ধৌত করবে এবং চামড়াকে সুন্দর করে পরিষ্কার করবে।[১৯২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১৯৩] এর সনদে হারিছ ইবনু ওয়াজীহ নামক এক রাবী আছে। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, তার হাদীছ মুনকার আর সে দুর্বল রাবী।[১৯৪]

(ج) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً.

(গ) আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ থেকে অপর জুম‘আ, আমানত আদায় করা- এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা। আমি বললাম, আমানত আদায়ের অর্থ কী? তিনি বললেন, জানাবাতের গোসল করা। কারণ প্রতিটি পশমের গোড়ায় নাপাকি রয়েছে।[১৯৫]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছও যঈফ।[১৯৬] এর সনদে উতবা ইবনু আবী হাকীম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[১৯৭]

(৩১) ঋতুবতী বা অপবিত্র ব্যক্তিদেরকে সাধারণ কাজকর্ম করতে নিষেধ করা :

অপবিত্র ব্যক্তি সালাম-মুছাফাহা করতে পারে না, কোন বিশেষ পাত্র স্পর্শ করতে পারে না ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না বলে যে কথা

---

১৯১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০, ২/২৩২ পৃঃ।
১৯২. আবুদাঊদ হা/২৪৮, ১/৩৩ পৃঃ; তিরমিযী হা/১০৬, ১/২৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫৯৭, পৃঃ ৪৪; আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৩, পৃঃ ৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭, ২/৯৭ পৃঃ।
১৯৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১।
১৯৪. الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف - যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৪৩, ১/১৩৮ পৃঃ।
১৯৫. ইবনু মাজাহ হা/৫৯৮, পৃঃ ৪৪, ‘পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৬।
১৯৬. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৯৮।
১৯৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১, ৮/২৭২।

সমাজে প্রচলিত আছে, তা কুসংস্কার মাত্র। কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ কাজকর্ম করতে পারে।[১৯৮]

উল্লেখ্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি বা ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ না করে যিকির হিসাবে কোন অংশ মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারে।[১৯৯] তবে পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় পাঠ করা উচিত। এটাই উত্তম।[২০০] কুরআন মুখস্থও পড়া যাবে না যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন-

(أ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ.

(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়তে পারবে না।[২০১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার। সে যঈফ হাদীছ বর্ণনা করেছে।[২০২]

(ب) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

(খ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র না থাকলে প্রত্যেক অবস্থাতেই তিনি আমাদের কুরআন পড়াতেন।[২০৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[২০৪] এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২০৫]

---

১৯৮. ছহীহ বুখারী হা/২৮৩, (ইফাবা হা/২৭৯, ১/১৫৯ পৃঃ), 'গোসল' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩; ছহীহ মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/৪৫১, পৃঃ ৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৩, ২/১০৫ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ।

১৯৯. ছহীহ বুখারী হা/৩০৫ ও ৩০৬, ১/৪৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৯৯, ১/১৬৯-১৭০ পৃঃ), 'ঋতু' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মুসলিম হা/৮৫২, ১/১৬২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭১০), 'ঋতু' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩০; সূরা হিজর, আয়াত-৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০৬; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৬৯, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১২২, ১/১৬১ পৃঃ।

২০০. আবুদাঊদ হা/১৭, ১/4 পৃঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩৪; মিশকাত হা/৪৬৭, পৃঃ ৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮, ২/১১০ পৃঃ, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ; শায়খ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৬/৯৯; ফাতাওয়া উছায়মীন।

২০১. তিরমিযী হা/১৩১; মিশকাত হা/৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২, ২/১০৮।

২০২. سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ إِنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَيَّاش يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَاز وَأَهْـــلِ الْعِرَاق أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ كَأَنَّهُ ضَعَّفَ -যঈফ তিরমিযী হা/১৩১।

২০৩. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, বুলূগুল মারাম হা/১০০।

২০৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬।

২০৫. ইরওয়াউল গালীল ২/২৪১ পৃঃ।

(ج) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

(গ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। অপবিত্রতা ছাড়া কুরআন হতে তাঁকে কোন কিছু বাধা দিতে পারত না।[২০৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদেও আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২০৭]

(৩২) পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ :

নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হল, যেগুলো মানুষের মুখে মুখে খুবই প্রচলিত। অথচ তা যঈফ ও জাল বর্ণনা। এ সমস্ত বর্ণনা প্রচার করা উচিত নয়।

(أ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

(ক) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন আংটি খুলে রাখতেন।[২০৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার ও যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, 'এই হাদীছ মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য'।[২০৯]

(ب) عَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(খ) ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে তখন সে যেন পুরুষাঙ্গ তিনবার ঝেড়ে নেয়।[২১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে যাম'আহ ইবনু ছালেহ আল-জুনদী ও ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ নামক দুইজন দুর্বল রাবী আছে।[২১১] উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকে পেশাব করার পর নাচানাচির দলীল খুঁজেন, যা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

---

২০৬. আবুদাঊদ হা/২২৯; নাসাঈ হা/২৬৫; মিশকাত হা/৪৬০, পৃঃ ৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১, ২/১০৭।

২০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮৫, ২/২৪১ পৃঃ।

২০৮. আবুদাঊদ হা/১৯; তিরমিযী হা/১৭৪৬; নাসাঈ হা/৫২১৩; মিশকাত হা/৩৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৬, ২/৬২।

২০৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৯ – هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ।

২১০. ইবনু মাজাহ হা/৩২৬, পৃঃ ২৮; বুলূগুল মারাম হা/৯০।

২১১. তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/১৯০৭৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬২১।

(ج) عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلاَةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِىْ إِصْبَعِه.

(গ) আবু রাফে‘ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য ওযূ করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।[২১২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে মা‘মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে দুইজন দুর্বল রাবী আছে।[২১৩]

(د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّىْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

(ঘ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক হতে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না।[২১৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে জাসরা বিনতে দিজাজা নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। সে অত্যধিক ত্রুটিপূর্ণ।[২১৫]

(ه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ.

(ঙ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (রহমতের) ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যাতে কোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি রয়েছে।[২১৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[২১৭] তবে হাদীছের প্রথমাংশ ছহীহ। কারণ যে ঘরে প্রাণীর ছবি, মূর্তি থাকে এবং কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে।[২১৮]

---

২১২. দারাকুৎনী ১/৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৪২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫।

২১৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯; যঈফুল জামে‘ হা/৪৩৬১।

২১৪. আবুদাঊদ হা/২৩২; মিশকাত হা/৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩, ২/১০৮ পৃঃ।

২১৫. إسناده ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة كما قال الخطابي ومن هؤلاء: البيهقي وابن حزم، فقال هذا باطل وأبو محمد عبد الحق فقال لا يثبت. -যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩২; ইরওয়াউল গালীল হা/১২৪, ১৯৩, ৯৬৮।

২১৬. আবুদাঊদ হা/২২৭, ৪১৫২; নাসাঈ হা/২৬১; মিশকাত হা/৪৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৪, ২/১০৮।

২১৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৭; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/১১২, ১/৬৩ পৃঃ।

২১৮. ছহীহ বুখারী হা/৩২২৭, ৩২২৪, ৩২২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮, ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৪৪৮৯, পৃঃ ৩৮৫।

(و) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ.

(চ) আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের ছালাত পড়েছি। অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছে দিতে, তবে তোমার পক্ষে যথেষ্ট হত।[২১৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।[২২০]

(৩৩) তায়াম্মুমের সময় দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা :

তায়াম্মুম করার সময় একবার মাটিতে হাত মারতে হবে অতঃপর মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন-

(أ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারবে। মুখের জন্য একবার আর দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য একবার।[২২১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে কয়েকজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর আল-উমরা নামক রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হিসাবে যঈফ। আলী ইবনু যাবইয়ান নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক, অপবিত্র। ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী।[২২২]

---

২১৯. ইবনু মাজাহ হা/৬৬৪; মিশকাত হা/৪৪৯।

২২০. মিছবাহুয যুজাজাহ ১/৮৫ পৃঃ।

২২১. বায়হাক্বী হা/১০৫৪, ১/২০৭; হাকেম হা/৬৩৪ ও ৬৩৬; আবুদাঊদ হা/৩৩০, ১/৪৭ পৃঃ; দারাকুৎনী ১/১৭৭; বুলূগুল মারাম হা/১২৮; বিস্তারিত দ্রঃ তানক্বীহ, পৃঃ ১৯৪-১৯৭।

২২২. وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن عمر هو العمري المكبر ضعيف سيىء الحفظ ووقع في المستدرك عبيد الله بن عمرمصغراً ولعله خطأ مطبعي .وعلي بن ظبيان ضعيف جداً

প্রশ্ন হল, উক্ত হাদীছ হেদায়া ও কুদূরীতে কিভাবে স্থান পেল?[২২৩] আর ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কেন প্রত্যাখ্যান করা হল? [২২৪]

(ب) عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِـــىْ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَـــا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّىْ لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ.

(খ) নাফে‘ বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর সাথে তার এক কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তার কাজ সমাধা করলেন। সেই দিন তার কথার মধ্যে এই কথা ছিল যে, কোন এক ব্যক্তি এক গলিতে চলছিল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা পেশাবখানা থেকে বের হয়েছেন। সে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর নিলেন না। এমনকি যখন গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দুই হাত দেওয়ালের উপর মারলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং দুই হাত মাসাহ করলেন। তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন আর বললেন, আমি ওযূ অবস্থায় ছিলাম না। উহাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল।[২২৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, ‘আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন ছাবিত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি

. قال ابن معين كذاب خبيث وقال البخاري منكر الحديث وقال النـــسائي متـــروك الحـــديث. -সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪২৭; যঈফুল জামে‘ হা/২৫১৯; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩০।

২২৩. হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০, ‘তায়াম্মুম’ অনুচ্ছেদ; কুদূরী, পৃঃ ১২।

২২৪. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), ‘তায়াম্মুম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।

২২৫. আবুদাঊদ হা/৩৩০, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭, ২/১০৯ পৃঃ, ‘অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মিলামেশা’ অনুচ্ছেদ।

মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে'।[২২৬] ইমাম বুখারী এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনও অনুরূপ বলেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীটি ছহীহ নয়। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত আল-আবদী অত্যন্ত দুর্বল। তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না।[২২৭] ইমাম আবুদাঊদ আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুইবার হাত মারা ও ইবনু ওমরের কাজের যে বর্ণনা করেছে, এই ঘটনার ব্যাপারে সে নির্ভরযোগ্য নয়।[২২৮]

তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি :

মুছল্লী পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটিতে দুই হাত একবার মারবে।[২২৯] অতঃপর ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমণ্ডল তারপর দুই হাত একবার কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

'তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটির উপর মারলেন এবং ফুঁক দিলেন। অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[২৩০]

জ্ঞাতব্য : আবুদাঊদে দুইবার হাত মারা ও পুরো হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ বিশুদ্ধ হলেও সেগুলো মূলতঃ কতিপয় ছাহাবীর ঘটনা মাত্র, যা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে ঘটেছিল।[২৩১] অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুমের উক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দেন। যেমন- ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেন,

---

২২৬. قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابت حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ -যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩০।

২২৭. لا يحتج بحديثه لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا، যঈফ আবুদাঊদ (আল-উম্ম) হা/৫৮, পৃঃ ১৩৬।

২২৮. لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّة عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوْهُ فعْلَ ابْنِ عُمَرَ -যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩০।

২২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১; ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪০২।

২৩০. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।

২৩১. আবুদাঊদ হা/৩১৮, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৩৬, পৃঃ ৫৫।

هَذَا حِكَايَةُ فِعْلِهِمْ لَمْ نَنْقُلْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَمَا حَكَى عَمَّارٌ عَنْ نَفْسِهِ التَّمَعُّكُ فِيْ حَالِ الْجَنَابَةِ فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمَرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ انْتَهَى إِلَيْهِ وَأَعْرَضَ عَنْ فِعْلِهِ.

'এটা ছাহাবীদের কাজের ঘটনা, যা আমরা রাসূল (ছাঃ) থেকে নকল করতে পারিনি। যেমনটি আম্মার (রাঃ) জুনবী অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করার ঘটনা নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি শুধু মুখমণ্ডল ও দুই কব্জি মাসাহ্র নির্দেশ দান করেন। এ পর্যন্তই শেষ করেছেন। আর আম্মার (রাঃ) তার কাজ থেকে ফিরে আসেন।[২৩২] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

لَكِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْعَلُوْا ذَلِكَ بِتَعْلِيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِهِ الْآخِرِ الْآتِيْ بَعْدَهُ

'কিন্তু আমল এর উপর (দুই হাত মারা) ছিল না। কারণ তখন ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী করেননি। বরং আমল ছিল শেষ হাদীছের প্রতি, যা পরেই আসছে।[২৩৩] অতএব রাসূলের আমল ও বক্তব্যই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়।

ওযূ করার সঠিক পদ্ধতি :

(১) মুছল্লী প্রথমে মনে মনে ওযূ করার নিয়ত বা সংকল্প করবে।[২৩৪] (২) তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলবে।[২৩৫] অতঃপর (৩) ডান হাতে পানি নিয়ে[২৩৬] দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে।[২৩৭] সেই সাথে হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে।[২৩৮] আংটি থাকলে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।[২৩৯] (৪) ডান হাতে

২৩২. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৩৬-এর টীকা দ্রঃ ১/১৬৭ পৃঃ।
২৩৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৩, ২/১২৬ পৃঃ।
২৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১।
২৩৫. ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪০২, পৃঃ ৪৬, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।
২৩৬. আবুদাঊদ হা/১০৮, ১/১৪ পৃঃ।
২৩৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/১৫৯, ১/২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১, ১/১০৬ পৃঃ); মিশকাত হা/২৮৭, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭, ২/৪০ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
২৩৮. তিরমিযী হা/৭৮৮, ১/১৬৩ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৯; নাসাঈ হা/১১৪; মিশকাত হা/৪০৫, পৃঃ ৪৬, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।
২৩৯. ছহীহ বুখারী, তরজমাতুল বাব 'ওযূ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯, হা/১৬৫-এর পূর্বের আলোচনা, ইবনু সীরীন আংটির জায়গা ধৌত করতেন- ১/২৮ পৃঃ।

পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে এবং নাকে পানি দিবে ও নাক ঝাড়বে।[২৪০] তারপর (৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতীসহ থুৎনীর নীচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করবে।[২৪১] তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুৎনীর নীচে দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে।[২৪২] অতঃপর (৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।[২৪৩] এরপর (৭) নতুন পানি নিয়ে[২৪৪] দুই হাত দ্বারা মাথার সম্মুখ হতে পিছনে ও পিছন হতে সম্মুখে নিয়ে গিয়ে একবার পুরো মাথা মাসাহ করবে।[২৪৫] একই সঙ্গে ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা কানের পিঠ মাসাহ করবে।[২৪৬] অতঃপর (৮) ডান ও বাম পায়ের টাখনুসহ ভালভাবে ধৌত করবে।[২৪৭] এ সময় বাম হাতের কনিষ্ঠা আংগুল দ্বারা পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল করবে।[২৪৮] (৯) ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে।[২৪৯] (১০) অতঃপর দু'আ পাঠ করবে। উল্লেখ্য যে, ওযূর অঙ্গগুলো এক, দুই ও তিনবার ধোয়া যায়। এর বেশী ধোয়া যাবে না।[২৫০]

---

২৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯১, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০, ১/১২১ পৃঃ), 'ওযূ' অধ্যায়, 'এক অঞ্জলি পানি দিয়ে মুখ ও নাক পরিষ্কার করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪৬); মিশকাত হা/৩৯৪ ও ৪১২, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

২৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/১৫৯, ১/২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১, ১/১০৬ পৃঃ); মিশকাত হা/২৮৭, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭, ২/৪০ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

২৪২. আবুদাঊদ হা/১৪৫, ১/১৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১, সনদ ছহীহ।

২৪৩. বুখারী হা/১৪০, ১/২৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪২, ১/৯৮ পৃঃ)।

২৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৫০), 'ওযূ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪১৫।

২৪৫. বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫, ১/১১৮ পৃঃ), 'ওযূ' অধ্যায়, 'পুরো মাথা মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ।

২৪৬. নাসাঈ হা/১০২, ১/১৪ পৃঃ; নায়ল ১/২৪২-৪৩; আবুদাঊদ হা/১৩৭; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১; মিশকাত হা/৪১৩, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৮, ২/৮৪ পৃঃ।

২৪৭. বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫, ১/১১৮ পৃঃ), 'ওযূ' অধ্যায়, 'পুরো মাথা মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ।

২৪৮. আবুদাঊদ হা/১৪৮, ১/২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৪০; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪০৬-০৭, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭১-৩৭৩, ২/৮২ পৃঃ।

২৪৯. আবুদাঊদ হা/১৬৮, ১/২২ পৃঃ এবং হা/৩২-৩৩, ১/৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ।

২৫০. বুখারী হা/১৫৭, ১৫৮, ১৫৯; মিশকাত হা/৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭।
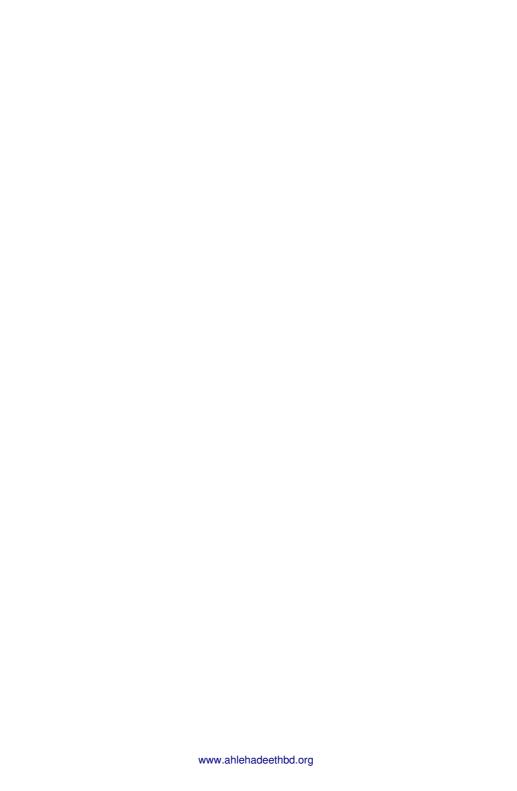
দ্বিতীয় অধ্যায়

ছালাতের ফযীলত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছালাতের ফযীলত

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা রয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দা ছালাতের প্রতি মনোযোগী হতে পারে এবং বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠচিত্তে ছালাত সম্পাদন করতে পারে। এক কথায় ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অমীয় বাণীই যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে সেই অভ্রান্ত বাণী ছেড়ে যঈফ ও জাল হাদীছ, মিথ্যা, উদ্ভট ও কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বই-পুস্তক লিখে ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো মানুষের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। আমরা এই অধ্যায়ে সেগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি ছহীহ দলীলগুলোও উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ছালাত জান্নাতের চাবি :

কথাটি সমাজে বহুল প্রচলিত। অনেকে বুখারীতে আছে বলেও চালিয়ে দেয়। অথচ এর সনদ ত্রুটিপূর্ণ।

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ.

(১) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হল ছালাত। আর ছালাতের চাবি হল পবিত্রতা।[২৫১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির প্রথম অংশ যঈফ।[২৫২] আর দ্বিতীয় অংশ পৃথক সনদে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৫৩]

প্রথম অংশ যঈফ হওয়ার কারণ হল- উক্ত সনদে দু'জন দুর্বল রাবী আছে। (ক) সুলায়মান বিন করম ও (খ) আবু ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তাত।[২৫৪]

---

২৫১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩; তিরমিযী হা/৪; মিশকাত হা/২৯৪, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪, ২/৪৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৮।

২৫২. যঈফুল জামে' হা/৫২৬৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬০৯; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১২।

২৫৩. আবুদাঊদ হা/৬১, ১/৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩; মিশকাত হা/৩১২, পৃঃ ৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১, ১/৫১।

২৫৪. سنده ضعيف فيه سليمن بن قرم عن أبي يحيى القتات وهما ضعيفان لسوء حفظهما - আলবানী, মিশকাত হা/২৯৪-এর টীকা দ্রঃ ১/৯৭ পৃঃ; শু'আইব আরনাঊত্ব, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

জ্ঞাতব্য : জান্নাতের চাবি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করা হল-

أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مفْتَاحُ الْجَنَّة قَالَ بَلَى وَلَكنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে প্রত্যেক চাবির দাঁত রয়েছে। তুমি যদি এমন চাবি নিয়ে আস যার দাঁত রয়েছে, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে। অন্যথা খোলা হবে না'।[২৫৫] এছাড়াও আরো অন্যান্য হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়।[২৫৬] বুঝা যাচ্ছে যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' জান্নাতের চাবি আর শরী'আতের অন্যান্য আমল-আহকাম অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ঐ চাবির দাঁত।

এক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে এক হুকবা বা দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে :

(٢) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنَ تَرَكَ صَلاَةً حَتَّ مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِى النَّـــارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلاَثمائة وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ اَلْفُ سَـــنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

(২) নবী (ছাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দেয় আর ইতিমধ্যে ঐ ছালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় এবং ছালাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে এক হুকবা জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এক হুকবা হল, ৮০ বছর। আর প্রত্যেক বছর ৩৬০ তিন। আর প্রত্যেক দিন এক হাযার বছরের সমান, যেভাবে তোমরা গণনা কর। উল্লেখ্য, উক্ত হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর হয়।[২৫৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। উক্ত বক্তব্য তাবলীগ জামা'আতের অনুসরণীয় গ্রন্থ ফাযায়েলে আমল-এর ফাযায়েলে নামায অংশে উল্লেখ করা

২৫৫. ছহীহ বুখারী ১/১৬৫ পৃঃ; হা/১২৩৭-এর পূর্বের আলোচনা দ্রঃ, (ইফাবা হা/১১৬৫-এর পূর্বের আলোচনা, ২/৩৫৫ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

২৫৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৮২৭, ২/৮৬৭ পৃঃ, 'পোষাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩; ছহীহ মুসলিম হা/২৮৩, ১/৬৬ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬, ১/৪৫ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২; মিশকাত হা/৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫।

২৫৭. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।

হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, كَذَا فِىْ مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ قُلْتُ لَمْ أَجِدْهُ فِيْمَا عِنْدِىْ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ 'এভাবেই 'মাজালিসুল আবরারে' উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমার নিকটে হাদীছের যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে আমি উহা পাইনি'।[২৫৮] লেখক নিজেই যেহেতু স্বীকার করেছেন, সেহেতু আর মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। তবে দুঃখজনক হল, স্পষ্ট হওয়ার পর কেন তা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বর্ণনা করতে হবে? এটা নিঃসন্দেহে তাঁর নামে মিথ্যাচারের শামিল।

জ্ঞাতব্য : ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঘুম বা ভুলের কারণে যে ব্যক্তির ছালাত ছুটে যাবে, তার কাফ্ফারা হল যখন স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেয়া'।[২৫৯] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবার পর আছরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন।[২৬০] তাছাড়া ফজর ছালাতও একদিন তাঁরা সূর্যের তাপ বাড়ার পরে পড়েছেন।[২৬১] তাহলে তাঁদের শাস্তি কত বছর হবে? (নাউযুবিল্লাহ)।

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

(৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদিন ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের সংরক্ষণ

---

২৫৮. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।

২৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭০, ২/৩৫ পৃঃ), 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে' অনুচ্ছেদ-৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, ১/২৩৮, (ইফাবা হা/১৪৩১ ও ১৪৩৬), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, পৃঃ ৬১ এবং হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬-৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।

২৬০. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯, ২/৩৫ পৃঃ), 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন' অনুচ্ছেদ-৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৬২, ১/২২৭, (ইফাবা হা/১৩০৩), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭।

২৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬-৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।

করবে ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফাযত করবে না তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারূণ, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফের সাথী হবে।[২৬২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[২৬৩] এর সনদে ঈসা ইবনু হেলাল ছাদাফী নামক একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৬৪] উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছকে তাহক্বীক্বে মিশকাতে ছহীহ বলা হলেও চূড়ান্ত তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন।[২৬৫]

(٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنَ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا.

(৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিল সে যেন প্রকাশ্য কুফুরী করল।[২৬৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[২৬৭] ইমাম ত্বাবারাণী হাদীছটি যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আবু জাফর রাযী থেকে হাশেম বিন কাসেম ছাড়া কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আবুদাঊদ তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছে।[২৬৮]

(٥) الصَّلَاَةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ.

(৫) 'ছালাত হল দ্বীনের খুঁটি। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করল সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করল। আর যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে দ্বীনকে ধ্বংস করল'।[২৬৯]

তাহক্বীক্ব : সমাজে হাদীছটি সমধিক প্রচলিত থাকলেও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি বাতিল ও মুনকার।[২৭০]

---

২৬২. আহমাদ হা/৬৫৭৬; মিশকাত হা/৫৭৮, পৃঃ ৫৮-৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১, ২/১৬৪ পৃঃ।
২৬৩. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩১২; তারাজুউল আলবানী হা/২৯।
২৬৪. মিশকাত হা/৫৭৮, ১/১৮৩ পৃঃ।
২৬৫. তারাজুউল আলবানী হা/২৯।
২৬৬. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮।
২৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮ ও ৫১৮০; যঈফুল জামে' হা/৫৫২১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০৪।
২৬৮. لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود -আল-মু'জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮।
২৬৯. কাশফুল খাফা ২/৩২ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৮; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯।
২৭০. কাশফুল খাফা ২/৩১ পৃঃ।

(٦) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ.

(৬) 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত মুমিনের মি'রাজ'।[২৭১]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার কোন সনদ নেই। এটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

(٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ.

(৭) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাত মুমিনের নূর'।[২৭২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। মুহাদ্দিছ হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, উক্ত হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।[২৭৩] উক্ত সনদে ঈসা ইবনু মায়সারা নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৭৪] উল্লেখ্য, ছালাত নূর এবং ছাদাক্বা দলীল মর্মে ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ।[২৭৫]

(٨) مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسِيْنَ حَجَّةً وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعِيْنَ حَجَّةً أَوْ ثَلَاثِيْنَ إِلَى آخِرِهِ.

(৮) 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সে যেন আদম (আঃ)-এর সাথে ৫০ বার হজ্জ করে এবং যে ব্যক্তি যোহরের ছালাত জামা'আতের সাথে পড়ে সে যেন নূহ (আঃ)-এর সাথে ৪০ কিংবা ৩০ বার হজ্জ করে। এভাবেই অন্যান্য ওয়াক্ত সে আদায় করে'।[২৭৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[২৭৭]

(٩) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيْسَ.

(৯) সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের ছালাতের দিকে গেল, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল।

---

২৭১. তাফসীরে রাযী ১/২১৪ পৃঃ; তাফসীরে হাক্বী ৮/৪৫৩ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/১৩৪ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়।
২৭২. মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯।
২৭৩. তাহক্বীক্ব মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫।
২৭৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬০।
২৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৭ পৃঃ।
২৭৬. হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আছ-ছাগানী, আল-মাওযূ'আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২।
২৭৭. আল-মাওযূ'আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২।

আর যে ভোরে (ছালাত আদায় না করে) বাজারের দিকে গেল, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল।[২৭৮]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।[২৭৯] এর সনদে উবাইস ইবনু মাইমুন নামক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে মুনকার বলে অভিযোগ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম দিয়ে ধারণা পূর্বক বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছে।[২৮০]

(١٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ قال مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(১০) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হল আল্লাহ্র এই বাণী সম্পর্কে- ‘নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে’। তখন তিনি বললেন, যাকে তার ছালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার ছালাত হয় না।[২৮১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু জুনাইদ নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাটিকে মুনকার বলেছেন।[২৮২]

(١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنَ اللهِ إِلاَ بُعْدًا.

(১১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার ছালাত তাকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তাকে উহা ইসলাম থেকে দূরে সরে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।[২৮৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি বাতিল বা মিথ্যা। এর সনদে লাইছ ইবনু আবী সালীম নামক ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[২৮৪]

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে ত্রুটিপূর্ণ কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করলে ছালাত কবুল হয় না। সুতরাং ছালাত আদায় করে কোন লাভ নেই।

২৭৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৪, পৃঃ ১৬১, ‘ব্যবসা’ অধ্যায়, ‘বাজার সমূহ’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৬৪০, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯, ২/১৮৯ পৃঃ।
২৭৯. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৩৪।
২৮০. মিশকাত হা/৬৪০-এর টীকা দ্রঃ।
২৮১. তাফসীরে ইবনে কাছীর; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭২।
২৮২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫।
২৮৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭৩; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১০৮৬২।
২৮৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/২, ১/৫৪ পৃঃ।

কিন্তু উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এক সময় সে আল্লাহ্র অনুগ্রহে পাপ কাজ ছেড়ে দিবে। ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, অমুক ব্যক্তি রাত্রিতে ছালাত আদায় করে আর সকাল হলে চুরি করে। তিনি উত্তরে বললেন, ছালাত তাকে অচিরেই তা থেকে বিরত রাখবে।[২৮৫]

(١٢) عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ قَالَتْ رَآنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ أَتَمَيَّلُ فِي الصَّلاَةِ فَزَجَرَنِيْ زَجْرَةً كِدْتُ أَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَسْكُنْ أَطْرَافَهُ وَلاَ يَتَمَيَّلْ تَمَيُّلَ الْيَهُوْدِ فَإِنَّ تَسْكِيْنَ الأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

(১২) উম্মু রূমান বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে একদা ছালাতে ঝুঁকতে দেখে অত্যন্ত জোরে ধমক দিলেন। ফলে আমি ছালাত ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ায়, তখন সে যেন তার শরীরকে স্থির রাখে। ইহুদীদের মত যেন না ঝুঁকায়। কারণ ছালাতের মধ্যে শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা ছালাত পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ।[২৮৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[২৮৭] এর সনদে হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এর সমস্ত হাদীছই জাল।[২৮৮]

(١٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَأَسْبَغَ لَهَا وُضُوْءَهَا وَأَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوْعَهَا وُرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُوْلُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وُرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا

২৮৫. আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭, পৃঃ ১১০, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৬৮, ৩/১২১ পৃঃ।
২৮৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭০।
২৮৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯১।
২৮৮. সিলসিলা যঈফাহ ৬/২১৪ পৃঃ।

خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ حَتَّ إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ.

(১৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করে, ভালভাবে ওযূ করে, পূর্ণ ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদা করে ও নম্রতা অবলম্বন করে তার ছালাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে বের হয় এবং বলে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হেফাযত করলে। আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করবে না, সুন্দরভাবে ওযূ করবে না, রুকূ-সিজদা করবে না তার ছালাত কালো কুৎসিত হয়ে বের হবে এবং বলবে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। অতঃপর সেই ছালাতকে পুরান কাপড়ের মত জড়িয়ে তার মুখে মারা হবে।[২৮৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল।[২৯০] উক্ত বর্ণনার সনদে আব্দুর রহমান ও আবু উবায়দাহ নামে দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[২৯১]

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضِّيْقُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ قَرَأَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا الآية.

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারে অভাব-অনটন দেখা দিত, তখন তিনি তাদেরকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ করতেন। অতঃপর পড়তেন, 'আর আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের নির্দেশ দিন এবং আপনিও তার প্রতি অটল থাকুন *(সূরা ত্বো-হা ১২৩)*।[২৯২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[২৯৩] ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছাড়া এই হাদীছ আর কেউ বর্ণনা করেননি। মা'মার এককভাবে এটা বর্ণনা করেছে।[২৯৪]

(١٥) عَنْ مُجَاهِد سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَلاَ يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلاَ جَمَاعَةً قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

---

২৮৯. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩০৯৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬২-১৬৩।
২৯০. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২২১।
২৯১. لم يروه عن حميد عن أنس إلا عباد تفرد به عبد الرحمن وأبو عبيدة هو حميد الطويل -ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩০৯৫।
২৯২. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৮৮৬।
২৯৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫১।
২৯৪. لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر ত্বাবারাণী আল-আওসাত্ব হা/৮৮৬।

(১৫) মুজাহিদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে কিন্তু জামা'আতে এবং জুম'আর ছালাতে শরীক হয় না তার কী হবে? তিনি উত্তরে বললেন, সে জাহান্নামী।[২৯৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[২৯৬] উক্ত হাদীছের সনদে লাইছ ইবনু আবী সুলাইম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৯৭]

(١٦) عَنْ سَهْلِ بن مُعَاذ بن أَنَس عَنْ أَبِيْه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ وَيَدْعُو إِلَى الْفَلاَحِ فَلا يُجِيْبُهُ.

(১৬) সাহল ইবনু মু'আয (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ লোকের কাজ অত্যন্ত যুলুম, কুফর ও শঠতাপূর্ণ যে ছালাত ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর ডাক শুনল কিন্তু মসজিদে উপস্থিত হল না।[২৯৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[২৯৯] উক্ত হাদীছের সনদে ইবনু লাহিয়া ও যুবান ইবনু ফায়েদ নামে দু'জন দুর্বল রাবী আছে।[৩০০]

(١٧) عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِد وَيَدْفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِىْ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فَغَسَلَ يَدَيْه وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسه وَأُذُنَيْه ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَفْرُوْضَة غَفَرَ اللهُ لَهُ فِىْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْه رِجْلُهُ وَقَبَضَتْ عَلَيْه يَدَاهُ وَسَمِعَتْ إِلَيْه أُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ إِلَيْه عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِه نَفْسَهُ مِنْ سُوْءٍ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَا لَا أُحْصِيْه.

(১৭) আবু মুসলিম বলেন, আমি আবু উমামা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মসজিদের পোকা-মাকড় দূর করছিলেন এবং আবর্জনা ফেলে দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে আমার কাছে এক ব্যক্তি এই হাদীছ বর্ণনা করেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে, দুই হাত ও মুখ ধৌত করে, মাথা ও কান মাসাহ করে অতঃপর ফরয

২৯৫. তিরমিযী হা/২১৮, ১/৫২ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৪০।
২৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/২১৮; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬ ও ৪৪৬।
২৯৭. তাহক্বীক্ব জামেউল উছূল হা/৩৮১১ -এর টীকা দ্রঃ; আত-তুয়ূরুইয়াত ৫/২১ পৃঃ।
২৯৮. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৬৫; ত্বাবারাণী হা/১৬৮০৪; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৩৮।
২৯৯. যঈফ আত-তাগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৩; যঈফুল জামে' হা/২৬৫০।
৩০০. তাহক্বীক্ব মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২১৫৯, ২/৫৪ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫২।

ছালাতে দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তার ঐ দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। যা সে হাত, কান, চোখ, চলাফেরা এবং অন্তরের কল্পনার মাধ্যমে করেছে। অতঃপর আবু উমামা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অসংখ্য বার এই হাদীছ শুনেছি।[৩০১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু মুসলিম নামে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে।[৩০২]

(١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ.

(১৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ওযর ছাড়াই যদি কেউ দুই ছালাত একত্রিত করে পড়ে, তাহলে সে কাবীরা গোনাহের যে সমস্ত দরজা রয়েছে, তার একটিতে উপনীত হল।[৩০৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল।[৩০৪] ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সনদে হানাশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।[৩০৫]

(١٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ سَهْمَ فِي الْإِسْلاَمِ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ.

(১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার ছালাত নেই ইসলামে তার কোন অংশ নেই এবং যার ওযূ হয় না তার ছালাত হয় না।[৩০৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[৩০৭] উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ নামে একজন রাবী আছে। সে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে যঈফ।[৩০৮] উল্লেখ্য যে, যার ওযূ হয় না তার ছালাত হয় না মর্মে অংশটুকু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৩০৯]

---

৩০১. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩২৬; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৭৭।
৩০২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭১১, ১৪/৪৬৫ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩৪।
৩০৩. তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়; ত্বাবারাণী হা/১১৩৭৫; বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৫৭৭১; হাকেম হা/১০২০; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১০০।
৩০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮১।
৩০৫. حنش هذا هو أبو على الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره -তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ।
৩০৬. মুসনাদে বাযযার হা/৮৫৩৯; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮।
৩০৭. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০১।
৩০৮. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩৬৪ পৃঃ, হা/১৬১২।
৩০৯. আবুদাঊদ হা/১০১।

(٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لا طُهُوْرَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لا صَلاَةَ لَهُ إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

(২০) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার আমানত নেই তার ঈমান নেই, যার ওযূ হয় না তার ছালাত হয় না, যে ছালাত আদায় করে না তার দ্বীন নেই। মূলতঃ দ্বীনের মধ্যে ছালাতের স্থান অনুরূপ যেমন শরীরের মধ্যে মাথার স্থান।[৩১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, মিনদিল ছাড়া উবায়দুল্লাহ বিন ওমর থেকে এই হাদীছ কেউ বর্ণনা করেনি। আর হাসান তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছে।[৩১১] উল্লেখ্য যে, যার আমানত নেই তার ঈমান নেই মর্মে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩১২]

(٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاةً لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

(২১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দিল সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি ঐ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত থাকবেন।[৩১৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে সিমাক ও সাহল ইবনু মাহমূদ নামে দু'জন দুর্বল রাবী আছে।[৩১৪]

(٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةٌ لا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلاَ يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلَى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ.

---

৩১০. ত্বাবারাণী আওসাত্ব ২/৩৮৩ পৃঃ; আল-মু'জামুছ ছাগীর হা/১৬২; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯০।

৩১১. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ إِلا مِنْدَلٌ وَلا عَنْ مِنْدَلٍ إِلا حَسَنٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بن الْحَكَمِ-যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১৩; যঈফুল জামে' হা/৬১৭৮।

৩১২. আহমাদ হা/১২৪০৬; সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৩০০৪; মিশকাত হা/৩৫।

৩১৩. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৬১৭; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯১।

৩১৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৭৩।

(২২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন তিন ব্যক্তি আছে, যাদের জন্য ক্বিয়ামতের কঠিন কষ্টের ভয় নেই। অন্যান্য মাখলূকের হিসাব না হওয়া পর্যন্ত তাদের হিসাব দিতে হবে না। এর পূর্বে তারা মেশকের টিলায় ভ্রমণ করবে। এক- যে আল্লাহ্র জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছে, এমনভাবে ইমামতি করেছে যে মুক্তাদীরা তার উপর সন্তুষ্ট। দুই- ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে ছালাতের দিকে আহ্বান করে। তিন- ঐ ব্যক্তি, যে তার মনীবের সাথে ও আয়ত্বাধীন লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।[৩১৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে উছমান ইবনু ক্বায়েস আবুল ইয়াকযান ও বাশীর ইবনু আছেম নামে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৩১৬]

(٢٣) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِى قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ أَبِيْعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رَبِحْتُ ثَلاَثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

(২৩) উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী তার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছে যে, আমরা যখন খায়বার বিজয় করলাম, তখন তারা তাদের গণীমত সমূহ বের করে দিল। যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ছিল। লোকেরা তাদের নিকট থেকে গণীমত ক্রয় করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, এই ব্যবসায় আমার যা লাভ হয়েছে অন্য কারো এত লাভ হয়নি। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কত লাভ হয়েছে? সে বলল, আমি সমানে ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম তাতে ৩০০ উকিয়া লাভ হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে অধিক লাভবান হওয়া যায় এমন কথা বলব? সে বলল, সেটা কী হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, ফরয ছালাতের পর দুই রাক'আত ছালাত।[৩১৭]

---

৩১৫. ত্বাবারাণী হা/১১১৬; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯৫।
৩১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮১২; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৬৩।
৩১৭. আবুদাঊদ হা/২৭৮৫, ২/৩৮৫ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৫।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে।[৩১৮]

(٢٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ وَلاَ تَتْرُكُوا الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدِيْنَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وَلاَ تَرْكَبُوْا الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا سَخَطُ اللهِ وَلاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا وَلاَ تَفِرُّوْا مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْهِ وَلاَ تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فَاخْرُجْ وَلاَ تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَأَنْصِفْهِمْ مِنْ نَفْسِكَ.

(২৪) উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে সাতটি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেন, (১) তোমরা শিরক করবে না যদিও তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পোড়ানো হয় অথবা শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হয় (২) তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিও না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছালাত ছেড়ে দিবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (৩) অবাধ্যতার নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ এটা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ। (৪) মদ্যপান করো না। কারণ উহা প্রত্যেক পাপের উৎস (৫) মৃত্যু কিংবা জিহাদ থেকে পলায়ন করো না, যদি তার মধ্যে পড়ে যাও (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না। যদি তারা তোমাকে দুনিয়ার সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে তবুও তুমি তা থেকে বিরত থাক (৭) তুমি তোমার পরিবার থেকে আদর্শের লাঠি তুলে নিও না এবং তোমার পক্ষ থেকে তাদের উপর ইনছাফ করো।[৩১৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে সালামাহ ইবনু শুরাইহ ও ইয়াযীদ ইবনু ক্বাওযুর নামে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও যাহাবী তাদের অপরিচিত বলেছেন।[৩২০] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে দশটি নছীহত করেছিলেন বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ ছহীহ।[৩২১]

(٢٥) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَيْثُ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ فَقَالَ لَنَا اِتَّقُوا اللهَ فِى الصَّلاَةِ اِتَّقُوا اللهَ فِى الصَّلاَةِ ثَلاَثًا اِتَّقُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

৩১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৪৮।
৩১৯. আল-আহাদীছিল মুখতারাহ হা/৩৫১; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৯৬।
৩২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৯১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০০।
৩২১. আহমাদ হা/২২১২৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৭০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৬১, পৃঃ ১৮।

اِتَّقُوا اللهَ فِى الضَّعِيْفَيْنِ الْمَرْأَةِ الْأَرْمَلَةِ وَ الصَّبِيِّ الْيَتِيْمِ اتَّقُوا اللهَ فِى الصَّلاَةِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا وَ هُوَ يَقُوْلُ الصَّلاَةُ وَ هُوَ يُغَرْغِرُ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ.

(২৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা ছালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এটা তিনবার বললেন। অতঃপর তোমাদের দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং দুই শ্রেণীর দুর্বল লোকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর- বিধবা নারী ও ইয়াতীম বালক। তারপর তিনি বারবার বলতে থাকলেন, ছালাতের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আত্মা বের হওয়া পর্যন্ত তিনি এই ছালাতের কথা বলতেই থাকলেন।[৩২২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আম্মার ইবনু যুরাবী নামে মাতরূক ও মিথ্যুক রাবী আছে।[৩২৩] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ কথা ছিল ছালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে- উক্ত মর্মে যে হাদীছ ইবনু মাজাহতে এসেছে তা ছহীহ।[৩২৪]

ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনী সমূহ :

জনগণকে ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য 'ফাযায়েলে আমলের' মধ্যে এমন কিছু তথ্য ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, আজগুবি ও অবাস্তব। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

(১) 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত সমূহের যথাযথ হেফাযত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচ দিক থেকে সম্মানিত করবেন। যেমন- (ক) সংসারের অভাব-অনটন দূর করবেন (খ) কবরের আযাব মাফ করবেন (গ) বিচারের দিন ডান হাতে আমলনামা দিবেন (ঘ) পুলছিরাতের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাবে (ঙ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছালাতের ব্যাপারে অলসতা করবে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি প্রদান করা হবে। তার মধ্যে পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার, মৃত্যুর সময় তিন প্রকার, তিন প্রকার কবরে, কবর হতে উঠার পর তিন প্রকার। পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার হল- (ক) তার জীবনে কোন কল্যাণ আসে না (খ) তার চেহারা হতে জ্যোতি দূর করা হয় (গ) তার সৎ আমলের কোন প্রতিদান দেওয়া হয় না (ঘ) তার দু'আ কবুল হয় না (ঙ) সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাঝে তার কোন অংশ থাকে না।

মৃত্যুর সময়ের তিন প্রকার শাস্তি হল- (ক) সে লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করে (খ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (গ) এমন তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে

৩২২. বায়হাক্বী হা/১১০৫৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৭।
৩২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১৬।
৩২৪. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৮, পৃঃ ১৯৩, 'অছিয়ত' অধ্যায়; আবুদাউদ হা/৫১৫৬, ২/৭০১ পৃঃ।

যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করলেও তার পিপাসা দূর হবে না। কবরে তিন প্রকার শাস্তি হল- (ক) তার জন্য কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে, তার বুকের একদিকের হাড় অপরদিকে ঢুকে যাবে (খ) কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে (গ) এমন একটি সাপ তার কবরে রাখা হবে যার চক্ষুগুলো আগুনের এবং নখগুলো লোহার। সাপটি এত বড় যে, একদিনের পথ চলার পর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। এর হুংকার বজ্রের মত। সাপটি বলবে, আমার প্রভু তোমার জন্য আমাকে নির্ধারণ করেছেন, যেন ফজরের ছালাত ত্যাগ করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে পারি, যোহরের ছালাত না পড়ার কারণে যেন আছর পর্যন্ত এবং আছরের ছালাত না পড়ার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দংশন করতে পারি। অনুরূপ মাগরিবের ছালাত না পড়ার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার ছালাত নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে পারি। এই সাপ একবার দংশন করলে সত্তর হাত মাটির নীচে মুর্দা ঢুকে যাবে। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে।

কবর হতে উঠার পর তাকে তিন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে। (ক) কঠিনভাবে তার হিসাব নেওয়া হবে (খ) আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন (গ) তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পনের নম্বরটি পাওয়া যায় না। তবে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকবে : (ক) আল্লাহ্র হক বিনষ্টকারী (খ) ওহে আল্লাহ্র অভিশাপে অভিশপ্ত (গ) দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ্র হক বিনষ্ট করেছ তেমনি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে'।[৩২৫]

পর্যালোচনা : পুরো বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল। কারণ এর কোন সনদ নেই, বর্ণনাকারীও নেই।[৩২৬] ফাযায়েলে আমলের মধ্যেই বর্ণনাটির পর্যালোচনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'এই হাদীছ মিথ্যা'।[৩২৭]

(২) জামা'আতের সাথে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাযার চারশ' বত্রিশ গুণ নেকী হবে।[৩২৮]

পর্যালোচনা : হাদীছে বলা হয়েছে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বা ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে।[৩২৯] অন্য

---

৩২৫. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (উর্দূ), পৃঃ ৩১-৩৩; (বাংলা), পৃঃ ১০৪-১০৬; ইবনু হাজার হায়ছামী, আল-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবাইর, (বৈরূত : ১৯৯৯), পৃঃ ২৬৪।

৩২৬. আরশীফ মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, ৪১/১১৬।

৩২৭. ফাযায়েলে আমল, (উর্দূ) পৃঃ ৩৪; বাংলা, পৃঃ ১০৬।

৩২৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫; (উর্দূ), ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৪৫।

৩২৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭৭, (ইফাবা হা/৪৬৩, ১/২৫৯ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, 'বাজারের মসজিদে ছালাত' অনুচ্ছে এবং হা/৬৪৫, 'আযান, অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৫২, পৃঃ ৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৫, ৩/৪৪ পৃঃ।

হাদীছে রয়েছে, পঁচিশটি ছালাতের নেকী হবে।[৩৩০] উক্ত দুই হাদীছের ফযীলতের উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে কোটি কোটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

(৩) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এশা ও ফজরের ছালাত একই ওযূ দ্বারা পড়েছেন।[৩৩১]

(৪) চল্লিশ জন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়তেন।[৩৩২]

(৫) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ত্রিশ বছর কিংবা চল্লিশ বছর কিংবা পঞ্চাশ বছর এশা ও ফজর ছালাত একই ওযূতে পড়েছেন।[৩৩৩] তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, ওযূর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝতে পারতেন এর সাথে কোন্ পাপ ঝরে যাচ্ছে।[৩৩৪]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)-এর অধীন ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষের আল-আক্বাঈদ বইয়ে আবু হানীফা (রহঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। ইবাদত বন্দিগীতে রজনী কাটায়ে গিয়েছেন। প্রতি রামাযানে ৬১ বার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। অনেক সময় এক রাক'য়াতেই কুরআন মাজীদ এক খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় কা'বা শরীফে দু'রাক'য়াত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাক'য়াতে এক পা ওঠায়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'য়াতে অপর পা ওঠায়ে বাকি অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, সেখানে এক হাজার বার কুরআন মাজীদ খতম করেছেন। তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বপ্নে দেখেছেন'।[৩৩৫]

(৬) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রামাযান মাসে ছালাতের মধ্যে পবিত্র কুরআন ৬০ বার খতম করতেন।[৩৩৬]

---

৩৩০. আবুদাঊদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ।
৩৩১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০; (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৩২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৩৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৩৪. ফাযায়েলে আমল (বাংলা), পৃঃ ৭৮।
৩৩৫. রচনা ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান, আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০), পৃঃ ৪৫।
৩৩৬. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।

(৭) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৈনিক ৩০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি দৈনিক ১৫০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৩৩৭]

(৮) সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) এক রাক'আতে পুরা কুরআন খতম করতেন।[৩৩৮]

(৯) আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সারা রাত ক্রন্দন করে কাটাতেন এবং দিনে সর্বদা ছিয়াম পালন করতেন।[৩৩৯]

(১০) বাকী ইবনু মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাতের তের রাক'আতে কুরআন খতম করতেন।[৩৪০]

(১১) মুহাম্মাদ ইবনু সালামা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন । তিনি ১০৩ বছর বয়সে মারা যান। ঐ বয়সে তিনি প্রতিদিন ২০০ রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তার একটানা তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। মায়ের মৃত্যুর কারণে মাত্র একবার ছুটে গিয়েছিল। জামা'আতে না পড়ার জন্য তিনি ঐ ছালাত ২৫ বার পড়েন।[৩৪১]

(১২) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এমনকি খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ফরয গোসলের প্রয়োজন হয়নি।[৩৪২]

(১৩) জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন, পা না কাটা হলে জীবনের হুমকি রয়েছে। তখন তার মা বললেন, যখন ছালাতে দাঁড়াবে, তখন কেটে নিতে হবে। অতঃপর তিনি যখন ছালাতে দাঁড়ালেন তখন তারা তার পা কেটে ফেললে তিনি মোটেও টের পেলেন না।[৩৪৩]

উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ) সম্পর্কে এধরনের একটি কাহিনী প্রচার করা হয় যে, যুদ্ধে তার পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। সেই তীর বের করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ছালাতে দাঁড়ালে তার পা থেকে তীর বের করা হল, অথচ তিনি টের পেলেন না। এই কাহিনীও মিথ্যা।

পর্যালোচনা : সুধী পাঠক! উক্ত কাহিনীগুলো মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য মনীষীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, তারা কি আদৌ এভাবে তাদের ইবাদতী জীবন অতিবাহিত করেছেন? তাদের দ্বারা কি এ ধরনের

---

৩৩৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, ১৫৮, (উর্দূ), পৃঃ ৬৬ ও ৬৮।
৩৩৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৮, (উর্দূ), পৃঃ ৬৬।
৩৩৯. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৪০. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৭।
৩৪১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫-১২৬, (উর্দূ), পৃঃ ৪৬।
৩৪২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৭, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫-৬৬।
৩৪৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৬, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫।

বাড়াবাড়ি সম্ভব? যেমন- **(ক)** দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর যাবৎ এশার ছালাতের ওযূ দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করা। বছরের পর বছর একটানা ছিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মানবীয় কারণ উল্লেখ না করে যদি প্রশ্ন করা হয়- শরী'আতে এভাবে সারা রাত ধরে ইবাদত করার অনুমোদন আছে কি? রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবীদের পক্ষ থেকে এরূপ কি কোন নযীর আছে? আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে রাত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইবাদত করতে বলেছেন *(মুয্যাম্মিল ২-৪)*। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনু আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তুমি ছিয়াম পালন কর আবার ছিয়াম ছেড়ে দাও, তুমি রাত্রে ইবাদত কর আবার ঘুমাও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার দুই চোখের হক আছে, অনুরূপ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে'।[৩৪৪] রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ছিয়াম পালন করে তার ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। একথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলেন'।[৩৪৫]

(খ) প্রতিদিন ৩০০, ২৫০ কিংবা ২০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের কোন ইবাদত করেছেন মর্মে প্রমাণ নেই। জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বা ব্যতীত যেকোন ইবাদত প্রত্যাখ্যাত।[৩৪৬] বরং শরী'আতের বিধিবদ্ধ নিয়মকে অবজ্ঞা করে যে বেশী বেশী ইবাদত করবে নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বহিষ্কৃত হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের কথা জেনে তিন ব্যক্তি খুব কম মনে করেছিল এবং তারা বেশী বেশী ইবাদত করতে চেয়েছিল। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলে দিলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৪৭]

---

৩৪৪. ছহীহ বুখারী হা/৫১৯৯, ২/৭৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৮২৪, ৮/৪৭৪ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৮৮; মিশকাত হা/২০৫৪, পৃঃ ১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৬, ৪/২৫৩ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

৩৪৫. ছহীহ বুখারী হা/১৯৭৭, ১/২৬৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৩, ৩/২৭৭ পৃঃ), 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়ামের ক্ষেত্রে পরিবারের হক' অনুচ্ছেদ-৫৬- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ.।

৩৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৯০, ২/৭৭, (ইফাবা হা/৪৩৪৪), 'বিচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮।

৩৪৭. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১ এবং হা/২৫০০; মিশকাত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ - أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي ।

(গ) ছালাতে কুরআন খতম করা। এক রাক'আতে পুরো কুরআন খতম করা এবং রামাযান মাসে শুধু তারাবীহ্র ছালাতে ৬০ বার খতম করা। এ হিসাবে প্রত্যেক রাতে দুইবার করে খতম করতে হয়েছে। এটা সম্ভব কি-না তা যাচাই করবেন পাঠকবৃন্দ। তবে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে রাতের ছালাত আদায় করেননি। তিনি একবার এক রাক'আতে সর্বোচ্চ সূরা বাক্বারাহ, নিসা ও আলে ইমরান পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৪৮] জনৈক ছাহাবী সাত দিনের কমে কুরআন খতম করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেননি।[৩৪৯] তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।[৩৫০] তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.

রাসূল (ছাঃ) কোন এক রাত্রিতে পুরো কুরআন খতম করেছেন, কোন রাত্রে পুরো রাত ছালাত আদায় করেছেন এবং রামাযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করেছেন মর্মে আমি জানি না'।[৩৫১] এই নিয়মতান্ত্রিক নির্ধারিত ইবাদত করার মাধ্যমেই তিনি হয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাক্বওয়াশীল।[৩৫২]

প্রশ্ন হল- যে সমস্ত মহা মনীষী সম্পর্কে উক্ত অলীক কাহিনী রচনা করা হয়েছে, তারা কি শরী'আতের এই বিধানগুলো জানতেন না? তারা কি রাসূল (ছাঃ) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চেয়েছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা আসলেই দুঃখজনক। ইসলামী

---

৩৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫০, ১/২৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৮৪), 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাতে ক্বিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ-২৭।

৩৪৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৬, পৃঃ ৯৫ ও ৯৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কয় দিনে কুরআন খতম করা ভাল' অনুচ্ছেদ-১৭৮।

৩৫০. তিরমিযী হা/২৯৪৯, ২/১২৩ পৃঃ, 'ক্বিরাআত' অধ্যায়ের শেষ হাদীছ; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১, পৃঃ ১৯১, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৭, ৫/৩৬ পৃঃ।

৩৫১. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৭৩, ১/২৫৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬০৯), 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত ও যে ছালাত না পড়ে ঘুমে যায়' অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/১৫২৭, পৃঃ ১১১, 'বিতর' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৮, ৩/১৩১ পৃঃ।

৩৫২. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বইয়ে কিভাবে তা সম্পৃক্ত হতে পারে? বলা যায় তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এ সমস্ত অলীক কাহিনী আবিষ্কার করেছে।

(১৪) ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ) আল্লাহ্র সামনে অধিক ক্রন্দন করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ কবরে যদি কাউকে ছালাত আদায় করার অনুমতি দান করে থাকেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন। আবু সিনান বলেন, আল্লাহ্র কসম! ছাবেতকে যারা দাফন করেছেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। তার কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, আব্বা ৫০ বছর যাবৎ রাত্রি জাগরণ করেছেন এবং উক্ত দু'আ করেছেন।[৩৫৩]

(১৫) একজন স্ত্রীলোককে দাফন করা হল । তার ভাই দাফনের কাজে শরীক ছিল। এ সময় তার টাকার থলি কবরের মাঝে পড়ে যায়। পরে বুঝতে পেরে চুপে চুপে কবর খুলে বের করার চেষ্টা করে। যখন সে কবর খুলল তখন কবরটি আগুনে পরিপূর্ণ ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট আসল এবং ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তার মা উত্তরে বলল, সে ছালাতে অলসতা করত এবং ছালাত ক্বাযা করত।[৩৫৪]

পর্যালোচনা : কবর জীবন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জীবন। এই জীবন মানুষের বাস্তব জীবনের বিপরীত। দুনিয়ার কোন মানুষ বারযাখী জীবন সম্পর্কে খবর রাখে না। কবরের শান্তি বা শাস্তি কোনকিছু কেউ টের পায় না। সেখানকার অবস্থা দেখা তো দূরের কথা, মানুষ ও জিনের পক্ষে কানে শুনাও সম্ভব নয়।[৩৫৫]

(১৬) শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (রহঃ) ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গের একজন। তিনি বলেন, আমার একবার খুব ঘুমের চাপ হল। ফলে রাত্রের নিয়মিত তাসবীহগুলো পড়তে ছুটে গেল। তখন স্বপ্নে আমি সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম। তার পায়ের জুতাগুলো পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছি। অতঃপর সে কয়েকটি প্রেমমূলক কবিতা পাঠ করল। এই স্বপ্ন দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, রাত্রে আর কখনো ঘুমাব না। অতঃপর তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার ওযূ দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[৩৫৬]

---

৩৫৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৯, (উর্দূ), পৃঃ ৬৭।

৩৫৪. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮।

৩৫৫. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৮, (ইফাবা হা/১২৫৭, ২/৪০২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৬ ও ১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬ ও ১৩১।

৩৫৬. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫২, (উর্দূ), পৃঃ ৬২।

(১৭) জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রিতে গভীর ঘুমের কারণে আমি জেগে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। এমন মেয়ে আমি কখনো জীবনে দেখিনি। তার দেহ থেকে তীব্র সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এমন সুগন্ধি আমি কখনো অনুভব করিনি। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল। তাতে কবিতার তিনটি চরণ লেখা ছিল। যেমন- তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হয়ে জান্নাতের বালাখানা সমূহ ভুলে গেছ, যেখানে তোমাকে চির জীবন থাকতে হবে, যেখানে কখনো মৃত্যু আসবে না। তুমি ঘুম হতে উঠ, কুরআন তেলাওয়াত কর, তাহাজ্জুদ ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হতে আমার কখনো ঘুম আসে না। কবিতাগুলো স্মরণ হয় আর ঘুম দূরিভূত হয়ে যায়।[৩৫৭]

পর্যালোচনা : কী চমৎকার রোমাঞ্চকর উপন্যাস! সুন্দরী মেয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথে নিয়ে আসার কী সুন্দর অভিনব কৌশল! আল্লাহ্র ভয় ও ইসলামী বিধানের আনুগত্যের কোনই প্রয়োজন নেই। শুধু সুন্দরী নর্তকীকে পাওয়ার জন্য সে ইবাদত করবে। এটা কি কোন ইসলামী সভ্যতা?

সুধী পাঠক! ফাযায়েলে আমলে এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। এই মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করা হচ্ছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা ফাযায়েলে আমল পড়েন ও আমল করেন তারা কি একটিবার চিন্তা করবেন? আমরা সরলপ্রাণ মুমিন ভাইদেরকে উক্ত মরণ ফাঁদ থেকে বের হয়ে প্রমাণসহ ছহীহ দলীলের অনুসরণ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে উক্ত মিথ্যা ও কাল্পনিক ধর্ম থেকে রক্ষা করুন-আমীন!!

ছালাতের ছহীহ ফযীলত সমূহ :

ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ্র কয়েকটি বাণী নিম্নে পেশ করা হল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ 'আর আপনি ছালাত আদায় করুন। নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' *(আনকাবূত ৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'আপনি দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে ছালাত আদায় করুন। নিঃসন্দেহে সৎকর্ম সমূহ মন্দ কর্মসমূহকে দূর করে দেয়' *(হূদ ১১৪)*।

৩৫৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৩, (উর্দূ), পৃঃ ৬৩।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুম'আ, এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযান এর মধ্যকার যাবতীয় পাপের কাফফারা স্বরূপ। যদি সে কাবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে'।[৩৫৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো বাড়ীর সামনের প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকবে কি? তারা বললেন, না বাকী থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন'।[৩৫৯]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجِبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশি হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি যে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো- সে আযান দেয় এবং ছালাত কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[৩৬০]

৩৫৮. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৮, ২/১৫৮ পৃঃ, 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৩৫৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫২৮, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫০৩, ২/৭ পৃঃ), 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৫৫৪, ১/২৩৫ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/৫৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯, ২/১৫৮ পৃঃ।

৩৬০. আবুদাঊদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫, 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ...قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আমর ইবনু আবাসা (রা) হতে বর্ণিত, ... আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! ওযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পানি সংগ্রহ করে কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝাড়ে, নিশ্চয়ই তখন তার মুখমণ্ডল, মুখের ভিতরের ও নাকের ভিতরের গোনাহ সমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন চেহারা ধৌত করে যেরূপ আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন, তখন তার মুখমণ্ডলের পানির সাথে পাপগুলো দাড়ির কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের পাপ সমূহ আঙ্গুলের ধার দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথার পাপসমূহ চুলের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। অবশেষে যখন সে দুই পা ধৌত করে দুই গিরা পর্যন্ত তখন তার গোনাহ সমূহ তার আঙ্গুল সমূহের কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন ছালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি যেমন মর্যাদার অধিকারী। সেই সাথে নিজের অন্তরকে আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্ট করে, তখন সে তার পাপ হতে অনুরূপ মুক্ত হয়ে যায় যেন তার মা তাকে সেদিন জন্ম দিয়েছে।[৩৬১]

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ.

---

৩৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬, (ইফাবা হা/১৮০০), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, 'আমর ইবনু আবাসার ইসলাম গ্রহণ' অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/১০৪২, পৃঃ ৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৫, ৩/৩৮ পৃঃ।

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি এবং আমার কাছে একটি অঙ্গীকার রেখেছি যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্তমত সেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর সংরক্ষণ করবে না তার জন্য আমার নিকট কোন অঙ্গীকার নেই'।[৩৬২]

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ فِى جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِىْ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার ন্যায়। যখন উক্ত ছালাত কোন নির্জন ভূখণ্ডে আদায় করে অতঃপর রুকূ ও সিজদা পূর্ণভাবে করে, তখন সেই ছালাত পঞ্চাশ ছালাতের সমপরিমাণ হয়।[৩৬৩]

ছালাত সংক্রান্ত আরো অনেক ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদেরকে আমল করতে হবে। যঈফ ও জাল হাদীছ এবং কাল্পনিক মিথ্যা কাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

ছালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম :

ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫৬)*। আর শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ইবাদত হল ছালাত। ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য মহান আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ 'সুতরাং তারা যদি তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবেই তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' *(তওবা ১১)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৬২. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩০, সনদ হাসান, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত হেফাযত করা' অনুচ্ছেদ।

৩৬৩. আবুদাঊদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসে (জাহান্নামের গভীরে) পতিত হবে' *(মারইয়াম ৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কিসে সাক্বার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারী ছিলাম না' *(মুদ্দাছ্ছির ৪১-৪৩)*।

উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মুসলিম ভাই হতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ 'যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আগামী কাল আল্লাহ্র সাথে মুলাক্বাত করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করে। যেখানেই উক্ত ছালাতের আযান দেয়া হোক'।[৩৬৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মিহজান নামক এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বৈঠকে বসে ছিলেন। অতঃপর আযান হলে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন এবং মজলিসে ফিরে আসেন। তখন উক্ত মিহজান বসেছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ 'তোমাকে কিসে মুছল্লীদের সাথে ছালাত আদায় করতে বাধা দিল? তুমি কি একজন মুসলিম ব্যক্তি নও'? ছাহাবী বললেন, আমি বাড়ীতে ছালাত আদায় করেছি।[৩৬৫]

অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে- ছালাত আদায় করা মুসলিম ব্যক্তির মূল পরিচয়। অন্য হাদীছে আরো কঠিন বক্তব্য এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

---

৩৬৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৫২০, ১/২৩২ পৃঃ, (ইফাব হা/১৩৬১), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাত আদায় করা সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত' অনুচ্ছেদ-৪৫; মিশকাত হা/১০৭২, পৃঃ ৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৫, ৩/৫১ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৩৬৫. নাসাঈ হা/৮৫৭, ১/৯৮ পৃঃ; মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১১৫৩, পৃঃ ১০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৮৫, ৩/৮৭ পৃঃ, 'এক ছালাত দুইবার আদায় করা' অনুচ্ছেদ।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছা)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হল, ছালাত পরিত্যাগ করা'।[৩৬৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল ছালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে, সে কুফুরী করবে'।[৩৬৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে সে শিরক করবে'।[৩৬৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব উকায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী বলতেন না, ছালাত ব্যতীত।[৩৬৯]

অতএব যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে না, সে নিঃসন্দেহে কুফুরী করবে। অলসতা ও অবহেলায় কোন মুসলিম নামধারী যদি ছালাত আদায় না করে তাহলে উক্ত অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাবে। শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্র দয়ায় কালেমা ত্বাইয়েবার বরকতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৭০] কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিলে বা অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।[৩৭১]

---

৩৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬ ও ২৫৭, ১/৬১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৯ ও ১৫০), 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৫৬৯।

৩৬৭. তিরমিযী হা/২৬২১, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত ত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭, ২/১৬২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৩৬৮. ইবনু মাজাহ হা/১০৮০, পৃঃ ৭৫, 'ছালাত কায়েম করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭, সনদ ছহীহ।

৩৬৯. তিরমিযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত' পরিত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৭৯, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২, ২/১৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৩৭০. ইবনু মাজাহ হা/৬০, পৃঃ ৭, সনদ ছহীহ।

৩৭১. দেখুন: শায়খ আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাহ, পৃঃ ৬।

তৃতীয় অধ্যায়

মসজিদ সমূহ

তৃতীয় অধ্যায়

মসজিদ সমূহ

(১) মসজিদের ফযীলত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ যঈফ হাদীছ :

(أ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِه بِصَلَاة وَصَلاَتُهُ فِىْ مَسْجِد الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِد الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَة صَلَاة وَصَلاَتُهُ فِى الْمَسْجِد الْأَقْصَى بِخَمْسِيْنَ أَلْف صَلاَة وَصَلاَتُهُ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَة أَلْف صَلاَة.

(ক) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার বাড়ীতে ছালাত আদায় করার নেকী এক ছালাতের সমান, মহল্লার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা পঁচিশ ছালাতের সমান, জুম'আ মসজিদের ছালাত পাঁচশ ছালাতের সমান, মসজিদে আক্বছায় এক ছালাত আদায় করা ৫০ হাযার ছালাতের সমান, আমার এই মসজিদেও এক ছালাত ৫০ হাযার ছালাতের সমান, আর মসজিদুল হারামে এক ছালাত এক লক্ষ ছালাতের সমান।[৩৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আবুল খাত্ত্বাব দিমাশ্কী ও যুরাইক্ব নামে দুই জন অপরিচিত রাবী আছে। যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।[৩৭৩] তবে নিম্নোক্ত হাদীছটি ছহীহ।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلَاة فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَـةِ أَلْـفِ صَلَاة فِيْمَا سِوَاهُ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার মসজিদে ছালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার ছালাতের চেয়েও উত্তম। আর মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ছওয়াব

---

৩৭২. ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩, পৃঃ ১০২; মিশকাত হা/৭৫২, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ।

৩৭৩. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫৮০।

অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশী'।[৩৭৪] অন্য হাদীছে এসেছে, মসজিদে কূবাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে একটি ওমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।[৩৭৫]

(ب) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِد وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِىْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

(খ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার নিকট আমার উম্মতের ছওয়াব সমূহ পেশ করা হল, এমনকি খড়-কুটার ছওয়াবও, যা কেউ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। এভাবে আমার নিকট পেশ করা হল আমার উম্মতের গুনাহ সমূহ, তখন আমি এই গুনাহ অপেক্ষা বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।[৩৭৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৭৭] উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু জুরাইজ নামে একজন মুদাল্লিস রাবী আছে।[৩৭৮] আলী ইবনুল মাদীনী এই বর্ণনাকে মুনকার বলেছেন।[৩৭৯] উল্লেখ্য যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং মসজিদ থেকে থুথু মিটিয়ে দেয়া সংক্রান্ত হাদীছটি ছহীহ।[৩৮০]

(ج) عَن أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ حَبْرًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيءَ جِبْرِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ أَسْأَلُ رَبِّيَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ

৩৭৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, পৃঃ ১০২, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০, ১/১৫৯ পৃঃ (ইফাবা হা/১১১৭, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯২, পৃঃ ৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪০, ২/২১৪ পৃঃ।

৩৭৫. ইবনু মাজাহ হা/১৪১১, পৃঃ ১০১।

৩৭৬. তিরমিযী হা/২৯১৬, ২/১১৯, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; আবুদাঊদ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৭২০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৭, ২/২২২ পৃঃ; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/১৪৩, ১/৭৪ পৃঃ।

৩৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৯১৬; যঈফ আবুদাউদ হা/৪৬১।

৩৭৮. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ, পৃঃ ১১৭, হা/১৫৮।

৩৭৯. তুহফাতুল আশরাফ ৩/৩১৭ পৃঃ।

৩৮০. ছহীহ মুসলিম হা/১২৬১; মিশকাত হা/৭০৯।

قطّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا.

(গ) আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যমীনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্টি? রাসূল (ছাঃ) নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যতক্ষণ জিবরীল (আঃ) না আসেন। অতঃপর সে নীরব থাকল এবং জিবরীল (আঃ) আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল (আঃ) উত্তরে বললেন, জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আল্লাহ্র এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতিপূর্বে হইনি। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে এবং কত নিকটে হয়েছিলেন? তিনি বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাযার নূরের পর্দা ছিল। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, যমীনের নিকৃষ্টতর স্থান বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতর স্থান মসজিদ সমূহ’।[৩৮১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৮২] উক্ত বর্ণনার সনদে ওছমান ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন রাবী আছে। সে জাল হাদীছ বর্ণনা করত।[৩৮৩] তবে এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি ছহীহ-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদ সমূহ আর সর্বনিকৃষ্ট স্থান হল বাজার সমূহ’।[৩৮৪]

(د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِد الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيْضَةَ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً وَالنَّافلَةَ كَحَجَّة مُتَقَبَّلَة وَفُضِّلَت الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِد الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِد بِخَمْسِمائَة صَلاَةٍ.

---

৩৮১. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/৭৪১, পৃঃ ৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৫, ২/২২৯ পৃঃ।

৩৮২. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; যঈফ আত-তারগীব হা/২০১।

৩৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০।

৩৮৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬০, ১/২৩৬ পৃঃ (ইফাবা হা/১৪০০), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ;-৫৩; মিশকাত হা/৬৯৬, পৃঃ ৬৮।

(ঘ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম‘আ মসজিদে ফরয ছালাত আদায় করা শ্রেষ্ঠ হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর নফল ছালাত আদায় করা কবুল হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর অন্যান্য মসজিদের চেয়ে জুম‘আ মসজিদে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাঁচশ ছালাতের সমান করা হয়েছে।[৩৮৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এর সনদে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ নামে যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন এবং ইমাম দারাকুৎনী তাকে বাতিলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৮৬]

(ঙ) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَذْهَبُ الْأَرْضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَــةِ إِلاَ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا تَنْضُمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

(ঙ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মসজিদগুলো ব্যতীত সমগ্র যমীন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেগুলো একটি আরেকটির সাথে জোটবদ্ধ থাকবে।[৩৮৭] উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার সাথে যোগ করে বিভিন্ন বক্তারা বলে থাকেন, মসজিদের মুছল্লীরা যতক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ না করবে, ততক্ষণ তারাও জান্নাতে যাবে না বা ধ্বংস হবে না। উক্ত বক্তব্য বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব আল-হামদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।[৩৮৮]

(চ) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَــارْتَعُوْا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُــوْلَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

(চ) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন ফল খাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন, মসজিদ সমূহ। আমি আবার বললাম, ফল কী? তিনি বললেন, *সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।*[৩৮৯]

---

৩৮৫. ত্বাবারাণী কাবীর ১১/১৪৭ পৃঃ; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৭১।
৩৮৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০৬, ৮/২৭৭।
৩৮৭. ত্বাবারাণী আওসাত হা/৪০০৯।
৩৮৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৬৫, ২/১৮৫ পৃঃ।
৩৮৯. তিরমিযী হা/৩৫০৯, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৭২৯, পৃঃ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭৪।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে হামীদ ইবনু আলক্বামা নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে। সে দুর্বল।[৩৯০]

(ز) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ.

(ছ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সাত স্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন- আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবেহখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ্র ছাদে।[৩৯১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে যায়েদ ইবনু জুবাইরাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[৩৯২] ইবনু মাজাহ্র সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু ছালেহ রয়েছে। সেও যঈফ।[৩৯৩] উল্লেখ্য যে, কবরস্থানে ও গোসলখানায় ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩৯৪]

(ح) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيْطَانِ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ يَعْنِى الْبَسَاتِينِ.

(জ) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ‘হীতান’-এ ছালাত আদায় করতে ভালবাসতেন। রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, ‘হীতান’ অর্থ বাগান।[৩৯৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে হাসান ইবনু আবী জা‘ফর নামে দুর্বল রাবী আছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।[৩৯৬]

---

৩৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭১০, ৬/২৩৩ পৃঃ ও হা/৩৬৫০।
৩৯১. তিরমিযী হা/৩৪৬, ১/৮১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৬; মিশকাত হা/৭৩৮, পৃঃ ৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮২, ২/২২৮ পৃঃ।
৩৯২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭৪৬; ইরওয়া হা/২৮৭, ১/৩১৯।
৩৯৩. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭৩৮, ১/২২৯ পৃঃ।
৩৯৪. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ।
৩৯৫. তিরমিযী হা/৩৩৪, ১/৭৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৫১, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৫, ২/২৩৫।
৩৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৭০, ৯/২৬৮ পৃঃ।

(২) তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক নেকীর আশায় অন্য কোন মসজিদে সফর করা :

অধিক ছওয়াবের আশায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে ভ্রমণ করে থাকে। মসজিদে বরকত বা মৃত ব্যক্তির ফয়েয পাওয়ার আশায় এমনটি করে থাকে। অথচ হাদীছে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَمَسْجِد الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِد الْأَقْصَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা।[৩৯৭]

অতএব বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বরকতের আশায় বেশী নেকী অর্জনের জন্য উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর কোন মসজিদে যাওয়া যাবে না। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা বর্তমানে বেশী দেখা যাচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) দেড় হাযার বছর পূর্বেই এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বলে গেছেন।

(৩) কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা :

বিভিন্ন দেশে করবস্থানকে লক্ষ্য করে অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠেছে। হাযার কিংবা শত বছর পূর্বে মারা গেছেন এমন কোন খ্যাতনামা আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তির কবরকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পাকা করে তার উপরে সৌধ নির্মাণ করেছে এবং সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে। এভাবে যুগের পর যুগ বিনাপূজির বিশাল ব্যবসা চলছে। এই সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কোটি কোটি মানুষ ছালাত আদায় করছে। কখনো কবরকে সামনে করে, কখনো ডানে কিংবা কখনো বামে করে। আবার কখনো পিছনে করে। অথচ এটা কবরস্থান। এ ধরনের স্থানে কস্মিনকালেও ছালাত হবে না।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।[৩৯৮]

৩৯৭. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।

৩৯৮. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কবর ক্বিবলার সামনে থাক কিংবা ডানে থাক, বামে থাক বা পিছনে থাক সে স্থানে ছালাত হবে না।[৩৯৯] কারণ কবরস্থান তাকেই বলা হয়, যেখানে মানুষ দাফন করা হয়।[৪০০] তাছাড়া কবরের মাঝে ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৪০১]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উপমহাদেশে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মাযার তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোতে একাধিক মসজিদও আছে। যা মৃত পীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক বছর উরস করা হয়। লাখ লাখ মানুষের ভীড় জমে। এই আনন্দ অনুষ্ঠান করে তাকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে। আর এই তীর্থস্থানেই মানুষ কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি নযর-নেওয়ায করছে। যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মৃত পীরকে খুশি করা। উক্ত স্থান সমূহে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা পরিষ্কার হারাম।

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[৪০২]

---

৩৯৯. আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২১৪; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- وسواء في ذلك أ كان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره و خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد।

৪০০. আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام।

৪০১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ।

৪০২. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬, ১/২০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৬৯), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৭১৩, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬০, ২/২২০ পৃঃ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়।[৪০৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না'।[৪০৪]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ইবাদত করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ কঠিন গযব বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[৪০৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُصَلَّى لَهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ছালাত আদায় করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ কঠিন শাস্তি বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।[৪০৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৪০৭]

---

৪০৩. আবুদাঊদ হা/২০৪২, ১/২৭৯ পৃঃ, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০০; নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২৬, পৃঃ ৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৬৫, ২/৩১১ পৃঃ।

৪০৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪২; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১১৩।

৪০৫. মালেক মুওয়াত্ত্ব হা/৫৯৩, সনদ ছহীহ।

৪০৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৪, সনদ ছহীহ।

৪০৭. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯, ১/৩১২ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২ (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ।

عَنْ أَبِىْ مَرْثَد الْغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরের দিকে ছালাত আদায় কর না এবং তার উপর বস না।[৪০৮]

বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি, তিনি তাঁর কবরস্থানকে উরস বা আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা এ ধরনের জঘন্য কাজ করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট বদ দু'আ করেছেন। তাহলে সাধারণ লোকদের কবরকে কিভাবে মসজিদের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে? তাদের কবরস্থানে কিভাবে উরস করা যাবে?

এ সমস্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে কেন লক্ষ লক্ষ মাযার-খানকা তৈরি হয়েছে? সেখানে মসজিদ তৈরি করে কেন কোটি কোটি মানুষের ঈমান হরণ করা হচ্ছে? কবরকে সিজদা করে, সেখানে মাথা ঠুকে আল্লাহ্র তাওহীদী চেতনাকে কেন নস্যাৎ করা হচ্ছে? তাদের কর্ণকুহরে এই সমস্ত বাণী কেন প্রবেশ করে না? কারণ হল, প্রতিনিয়ত তাদেরকে নগ্ন জিন শয়তান মূর্তিপূজা করতে উৎসাহিত করছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে'।[৪০৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونه إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কেবল নারীদের আহ্বান করে। বরং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে আহ্বান করে' *(নিসা ১১৭)*। নিম্নের হাদীছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে-

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى نَخْلَة وَكَانَتْ بِهَا الْعُزَّى فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى ثَلاَث سَمُرَات فَقَطَعَ السَّمُرَات وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا فَرَجَعَ خَالِدٌ فَلَمَّا أَبْصَرَتْ بِهِ السَّدْنَةُ وَهُمْ حَجَبَتْهَا أَمْعَنُوْا

---

৪০৮. ছহীহ মুসলিম হা/২২৯৫, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১২০); মিশকাত হা/১৬৯৮, পৃঃ ১৪৮।

৪০৯. আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/১১৫৭।

فِى الْجَبَلِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَا عُزَّى فَأَتَاهَا خَالِدٌ فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ تِلْكَ الْعُزَّى.

আবু তোফাইল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ)-কে একটি খেজুর গাছের নিকট পাঠালেন। সেখানে উযযা নামক মূর্তি ছিল। খালিদ (রাঃ) সেখানে আসলেন। মূর্তিটি তিনটি বাবলা গাছের উপর ছিল। তিনি সেগুলো কেটে ফেললেন এবং তার উপরে তৈরি করা ঘর ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, ফিরে যাও, তুমি কোন অপরাধ করোনি। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে গেলেন। যখন খালিদ (রাঃ)-কে পাহারাদাররা দেখল তখন তারা ঐ মূর্তিকে পাহাড়ের মধ্যে রক্ষা করার জন্য বেষ্টন করে ঘিরে ফেলল এবং হে উযযা! বলে ডাকতে লাগল। খালিদ (রাঃ) কাছে এসে বিস্তৃত চুল বিশিষ্ট এক নগ্ন মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার মাথা কাদায় ল্যাপ্টানো। তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং হত্যা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই সেই উযযা।[৪১০] উল্লেখ্য যে, শয়তানের পরামর্শেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে।[৪১১]

শয়তান জিনের রূপ ধারণ করে প্রত্যেক মূর্তির মাঝে অবস্থান করে এবং মানুষকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করে। এজন্যই কা'বার চতুর্পার্শ্বে স্থাপিত ৩৬০ মূর্তিকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন।[৪১২] পিতা ইবরাহীম (আঃ) যেমন মূর্তি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন *(আম্বিয়া ৫৭-৫৮)* যোগ্য সন্তান হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তাই করলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করার জন্য এবং আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা হয়।[৪১৩] আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

৪১০. নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৯০২, সনদ ছহীহ।
৪১১. সূরা নূহ ২৩; ছহীহ বুখারী হা/৪৯২০, ২/৭৩২ পৃঃ, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা নূহ।
৪১২. বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, 'মাযালেম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; মুসলিম হা/৪৭২৫-باب إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ ।
৪১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০০), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২-أَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ ।

'তুমি কোন মূর্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং ছাড়বে না কোন উঁচু কবর যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৪১৪] উক্ত নির্দেশের কারণে ছাহাবায়ে কেরামও শিরকের আস্তানাকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করেননি। শিরকের শিখণ্ডী উপড়ে ফেলেছেন।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

নাফে' (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়'আত নিয়েছিলেন ঐ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। তখন তিনি নির্দেশ দান করলে কেটে ফেলা হয়।[৪১৫]

অতএব মসজিদের নামে যেভাবে মূর্তি ও কবরপূজা চলছে তা প্রাচীন যুগের শিরকের ঘাটির শামিল। মুসলিম উম্মাহকে সচেতনভাবে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে। কা'বা চত্তর থেকে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে মূর্তি অপসারণ করেছিলেন সেভাবে তা অপসারণ করতে হবে। ছালাতের স্থানগুলোকে যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে।

(৪) মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া :

মৃত ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান ও ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পায়, এমন ধারণা করে সাধারণতঃ এটা করা হয়। অনেকে এ জন্য অছিয়তও করে যান। অথচ এগুলো ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র। এভাবে অনেক মসজিদকে কবরস্থানে পরিণত করা হয়েছে। মূলতঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে কবর দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। না জেনে কবর দেওয়া হলে সেই কবরকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে।[৪১৬] আর যদি সেই কবর পুরাতন হয় তাহলে মাটির সাথে সমান করে দিতে হবে এবং ঐ জায়গা সাধারণ জায়গার মত ব্যবহার করতে হবে।[৪১৭] অন্যথা সেখানে ছালাত হবে না। এছাড়া মসজিদের পার্শ্বে পৃথক জমিতে কবর থাকলে অবশ্যই প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে নিতে হবে। মূলকথা মসজিদকে কবরের ধরাছোঁয়া থেকে দূরে রাখতে হবে।

---

৪১৪. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, পৃঃ ১৪৮।

৪১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।

৪১৬. ছহীহ বুখারী হা/১৩৫১, ১/১৮০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬৯, ২/৪০৮ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭ ও হা/৪২৮, ১/৬১ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮।

৪১৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৯১।

(৫) মসজিদের দেওয়ালে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা, কা'বা ও মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কিংবা চাঁদ, তারা ও যোগ চিহ্ন সহ বিভিন্ন রকমের নকশা করা :

'আল্লাহু' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা প্রায় মসজিদে দেখা যায়। এটা শিরকী আক্বীদার কারণে সমাজে চালু আছে। এর দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সমমর্যাদার অধিকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট পীর-ফকীরদের আক্বীদা হল, 'আহাদ হয়ে যিনি আরশে ছিলেন তিনিই আহমাদ হয়ে মদীনায় অবতরণ করেন'। কারণ যিনি আহমাদ তিনিই আহাদ। শুধু মাঝের মীমের পার্থক্য (নাঊযুবিল্লাহ)। তাছাড়া আরবীতে 'আল্লাহ মুহাম্মাদ' এক সংগে লিখলে অর্থ হয়- আল্লাহই মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদই আল্লাহ। যা পরিষ্কার শিরক। অতএব এ সমস্ত বাক্য লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। বহু মসজিদের চারপাশে আল্লাহ্র ৯৯ নাম লেখা আছে, কোন মসজিদে 'আয়াতুল কুরসী', সূরা ইয়াসীন ইত্যাদি লেখা থাকে। এগুলো সবই বাড়াবাড়ি এবং লৌকিকতার শামিল।

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ .

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রীস্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি কেবল তাঁর বান্দা। সুতরাং তোমরা বলো, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)'।[৪১৮]

কা'বা কিংবা মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী কাজ। মুছল্লী সিজদা করে আল্লাহকে কা'বা ঘরের পাথরকে নয়। কা'বা শুধু মুসলিমদের ক্বিবলা। পূর্বের অনেক মসজিদে বিভিন্ন প্রাণীরও নকশা দেখা যায়। এগুলো ছালাতের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া এমন সব ক্যালেন্ডার ঝুলানো হচ্ছে, যেখানে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে মাছ বা কোন জীবের ক্যলিগ্রাফী তৈরি করা হয়েছে, যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। এগুলো সবই ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে।

৪১৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫, ১/৪৯০ পৃঃ, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; মিশকাত হা/৪৮৯৭, পৃঃ ৪১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮০, ৯/১০৭ পৃঃ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِى جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِىْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি চাদরে ছালাত আদায় করেন, যাতে নকশা ছিল। তিনি উক্ত নকশার দিকে একবার দৃষ্টি দেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা আমার এই চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং আম্বেজানিয়াহ কাপড়টি নিয়ে এসো। কারণ এটা এখনই আমাকে আমার ছালাত থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِى الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِىْ 'আমি ছালাত অবস্থায় এর নকশার দিকে তাকাচ্ছিলাম। কারণ উহা আমাকে ফেৎনার মধ্যে ফেলে দিবে বলে আশংকা করছিলাম'।[৪১৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلاَتِىْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে।[৪২০]

নকশা দেখে রাসূল (ছাঃ) যদি ফেতনার আশংকা করেন, তাহলে আমাদের ছালাতের অবস্থা কী হবে? আমরা কি তাঁর চেয়ে বেশী তাক্বওয়াশীল? বিভিন্ন বস্তুকে যদি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া জায়েয হত, তবে সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী হত হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর। কিন্তু ওমর (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

---

৪১৯. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৩, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৬, ২/২১৩ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; ছহীহ মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/৭৫৭, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০১, ২/২৩৮, 'সতর ঢাকা' অনুচ্ছেদ।

৪২০. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৪, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৭, ২/২১৩ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; মিশকাত হা/৭৫৮, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০২, ২/২৩৮, 'সতর ঢাকা' অনুচ্ছেদ।।

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَد فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّىْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

‘আবেস ইবনু রাবী‘আহ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা কালো পাথরের (হাজরে আসওয়াদ) নিকট আসেন এবং তাকে চুম্বন করেন। অতঃপর বলেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কোন ক্ষতিও করতে পারো না কোন উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না’।[৪২১]

চাঁদ-তারাকে ইসলামের নিশান মনে করে মসজিদের দেওয়ালে খোদাই করা হয়। অথচ উক্ত ধারণা সঠিক নয়। এগুলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহকেই ভক্তি করতে হবে এবং তাঁর প্রশংসা করতে হবে। কোন কোন মসজিদে যোগ চিহ্ন দেওয়া থাকে নিদর্শন স্বরূপ। অথচ এটা খ্রীস্টানদের প্রতীক।[৪২২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاته اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّه الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

‘আর রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না। বরং তোমরা সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকো’ *(হামীম সাজদাহ/ফুছ্ছিলাত ৩৭)*। সুতরাং চন্দ্র-সূর্য ও তারকা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এর দ্বারা নকশা করে মসজিদকে অতিরঞ্জিত করার পক্ষে শরী‘আতের অনুমোদ নেই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে’।[৪২৩]

---

৪২১. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, ১/২১৭ পৃঃ, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; ছহীহ মুসলিম হা/৩১২৬; মিশকাত হা/২৫৮৯, পৃঃ ২২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৩, ৫/২১৪ পৃঃ।

৪২২. ছহীহ মুসলিম হা/৪০৮, ১/৮৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৮৬ ও ২৮৭), ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৩; মিশকাত হা/৫৫০৬।

৪২৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৪৮, ১/৬৫ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭১৮, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৫, ২/২২২।

বর্তমানে মানুষ মসজিদের নকশা করতে অহংকারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ এটাকে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে অভিহিত করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব প্রকাশ করা ক্বিয়ামতের আলামত'।[৪২৪]

রাসূল (ছাঃ) ছালাতের স্থানকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখতে কা'বা চত্বর থেকে সমস্ত মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেছিলেন।[৪২৫] মুসলিম উম্মাহ্র দুর্ভাগ্য হল, তারা আজ সেই ছালাতের স্থানকে বিভিন্নরূপে সাজিয়ে ছালাতের অনুপোযোগী করে তুলছে। পূর্বের মসজিদগুলো ছিল কাঁচা কিন্তু মানুষের ঈমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে মসজিদগুলো অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামী পাথর দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুছল্লীর পোশাক ও জায়নামায হচ্ছে ঝকঝকে উজ্জ্বল। কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্ত রটা কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাক্বওয়া ও ঈমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা। অতএব সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়কে ঈমান ও তাক্বওয়ার টাইলস দ্বারা উজ্জ্বল করতে হবে, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে।

(৬) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা মিম্বর তৈরি করা ও তিন স্তরের বেশী স্তর বানানো :

অধিকাংশ মসজিদে মূল্যবান পাথর বা টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা হয়েছে। অথচ সুন্নাত হল কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরী করা এবং মিম্বারের তিনটি স্তর হওয়া। যেমন হাদীছে এসেছে,

أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا.

'রাসূল (ছাঃ) জনৈক আনছারী মহিলার নিকট লোক পাঠান। তার নাম সাহল। এই মর্মে যে, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে নির্দেশ দাও। সে যেন আমার জন্য একটি কাঠের আসন তৈরি করে। যার উপর বসে আমি

---

৪২৪. আবুদাঊদ হা/৪৪৯, ১/৬৫ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৮৯; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯, পৃঃ ৬৯।

৪২৫. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, 'মাযালেম' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭২৫, ২/১০৩ পৃঃ, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২।

জনগণের সাথে কথা বলব। ঐ মহিলা তার গোলামকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দিলে সে গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে নিয়ে আসে। অতঃপর মহিলা তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে এই স্থানে স্থাপন করার নির্দেশ দেন।[৪২৬]

উক্ত হাদীছ ইবনু খুযায়মাতে ছহীহ সনদে এসেছে, فَعَمِـــلَ هَـــذِهِ الـــثَّلاَثَ الدَّرَجَات مِنْ طَرْفَـــاءِ الْغَابَـــةِ অতঃপর সে গাবার ঝাউ গাছ থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরি করেছিল।[৪২৭] ত্বাবারাণীতে এসেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪২৮] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) একদা মিম্বরের তিন স্তরে উঠে তিনবার 'আমীন' বলেছিলেন মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৪২৯]

অতএব মিম্বর তিন স্তরের বেশী করা সুন্নাতের বরখেলাফ।[৪৩০] অনুরূপ ইট, পাথর ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বারও সুন্নাতের পরিপন্থী। রাসূল (ছাঃ) কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরি করার জন্য বলেছিলেন। ইমাম বুখারীও সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৪৩১] তাই ঐ সমস্ত আধুনিক মিম্বার ত্যাগ করে তিনস্তর বিশিষ্ট কাঠের মিম্বর তৈরি করে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

(৭) পিলার বা দেওয়ালের মাঝে কাতার করা :

সমাজে বহু মসজিদ আছে এবং বর্তমানেও অনেক মসজিদ তৈরি হচ্ছে, যেগুলোতে কাতারের মাঝে পিলার দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন মসজিদে কাতারের মাঝে ওয়াল রয়েছে এবং অপর পার্শ্ব থেকে কাতার করা হয়। অথচ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মাঝে পিলার বা ওয়াল দেওয়া নিষিদ্ধ।

---

৪২৬. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৫, ৩/৬৫, 'কাতারে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

৪২৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪, পৃঃ ১০২; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯২২; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮।

৪২৮. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৫৭৪৮; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮।

৪২৯. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ।

৪৩০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

৪৩১. বুখারী হা/৪৪৮, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩৫, ১/২৪৬ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৪।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ'ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[৪৩২] আলবানী (রহঃ) বলেন,

وَ هَذَا الْحَدِيْثُ نَصٌّ صَرِيْحٌ فِيْ تَرْكِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِىْ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ .

'এই হাদীছ দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। তাই ওয়াজিব হল খুঁটি থেকে সামনে কিংবা পিছনে দাঁড়ানো।[৪৩৩] উল্লেখ্য যে, দুই পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে একাকী ছালাত আদায় করা যাবে।[৪৩৪]

(৮) মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে পড়া :

এই অভ্যাস সুন্নাতের সরাসরি বিরোধী এবং মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার শামিল। রাসূল (ছাঃ) এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

আবু ক্বাতাদা সুলামী থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[৪৩৫]

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

---

৪৩২. ইবনু মাজাহ হা/১০০২, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

৪৩৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

৪৩৪. ছহীহ বুখারী হা/৫০৪ ও ৫০৫, ১/৭২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৮০ ও ৪৮১, ১/২৬৯ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৬।

৪৩৫. ছহীহ বুখারী হা/৪৪৪, ১/৬৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩১, ১/২৪৪ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, 'কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫২, ২/২১৭ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দুই রাক'আত ছালাত না পড়বে'।[৪৩৬] মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা কত গুরুত্বপূর্ণ নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয় :

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি একদা মসজিদের প্রবেশ করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকদের মাঝে বসেছিলেন। আমি গিয়ে বসে গেলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, বসার আগে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনাকে এবং জনগণকে বসে থাকতে দেখলাম তাই। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন দুই রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে।[৪৩৭]

এমনকি জুম'আর দিনে খুৎবা অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তবুও তাকে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[৪৩৮]

---

৪৩৬. ছহীহ বুখারী হা/১১৬৩, ১/১৫৬ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত' অনুচ্ছেদ-২৫।

৪৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৮, ১/২৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫২৫), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১।

৪৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১/১২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০ ও ১৯১ পৃঃ), 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫ ও ২০৫৬, ১/২৮৭ পৃঃ, 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫।

(৯) সর্বদা মসজিদে নির্দিষ্ট স্থানে ছালাত আদায় করা :

অনেকের মাঝে এই অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ.

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন : (১) ছালাতের মধ্যে কাকের মত ঠোকাতে (২) চতুষ্পদ জন্তুর মত হাত বিছিয়ে দিতে এবং (৩) ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতে, যেমন উট তার স্থান নির্ধারণ করে'।[৪৩৯] মুছল্লী ফরয ছালাত যেখানে আদায় করবে, সেখান থেকে ডানে বা বামে, সামনে বা পিছনে সরে গিয়ে সুন্নাত ছালাত আদায় করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে।[৪৪০] এমনকি ইমামকেও তার স্থানে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৪১]

(১০) বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করা :

অনেকে বাড়ীর পার্শ্বে ছোট মসজিদ রেখে বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করেন। এটি শরী'আত বিরোধী আক্বীদা। এই আক্বীদা সঠিক হলে বড় মসজিদ ছাড়া ছোট মসজিদ তৈরি করা নাজায়েয হয়ে যেত। উল্লেখ্য, ওয়াক্তিয়া মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে ৫০০ গুণ নেকী বেশী হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ নয়, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।[৪৪২] তাই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে বেশী নেকীর আশায় যাওয়া যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছা।[৪৪৩]

(১১) লাল বাতি জ্বললে সুন্নাতের নিয়ত করবেন না :

উক্ত সতর্কতা মুছল্লীকে ছালাত ও তার নেকী থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ সুন্নাত ছালাত আদায়কালীন যদি ইক্বামত হয়ে যায় তাহলে হাদীছের নির্দেশ, সে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ফরয ছালাতে শরীক হতে হবে। এতে করে সে উক্ত ছালাতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবে।

---

৪৩৯. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪২৯, পঃ ১০৩; আবুদাঊদ হা/৮৬২।

৪৪০. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭, পৃঃ ১০৩; আবুদাঊদ হা/১০০৬, ১/১৪৪ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া' অনুচ্ছেদ।

৪৪১. আবুদাঊদ হা/৬১৬, ১/৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৮, পৃঃ ১০৩।

৪৪২. ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩, পৃঃ ১০২; মিশকাত হা/৭৫২, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫৮০।

৪৪৩. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ...

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল কিন্তু তা করল না, তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হল। কিন্তু যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল এবং তা করে ফেলল তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হল ...'।[৪৪৪]

উল্লেখ্য যে, লাল বাতির গুরুত্ব কিন্তু ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের সময় থাকে না। কারণ বহু মসজিদে ফজরের জামা'আত চললেও আগে সুন্নাত পড়তে দেখা যায়। অথচ হাদীছের নির্দেশ হল, ছালাতের ইক্বামত হয়ে গেলে আর কোন ছালাত চলবে না। ফরয ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[৪৪৫] ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ফজরের ছালাতের পরে সুন্নাত পড়া যাবে না। অথচ কেউ পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ছালাতের পরেই পড়ে নিতে পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৪৪৬]

(১২) মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা :

মসজিদ ছালাতের স্থান। এখানে কণ্ঠ উঁচু করে কথা বলা চলে না। এতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। বিশেষ করে জামা'আত শুরুর আগে যে মসজিদ বাজারে পরিণত হয়, তা থেকে রাসূল (ছাঃ) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ।[৪৪৭] জনৈক ব্যক্তি জোরে কথা বললে রাসূল

৪৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৫৪ ও ৩৫৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১; ছহীহ বুখারী হা/৬৪৯১, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪।

৪৪৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫১৪ ও ১৫২১) 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৪৪৬. আবুদাঊদ হা/১২৬৭, ১/১৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪৪, পৃঃ ৯৫ সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৭, ৩/৪০ পৃঃ, 'ছালাতের নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ।

৪৪৭. ছহীহ মুসলিম হা/১০০২, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮; মিশকাত হা/১০৮৯, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।

(ছাঃ) রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাকে এসে ধমক দেন।[৪৪৮] ওমর (রাঃ) এজন্য দুই ব্যক্তিকে শাসিয়ে দেন لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَان أَصْوَاتَكُمَا فِــيْ مَــسْجِد رَسُــوْلِ الله ﷺ 'তোমরা যদি এই মদীনা শহরের বাসিন্দা হতে, তবে মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আমি দু'জনকেই কঠোর শাস্তি দিতাম'।[৪৪৯]

(১৩) মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা :

এটা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী এবং মসজিদের মর্যাদার পরিপন্থী।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে মসজিদে হারানো জিনিষ খোঁজ করতে শুনবে, সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য তৈরি করা হয়নি।[৪৫০]

মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।[৪৫১] মৃত্যু সংবাদ প্রচারের নামে শোক প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না। শুধু লোক দেখানোই হয়। তার প্রমাণ হল, সব জানাযাতে লোকের সংখ্যা এক রকম হয় না। কারো জানাযায় হাযার হাযার লোক হয়, আবার কারো জানাযায় একশ' লোকও জুটে না। অথচ সব মাইয়েতের জন্যই মাইকিং করা হয়। সুতরাং এতে কোন ফায়েদা নেই। এটা মূলতঃ ব্যক্তির প্রসিদ্ধি ও গুণের কারণ। তাছাড়া শুভাকাঙ্খী হলে এমনিতেই সে মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে, মাইকিং করে জানানো লাগবে না।

উল্লেখ্য যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও আত্মীয়-স্বজনকে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হয়। বিশেষ করে বিলাপ করা ও বিভিন্ন

---

৪৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৪৭১, ১/৬৮ পৃঃ।
৪৪৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭০, ১/৬৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৮, ২/২৩০ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৪৫০. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৮; মিশকাত হা/৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৪, ২/২১৮ পৃঃ।
৪৫১. তিরমিযী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান।

কথার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা। কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে এ জন্য তাকে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِىْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِى بِالتُّرَابِ.

‘তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) এজন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন।[৪৫২]

(১৪) মুছল্লীর সামনে সুতরা রেখে চলে যাওয়া :

এটা শহরের মসজিদগুলোতে বর্তমানে বেশী দেখা যাচ্ছে। শরী‘আতে এর কোন অনুমোদন নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের কৌশলের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ বছর যাবৎ বসে থাকা উত্তম বলা হয়েছে।[৪৫৩] বর্তমান পদ্ধতিতে যাওয়া বৈধ হলে রাসূল (ছাঃ) তা বলে যেতেন। সুতরাং মুছল্লীর সামনে সুতরা দিয়ে অতিক্রম করা আর এমনি চলে যাওয়া একই সমান। এই অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, যিনি ছালাত আদায় করবেন, তিনি নিজে সামনে সুতরা রেখে ছালাত শুরু করবে।[৪৫৪] তার সামনে দিয়ে মুছল্লীগণ যেতে পারবেন। তবে সুতরা বিহীন ছালাত আদায়কারী মুছল্লীর সামনে অন্য মুছল্লী সুতরা রেখে অতিক্রম করতে পারবেন না।

(১৫) মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া :

আল্লাহ্র ঘর মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া জঘন্য অপরাধ। অনেক মসজিদে শিরক ও বিদ‘আত মিশ্রিত প্রচারপত্র ও লিফলেট ও দামী তাসবীহ ঝুলতে দেখা যায়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড হওয়াকে গুরুতর অপরাধ মনে করতেন।

---

৪৫২. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪, পৃঃ ১৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, ‘জানাজা’ অধ্যায়।
৪৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৫১০; মিশকাত হা/৭৭৬।
৪৫৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِه بِدْعَةٌ.

মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যোহর কিংবা আছরের আযানের পর জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ডাকাডাকি করছে। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে নাও। কারণ এটা বিদ‘আত।[৪৫৫]

বিদ‘আতের ঘৃণায় তিনি উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসেন। বর্তমানে মসজিদগুলোতে সকাল-সন্ধ্যায় বিদ‘আতী যিকিরের মজলিস বসানো হচ্ছে, গোল হয়ে বসে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ জপা হচ্ছে, প্রচলিত মুনাজাতের নামে রমরমা ব্যবসা চলছে। অথচ শরী‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাহাবীগণ ছিলেন খড়গহস্ত।[৪৫৬]

عَنِ الصَّلْت بْنِ بُهْرَام قَالَ مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْد بِامْرَأَة مَعَهَا تَسْبِيْحٌ تُسَبِّحُ بِه فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصًى فَضَرَبَهُ بِرِجْلِه ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَبَقْتُمْ! رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا! وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّد ﷺ عِلْمًا!

ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল। তা দ্বারা সেই মহিলা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে পাথর কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ তাকে নিজের পা দ্বারা লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধকার বিদ‘আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ![৪৫৭]

মসজিদ কমিটিকে শরী‘আত বিরোধী উক্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। কারণ তারা বিদ‘আতীকে আশ্রয় দিলে তাদেরও কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবুল হবে না।[৪৫৮]

---

৪৫৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৩৮, ১/৭৯ পৃঃ, সনদ হাসান।

৪৫৬. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫, সনদ ছহীহ।

৪৫৭. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ।

৪৫৮. ছহীহ বুখারী হা/৭৩০০, ২/১০৮৪ পৃঃ, ‘ই‘তেছাম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৯৩, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; মিশকাত হা/২৭২৮, পৃঃ ২৩৮।

(১৬) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা :

ঈদের ছালাত ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাত।[৪৫৯] বিনা কারণে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (ছাঃ) কখনো মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করেননি। মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে মাত্র ৫০০ গজ দূরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন।[৪৬০] অথচ অন্যত্র ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ বেশী নেকী।[৪৬১] উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে তিনি একবার মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[৪৬২] উক্ত হাদীছের সনদে আবু ইয়াহইয়া ও ঈসা ইবনু আব্দুল আ'লা নামক দুইজন দুর্বল রাবী আছে।[৪৬৩]

(১৭) অশিক্ষিত ও আদর্শহীন ব্যক্তিদের দ্বারা মসজিদের কমিটি গঠন করাঃ

অধিকাংশ মসজিদে শিরক বিদ'আত চালু থাকার অন্যতম কারণ হল, অযোগ্য লোকদের দ্বারা মসজিদ পরিচালিত হওয়া। এমনকি সূদখোর, ঘুষখোর, নিয়মিত ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তিও মসজিদ কমিটির সদস্য হয়। এ সমস্ত নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই আবার এই পদের জন্য বেশী লালায়িত। অথচ তারা নিজেদের পরিবারকে চৌকি দিতে পারে না। তাদের মুখে দাড়ি পর্যন্ত থাকে না। অনেকে বিড়ি, সিগারেট ও মদখোরও আছে। তারা যা ইচ্ছা তাই করে। ইমামের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে হক কথা বলতে দেয় না। আপোসহীন বক্তব্য পেশ করলে এবং তাদের বিরুদ্ধে গেলে তাৎক্ষণিক ইমামকে চাকরিচ্যুত করে। তারাই বড় আলেমের ভাব দেখায়। শরী'আতে না থাকলেও তাদের মন যা চায়, তাই শরী'আত মনে করে চালিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় এরাই মূর্খ পণ্ডিত, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।[৪৬৪] তাদের দাপটেই মসজিদগুলো বর্তমানে প্রচলিত নোংরা রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সমাজের লোকদের কাছে এ সমস্ত দুর্নীতিবাজ ও ক্রিমিনালদের কোন মর্যাদা নেই। তাদের ডাকে মানুষ সাড়াও

---

৪৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৩০৪; ছহীহ মুসলিম হা/২০৯০; মিশকাত হা/১৪২৬।

৪৬০. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/২২ পৃঃ, হা/১৪৪০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ; বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ আলবানী প্রণীত 'ছালাতুল ঈদায়ন ফিল মুছাল্লা' নামক বই।

৪৬১. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, পৃঃ ১০২, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০, ১/১৫৯ পৃঃ (ইফাবা হা/১১১৭, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯২, পৃঃ ৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪০, ২/২১৪ পৃঃ।

৪৬২. আবুদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১৩; মিশকাত হা/১৪৪৮, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

৪৬৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৩।

৪৬৪. ছহীহ বুখারী হা/১০০, ১/২০ পৃঃ, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৪; ছহীহ মুসলিম হা/৬৯৭১, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/২০৬, 'ইলম' অধ্যায়।

দেয় না। ফলে তারা মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ, জানাযা, ইসলামী সম্মেলনকেই প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত সমাজ নেতারা চিরদিনই এলাহী বিধানের ঘোর বিরোধী ও বাতিলের প্রতিনিধিত্বকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ.

'অনুরূপ আপনার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন ভয়প্রদর্শকারী পাঠিয়েছি, তখনই সমৃদ্ধশালী সমাজপতিরা বলেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি আদর্শের উপর পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই অনুসরণ করব' *(যুখরুফ ২৩)*।

এ ধরনের ব্যক্তিদেরই বেশী শাস্তি হবে। কারণ আল্লাহ্র পবিত্র ঘর নিয়ে খেলা করতে তাদের বুক কাঁপে না। চিরদিন একশ্রেণীর সমাজ নেতা আল্লাহ্র বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। অবশ্য তারা কোনদিন সফলও হয়নি। তারা উপলব্ধি করে না যে, নমরূদ, আযর, ফেরাউন, হামান, কারূণ, আবু জাহল, আবু লাহাব সমাজে টিকতে পারেনি, সবাই ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ইবরাহীমের বিরোধিতা করার কারণে আযরকে হাশরের ময়দানে পশু আকৃতির করে চার পা বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৪৬৫] সেদিন কারো কিছু করার থাকবে না। অতএব সাবধান! হে সমাজের প্রতাপশালীরা!

মসজিদ যারা পরিচালনা করবে তাদের গুণাবলী কী হবে তা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলে দিয়েছেন।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

'মূলত তারাই আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে আবাদ করবে, যারা আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ছালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুতঃ তারাই সত্বর হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবাহ ১৮)*।

যিনি বা যারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবেন তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদার ব্যাপারে কড়া নযর রাখবেন। তারা মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করবেন। সেটা যেন বিদ'আতীদের বাসা ও দুর্নীতিবাজদের আড্ডায় পরিণত না হয়। তবে মুতাওয়াল্লী যেন স্বেচ্ছাচারী ও রক্ষকের নামে ভক্ষকে পরিণত না হন। তিনি খাদেম হবেন, খাদক নন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার কেন্দ্র হিসাবে পরিচালনা করবেন।

---

৪৬৫. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫০, ১/৪৭৩ পৃঃ, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/৫৫৩৮, পৃঃ ৪৮৩, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'বাশীতে ফুঁক দেওয়া' অনুচ্ছেদ।

(১৮) অযোগ্য ও পেটপূজারী ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা :

সমাজে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত হয়। অন্ততঃ জুম‘আর দিনে। সেজন্য মসজিদের ইমাম হিসাবে তাক্বওয়াশীল, যোগ্য ও আপোসহীন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলে খুৎবার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলে উপকৃত হতে পারে। সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি নেমে আসার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদের ইমাম অযোগ্য, চাটুকার, পেটপূজারী ও কমিটির পোষা বসংবদ। অনেকে দাড়ি বিহীন, জর্দ্দাখোর, হারামখোর। বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও সংস্থার সূদী কারবারের সাথে জড়িত। তাক্বওয়ার পোশাক তার শরীরে থাকে না। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে। তাদের ইলমের পুঁজি হল, ফুটপাতে কেনা চটি পুস্তক। তারাই খুৎবার নামে মিথ্যা গল্প, বানোয়াট কাহিনী ও কল্পিত ব্যাখ্যাকে শরী‘আত বলে চালিয়ে দেয়। অথচ দলীল বিহীন কথার পরিণাম যে জাহান্নাম সে কথা ভুলে যায়। নিজের চাকুরী টিকিয়ে রাখার জন্য কমিটির অন্ধ গোলামী করে। দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে সমাজ থেকে তাদের মর্যাদা উঠে গেছে। তাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকার হবে কি? অফিসের পিয়ন হলেও তার নূন্যতম ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়, গাড়ী চালাতে হলেও পাস লাগে। কিন্তু মসজিদের ইমামতির জন্য কোন শর্ত, ডিগ্রী বা পাশ লাগে না। এভাবেই ইমামদের মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে। অথচ দাবী ছিল ইমামগণই হবেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তারাই মুসলিম সমাজের মূল কর্ণধার। তারা হক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হবেন সংগ্রামী ও আপোসহীন।

অতএব মসজিদ কমিটির অপরিহার্য কর্তব্য হবে কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ ও তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিকে ইমাম হিসাবে নিয়োগ দান করা এবং তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারণ বর্তমানে মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনই সবচেয়ে অবহেলিত ব্যক্তি।

(১৯) মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া :

বহু স্থানে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হয় এবং মসজিদে ছালাত পড়াকে অপসন্দ করা হয়। অথচ এটা রাসূল (ছাঃ) সুন্নাতের বিরোধিতা করার শামিল। মহিলারা পর্দাসহ মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে আসার অনুমতি চাইবে, তখন সে যেন তাকে নিষেধ না করে।[৪৬৬]

৪৬৬. ছহীহ বুখারী হা/৮৭৩, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছে-১৬৬ এবং হা/৫২৩৮; ছহীহ মুসলিম হা/১০১৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩০; মিশকাত হা/১০৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯২, ৩/৪৭ পৃঃ।

মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ইমামের নিকট থেকে সাউণ্ড বক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারে। ছালাতের পদ্ধতি, গুরুত্ব, পারিবারিক আদর্শ, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা শুনতে পারে। জুম‘আর খুৎবায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত গ্রহণ করতে পারে। জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা শুনে সূরা ক্বাফ মুখস্থ করেছিলেন।[৪৬৭] তাছাড়া মহিলাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে জোরাল নির্দেশ এসেছে। এমনকি ঋতুবতী হলেও। তারা শুধু দু‘আ অর্থাৎ খুৎবা, তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীলে শরীক হবে।[৪৬৮]

(২০) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না বা জমি বিক্রয় করা যাবে না মর্মে বিশ্বাস করা :

মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না বলে সমাজে ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। অনুরূপ মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা জমি বিক্রি করা যায় না এ কথাও চালু আছে। অথচ মুছল্লীদের সুবিধার্থে মসজিদ স্থানান্তর করা যায় এবং জমি বিক্রি করে মসজিদের কাজে লাগানো যায়। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয়।[৪৬৯] আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের উপরে অপরিহার্য হল, আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’।[৪৭০] অতএব একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা যায়। তবে অবশ্যই মসজিদের সম্পদ মসজিদেই ব্যবহার করতে হবে।

(২১) মসজিদকে কেন্দ্র করে সমাজ বিভক্ত করা :

মুসলিম ঐক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ঐক্য সুদৃঢ় রাখার জন্যই দিনে পাঁচবার মসজিদে একত্রে জমায়েত হওয়া। ইসলামকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দান করেছেন *(আলে ইমরান ১০৩)*। ব্যক্তিগতভাবে একাকী দ্বীন পালন করতে বলেননি। দেখা যায় সাধারণ কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে মসজিদ পৃথক করে সমাজকে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য এক সময় তাদের বিরোধ দূর হয়, গাঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়, পরস্পরের বাড়ীতে

---

৪৬৭. ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৯; মিশকাত হা/১৪০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২৫, ৩/১৯৮।

৪৬৮. ছহীহ বুখারী হা/৯৭৫; ছহীহ মুসলিম হা/২০৮৫; মিশকাত হা/১৪২৯; ছহীহ বুখারী হা/৩৫১; মিশকাত হা/১৪৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৭, ৩/২১১ পৃঃ।

৪৬৯. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১ খণ্ড, ২১৭ পৃঃ; ইমাম তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৮৮৫৪।

৪৭০. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৫।

যাতায়াত হয় কিন্তু দুই মসজিদ কখনো এক মসজিদে পরিণত হয় না। যারা এই বিভক্তির ইন্ধন যুগিয়েছে তারাই সবচেয়ে বড় অপরাধী। তাদের কোন ক্ষমা নেই। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে এই মুনাফেকী করার কারণে তারা মুক্তি পাবে না। অনেক স্থানে ছোট্ট একটি মসজিদে একাধিক সমাজ রয়েছে। ছোটখাট বিষয়ে মনোমালিন্যের কারণে এমনটি ঘটে। এটা মূলতঃ কায়েমী স্বার্থবাদী একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী মোড়ল ও অযোগ্য বিদ‘আতী ইমামের কারণে হয়ে থাকে। তারা সমাজে সঠিক বিষয় চালু করতে দেয় না। বর্তমানে বিদ‘আতী মুনাজাত, দুই আযান, টাকা দিয়ে ফিৎরা দেওয়া, শবে বরাত, মসজিদ ও ঈদগাহের অর্থের হিসাব-নিকাশ নিয়ে সমাজে বেশী বিভক্তি দেখা দিচ্ছে। মূর্খ মাতবর আর অযোগ্য ইমামের যিদ ও হিংসার কারণে এ সমস্ত বিদ‘আতী প্রথা সমাজে চালু আছে। আর সে জন্যই মসজিদ ও ঈদগাহে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর তখনই আঘাত আসে মসজিদের উপর। তাদের মনে রাখা উচিত যে, এই মিথ্যা দাপট একদিন শেষ হয়ে যাবে। এরপর অবশ্যই সোজা হতে হবে। অতএব বিদ‘আতপন্থী ইমাম ও মোড়লরা সাবধান!

(২২) মসজিদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা :

বহু মসজিদ রয়েছে যেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। নির্দিষ্ট ইমাম, মুয়াযযিন ও খাদেম নেই। যার কারণে সময়মত আযান হয় না জামা‘আতও হয় না। এগুলো আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি চরম অনীহা প্রদর্শন করার শামিল। সুতরাং মসজিদের মর্যাদা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوَرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরি করতে, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৭১]

সুধী পাঠক! মসজিদ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সর্বস্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়। সেই স্থানটি যদি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তাহলে সাধারণ জনগণের উপর দারুণ প্রভাব পড়বে। মুসলিম সমাজ শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। কিন্তু সেই পবিত্র স্থানটিই আজ সবচেয়ে অবহেলিত। তাহলে মুসলিম উম্মাহ্‌র সফলতা আসবে কোথায় থেকে!

৪৭১. আবুদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৪, ২/২২১ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

ছালাতের সময়

চতুর্থ অধ্যায়
ছালাতের সময়

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ একই ছালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করে থাকে। একই স্থানে একই ছালাতের আযান পৃথক পৃথক সময়ে হয়। কখনো এক ঘণ্টা আবার কখনো আধা ঘণ্টা আগে-পরে। কোন স্থানে একাধিক মসজিদ থাকলেও আযান ও জামা‘আত এক সঙ্গে হয় না; বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে মানুষও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) জামা‘আতে ছালাত আদায় করার যে গুরুত্বারোপ করেছেন, তা একেবারে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে যঈফ ও জাল হাদীছ এবং কুরআন-সুন্নাহ্র ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যা। উল্লেখ্য যে, অনেক মসজিদে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়া হয়। এটা অতিরিক্ত পরহেযগারিতা ও বাড়াবাড়ি। উক্ত অভ্যাস বর্জন করতে হবে।

(১) ফজর ছালাতের ওয়াক্ত :

ছুবহে ছাদিকের পর হতে ফজরের ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়।[৪৭২] সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়।[৪৭৩] আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম হিসাবে[৪৭৪] রাসূল (ছাঃ) খুব ভোরে ফজরের ছালাত আদায় করতেন। পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ফজরের ছালাত শুরু করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই। মূলতঃ ছহীহ হাদীছের মনগড়া অর্থ ও অপব্যাখ্যা করে দেরী করে ছালাত আদায় করা হয়। অনেক মসজিদে ফর্সা হলে ছালাত শুরু করা হয় এবং বিদ্যুৎ বা আলো বন্ধ করে কৃত্রিম অন্ধকার তৈরি করে ছালাত আদায় করা হয়। এটা শরী‘আতের সাথে প্রতারণা করার শামিল। নিম্নের জাল বর্ণনাটি লক্ষণীয়-

---

৪৭২. ছহীহ বুখারী হা/৮৭২, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩০, ২/১৬৩ পৃঃ); নাসাঈ হা/৫৫২, ১/৬৫ পৃঃ, ‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; মুসনাদে আহমাদ হা/১২৩৩৩ ও ১২৭৪৬।

৪৭৩. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬, ১/৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৯, ২/১৮ পৃঃ) ও হা/৫৭৯; মুসলিম হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৬০১, পৃঃ ৬১।

৪৭৪. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬০৭, পৃঃ ৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِى الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَلاَ تُمِلَّهُمْ وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيْرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُوْنَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوْا.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি বলে দিলেন, হে মু'আয! যখন শীতকাল আসবে তখন ফজর ছালাত অন্ধকারে পড়বে এবং মানুষের সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্বিরাআত লম্বা করবে। তাদের উপর কঠিন করো না। আর যখন গ্রীষ্মকাল আসবে, তখন ফজরের ছালাত ফর্সা করবে। তখনকার রাত যেহেতু ছোট, আর মানুষ যেহেতু ঘুমায় সেহেতু তাদেরকে অবকাশ দিবে, যেন তারা ছালাত পায়।[৪৭৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে মিনহাল ইবনুল জার্রাহ নামক একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেছেন, সে অস্বীকৃত রাবী। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করত এবং মদ পান করত।[৪৭৬] অতএব উক্ত হাদীছের আলোকে ফজরের ছালাত দেরী করে পড়ার কোন সুযোগ নেই। যেহেতু বর্ণনাটি জাল।

ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

'রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা ফজরের মাধ্যমে ফর্সা কর। কারণ নেকীর জন্য উহা সর্বাধিক উত্তম।[৪৭৭] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে কিছু যঈফ হাদীছও আছে।[৪৭৮] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন,

أَسْفِرْ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ.

---

৪৭৫. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পৃঃ।

৪৭৬. يكذب في الحديث ويشرب الخمر সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫৫, ২/৩৭১ এবং হা/৫৪৪০, ১১/৭৪৬ পৃঃ।

৪৭৭. তিরমিযী হা/১৫৪, ১/৪০ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৪২৪, ১/৬১ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১১৫; ছহীহুল জামে' হা/৯৭০; মিশকাত হা/৬১৪, পৃঃ ৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৫, ২/১৮১ পৃঃ, 'জলদি ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।

৪৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯৪ ও ৩৭৬৮।

'তুমি ফজর ছালাতের মাধ্যমে ফর্সা কর। যতক্ষণে লোকেরা তাদের তীর নিক্ষেপের স্থানগুলো দেখতে পায়'।[৪৭৯] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ 'ইনশাআল্লাহ এই হাদীছের সনদ ছহীহ'।[৪৮০]

উক্ত হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, ফর্সা হওয়ার পর ফজরের ছালাত শুরু করতে হবে। কারণ এটাই সর্বোত্তম। 'হেদায়া' কিতাবে প্রথম আলোচনায় সঠিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৮১] কিন্তু পরে পৃথক আলোচনায় বলা হয়েছে, وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ 'ফর্সা করে ফজর ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব'।[৪৮২] অথচ উক্ত ব্যাখ্যা চরম বিভ্রান্তিকর এবং ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধী। কারণ-

(ক) ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন,

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى الْإِسْفَارِ أَنْ يَّضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكَّ فِيْهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ.

'ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব বলেন, 'ইসফার' হল, ফজর প্রকাশিত হওয়া, যাতে কোন সন্দেহ না থাকে। তারা কেউ বর্ণনা করেননি যে, ইসফার অর্থ ছালাত দেরী করে পড়া।[৪৮৩]

(খ) ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেন,

يَنْبَغِى الدُّخُوْلُ فِي الْفَجْرِ فِىْ وَقْتِ التَّغْلِيْسِ وَالْخُرُوْجُ مِنْهَا فِىْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

'(উক্ত হাদীছের অর্থ হল) অন্ধকারে ফজরের ছালাত শুরু করা এবং ফর্সা হলে শেষ করা, যা আমরা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেছি। আর সেটাই আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর কথা'। তিনি আরো বলেন,

---

৪৭৯. মুসনাদে ত্বায়ালীসী হা/৯১, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল ১/২৮৬ পৃঃ।
৪৮০. ইরওয়াউল গালীল ১/২৮৬ পৃঃ।
৪৮১. হেদায়া ১/৮০ পৃঃ।
৪৮২. হেদায়া ১/৮২ পৃঃ।
৪৮৩. তিরমিযী হা/১৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/৪০ পৃঃ।

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ أَيْ أَطِيْلُوا الْقِرَاءَةَ فِيْهَا لَيْسَ ذَلِكَ عَلَي أَنْ يَّدْخُلُوْا فِيْهَا فِيْ آخِرِ وَقْتِ الْإِسْفَارِ وَلَكِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فِيْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ.

'তোমরা ফজরের মাধ্যমে ফর্সা কর' অর্থাৎ ফজরের ছালাতে ক্বিরাআত লম্বা কর। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা যেন ফর্সা হওয়ার সময় ছালাতে প্রবেশ করে। বরং ফর্সা হওয়ার সময় তারা ছালাত থেকে বের হবে'।[৪৮৪]

(গ) আলবানী বলেন,

بَلِ الْمَعْنَ الْذِىْ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوْعُ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ إِطَالَةَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فِي الْإِسْفَارِ وَمَهْمَا أَسْفَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ كَمَا هُوَ صَرِيْحُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدَّمَةِ فَلَيْسَ مَعْنَ الْإِسْفَارِ إِذَنْ هُوَ الدُّخُوْلُ فِي الصَّلاَةِ فِيْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ.

'হাদীছের শব্দ সমূহ একত্রিত করলে প্রমাণিত হয় যে, এর অর্থ হবে- ফর্সা হওয়া পর্যন্ত ছালাতের ক্বিরাআত লম্বা করা। আর এভাবে ফর্সা করাই সর্বোত্তম এবং নেকীর দিক থেকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। যেমনটি পূর্বের শব্দগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব 'ইসফার' অর্থ এটা নয় যে, ফর্সা করে ছালাত শুরু করতে হবে, যেমনটি হানাফীদের মাঝে প্রচলিত আছে'।[৪৮৫]

অতএব ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে দেরীতে ফজর ছালাত আদায় করা মহা অন্যায়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ (রহঃ)ও সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দলীয় কারণে কুরআন-হাদীছের অর্থ বিকৃতি করা আরো বড় অপরাধ। তাছাড়া ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে ৬০-১০০ আয়াত পাঠ করতেন।[৪৮৬] যদি ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করা হয়, আর ৬০ থেকে ১০০ টি আয়াত পাঠ করা হয়, তবে সূর্য উঠতে কতক্ষণ বাকী থাকবে?

---

৪৮৪. ত্বাহাবী হা/১০০৬।
৪৮৫. ইরওয়াউল গালীল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬।
৪৮৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃঃ, 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১, (ইফাবা হা/৫১৪, ২/১২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১০৫৯, ১/১৮৭ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ফজর ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পৃঃ।

ফজর ছালাতের সঠিক সময় :

রাসূল (ছাঃ) কোন্ সময় ফজরের ছালাত আদায় করতেন, তা নিম্নের হাদীছগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ.

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মহিলারা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরত। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[৪৮৭]

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

(২) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুমিন মহিলারা ছালাত শেষ করে চলে যেত। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না অথবা পরস্পরকে তারা চিনতে পারত না।[৪৮৮]

(٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَات يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ.

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুমিন মহিলারা চাদর আবৃত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হত, তখন তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে যেত। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।[৪৮৯]

---

৪৮৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৮৬৭, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮২৫, ২/১৬১ পৃঃ); মুসলিম হা/১৪৮৯ ও ১৪৯১, ১/২৩০ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫০, ২/১৭৬ পৃঃ।
৪৮৮. ছহীহ বুখারী হা/৮৭২, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩০, ২/১৬৩ পৃঃ)।
৪৮৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃঃ, 'ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'ফজরের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদ-২৭, (ইফাবা হা/৫৫১, ২/২৮ পৃঃ)।

(٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ.

(৪) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢুলে যেত। আর আছরের ছালাত আদায় করতেন এই দুই সময়ের মাঝখানে। যখন সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিবের ছালাত আদায় করতেন। আর শাফাক্ব ডুবে গেলে এশার ছালাত আদায় করতেন। ফজরের ছালাত আদায় করতেন যখন ফজর উদিত হত তখন থেকে দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত।[৪৯০]

(٥) عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْت صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমরা একদা জাবের (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি দুপুরে যোহরের ছালাত পড়তেন, আছর পড়তেন যখন সূর্য পরিষ্কার থাকত, সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব পড়তেন। আর এশা পড়তেন যখন মানুষ বেশী হত তখন তাড়াতাড়ি পড়তেন এবং লোক কম হলে দেরীতে পড়তেন। আর ফজর ছালাত আদায় করতেন অন্ধকারে।[৪৯১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

(٦) وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

(৬) রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত এমন সময় পড়তেন, যখন আমাদের কেউ পার্শ্বে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত না, যাকে সে আগে থেকেই চিনে। তিনি ফজর ছালাতে ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করতেন।[৪৯২] অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৪৯০. নাসাঈ হা/৫৫২, ১/৬৫ পৃঃ, 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; মুসনাদে আহমাদ হা/১২৩৩৩ ও ১২৭৪৬।

৪৯১. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৭, ১/৫৮ পৃঃ।

৪৯২. ছহীহ বুখারী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃঃ, 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১, (ইফাবা হা/৫১৪, ২/১২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১০৫৯, ১/১৮৭ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ফজর ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পৃঃ।

(٧) وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.

(৭) রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত একবার অন্ধকারে পড়েছিলেন। অতঃপর একবার পড়তে পড়তে ফর্সা করে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত ছিল অন্ধকারে। তিনি আর ফর্সা করতেন না।[৪৯৩] অর্থাৎ তিনি ছালাত অধিক লম্বা করতেন না।

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, একবার তিনি দীর্ঘ ক্বিরাআত করে ফর্সা করেছিলেন। যা সর্বাধিক উত্তম। এরপর থেকে অন্ধকার থাকতেই ছালাত শেষ করতেন।

সুধী পাঠক! উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফজরের ছালাত অন্ধকারেই আদায় করতে হবে। তাই ফর্সা হওয়ার পর ফজরের ছালাত শুরু করা সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া কিছু নয়। জানা আবশ্যক যে, ফজরের ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ছালাত। এই ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। তাই আপনি একজন মুছল্লী হিসাবে আপনার করণীয় নির্ধারণ করুন। আল্লাহ্র কাছে জবাব দেয়ার প্রস্তুতি আপনিই গ্রহণ করুন।

(২) যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত :

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢুলে যাওয়ার সাথে সাথে যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আর কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে শেষ হয়। কিন্তু যোহরের ছালাত দেরী করে আদায় করার কোন ছহীহ দলীল নেই। উক্ত মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন-

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَيْءِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلُّوْا الظُّهْرَ.

(১) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন ছায়া দেড় হাত থেকে দুই হাত হয়, তখন তোমরা যোহরের ছালাত আদায় কর।[৪৯৪] অনেকে উক্ত বর্ণনা পেশ করে যোহরের ছালাত দেরীতে আদায় করার দাবী করেন।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব নামে একজন রাবী আছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, হায়ছামীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ

---

৪৯৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪, ১/৫৮ পৃঃ।
৪৯৪. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/১৮৩; উকাইলী, আয-যু'আফা ১/১১৮; ইবনু আদী ১/৪৩৫।

তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৪৯৫] ইমাম হায়ছামী বলেন, 'এর সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব আছে, সে মিথ্যুক'।[৪৯৬]

(٢) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَجِّلُوْا صَلَاةَ النَّهَرِ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ وَأَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ.

(১) আব্দুল আযীয ইবনু রাফী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মেঘলা দিনে দিনের ছালাত তাড়াতাড়ি আদায় কর এবং মাগরিব দেরীতে আদায় কর।[৪৯৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি দুর্বল। আব্দুল আযীয ইবনু রাফী মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছে।[৪৯৮]

যোহরের ছালাতের সঠিক সময় :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ..

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত হল, যখন সূর্য ঢুলে যাবে। কোন ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ আছরের সময় হওয়া পর্যন্ত...।[৪৯৯]

عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ...

আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, যখন সূর্য ঢুলে পড়ত তখন রাসূল (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করতেন। আর আছর ছালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ ছালাত আদায় করে মদীনার দূর প্রান্তে চলে যেত এবং ফিরে আসত অথচ সূর্য উজ্জ্বল থাকত।[৫০০]

---

৪৯৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯৭; যঈফুল জামে' হা/৬৪৪; মিশকাত হা/৫৮৫; তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৪।

৪৯৬. فيه أصرم بن حوشب وهو كذاب -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩০৬; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফী আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৩৫।

৪৯৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৬২৮৮; আবুদাঊদ, আল-মারাসীল হা/১৩।

৪৯৮. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮৫৬, ৮/৩১৭ পৃঃ; তানক্বীহ, পৃঃ ২৬৪।

৪৯৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৫০০. আবুদাঊদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পৃঃ; বুখারী হা/৫৪১ ও ৭৭১।

জ্ঞাতব্য : যোহরের ছালাত সূর্য ঢুলে পড়ার পর আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই শরী'আতের নির্দেশ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যোহরের ছালাত একটু দেরী করে আদায় করতে বলা হয়েছে। সেই হাদীছকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ মুছল্লী দেরী করে আদায় করে থাকে। এটা মূলতঃ মাযহাবী গোঁড়ামী। কারণ সারা বছর দেরী করতে বলা হয়নি।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যোহরকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরমের প্রকোপ জাহান্নামের তাপ।[৫০১]

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ.

আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুওয়াযযিন যোহরের আযান দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ঠাণ্ডা কর। অতঃপর যখন আযান দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন আবার বললেন, তালূল দেখা পর্যন্ত দেরী কর। অতঃপর তিনি বললেন, গরমের প্রকোপ জাহান্নামের তাপ। সুতরাং যখন গরম বেশী হবে তখন তোমরা ছালাত দেরী করে পড়।[৫০২]

সুধী পাঠক! হাদীছের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সারা বছর এদেশে যোহরের ছালাত দেরী করে পড়া হয়। এটা সুন্নাতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করার শামিল। রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হিসাবে একজন মুছল্লীর পক্ষে এভাবে যোহরের ছালাত দেরী করে আদায় করা কি উচিত? গ্রীষ্মকালের হাদীছের আলোকে সে কি সারা বছর দেরী করে আদায় করবে? কখনোই নয়।

(৩) আছরের ছালাতের ওয়াক্ত :

আছরের ছালাত দেরী করে পড়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। এর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে সেগুলো সবই যঈফ ও জাল।

---

৫০১. ছহীহ বুখারী হা/৫৩৮, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫১১, ২/১০ পৃঃ), 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মিশকাত হা/৫৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩, ২/১৭৪ পৃঃ।
৫০২. ছহীহ বুখারী হা/৫৩৯, ১/৭৬ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৩১।

(أ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالعَصْرِ قَالَ وَشَيْخٌ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَقَالَ إِنَّ أَبِيْ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ.

(ক) আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু রাফে' বলেন, আমি একদা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন মুওয়াযযিন আছরের আযান দিল। রাবী বলেন, তখন এক বৃদ্ধ মসজিদে বসেছিলেন। তাই মুয়াযযিন তার নিকটে আসল। তখন তিনি বললেন, আমার আব্বা আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাত দেরী করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।[৫০৩]

তহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৫০৪] ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন রাফে' বিন খাদীজ বিন রাফে' নামে একজন রাবী আছে। সে নির্ভরযোগ্য নয়।[৫০৫] অন্যত্র তিনি বলেন, এই হাদীছের সনদ যঈফ। ... রাফে' সহ অন্য কোন ছাহাবী থেকে এই হাদীছ ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়নি।[৫০৬]

(ب) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِه إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِنْ كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُوْنَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.

(খ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা প্রশাসকদের নিকট পত্র লিখলেন যে, আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কাজের মধ্যে ছালাতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি তার হেফাযত করে এবং যথাযথভাবে তার উপর

---

৫০৩. দারাকুৎনী হা/১০০৩, ১/২৫১; ত্বাবারাণী কবীর ৪/২৬৭; ।

৫০৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪২০ পৃঃ, হা/১৫৯; তানক্বীহ, পৃঃ ২৬৫।

৫০৫. দারাকুৎনী ১/২৫১ পৃঃ عبد الله بن رافع بن خديج بن رافع هذا ليس بقوي।

৫০৬. هذا حديث ضعيف الإسناد.. ولايصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة..। -তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৫।

অটল থাকে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে তাকে বিনষ্ট করে সে তা ব্যতীত অন্যগুলোকে আরো অধিক বিনষ্টকারী। অতঃপর তিনি লিখলেন, যোহর আদায় করবে যখন ছায়া এক হাত হবে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া তার সমান হওয়া পর্যন্ত। আছর আদায় করবে যখন সূর্য উচ্চে পরিষ্কার সাদা অবস্থায় থাকবে, যাতে একজন ভ্রমণকারী ব্যক্তি সূর্য অদৃশ্য হবার পূর্বেই দুই বা তিন মাইল অতিক্রম করতে পারে। যখনই সূর্য ডুবে যাবে তখনই মাগরিব আদায় করবে। যখন লালিমা ডুবে যাবে তখন এশা আদায় করবে, রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। এর পূর্বে যে ঘুমাবে তার চক্ষু না ঘুমাক। এ কথা তিনি তিনবার লিখেছিলেন। আর ফজর আদায় করবে যখন তারকারাজি পরিষ্কার হয় এবং চমকে।[৫০৭] মূলতঃ উক্ত হাদীছে যোহর, আছর ও মাগরিবের ছালাতের সময়কে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বিশষ করে আছরের সময়। কারণ ছহীহ হাদীছে চার মাইলের কথা এসেছে।[৫০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ নাফে‘ ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি।[৫০৯]

(ج) عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِىِّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِى الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَالْكُوْفَةُ يَوْمَئِذٍ أَخْصَاصٌ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ فَقَامَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَجَثَوْنَا لِلرُّكَبِ لِنُزُولِ الشَّمْسِ.

(গ) যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ নাখঈ বলেন, আমরা একদা আলী (রাঃ)-এর সাথে বড় মসজিদে বসেছিলাম। কূফাতে সে সময় অনেক কুঁড়ে ঘর ছিল। অতঃপর মুওয়াযযিন এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আছরের ছালাত আদায় করতে হবে। তিনি বলেন, তুমি বস। তাই সে বসল। মুয়াযযিন পুনরায় ফিরে এসে একই কথা বলল। তখন আলী (রাঃ) বললেন, এই কুকুরটি আমাদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিতে চাচ্ছে! অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং

---

৫০৭. মালেক হা/৯; মিশকাত হা/৫৮৫, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮, ২/১৭১ পৃঃ।
৫০৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, ‘জলদি ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ।
৫০৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৮৫, ১/১৮৬ পৃঃ।

আমাদেরকে নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করলেন। তারপর ছালাত থেকে ফিরে ঐ স্থানে ফিরে আসলাম যেখানে আমরা বসেছিলাম। অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার কারণে আমরা সওয়ারীর উপর হাঁটু গেড়ে বসে গেলাম।[৫১০]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। হাকেম একে ছহীহ বলে উল্লেখ করলেও তা যঈফ।[৫১১] ইমাম দারাকুৎনী এর ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ নাখঈ অপরিচিত। আব্বাস বিন যুরাইহ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি।[৫১২] মূলতঃ আলী (রাঃ)-এর নামে উক্ত বর্ণনা পেশ করে আছরের ছালাত বিলম্ব করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়।

(د) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ.

(ঘ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আছরের ছালাত দেরী করে আদায় করতেন।[৫১৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু ইসহাক্ব নামে ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। সে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে সঠিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করেনি।[৫১৪]

(ح) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(ঙ) ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি সূর্য উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকা পর্যন্ত আছরের ছালাত দেরী করতেন।[৫১৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ইয়ামামী ও ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান নামে দুইজন অপরিচিত রাবী আছে। ইমাম নববী বলেন, বাতিল হাদীছ।[৫১৬]

---

৫১০. দারাকুৎনী ১/২৫১; হাকেম হা/৬৯০, ১/১৯২।
৫১১. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৬।
৫১২. زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ مَجْهُوْلٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ দারাকুৎনী ১/২৫১।
৫১৩. আব্দুর রাযযাক হা/২০৮৯; ত্বাবারাণী কাবীর ৯/২৯৬।
৫১৪. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪১৮ পৃঃ, হা/১৫৯।
৫১৫. আবুদাঊদ হা/৪০৮, ১/৫৯ পৃঃ।
৫১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৮।

(و) قَالَ أَبُو عَمْرٍو يَعْنِى الْأَوْزَاعِىَّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

(চ) আবু আমর বলেন, ঐ সময়টা হল, যখন সূর্যের আলো যমীনে হলুদ আকারে পড়বে।[৫১৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। ওয়ালীদ বিন মুসলিম নামে একজন মুদাল্লিস রাবী আছে, তার শ্রবণশক্তি ভাল ছিল না।[৫১৮]

আছরের ছালাতের সঠিক সময় :

কোন বস্তুর ছায়া যখন মূল ছায়ার সমপরিমাণ হবে তখন আছরের ছালাতের সময় শুরু হবে। আর দ্বিগুণ হলে শেষ হবে। তবে কোন সমস্যাজনিত কারণে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে।[৫১৯]

(أ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنْ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(ক) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত তখন পড়তেন, যখন সূর্য উঁচুতে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। অতঃপর কেউ আওয়ালী বা উঁচু স্থানগুলোর দিকে যেত এবং পুনরায় তাদের নিকট ফিরে আসত, তখনও সূর্য উপরেই থাকত। আর আওয়ালীর কোন কোন স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরে অবস্থিত।[৫২০]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন সূর্য তার ঘরের মধ্যে থাকত তখন রাসূল (ছাঃ) আছর পড়তেন। তখনো ছায়া ঘর থেকে বের হয়ে যায়নি।[৫২১]

---

৫১৭. আবুদাঊদ হা/৪১৫, ১/৬০ পৃঃ।
৫১৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৪।
৫১৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬, ১/৭৯ পৃঃ ও হা/৫৭৯; মুসলিম হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৬০১।
৫২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, 'জলদি ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।
৫২১. বুখারী হা/৫৪৫, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫১৮, ২/১৩ পৃঃ)।

(ب) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(খ) রাফে‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আছরের ছালাত আদায় করতাম। অতঃপর একটি উট যবহে করতাম। তারপর তাকে দশ ভাগে ভাগ করতাম। অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমরা তার পাক করা গোশত খেতাম ।[৫২২]

(ج) عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً.

(গ) আলা ইবনু আব্দুর রহমান বছরাতে একদিন যোহরের ছালাত আদায় করে ফেরার সময় আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন। আর মসজিদের পার্শ্বেই তার বাড়ী ছিল। রাবী বলেন, আমরা যখন তার কাছে গেলাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আছরের ছালাত আদায় করেছ? আমরা বললাম, এই মাত্র আমরা যোহরের ছালাত আদায় করে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা আছরের ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর আমরা চলে গেলাম এবং ছালাত আদায় করলাম। আমরা যখন ফিরে আসলাম তখন তিনি বললেন, এটা হল মুনাফিকের ছালাত। সে বসে বসে অপেক্ষায় থাকে। যখন সূর্য লাল হতে থাকে এমনকি শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে যায়, তখন সে দাঁড়ায় এবং চারটি ঠোকর মারে। সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।[৫২৩]

---

৫২২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৪৮৫, ১/৩৩৮ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৬, ১/২২৫ পৃঃ (ইফাবা হা/১২৮৯); মিশকাত হা/৬১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৬।

৫২৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৩, ১/২২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৮৬) ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়-৬, ‘জলদি করে আছর পড়া’ অনুচ্ছেদ-৩৫; মিশকাত হা/৫৯৩, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫, ২/১৭৫ পৃঃ।

(د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ يَعْنِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জিবরীল (আঃ) কা'বার নিকট দুইবার আমার ইমামতি করেছেন। একবার তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন যখন সূর্য ঢুলে পড়ল। আর তা ছিল জুতার দোয়ালির পরিমাণ। আছর পড়ালেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল। মাগরিব পড়ালেন যখন ছায়েম ইফতার করে। আর এশা পড়ালেন যখন লালিমা দূর হল। ফজর পড়ালেন যখন ছায়েম ব্যক্তির উপর খানাপিনা হারাম হয় (সাহারীর সময়ের পর)।

পরের দিন তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল। আর আছর পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। মাগরিব পড়ালেন যখন ছায়েম ব্যক্তি ইফতার করে। এশা পড়ালেন যখন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হল। অবশেষে ফজর পড়ালেন এবং খুব ফর্সা করে ফেললেন। অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! ইহা আপনার পূর্বের নবীগণের সময়। ছালাতের সময় আসলে এই দুই সময়ের মাঝের সময়'।[৫২৪] অন্য হাদীছে এসেছে, সর্বোত্তম আমল হল, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।[৫২৫]

---

৫২৪. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৩, ১/৫৬ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ-২; ছহীহ তিরমিযী হা/১৪৯, ১/৩৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৬, ২/১৬৯ পৃঃ।

৫২৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ।

জ্ঞাতব্য : জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের আউয়াল ও আখের দুইটি ওয়াক্ত সম্পর্কে জানিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আছরের ছালাতের শেষ ওয়াক্ত চলে আসে। অথচ অধিকাংশ মুছল্লী এই শেষ ওয়াক্তে আছরের ছালাত আদায় করে থাকে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় গর্হিত অন্যায়।

সুধী পাঠক! উপরে ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ দুই ধরনের হাদীছই পেশ করা হল। নিঃসন্দেহে মুছল্লীর সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আছর ছালাত সে কোন্ ওয়াক্তে আদায় করবে। বিশেষ করে ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন উদাহরণ, পদ্ধতি ও জায়গা উল্লেখ করে আছরের ছালাতের সময়টা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ কতিপয় যঈফ ও জাল হাদীছের কারণে উক্ত গুরুত্ব মূল্যহীন হয়ে গেছে। এরপরও যদি সে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে গ্রহণ না করে, তবে কবরে ও ক্বিয়ামতের মাঠে টিকতে পারবে কি? মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের পর পূর্বের কোন নবী-রাসূলের আনুগত্য করলেও সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপস্থিতিতে যদি পূর্বে কোন নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করা হয় তবুও সে রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বেরিয়ে যাবে।[৫২৬] অতএব পীর-ফকীর, ইমাম-খতীব এবং তাদের রচিত মনগড়া কল্পিত ধর্মের অনুসরণ করলে পরিণাম ভয়াবহ হবে।

(৪) মাগরিবের ওয়াক্ত :

মাগরিবের ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কেও কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(١) أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرِبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ.

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মাগরিবের প্রথম সময় হল যখন সূর্য ডুবে যায়। আর শেষ সময় যখন শাফাক্ব ডুবে যায়।[৫২৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৫২৮] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘আমি এরূপ বর্ণনা পাইনি’। আল্লামা যায়লাঈ বলেন, ‘এটি গরীব। অর্থাৎ ভিত্তিহীন।[৫২৯]

---

৫২৬. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৭৪; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭ ও ১৯৪, পৃঃ ৩০ ও ৩২, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৯, ৬/৩৪ পৃঃ।
৫২৭. যায়লাঈ ১/২৩০।
৫২৮. তানক্বীহ, পৃঃ ২৬৭।
৫২৯. আদ-দিরায়াহ ১/১০২।

(٢) رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا أَسْوَدَ الْأَفَقِ.

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাগরিবের শেষ সময় হল, দিগন্তে যখন কালো রেখা দেখা যাবে।[৫৩০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৫৩১] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'আমি এরূপ বর্ণনা পাইনি'।[৫৩২]

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ.

(৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, শাফাক্ব হল, লালিমা। যখন লালিমা দূরীভূত হবে তখন ছালাত ওয়াজিব হবে।[৫৩৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আতীক্ব ইবনু ইয়াকুব নামে ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[৫৩৪] তাছাড়া উক্ত বর্ণনা এশার ছালাতের জন্য প্রযোজ্য, মাগরিবের জন্য নয়। মূলতঃ লালিমা দূর হওয়ার পর মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে না। কিন্তু উক্ত বর্ণনাগুলোতে দাবী করা হয়েছে।

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

(৪) ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, শাফাক্ব হল লালিমা।[৫৩৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৫৩৬]

মাগরিব ছালাতের সঠিক সময় :

সূর্য ডুবার পরেই মাগরিবের ছালাতের সময় শুরু হয়। আর সূর্যের লালিমা থাকা পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে।[৫৩৭]

৫৩০. নাছবুর রায়াহ ১/২৩৪ পৃঃ; ইবনু হাজার আদ-দিরায়াহ ১/১০৩।
৫৩১. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৭।
৫৩২. আদ-দিরায়াহ ১/১০৩ পৃঃ।
৫৩৩. বায়হাক্বী হা/১৮১৬; দারাকুৎনী ১/২৬৯।
৫৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৫৯।
৫৩৫. দারাকুৎনী ১/২৬১; বায়হাক্বী ১/৩৭৩।
৫৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; তানক্বীহ, পৃঃ ২৬৬।
৫৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

(৫) এশার ওয়াক্ত :

ফিক্বহী গ্রন্থ সমূহে এশার ছালাতের সময় সম্পর্কেও কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ প্রচলিত আছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এশার ছালাতের শেষ সময় হল ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।[৫৩৮]

তাহক্বীক্ব : যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের এবং শায়খ আলবানী বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই।[৫৩৯] 'হেদায়া'র ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, ছালাতের ওয়াক্ত সংক্রান্ত হাদীছের মধ্যে কোথাও এটা পাওয়া যায় না।[৫৪০] আল্লামা যায়লাঈ বলেন, গরীব বা ভিত্তিহীন।[৫৪১] ইবনু হাজার আসক্বালানীও অনুরূপ বলেছেন।[৫৪২] কিন্তু ইমাম তাহাবী মাযহাবী মোহে এর পক্ষে মত দিয়েছেন, যা কাম্য নয়।[৫৪৩] মূলতঃ মধ্য রাত পর্যন্ত এশার ছালাতের সময় থাকে।[৫৪৪] ফজর পর্যন্ত নয়।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

---

৫৩৮. নাছবুর রাইয়াহ ১/১৩৪।
৫৩৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৬১, ১৪/১৩৮ পৃঃ; তানক্বীহ, পৃঃ ২৬৭।
৫৪০. ঐ, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯৬ পৃঃ।
৫৪১. নাছবুর রাইয়াহ ১/২৩৪।
৫৪২. আদ-দিরায়াহ ১/১০৩।
৫৪৩. তাহাবী হা/৮৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৩০ পৃঃ।
৫৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২২ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাতের প্রথম ও শেষ সময় আছে। যোহরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন সূর্য ঢুলে যাবে আর তার শেষ ওয়াক্ত হল, যখন আছরের ওয়াক্তে প্রবেশ করবে। আছরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন উহা তার ওয়াক্তে প্রবেশ করবে। আর শেষ ওয়াক্ত হল যখন সূর্য হলুদ রং ধারণ করবে। মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য ডুবে যাবে। আর শেষ ওয়াক্ত হল যখন দিগন্তে লালিমা ডুবে যাবে। এশার প্রথম ওয়াক্ত হল যখন দিগন্তে লালিমা ডুবে যাবে আর এর শেষ সময় হল রাত্রির মধ্যভাগ। ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন ফজর উদিত হবে। আর শেষ সময় হল সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।[৫৪৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُوْلُ حَدِيْثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْث مُحَمَّد بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ.

'আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, ছালাতের সময়ের ব্যাপারে মুজাহিদ থেকে আ'মাশের বর্ণিত হাদীছ মুহাম্মাদ বিন ফুযাইলের হাদীছের চেয়ে অধিকতর ছহীহ। মুহাম্মাদ বিন ফুযাইলের হাদীছ ভুল। সে হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছে।[৫৪৬]

এশার ছালাতের সঠিক সময় :

মাগরিবের ছালাতের সময়ের পর থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্য রাত পর্যন্ত থাকে। সমাস্যজনিত কারণে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে। তবে রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাত দেরী করে পড়াকে উত্তম মনে করতেন। তাই মাগরিবের পরপরই এশার ছালাত পড়া উচিত নয়, যা এদেশে চালু আছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى

---

৫৪৫. তিরমিযী হা/১৫১, ১/৩৯ পৃঃ; আহমাদ ২/২৩২; তাহাবী ১/১৪৯-১৫০।
৫৪৬. তিরমিযী হা/১৫১, ১/৩৯ পৃঃ।

نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন সূর্য ঢুলে যায়, তখন যোহরের সময় শুরু হয়। কোন ব্যক্তির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত উক্ত সময় থাকে। অর্থাৎ আছরের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। আছরের সময় বস্তুর মূল ছায়ার সমপরিমাণ হওয়া থেকে সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সময় (সূর্যাস্ত হতে) লালিমা দূর হওয়া পর্যন্ত। আর এশার সময় রাত্রির মধ্য ভাগ পর্যন্ত। আর ফজর ছালাতের সময় ঊষার উদয় হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। যখন সূর্য উঠবে, তখন ছালাত থেকে বিরত থাকবে। কারণ সূর্যোদয় হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে।[৫৪৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) একদা রাত্রির অর্ধেক পর্যন্ত ছালাত দেরী করলেন। এমনকি মসজিদের মুছল্লীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। অতঃপর তিনি বের হয়ে ছালাত আদায় করেন। তারপর বললেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর ভারী না মনে করতাম, তবে এই সময়টাই এশার ছালাতের সময় হত।[৫৪৮]

ছালাতের সময় সম্পর্কে অন্যান্য যঈফ ও জাল হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের প্রথম ওয়াক্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর শেষ ওয়াক্ত আল্লাহ্র ক্ষমা।[৫৪৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৫৫০] এর সনদে ইয়াকুব বিন ওয়ালীদ মাদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।[৫৫১]

---

৫৪৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২২, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ।
৫৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৭৭, ১/২২৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩১৮)।
৫৪৯. তিরমিযী হা/১৭২, ১/৪৩ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/২৫৯।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللهِ.

ইবরাহীম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাতের প্রথম ওয়াক্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, মধ্যম ওয়াক্ত আল্লাহ্র রহমত এবং শেষ ওয়াক্ত আল্লাহ্র ক্ষমা।[৫৫২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৫৫৩] এর সনদে ইয়াকুব বিন ওয়ালীদ মাদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।[৫৫৪]

আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব :

আল্লাহ তা'আলা ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*।

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

উম্মু ফারওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।[৫৫৫]

عَنِ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ.

---

৫৫০. যঈফ তিরমিযী হা/১৭২; ইরওয়াউল গালীল হা/২৫৯; মিশকাত হা/৬০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।
৫৫১. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬০৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/১৯২ পৃঃ।
৫৫২. দারাকুৎনী হা/২২।
৫৫৩. ইরওয়াউল গালীল হা/২৬০; যঈফুল জামে' হা/২১৩১।
৫৫৪. ইরওয়াউল গালীল হা/২৬০, ১/২৮৮ পৃঃ- هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني وهو منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد وسائر الحفاظ
৫৫৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ।

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।[৫৫৬] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ উপমহাদেশীয় ছাপা আবুদাঊদে নেই।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِى الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে অচিরেই দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং সূর্যোদয়ের পূর্বের ছালাত ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের ছালাতের প্রতি যত্নশীল হও। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন, 'সুতরাং তোমরা প্রতিপালকের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্য ডুবার পরে'।[৫৫৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِىْ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِىْ فِيْهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّىْ فَقَالَ حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

---

৫৫৬. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩০, সনদ হাসান।
৫৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৭, ২/১৭ পৃঃ), 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়-১৩, 'আছরের ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৫।

আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দান করেন। তার মধ্যে রয়েছে, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। আমি বললাম, এই সময়গুলো আমার জন্য খুব ব্যস্ততার। সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে নির্দেশ দিন। যখন আমি তা পালন করব, তখন যেন আমার জন্য তা যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন, তুমি দুই আছরকে যথাযথভাবে আদায় কর। এই ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, দুই আছর কী? তিনি বললেন, সূর্য উঠার পূর্বের ছালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের ছালাত।[৫৫৮]

জামা'আতের চেয়ে আউয়াল ওয়াক্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ :

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

আবুযার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, আমীরগণ যখন ছালাতের ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে ছালাত দেরী করে পড়বে বা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে, তখন তুমি কী করবে? আমি তখন বললাম, আপনি আমাকে কী করতে বলছেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছালাতের সময়েই ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তাদের সাথে যদি আদায় করতে পার, তাহলে আদায় কর। তবে তা তোমার জন্য নফল হবে।[৫৫৯]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِىْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّىْ فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

---

৫৫৮. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৮, ১/৬১ পৃঃ।

৫৫৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৭, ১/২৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৩৮); মিশকাত হা/৬০০, পৃঃ ৬০-৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক আনন্দিত হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি, যে একা পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা তখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর! সে আমার ভয়ে আযান দিচ্ছে এবং ছালাত আদায় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[৫৬০]

সুধী পাঠক! উক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহের মাধ্যমে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এমনকি জামা'আতে ছালাত আদায়ের চেয়ে ওয়াক্তকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ওয়াক্ত অনুযায়ী ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোরও অঙ্গীকার করেছেন। এমনকি কোন রাখালও যদি ওয়াক্ত অনুযায়ী একাকী ছালাত আদায় করে, তবুও তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। অতএব দেরী করে নয়, বরং ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ছালাত আদায় করা অপরিহার্য। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ) ফজর ও আছর ছালাতের ব্যাপারে খুব কঠোরতা আরোপ করেছেন। অথচ ফজর ও আছর ছালাতের ক্ষেত্রেই বেশী অবহেলা করা হয়। এত ছহীহ হাদীছ থাকতে অধিকাংশ মুছল্লী কেন জাল ও যঈফ হাদীছের আলোকে ছালাত আদায় করছে? এটা কি কোন অদৃশ্যের চক্রান্ত? মুসলিম উম্মাহকে কোনদিন ঐক্যবদ্ধ হতে দিবে না- এটাই তার নীল নকশা। আমরা মুসলিম হিসাবে মাযহাবী গোঁড়ামীকে অগ্রাধিকার দেব, না রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে অগ্রাধিকার দেব এখন সেটাই দেখার বিষয়।

---

৫৬০. আবুদাঊদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

আযান ও ইক্বামত

পঞ্চম অধ্যায়

আযান ও ইক্বামত

আযানের ফযীলত ও আহকাম সম্পর্কে অনেক যঈফ হাদীছ ও বানোয়াট কথাবার্তা সমাজে চালু আছে। সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল।-

(১) আযানের ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে, সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করবে।[৫৬১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে জাবের ইবনু ইয়াযীদ আল-জু‘ফী নামে একজন রাবী আছে। সে দুর্বল। কোন কোন মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। সে ছিল রাফেযী।[৫৬২] তবে নিম্নের হাদীছটি ছহীহ-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার আযানের কারণে প্রত্যেক দিন ৬০ টি এবং প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ৩০ টি নেকী লেখা হবে।[৫৬৩]

(২) মসজিদের বাম পার্শ্ব থেকে আযান দেয়া আর ডান পার্শ্ব থেকে ইক্বামত দেয়া :

সমাজে উক্ত প্রথা চালু থাকলেও শরী‘আতে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সুবিধা অনুযায়ী যে কোন পার্শ্ব থেকে আযান ও ইক্বামত দেওয়া যাবে।

---

৫৬১. তিরমিযী হা/২০৬, ১/৫১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭, পৃঃ ৫৩; মিশকাত হা/৬৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৩, ২/২০২ পৃঃ।

৫৬২. যঈফ তিরমিযী হা/২০৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৫০।

৫৬৩. ইবনু মাজাহ হা/৭২৮, পৃঃ ৫৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৭, ২/২০৬ পৃঃ।

(৩) আযানের পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, কুরআনের আয়াত পড়া, ইসলামী গযল বলা, বিভিন্ন দু‘আ পড়া, মানুষকে ডাকাডাকি করা, ফজরের আযানের পূর্বে ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাঊম’ বলা :

আযানের পূর্বে উপরিউক্ত কাজগুলো করা সম্পূর্ণ শরী‘আত বিরোধী। অনুরূপ রামাযান মাসে সাহারীর সময় আযান না দিয়ে সাইরেন বাজানো, ডাকাডাকি করা, ঢাক পেটানো, দলধরে চিৎকার করা ইত্যাদি জাহেলী রীতি।[৫৬৪] বরং সুন্নাত অনুযায়ী সাহারীর জন্য আযান দিতে হবে।[৫৬৫] আযান দেওয়ার পূর্বে কোনকিছু বলা বা দু‘আ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আযানের পর মাইকে উচ্চকণ্ঠে দু‘আ পড়াও ঠিক নয়।[৫৬৬] অনুরূপ আযানের পর মসজিদে আসার জন্য পুনরায় ডাকা যাবে না। যেমন বহু মসজিদে চালু আছে। এটা স্পষ্ট বিদ‘আত।[৫৬৭]

(৪) ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্’-এর জবাবে ‘ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলা :

রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ করেছেন যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, উত্তরে তাই বলতে হবে। শুধু ‘হায়্যইয়া আলাছ ছালাহ’ ও ‘হায়্যইয়া আলাল ফালাহ’ ব্যতীত।[৫৬৮] তাই আযান ও ইক্বামতের সময় ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্’-এর জবাবে ‘ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলা যাবে না। বরং ‘আশহাদু আন্না

---

৫৬৪. বুখারী হা/১৯১৯, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৭৯৭, ৩/২৪৯ পৃঃ), ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭; মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/৬৮০, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৯, ২/২০৭ পৃঃ ফাৎহুল বারী হা/৬২১-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩- ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, وَادَّعَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّة كَمَا حَكَاهُ السُّرُوْجِيُّ مِنْهُمْ أَنَّ النِّدَاء قَبْلَ الْفَجْر لَمْ يَكُنْ بِأَلْفَاظ الْأَذَان وَإِنَّمَا كَانَ تَذْكِيْرًا أَوْ تَسْحِيْرًا كَمَا يَقَع لِلنَّاسِ الْيَوْمَ وَهَذَا مَرْدُودٌ لَكِنَّ الَّذِىْ يَصْنَعُهُ النَّاس الْيَوْمَ مُحْدَثٌ قَطْعًا وَقَدْ تَضَافَرَتْ الطُّرُق عَلَى التَّعْبِيْر بِلَفْظ الْأَذَان فَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ مُقَدَّمٌ ।

৫৬৫. বুখারী হা/১৯১৯, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৭৯৭, ৩/২৪৯ পৃঃ), ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭; মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/৬৮০, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৯, ২/২০৭ পৃঃ।

৫৬৬. বুখারী হা/২৯৯২, ১/৪২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৭৮৪, ৫/২২২ পৃঃ), ‘জিহাদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩১; মুসলিম হা/৭০৭৩; মিশকাত হা/২৩০৩, পৃঃ ২০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৫, ৫/৮৭ পৃঃ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘সুবহা-নাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ।

৫৬৭. আবুদাঊদ হা/৫৩৮, ১/৭৯ পৃঃ, সনদ হাসান।

৫৬৮. বুখারী হা/৬১১, (ইফাবা হা/৫৮৪, ২/৪৫ পৃঃ); মুসলিম হা/৮৭৬; মিশকাত হা/৬৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৭৫।

মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'-ই বলতে হবে। তবে অন্য সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনলে বা পড়লে সংক্ষিপ্ত দরূদ হিসাবে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলবে।[৫৬৯]

(৫) 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাঊম'-এর জবাবে 'ছাদাক্বতা ওয়া বাররতা' বলা :

উক্ত বাক্যের জবাবে 'ছাদ্দাক্বতা ওয়া বাররতা' বলার কোন দলীল নেই। বরং উত্তরে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাঊম'-ই বলতে হবে। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'উক্ত কথার জবাবে 'ছাদাক্বতা ওয়া বাররতা' বলার শারঈ কোন ভিত্তি নেই'।[৫৭০]

(৬) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা :

উক্ত আমল শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যে বর্ণনাগুলো এসেছে, তা জাল বা মিথ্যা। যেমন-

عَنِ الْخضْرِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُـــوْلُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـــدِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يُقَبِّلُ إِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا.

খিযির (আঃ) বলেন, মুয়াযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রিয় ব্যক্তিকে স্বাগত, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্র কারণে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, অতঃপর তার দুই হাতের বৃদ্ধা আংগুলে চুম্বন করবে ও দুই চোখ মাসাহ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না এবং তার চোখও ওঠবে না।[৫৭১]

তাহক্বীক্ব : বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদই নেই।[৫৭২]

---

৫৬৯. তিরমিযী হা/৩৫৪৫ ও ৩৫৪৬; মিশকাত হা/৯২৭ ও ৯৩৩, পৃঃ ৮৭ সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৬৬, ২/৩১২ পৃঃ ও হা/৮৭২, ২/৩১৪ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬, সনদ ছহীহ; ছহীহ তারগীব হা/৯৯৫।

৫৭০. ইরওয়াউল গালীল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, হা/২৪১ এর আলোচনা দ্রঃ- لا أصل لما ذكره في الصلاة خيرمن النوم قلت يعنى قوله صدقت وبررت ।

৫৭১. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-জার্রাহী, কাশফুল খাফা ২/২০৬ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৪।

৫৭২. আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২০।

عَنْ أَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُــوْلُ اللهِ قَالَ مِثْلَهُ وَقَبَّلَ بِبَاطِنِ الْأَنْمِلَتَيْنِ السَّبَّابَةِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ ﷺ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ.

আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুয়াযযিনের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা শুনতেন, তখন তিনি অনুরূপ বলতেন। অতঃপর দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পেটে চুম্বন করতেন এবং দুই চোখ মাসাহ করতেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার বন্ধু যা করল তা যদি কেউ করে, তবে আমার শাফা'আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৫৭৩]

তাহক্বীক্ব : এটি ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই।[৫৭৪]

(৭) হাত তুলে আযানের দু'আ পাঠ করা এবং শেষে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা :

আযান শেষ হওয়ার পর দুই হাত তুলে দু'আ করা ও উক্ত বাক্য বলার যে প্রচলন রয়েছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (ছাঃ) কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত আমল করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই আমল সত্বর পরিত্যাজ্য। উল্লেখ্য যে, আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'আ করলে আল্লাহ সেই দু'আ ফেরত দেন না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তাই আযান ও ইক্বামতের মাঝে সাধারণভাবে দু'আ করা যাবে।[৫৭৫]

(৮) আযানের দু'আয় বাড়তি অংশ যোগ করা :

দু'আ নির্দিষ্ট ইবাদত। এর সাথে বাড়তি অংশ যোগ করার অধিকার কারো নেই। মানব রচিত কথা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে চালিয়ে দিলে এর পরিণাম হবে জাহান্নাম।[৫৭৬] অথচ সর্বত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আর সাথে মানুষের তৈরি করা শব্দ যোগ করে আযানের দু'আ পাঠ করা হচ্ছে। যেমন-

(ক) বায়হাক্বীতে বর্ণিত একটি হাদীছের শেষে 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ' কথাটি এসেছে। কিন্তু হাদীছটি ছহীহ নয়। আলবানী (রহঃ) বলেন, وَهِــىَ شَاذَّةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَرِدْ فِىْ جَمِيْعِ طُرُقِ الْحَدِيْثِ عَــنْ عَلِــىِّ بْــنِ عَيَّــاشٍ 'এটা

৫৭৩. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৪।

৫৭৪. আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীছিল মুশ্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২০।

৫৭৫. আবুদাঊদ হা/৫২১, ১/৭৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২০, ২/২০৪ পৃঃ, 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৫৭৬. ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ১/২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১০)।

অপরিচিত হিসাবে যঈফ। কারণ আলী ইবনু আইয়াশ থেকে কোন সূত্রেই বর্ণিত হয়নি।[৫৭৭]

(খ) উক্ত বাক্যের পূর্বে 'ওয়ারযুক্বনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ' যোগ করার কোন প্রমাণ নেই। এই বানোয়াট কথা ধর্মের নামে চলছে।

(গ) অনুরূপভাবে ইবনুস সুন্নীর বর্ণিত 'ওয়াদ দারাজাতার রাফি'আহ' বাক্যটিও প্রমাণিত নয়। এটাও বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত।[৫৭৮] ইবনু হাজার আসক্বালানী ও আল্লামা সাখাভী বলেন, উক্ত অংশ কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি।[৫৭৯]

(ঘ) কোন কোন গ্রন্থে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' যোগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'শেষে 'ইয়া فِيْ آخِرِه يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِيْ شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ আরহামুর রাহিমীন' যোগ করারও কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[৫৮০]

জ্ঞাতব্য : আযান হওয়ার পর দরূদে ইবরাহীম পড়বে।[৫৮১] অতঃপর নিম্নের দু'আ পাঠ করবে। অতিরিক্ত কোন শব্দ যোগ করবে না।

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল ক্বা-ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব'আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ'।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনিই এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রভু। আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান করুন 'অসীলা' (নামক জান্নাতের সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং তাঁকে পৌঁছে দিন প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা আপনি করেছেন'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে উক্ত দু'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[৫৮২]

---

৫৭৭. ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ ১/২৬১ পৃঃ।

৫৭৮. ইরওয়াউল গালীল ১/২৬১ পৃঃ- وهي مدرجة أيضا من بعض النساخ ; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ১৮৯।

৫৭৯. আল্লামা সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ২১২; তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ১/২৬১ পৃঃ- أنها ليست في شيء من طرق الحديث।

৫৮০. তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃঃ।

৫৮১. ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৫, ১/১৬৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৩৩), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৬৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০৬, ২/১৯৯ পৃঃ।

৫৮২. বুখারী হা/৬১৪, (ইফাবা হা/৫৮৭, ২/৪৬ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/৬৫৯।

(৯) কাতার সোজা হওয়ার পর ইক্বামত দেওয়া :

‘ইক্বামত’ অর্থ দাঁড়ানো। তাই ইক্বামত হল, জামা‘আতে দাঁড়ানো ও কাতার সোজা করার ঘোষণা। কিন্তু বর্তমানে চালু হয়েছে কাতার সোজা করার পর ইক্বামত দেওয়া। এই আমল থেকে বিরত থাকা যরূরী।

(১০) ইক্বামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া দেয়ার পক্ষে গোঁড়ামী করা :

ইক্বামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয। এর পক্ষে দু’একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৫৮৩] কিন্তু এর উপর যিদ ও গোঁড়ামী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ ইক্বামত একবার করে বলাই উত্তম এবং এর প্রতি আমল করাই উচিত। এর পক্ষেই বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং আবু মাহযূরা (রাঃ) ছাড়া যে সমস্ত ছাহাবী উক্ত মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই একবারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া অনুধাবন করার বিষয় হল, রাসূল (ছাঃ)-এর নিযুক্ত মুয়াযযিন ছিলেন বেলাল (রাঃ)। আর তিনি তাকে একবার করে ইক্বামত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহলে কোন্ আমলটি গ্রহণ করা উত্তম?

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الإِقَامَةَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে আযান দুইবার করে আর ইক্বামত একবার করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫৮৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَـــرَّتَيْنِ مَـــرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আযান ছিল দুই বার দুইবার করে এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার করে। তবে ‘ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ’ দুইবার ছিল।[৫৮৫]

জ্ঞাতব্য : ইক্বামতের শব্দগুলো একবার করে বলা যাবে না বলে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা জাল। যেমন-

(أ) مَنْ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ فَلَيْسَ مِنَّا

---

৫৮৩. আবুদাঊদ হা/৫০১ ও ৫০২, ১/৭২ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৩৩।

৫৮৪. নাসাঈ হা/৬২৭, ১/৭৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ১/৮৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭৮-৫৮০, ২/৪২-৪৩ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২ ও ৩; ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২২, ৭২৩ ও ৭২৫), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/৬৪১, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০, ২/১৯০ পৃঃ, ‘আযান’ অনুচ্ছেদ।

৫৮৫. আবুদাঊদ হা/৫১০, ১/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৪৩, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২, ২/১৯২ পৃঃ।

(ক) 'যে ব্যক্তি একবার করে ইক্বামত দিবে সে আমার উম্মত নয়'।[৫৮৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর কোন সনদ নেই।[৫৮৭]

(ب) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَذَّنَ بِلاَلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(খ) আওউন বিন আবী জুহায়ফাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বেলাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সময় আযান দিতেন জোড়া জোড়া করে। আর ইক্বামতও দিতেন অনুরূপভাবে।[৫৮৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৫৮৯]

(১১) ইক্বামতে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'-এর জবাবে 'আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা :

'ক্বাদক্বা-মাতিছ ছালাহ্‌র' জবাবে 'আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া আদা-মাহা' বলার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং উত্তরে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'-ই বলতে হবে। উক্ত বাক্যের পক্ষে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا.

আবু উমামা কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন এক ছাহাবী বর্ণনা করেন, বেলাল (রাঃ) যখন ইক্বামতে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া আদা-মাহা'।[৫৯০]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ছাবেত আল-আবদী ও শাহর ইবনু হাওশাব এবং তাদের দুইজনের মাঝখানে আরেকজন রাবী আছে অপরিচিত। ইমাম বায়হাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, শায়খ আলবানীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে একেবারেই দুর্বল বলেছেন।[৫৯১]

---

৫৮৬. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৫।
৫৮৭. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৫।
৫৮৮. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৭৮২০।
৫৮৯. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৫; ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ), আল-মাওযূ'আত ২/৯২ পৃঃ; আল-আওসাত্ব হা/৭৮২০।
৫৯০. আবুদাঊদ হা/৫২৮, ১/৭৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'যে ইক্বামত শুনবে সে কী বলবে' অনুচ্ছেদ; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/২১; বায়হাক্বী ১/৪১১; মিশকাত হা/৬৭০, পৃঃ ৬৬।
৫৯১. ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮; যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৮।

(১২) ইক্বামতের শেষে 'আল্লাহু আকবার' একবার বলা :

একবার 'আল্লাহু আকবার' বলার কোন প্রমাণ নেই।[৫৯২] অনেকে একটি বাক্য বলতে হবে মনে করে ইক্বামতের শেষে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকে। আসলে একটি বাক্য ধরে 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে। কারণ উহা দু'টি বাক্য নয়। যেমন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-কে অর্ধেক করা যায় না। তাছাড়া হাদীছে স্পষ্টভাবে ইক্বামতের শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন রাসূল (ছাঃ) মুয়াযযিনকে নির্দেশ দেন, যখন তুমি ছালাতের এক্বামত দিবে তখন বলবে,[৫৯৩]

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

অতএব ইক্বামতের শেষে 'আল্লাহু আকবার' কয়বার বলতে হবে তা অন্যের নিকট থেকে জানার প্রয়োজন নেই।

(১৩) মূল জামা'আত হয়ে গেলে পরে ইক্বামত না দেওয়া :

উক্ত ধারণা সঠিক নয়; বরং নতুন জামা'আত শুরু করার সময় ইক্বামত দিয়েই শুরু করতে হবে। এটাই সুন্নাত।[৫৯৪]

(১৪) মহিলারা ইক্বামত না দেয়া :

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ছালাতের পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মহিলাদের ইক্বামত নেই বলে ফৎওয়া দেয়া হয়েছে। তাই অধিকাংশ মহিলা ছালাতে ইক্বামত দেয় না। অথচ ফরয ছালাতে পুরুষের জন্য ইক্বামত দেয়া যেমন সুন্নাত, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইক্বামত দেয়া সুন্নাত। কারণ এখানে রাসূল (ছাঃ) নারী ও পুরুষের জন্য কোন পৃথক বিধান দেননি। সবার জন্য একই নির্দেশ।[৫৯৫] এছাড়াও মহিলাদের ইক্বামত দেয়া সম্পর্কে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৫৯৬] তবে তারা যেন ইক্বামত না দেয় সে জন্য অনেক যঈফ ও জাল কথা রচনা করা হয়েছে।[৫৯৭] সুতরাং এগুলো থেকে সাবধান!

---

৫৯২. নায়লুল আওত্বার ২/২০ পৃঃ।
৫৯৩. আবুদাঊদ হা/৪৯৯, ১/৭২ পৃঃ, সনদ ছহীহ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কিভাবে আযান দিতে হয়' অনুচ্ছেদ-২৮।
৫৯৪. মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১); মিশকাত হা/৬৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।
৫৯৫. বুখারী হা/৬৫৮; ও ৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ); তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৪৪।
৫৯৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৩৩৮, ১/২৫৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭৯-এর আলোচনা দ্রঃ।
৫৯৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৩২৬-২৩৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জামা‘আত ও ইমামতি

ষষ্ঠ অধ্যায়
জামা‘আত ও ইমামতি

(১) জায়নামাযের দু‘আ পাঠ করা ও মুখে নিয়ত বলা :

‘জায়নামাযের দু‘আ’ বলে শরী‘আতে কোন দু‘আ নেই। যদিও উক্ত দু‘আ সমাজে খুব প্রচলিত। মাওলানা মুহিউদ্দীন খানও ‘জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়বার দো’আ’ শিরোনামে ‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু... দু‘আ লিখেছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ পেশ করেননি।[৫৯৮] যেহেতু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই, সেহেতু তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

যেকোন ছালাতের জন্য মনে মনে নিয়ত করবে।[৫৯৯] নিয়ত শব্দের অর্থ মনে মনে সংকল্প করা।[৬০০] মুখে নিয়ত বলা একটি বিদ‘আতী প্রথা। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ বাজারে প্রচলিত ‘নামায শিক্ষা’ বইগুলোতে ফরয এবং সুন্নাত মিলে যত ছালাত রয়েছে সমস্ত ছালাতের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত উল্লেখ করে মুছল্লীদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার ‘পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা’ বইয়ে ১০১-১০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সকল ছালাতের নিয়ত আরবীতে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উক্ত বইয়ের টীকা লিখতে গিয়ে মাওলানা আজিজুল হক লিখেছেন, ‘আমাদের সমাজে নিয়ত মুখে উচ্চারণের বাধ্যবাধকতা স্বরূপ যে কিছু গৎবাঁধা শব্দের প্রচলন আছে, তা নিষ্প্রয়োজন। নিয়ত পড়ার বিষয় নয়; বরং তা করার বিষয় এবং এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। মুখে গৎবাঁধা কিছু শব্দোচ্চারণের সঙ্গে নিয়তের কোন সম্পর্ক নেই’।[৬০১] অতএব মুখে নিয়ত পাঠের অভ্যাস ছাড়তে হবে।

(২) ফযীলতের আশায় মাথায় পাগড়ী বাঁধা :

ফযীলত মনে করে ছালাতের সময় পাগড়ী বাঁধার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে, সেগুলো সবই জাল।

(أ) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ.

---

৫৯৮. তালীমুস-সালাত, পৃঃ ৩১।
৫৯৯. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।
৬০০. ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৮৫।
৬০১. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ১৪৩।

(ক) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে দুই রাক'আত ছালাত পড়া পাগড়ী বিহীন সত্তর রাক'আত ছালাত পড়ার চেয়েও উত্তম।[৬০২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আহমাদ ইবনু ছালেহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত।[৬০৩]

(ب) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ فِى الْعِمَامَةِ تَعْدِلُ بِعَشْرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ.

(খ) আনাস (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করা দশ হাযার নেকীর সমপরিমাণ।[৬০৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে আবান ও ইবনু আর্রাক নামে দুইজন মিথ্যুক রাবী আছে।[৬০৫]

(ج) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلَا يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করা পাগড়ী বিহীন পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের সমান, পাগড়ী পরে এক জুম'আ আদায় করা সত্তর জুম'আ আদায়ের সমান। জুম'আর দিনে ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের জন্য দু'আ করেন।[৬০৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্বাস ইবনু কাছীর নামে মিথ্যুক রাবী আছে।[৬০৭] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, বর্ণনাটি জাল।[৬০৮]

(د) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ.

---

৬০২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯৯, ১২/৪৪৬ পৃঃ।
৬০৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯৯, ১২/৪৪৬ পৃঃ ।
৬০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯।
৬০৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯।
৬০৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১/২৪৯ পৃঃ।
৬০৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-এর আলোচনা দ্রঃ।
৬০৮. লিসানুল মীযান ৩/২৪৪ পৃঃ- هذا حديث موضوع।

(ঘ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র এমন কিছু ফেরেশতা আছেন, যারা জুম'আর দিনে জামে মসজিদের দরজায় নিযুক্ত থাকেন। তারা সাদা পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৬০৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৬১০] এর সনদে ইয়াহ্ইয়া বিন শাবীব নামে মিথ্যুক রাবী আছে।

(ه) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(ঙ) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতামণ্ডলী জুম'আর দিনে পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।[৬১১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। উক্ত বর্ণনার সনদে আইয়ূব ইবনু মুদরাক নামে মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[৬১২]

(و) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَزَالُ أُمَّتِىْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَبِسُوا الْعَمَائِمَ عَلَى الْقَلاَنِسِ.

(চ) ত্বালহা বিন ইয়াযীদ বিন রুকানা তার পিতা হতে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ততদিন ফিৎরাতের উপর থাকবে, যত দিন তারা টুপির উপর পাগড়ী পরবে।[৬১৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল। এর সনদে মুহাম্মাদ বিন ইউনুস আল-কুদাইমী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এছাড়া আরো দুইজন রাবী দুর্বল রয়েছে।[৬১৪]

(ز) عَنْ رُكَانَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فَصْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يَدُوْرُهَا عَلَى رَأْسِهِ نُوْرًا.

---

৬০৯. সুয়ূত্বী, আল-ফাতাওয়া ১/৫৮ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৫।
৬১০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৫-এর আলোচনা দ্রঃ।
৬১১. আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া ৫/১৮৯-১৯০ পৃঃ; ত্বাবারাণী, আল-কাবীর, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯।
৬১২. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত ২/১০৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯।
৬১৩. দায়লামী ৩/১৭৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২।
৬১৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২-এর আলোচনা দ্রঃ।

(ছ) রুকানা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করা মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য। ক্বিয়ামতের দিন পাগড়ীর প্রত্যেক পাক তার মাথার উপর জ্যোতি স্বরূপ ঘুরবে।[৬১৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি বাতিল।[৬১৬]

(ح) عَنْ رُكَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

(জ) রুকানা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের ও মুশরিকদের মাঝের পার্থক্য হল- টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করা।[৬১৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন, حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيَّ وَلاَ ابْنَ رُكَانَةَ 'এই হাদীছ দুর্বল। এর সনদ ভিত্তিশীল নয়। আমরা আবুল হাসান আসক্বালানীকেও চিনি না এবং ইবনু রুকানাকেও চিনি না। ইমাম মিযযী বলেন, এর সনদে আবু জা'ফর নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে।[৬১৮]

(ط) عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَدَّنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلاَئِكَةٍ يَعْتَمُّوْنَ هَذِهِ العَمَّةِ إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ.

(ঝ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাকে বদর ও হুনাইনের যুদ্ধের দিন ঐ সমস্ত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন, যারা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। নিশ্চয় এই পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝের প্রাচীর।[৬১৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। এর সনদে আশ'আছ বিন সাঈদ এবং আব্দুল্লাহ বিন বুসর নামে দুইজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[৬২০]

---

৬১৫. বাওয়ারদী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১৭।
৬১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১৭, ৩/৩৬২ পৃঃ।
৬১৭. তিরমিযী হা/১৭৮৪, ১/৩০৮ পৃঃ, 'পোশাক' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৩৪০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২।
৬১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২।
৬১৯. মুসনাদে ত্বায়ালিসী হা/১৫৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৫২।
৬২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৫২-এর আলোচনা দ্রঃ।

(ى) مَنِ اعْتَمَّ فَلَهُ بِكُلِّ كَوْرَةٍ حَسَنَةٌ فَإِذَا حَطَّ فَلَهُ بِكُلِّ حِطَّةٍ حَطَّةٌ خَطِيْئَةٌ.

(ঞ) যে ব্যক্তি পাগড়ী পরিধান করবে, তার প্রত্যেক পাকে একটি করে নেকী হবে। আর যে পাক কম করে দিবে তার জন্য কমিয়ে দেয়া প্রত্যেক পাকে পাপ হবে।[৬২১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৬২২] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে আরো অনেক জাল হাদীছ প্রচলিত আছে।[৬২৩]

সুধী পাঠক! উক্ত জাল বর্ণনাগুলোর কারণেই আজ সমাজে পাগড়ী প্রথা চালু আছে। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে অসংখ্য মানুষ লম্বা লম্বা পাগড়ী পরাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সচেতন ব্যক্তিদেরকে এই প্রতারণা থেকে সাবধান থাকতে হবে। উল্লেখ যে, উক্ত ফযীলতের আশা না করে কেউ চাইলে মাথায় পাগড়ী বা রূমাল ব্যবহার করতে পারে।[৬২৪] তবে তা শুধু ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

(৩) ছালাতের সময় টুপি না পরা :

অনেক মুছল্লীকে দেখা যায় গোঁড়ামী করে টুপি পরে না। এমনকি উন্মুক্ত মাথায় ছালাত আদায় করে। এটা নিঃন্দেহে সৌন্দর্যের খেলাপ। রাসূল (ছাঃ) টুপি পরেছেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কারণ তিনি পাগড়ী পরতেন। ওযূ করার সময় রাসূল (ছাঃ) পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন এবং তাতে ছালাত আদায় করেছেন বলে প্রমাণিত হয়।[৬২৫] তিনি খালি মাথায় ছালাত আদায় করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণ প্রচণ্ড গরমে পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা

---

৬২১. ইমাম হায়ছামী, আহকামুল লিবাস ২/৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১৮।
৬২২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১৮।
৬২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৪৭, ১৫৯৩, ১২৯৬; সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯৩।
৬২৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৭৫-৩৩৭৮; মিশকাত হা/১৪১০।
৬২৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪; মিশকাত হা/৫১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩, ২/১৩০ পৃঃ- قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِى الصَّلاَةِ يُصَلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِى سَبَقَتْنَا.

করতেন।[৬২৬] এতে বুঝা যায় যে তারা ছালাতে টুপি বা পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করতেন। খালি মাথায় ছালাত আদায়কে অপসন্দ করতেন। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَى مَوْلاَهُ نَافعاً يُصَلِّىْ حَاسِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْـــتَ لَوْ أَنَّكَ ذَهَبْتَ لِمُقَابَلَة أَحَد هَؤُلاَءِ الْأُمَرَاءِ أَكُنْتَ تُقَابِلُهُ وَأَنْتَ حَاسِرُ الـــرَّأْسِ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يَّتَزَيَّنَ لَهُ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একাদা তিনি তার গোলাম নাফে‘ (রাঃ)-কে খালি মাথায় ছালাত আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি যদি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যাও তাহলে কি তুমি খালি মাথায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে? তিনি বললেন, না। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ অধিক হক্বদার- তাঁর জন্য সৌন্দর্য বর্ধন করা’।[৬২৭] খালি মাথায় ছালাত আদায় করা একদিকে অপসন্দনীয় কাজ, অন্যদিকে খালি মাথায় থাকা খৃস্টানদের নিদর্শন।[৬২৮]

তাছাড়া ছালাত হোক বা ছালাতের বাইরে হোক মাথা ঢেকে রাখা মুসলিমদের জন্য সৌন্দর্যের প্রতীক।[৬২৯] টুপি, পাগড়ী, রুমাল যা দিয়েই হোক। আর ছালাতের মধ্যে মাথা ঢাকা সৌন্দর্যের অন্যতম। আল্লাহ বলেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْـــدَ كُـــلِّ مَـــسْجِدٍ ‘তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর’ *(আ‘রাফ ৩১)*।[৬৩০] রাসূল (ছাঃ) কখনো মাথায় বড় রুমালও ব্যবহার করেছেন।[৬৩১] অবশ্য ছাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় জুতা, মোজা, টুপি, জামা ছাড়াও চলেছেন।[৬৩২]

---

৬২৬. বুখারী হা/৩৮৫, ১/৫৬ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩-এর আলোচনা, (ইফাবা হা/৩৭৮-এর পূর্বের অনুচ্ছেদ, ১/২১৯ পৃঃ); এবং হা/১১৯৮, ১/১৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১২৪-এর পূর্বের অনুচ্ছেদ, ২/৩৩০ পৃঃ), ‘ছালাতের মধ্যে বিভিন্ন কাজ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬২৭. ইবনু তায়মিয়াহ, হিজাবুল মারআহ ওয়া লিবাসুহা ফিছ ছালাহ, পৃঃ ৩; দুরূসুন লিশ শায়খিল আলবানী, পৃঃ ২৫; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৬৪।

৬২৮. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১/১৬৬ পৃঃ- كل ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاســر الرأس لأن ذلك من التشبّه بالنصارى حينما يقومون في عبادهم حاسرين كما هو مشهور عنهم ।

৬২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৮-এর শেষ আলোচনা দ্রঃ- فإن ستر الرأس من الزينة عند المسلمين ।

৬৩০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬৯।

৬৩১. বুখারী হা/৫৮০৭, ২/৮৬৪ পৃঃ, ‘পোষাক’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬, (ইফাবা হা/৫৩৯১, ৯/৩২২ পৃঃ)।

৬৩২. মুসলিম হা/২১৭৭, ১/৩০১ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘রোগীর সেবা’ অনুচ্ছেদ-৭, (ইফাবা হা/২০০৭)।

(৪) ছালাতের সময় লুঙ্গি, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা :

সমাজের অধিকাংশ মানুষই টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে থাকে। এই নোংরা স্বভাবের বিরুদ্ধে হাদীছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কোন গুরুত্ব নেই। যারা মুছল্লী তারা শুধু ছালাতের সময় টাখনুর উপরে কাপড় রাখার চেষ্টা করে। অথচ এটা এক ধরনের প্রতারণা। কারণ সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। এটি গর্হিত অন্যায়। অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না; বরং তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।[৬৩৩] বিশেষ করে ছালাত সম্পর্কে অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِىْ صَــلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِىْ حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরে, সে হালালের মধ্যে আছে, না হারামের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্র যায় আসে না'।[৬৩৪] উক্ত হাদীছে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায়কারী মুছল্লীর জন্য সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামা বা জামার হাতা গুটিয়ে ও বোতাম খুলে ছালাত আদায় করা উচিত নয়; বরং স্বাভাবিক রাখতে হবে।[৬৩৫]

(৫) কাতারের মধ্যে পরস্পরের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো :

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মাঝে পরস্পরের মধ্যে ফাঁক রাখা সুন্নাতের বরখেলাফ। উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। পরস্পরের পায়ের মাঝে 'চার আঙ্গুল' পরিমাণ ফাঁক রাখতে হবে এবং পায়ে পা মিলালে অন্যকে অপমান করা হয় মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, তা এক প্রকার জাহেলিয়াত। এটি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার অপকৌশল এবং চূড়ান্ত মিথ্যাচার। কারণ যারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তারা যদি পরস্পরে দাঁড়িয়ে পায়ে পা মিলিয়ে ছালাত পড়তে পারেন, তাহলে আমাদের সম্মানের হানি হবে কেন? আমাদেরকেও তাঁদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে। কারণ

---

৬৩৩. মুসলিম হা/৩০৬, ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/২৭৯৫; আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৩২।

৬৩৪. আবুদাঊদ হা/৬৩৭, ১/৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ; আওনুল মা'বূদ ২/৩৪০।

৬৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৮০৯, ১/১১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৭২, ২/১৩৬ পৃঃ); মুসলিম হা/১১২৩; মিশকাত হা/৮৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৭, ২/২৯৭ পৃঃ।

পায়ে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাতে দাঁড়াতে হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বহু হাদীছে নির্দেশ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِىْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৬৩৬]

সুধী পাঠক! মুরব্বীরা বলে থাকেন, পায়ের সাথে পা মিলালে সম্মান নষ্ট হয়। আর রাসূল (ছাঃ) বলছেন, আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। আমি তাহলে কার কথা গ্রহণ করব? অতএব সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরুন। রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভে ধন্য হৌন!

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফেরেশতগণ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যারা কাতারবন্দী হয়ে ছালাত আদায় করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[৬৩৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِىْ إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা করবে, বাহুসমূহকে বরাবর রাখবে, ফাঁক সমূহ বন্ধ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে নম্রতা বজায় রেখে মিলিয়ে দিবে; মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে মিলিয়ে দাঁড়ায়,

---

৬৩৬. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮২৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।

৬৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৯৯৫; মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৬৩১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩২।

আল্লাহ তাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে পৃথক করে দেয় আল্লাহও তাকে পৃথক করে দেন।[৬৩৮]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুছল্লীদের দিকে মুখ করতেন অতঃপর বলতেন, তোমরা কাতার সোজ কর। এভাবে তিনি তিনবার বলতেন। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে অথবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে দিবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি দেখতাম, মুছল্লী তার সাথী ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর পার্শ্বের সাথে হাঁটুর পার্শ্ব এবং টাখনুর সাথে টাখনু ভিড়িয়ে দিত।[৬৩৯]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الأُوَلِ.

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর করতেন। তিনি আমাদের বুক ও কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইয়ো না। অন্যথা তোমাদের অন্তরসমূহ পৃথক হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর রহমত নাযিল করেন।[৬৪০]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

---

৬৩৮. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ।
৬৩৯. আবুদাঊদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ।
৬৪০. আবুদাঊদ হা/৬৬৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের একজন অপরজনের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পায়ে মিলিয়ে দাঁড়াতেন।[৬৪১] ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন,

بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

'ছালাতে কাতারের মধ্যে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো অনুচ্ছেদ'। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি মুছল্লীকে দেখতাম, সে তার টাখনুকে তার পার্শ্বের ভাইয়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে দিত।[৬৪২] শায়খ আলবানী (রহঃ) দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,

وَ مِنَ الْمُؤَسِّفِ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنَ التَّسْوِيَّةِ قَدْ تَهَاوَنَ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ بَلْ أَضَاعُوْهَا إِلاَّ الْقَلِيْلَ مِنْهُمْ فَإِنِّىْ لَمْ أَرَهَا عِنْدَ طَائِفَةِ مِنْهُمْ إِلاَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَإِنِّىْ رَأَيْتُهُمْ فِىْ مَكَّةَ سَنَةَ (١٣٦٨) حَرِيْصِيْنَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ سُنَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ لاَ أَسْتَثْنِىْ مِنْهُمْ حَتَّى الْحَنَابِلَةِ فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ نَسْيًا مَنْسِيًّا بَلْ إِنَّهُمْ تَتَابَعُوْا عَلَى هُجْرِهَا وَ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَذَاهِبِهِمْ نَصَّتْ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِى الْقِيَامِ التَّفْرِيْجُ بِيْنَ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَإِنْ زَادَ كَرِهَ كَمَا جَاءَ مُفَصَّلاً فِي " الفقه على المذاهب الأربعة " (١ / ٢٠٧) ، وَ التَّقْدِيْرُ الْمَذْكُوْرُ لاَ أَصْلَ لَهُ فِى السُّنَّةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدٌ رَأْيٌ.

'দুঃখজনক বিষয় হল, কাতার সোজা করার সুন্নাতকে মুসলিমরা অবজ্ঞা করে চলেছে; বরং কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত অন্যরা সবাই এই সুন্নাতকে নষ্ট

---

৬৪১. ছহীহ বুখারী হা/৭২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৯, ২/৯৫ পৃঃ)।
৬৪২. ছহীহ বুখারী 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা অনুচ্ছেদ-৪৬৮, ২/৯৫ পৃঃ)।

করেছে। নিশ্চয় আমি সেই দলগুলোর মধ্যে ‘আহলেহাদীছ’ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে উক্ত সুন্নাত দেখিনি। আমি মক্কায় (১৩৬৮ হিঃ) তাদেরকে দেখেছি, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যান্য সুন্নাতকে যেমন আঁকড়ে ধরে আছে, তেমনি এই সুন্নাতকেও আঁকড়ে ধরার প্রতি অতীব অনুরাগী। চার মাযহাবের অনুসারীদের বিপরীতে তারাই একে আঁকড়ে ধরে আছে। হাম্বলীদেরকেও আমি এদের মধ্য থেকে পৃথক করি না। কারণ তাদের মধ্য হতে এটা সম্পূর্ণই উঠে গেছে। বরং তারা এই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পথ অবলম্বন করছে। অধিকাংশ মাযহাব এই সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে দলীল পেশ করছে যে, কাতারে দাঁড়ানোর সময় উভয় মুছল্লীর পায়ের মাঝে ‘চার আঙ্গুল’ ফাঁক রাখতে হবে। যদি এর অতিরিক্ত ফাঁক হয় তবে অপসন্দনীয়। যেমন ‘আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আহ’ (১/২০৭ পৃঃ) গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে। অথচ সুন্নাহ্র মধ্যে উক্ত পরিমাণের কোন ভিত্তি নেই; স্রেফ কল্পনা মাত্র’।[৬৪৩]

عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

আবু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে আমাদের বাহুগুলোকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও; পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইয়ো না। অন্যথা তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার নিকটে থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের ন্যায়, তারা যেন থাকে। অতঃপর যারা উভয় দিক থেকে নিকটবর্তী তারা যেন থাকে। আবু মাসঊদ বলেন, তোমরা আজ অত্যধিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ।[৬৪৪]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ.

---

৬৪৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/১০০০, ১/১৮১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৫৪), ‘ছালাত’ অধ্যায়-৫, ‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ-২৮; মিশকাত হা/১০৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭, ‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে মিলে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই।[৬৪৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه إِنِّىْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে টেনে নিবে। আর তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে, কাল ভেড়ার বাচ্চা ন্যায়।[৬৪৬]

সুধী পাঠক! কাতারে দাঁড়ানোর সময় পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। উক্ত হাদীছ সমূহ জানার পরও কেউ যদি এই সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ লংঘন করবে। হাদীছে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়াতে বলা হয়েছে, যেমন একটি ইট আরেকটি ইটের উপর রেখে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। সুতরাং পরস্পরের পায়ের মাঝে কোন ফাঁক থাকবে না। উল্লেখ্য, অনেক মসজিদে শুধু কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে মিলানো হয়। উক্ত মর্মেও কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(৬) জামা‘আত আরম্ভ করার সময় মুক্তাদীদেরকে কাতার সোজা করার কথা না বলা :

অনেক মসজিদে ইক্বামত শেষ না হতেই ইমাম ছালাত শুরু করেন। অথচ ইক্বামতের জবাব দেওয়া সুন্নাত[৬৪৭], তেমনি মুক্তাদীদেরকে কাতার সোজা

---

৬৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৭১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৪, ২/৯৩ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, অনচ্ছেদ-৪৩; মিশকাত হা/১০৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৮, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬।

৬৪৬. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ ; মিশকাত হা/১০৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, ‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ।

৬৪৭. মুসলিম হা/৮৭৫, ১/১৬৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৫৭ ও ৬৭০-এর টীকা দ্রঃ ১/২১২ পৃঃ।

করতে বলা অপরিহার্য। ইমামের উক্ত আচরণ রাসূল (ছাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার শামিল। কারণ ইমামের উপর গুরু দায়িত্ব হল, ইক্বামত শেষ হওয়ার পর মুছল্লীদেরকে কাতার সোজা করার জন্য হুঁশিয়ার করা। তারপর ছালাত শুরু করা।

عَن أَنَسٍ قَالَ أُقِيْمَت الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّىْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, যখন ইক্বামত দেয়া হত, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের দিকে মুখ করতেন। অতঃপর বলতেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাই।[৬৪৮]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الأُوَلِ.

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর করতেন। তিনি আমাদের বুক ও কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইয়ো না। অন্যথা তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর রহমত নাযিল করেন।[৬৪৯]

সুধী পাঠক! রাসূল (ছাঃ) যদি উক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তবে কি বর্তমান যুগের ইমামগণ পারবেন না? এই সমস্ত ইমামগণ কি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশী মর্যাদাবান? (নাঊযুবিল্লাহ)। বর্তমানে ইমামগণ প্রত্যেক ওয়াক্তে মোবাইল সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন, কিন্তু কাতার সোজা করতে বলতে পারেন না।

---

৬৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৭১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৪, ২/৯৩ পৃঃ); মিশকাত হা/১০৮৬।

৬৪৯. আবুদাঊদ হা/৬৬৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ।

(৭) ডান দিক থেকে কাতার পূরণ করা :

সুন্নাত হল ইমামের পিছন থেকে কাতার সোজা করা। ডান দিক থেকে কাতার পূরণ করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। প্রত্যেকটি কাতার ইমামের পিছন থেকে পূরণ করতে হবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সুলাইমের বাড়ীতে ছালাত আদায় করলেন। আমি এবং একজন ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। আর উম্মু সুলাইম আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।[৬৫০] উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে ডান দিক থেকে কাতার সোজা না করে ইমামের পিছন থেকেই কাতার করতে হবে।

(৮) সামনের কাতার পূরণ না করে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো :

অলসতার কারণে এই ত্রুটি অনেকের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। সামনের কাতার পূরণ না করেই পিছনে আরেকটি কাতার করে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ তাদের জানা নেই যে, এমনটি করলে ছালাত হবে না। উক্ত ছালাত পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে।

عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ.

ওয়াবেছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় ছালাত ফিরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন।[৬৫১]

---

৬৫০. ছহীহ বুখারী হা/৮৭৪, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮২৯, ২/১৬৩ পৃঃ); মিশকাত হা/১১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪০, ৩/৬৩ পৃঃ।

৬৫১. আবুদাঊদ হা/৬৮২, ১/৯৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৩০, ১/৫৪ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১০০৪; ইরওয়া হা/৫৪১; মিশকাত হা/১১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৭, ৩/৬২ পৃঃ, 'ছালাতের কাতার ঠিক করা' অনুচ্ছেদ।

(৯) কাতার পূরণ হওয়ার পর সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে নিয়ে দাঁড়ানো :

কোন মুছল্লী জামা'আত চলাকালীন এসে যদি কাতার পূর্ণ হওয়া দেখে, তাহলে সে একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে যাবে। কাতারের মাঝ থেকে টেনে নিবে না এবং কাতারের মাঝে ঢুকে যাবে না। তবে দুইজন ব্যক্তির জামা'আত চলাকালীন যদি তৃতীয় ব্যক্তি আসে, তাহলে ইমামকে পৃথক করার জন্য মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিয়ে দাঁড়াবে অথবা ইমাম নিজেই পৃথক হয়ে যাবেন।[৬৫২] উল্লেখ্য যে, পূর্ণ কাতার থেকে টেনে নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল।

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد قَالَ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ يُصَلِّي خَلْفَ الْقَـــوْمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ أَلاَ تَكُوْنُ وَصَلْتَهُ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً إِلَيْكَ أَنْ ضَاقَ بِكُمُ الْمَكَانُ أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لَكَ.

ওয়াবেছাহ বিন মা'বাদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সালাম ফিরিয়ে দেখেন জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন, হে একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী! তুমি কি কাতারের মধ্যে ঢুকে মুছল্লীদের সাথে মিলিত হতে পারনি? অথবা তুমি কি একজনকে তোমার দিকে টেনে নিতে পারনি। যাতে তোমাদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে যায়? তুমি ছালাত পুনরায় আদায় কর। কারণ তোমার এই ছালাত হয়নি।[৬৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে সারী ইবনু ইসমাঈল নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীছ বর্ণনা করে তাকে যঈফ বলেছেন।[৬৫৪]

জ্ঞতব্য : কাতারে একাকী দাঁড়ালে ছালাত হবে না মর্মে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হল, সামনের কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় কেউ যদি একাকী দাঁড়ায়, তাহলে তার ছালাত হবে না।[৬৫৫]

---

৬৫২. ছহীহ মুসলিম হা/৭৭০৫, ২/৪১৬ পৃঃ, 'যুহদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত হা/১১০৭।
৬৫৩. ত্বাবারাণী হা/৩৯৪; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৯৯২; বুলূগুল মারাম হা/৪১০।
৬৫৪. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৯৯২; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/৩২৫ পৃঃ।
৬৫৫. বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ইরওয়া হা/৫৪১।

(১০) ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না বলে ধারণা করা :

উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এর পক্ষে কোন দলীল নেই। একশ্রেণীর মুরব্বী উক্ত প্রথার আমদানী করেছেন। অথচ ছালাতের মধ্যে প্রয়োজনে মুছল্লী তার স্থান থেকে সামনে বা পিছনে, ডানে বা বামে সরে যেতে পারে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَأَدَارَنِىْ حَتَّى أَقَامَنِىْ عَن يَمِيْنِه ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَمْنَا خَلْفَهُ.

জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়ালেন আর আমি তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরিয়ে তার ডান দিকে করে নিলেন। অতঃপর জাব্বার ইবনু ছাখর এসে রাসূল (ছাঃ)-এর বাম দিকে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।[৬৫৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِىْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِىْ كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা আমার খালা মায়মূনা (রাঃ)-এর কাছে রাত্রে ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর আমি তাঁর বামে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং তাঁর পিঠের পিছন দিয়ে আমাকে ডান পার্শ্বে নিয়ে আসলেন।[৬৫৭]

---

৬৫৬. ছহীহ মুসলিম হা/৭৭০৫, ২/৪১৬ পৃঃ, ‘যুহদ’ ও মন গলানো’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত হা/১১০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৯, ৩/৬৩ পৃঃ, ‘ছালাতে দাঁড়ান’ অধ্যায়।

৬৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৬৯৯, ১/৯৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৬৫, ২/৮৪ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩৭; মিশকাত হা/১১০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৮, ৩/৬৩ পৃঃ।

(১১) জামা‘আতে হাযির হতে বিলম্ব করা :

অনেকে ছালাত আদায় করে এবং জামা‘আতেও শরীক হয় কিন্তু অলসতা করে সর্বদা শেষে হাযির হয়। এটা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এ সমস্ত মুছল্লীকে কঠোরভাবে ধমক দেয়া হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِى النَّارِ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক শ্রেণীর মুছল্লী সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকবে। অবশেষে আল্লাহও তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৬৫৮]

সুধী পাঠক! যারা ছালাত আদায় করে না তাদের জন্য এই হাদীছে উপদেশ রয়েছে। যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে এবং জামা‘আতেও শরীক হয় কিন্তু পরে আসে, তাদের জন্য যদি এমন হুমকি হয়, তাহলে যারা ছালাত আদায় করে না তাদের অবস্থা কী হতে পারে? সেই সাথে যারা জামা‘আতে হাযির হয় না তাদের জন্যও এই হাদীছে হুঁশিয়ারী রয়েছে।

(১২) জামা‘আত হয়ে গেলে পুনরায় জামা‘আত করতে নিষেধ করা এবং ছালাত পড়ার সময় ইক্বামত না দেয়া :

জামা‘আতের পরে আসা মুছল্লীরা ইক্বামত দিয়ে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। এটাই সুন্নাত।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার জনৈক মুছল্লীকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, কে আছ এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দিবে? তার সাথে ছালাত আদায় করতে পারে? [৬৫৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

৬৫৮. আবুদাঊদ হা/৬৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০৪; ছহীহ মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১০৯০।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের দুইজনের কেউ আযান ও ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।[৬৬০] ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ‘দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যকের জামা‘আত’।[৬৬১]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজনের সাথে আরেকজন ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম, একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে এবং একজনের সাথে দু’জন ছালাত আদায় করা আরও উত্তম। এভাবে মুছল্লীর সংখ্যা যত বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়তর হবে’।[৬৬২] এই সময় ইক্বামত দিয়ে জামা‘আত শুরু করতে হবে।[৬৬৩]

---

৬৫৯. আবুদাঊদ হা/৫৭৪, ১/৮৫ পৃঃ, ‘এক মসজিদে দু’বার জামা‘আত করা’ অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/১১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭৮, ৩/৮২, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের করণীয়’ অনুচ্ছেদ।

৬৬০. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, ১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/২৮২।

৬৬১. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ -এর আলোচনা দ্রঃ ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৫।

৬৬২. আবুদাঊদ হা/৫৫৪, ১/৮২ পৃঃ, ‘জামা‘আতে ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৪৮, সনদ হাসান।

৬৬৩. মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১); মিশকাত হা/৬৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।

সপ্তম অধ্যায়

ছালাতের পদ্ধতি

সপ্তম অধ্যায়

ছালাতের পদ্ধতি

(১) ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করা :

ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এর পক্ষে শত শত ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ মুছল্লী উক্ত সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উক্ত ঠুনকো যুক্তিগুলোর অন্যতম হল, কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হল-

(١) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ أَلَا أُصَلِّىْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

(১) আলক্বামা (রাঃ) বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত শিক্ষা দিব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ছালাত পড়ালেন। কিন্তু একবার ছাড়া তিনি তার দুই হাত উত্তোলন করলেন না।[৬৬৪] উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নামে আরো কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৬৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ (২০৪-২৭৫ হিঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, هَذَا حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِّنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْـــظِ ‘এই হাদীছটি লম্বা হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর এই শব্দে হাদীছটি ছহীহ নয়’।[৬৬৬] উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা আবুদাঊদে উক্ত মন্তব্য নেই। এর কারণ প্রকাশকরাই ভাল জানেন। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেছেন,

قَدْ ثَبَتَ حَدِيْثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيْثَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِىْ أَوَّلِ مَرَّةٍ.

---

৬৬৪. আবুদাঊদ হা/৭৪৮, ১/১০৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯; নাসাঈ হা/১০২৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭; বায়হাক্বী ২/৭৮।

৬৬৫. হাফেয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কূফী, আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৯/১৪০৯), হা/২৪৫৮, ১/২৬৭।

৬৬৬. নাছিরুদ্দীন আলবানী, তাহক্বীক্ব আবুদাঊদ (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, তাবি.), হা/৭৪৮, পৃঃ ১৬১।

'যে ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন করে তার হাদীছ সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি সালেম বর্ণিত যুহরীর হাদীছ পেশ করেন। তবে রাসূল (ছাঃ) একবার ছাড়া রাফ'উল ইয়াদায়েন করেননি মর্মে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সাব্যস্ত হয়নি।[৬৬৭] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন,

هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رَوَى أَهْلُ الْكُوْفَة فِىْ نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِـي الـصَّلاَة عنْـدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْه لأَنَّ لَهُ عِلَلاً تُبْطِلُهُ.

'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে প্রিয় দলীল হলেও এটিই সবচেয়ে দুর্বল দলীল, যার উপরে নির্ভর করা হয়। কারণ এতে এমন ত্রুটি রয়েছে, যা একে বাতিল বলে গণ্য করে'।[৬৬৮] আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) আলোচনা শেষে বলেন,

فَثَبَتَ بِهَذَا كُلِّه أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلاَ بِحَسَنٍ بَـلْ هُـوَ ضَعِيْفٌ لاَ يَقُوْمُ بِمِثْلِه حُجَّةٌ وَأَيْنَ يَقَعُ تَحْسِيْنُ التِّرْمِذِىِّ مَعَ مَا فِيْه مِنَ التَّسَاهُلِ وَتَصْحِيْحُ ابْنِ حَزَمٍ مِنْ طَعْنِ أُولَئِكَ الْأَئِمَّة.

'অতএব এ সমস্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ছহীহ নয়, হাসানও নয়। বরং যঈফ। এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কোথায় থাকবে ইমাম তিরমিযীর হাসান বলে মন্তব্য করা, যাতে আছে শৈথিল্য? এছাড়া হাদীছের ইমামগণের দোষারোপের মুখে ইবনু হাযামের ছহীহ হওয়ার মন্তব্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?[৬৬৯]

জ্ঞাতব্য : উক্ত মন্তব্য সমূহের পরও আলবানী এই বর্ণনাকে ছহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে তিনি যারা রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না, তাদেরকে উক্ত হাদীছের প্রতি আমল করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার পর রাফ'উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের নিকট এটি 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

---

৬৬৭. তিরমিযী হা/২৫৬, ১/৫৯ পৃঃ-এর পর্যালোচনা দ্রঃ।
৬৬৮. নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮।
৬৬৯. শায়খ আবুল হুসাইন ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাফাতীহ (বেনারস : ইদারাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫/১৪১৫), ৩/৮৪ পৃঃ।

এছাড়া প্রত্যেক তাকবীরেই রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে বহু হাদীছ রয়েছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সূত্র ছাড়া রাসূল (ছাঃ) থেকে এই আমল পরিত্যাগ করার কোন ছহীহ প্রমাণ নেই। তবে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছের উপর আমল করা উচিত নয়। কারণ এটি না-বোধক। আর হানাফীসহ অন্যান্যদের নিকট এটি বারবার উল্লেখিত হয় যে, হ্যাঁ-বোধক না-বোধকের উপর প্রাধান্য পায়। একটি হ্যাঁ-বোধক থাকার কারণে যদি এমনটি হয়, তাহলে একটি ঐক্যবদ্ধ জামা‘আত থাকলে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত কী হতে পারে?

فَيَلْزَمُهُمْ عَمَلاً بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ أَنْ يَّأْخُذُوْا بِالرَّفْعِ وَأَنْ لاَ يَتَعَصَّبُوْا لِلْمَذْهَبِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَلَكِنَّ الْمُؤَسَّفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ مِنْهُمْ إِلاَّ أَفْرَادٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ حَتَّى صَارَ التَّرْكُ شِعَارًا لَهُمْ.

‘সুতরাং তাদের উচিত হবে, উক্ত মূলনীতির অনুযায়ী বিরোধিতাকে প্রত্যাখ্যান করে এই আমলকে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ তারা রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে এবং দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পর মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শন করবে না। কিন্তু দুঃখজনক হল, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া, তাদের কেউ এই আমল গ্রহণ করেনি। ফলে উক্ত আমল বর্জন করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে’।[৬৭০]

উল্লেখ্য যে, আলবানীর দোহায় দিয়ে অনেকে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং বিভ্রান্তি ছড়ান। কিন্তু আলবানীর মূল বক্তব্য পেশ করেন না। এটা এক ধরনের প্রতারণা। অতএব পাঠক সমাজ সাবধান!

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا أَيْدِيْهِمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

---

৬৭০. الرفع عند الركوع والرفع منه ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة و لم يصح الترك عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه فلا ينبغي العمل به لأنه ناف وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم أن المثبت مقدم على النافي هذا إذا كان المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة؟ - সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮-এর আলোচনা দ্রঃ।

(২) আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস‘ঊদ) (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি, কিন্তু তারা ছালাত আরম্ভের তাকবীর ছাড়া আর কোথাও হাত উত্তোলন করেননি।[৬৭১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি ভিত্তিহীন।[৬৭২] ইমাম বায়হাক্বী ও দারাকুৎনী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু জাবের এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছে। হাম্মাদ থেকে এবং সে ইবরাহীম থেকে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী।[৬৭৩]

(٣) عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

(৩) বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দুই কানের নিকটবর্তী পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর তিনি আর এরূপ করতেন না।[৬৭৪]

তাহক্বীক্ব : ‘অতঃপর তিনি আর হাত তুলতেন না’ কথাটুকু উক্ত হাদীছের সাথে পরবর্তীতে কেউ সংযোগ করেছে। আর ইমাম আবুদাঊদের ভাষ্য অনুযায়ী এটা কূফাতে হয়েছে। কারণ মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমনটি ঘটেনি। যেমন ইমাম আবুদাঊদ বলেন,

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ نَحْوَ حَدِيْث شَرِيْك لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَايَعُوْدُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَة بَعْدُ ثُمَّ لَايَعُوْدُ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لَايَعُوْدُ.

‘সুফিয়ান আমাদের কাছে ইয়াযীদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বের শারীক বর্ণিত হাদীছের ন্যায়। কিন্তু ‘অতঃপর আর করতেন না’ একথা বলেননি। সুফিয়ান বলেন, ‘পরবর্তীতে কূফায় আমাদেরকে উক্ত কথা বলা হয়েছে’। তিনি আরো বলেন, ‘ইয়াযীদ থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুশাইম, খালেদ ও ইবনু ইদরীস। কিন্তু ‘অতঃপর পুনরায় আর হাত

৬৭১. দারাকুৎনী ১/২৯৫; বায়হাক্বী কুবরা হা/২৬৩৬, ২/৭৯ ও ৮০; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮১।
৬৭২. মুসনাদে আবী ইয়ালী হা/৫০৩৯, ৮/৪৫৩।
৬৭৩. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيْفًا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مُرْسَلاً -বায়হাক্বী হা/২৬৩৬-এর মন্তব্য দ্রঃ; দারাকুৎনী হা/১১৪৪।
৬৭৪. আবুদাঊদ হা/৭৪৯, ১/১০৯ পৃঃ; ত্বাহাবী হা/১২৪৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রুকূর জন্য তাকবীর’ অনুচ্ছেদ ; দারাকুৎনী ১/২৯৩; বায়হাক্বী ২/৭৬।

তুলেননি’ কথাটি উল্লেখ করেননি’।[৬৭৫] তাছাড়াও হাদীছটি যঈফ। এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ আছে। সে যঈফ রাবী। ইমাম আহমাদ বলেন, হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৬৭৬]

আসলে বর্ণনাটি একেবারেই উদ্ভট; বরং একে জাল বলাই শ্রেয়। কারণ ‘পুনরায় আর করেননি’ এই অংশটুকু কূফাতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। মুহাদ্দিছ আবু ওমর বলেন, ইয়াযীদ একাকী বর্ণনা করেছে। অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউই ‘পুনরায় আর হাত তুলেননি’ এই বক্তব্য উল্লেখ করেননি।[৬৭৭] ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, এই হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাঊদ, ইমাম খাত্ত্বাবী, ইমাম আহমাদ, বাযযার প্রমুখ মুহাদ্দিছ এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলকথা হল, শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ এ মর্মে একমত যে, হাদীছের শেষাংশে সংযোজিত বাড়তি অংশটুকু কোন মানুষের তৈরি, হাদীছের অংশ নয়।[৬৭৮] অতএব উক্ত বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(৪) আবু সুফিয়ান আমাদের কাছে উক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি প্রথমবার দুই হাত উত্তোলন করেছেন। তাদের কেউ বলেন, মাত্র একবার।[৬৭৯]

তাহক্বীক্ব : একবার হাত উত্তোলন করা যে কূফার আমল, তা সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, যা পূর্বের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতেম এ সংক্রান্ত বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৬৮০] তাছাড়া কারো ব্যক্তিগত আমল শরী‘আতের দলীল হতে পারে না।

---

৬৭৫. আবুদাঊদ হা/৭৫০, ১/১০৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩।

৬৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৪৯- هذا حديث واه قد كان يزيد بن أبي زياد يحدث به بُرْهة من دهره فلا يذكر فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها وقد اتفق الحفاظ على أنها مدرجة في الحديث।

৬৭৭. وقال أبو عمر تفرد به يزيد ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله ثم لا يعـــود - উমদাতুল ক্বারী ৯/৫ পৃঃ।

৬৭৮. বিস্তারিত দ্রঃ উমদাতুল ক্বারী, ৯/৫ পৃঃ, ‘আযান’ অধ্যায়, ‘ছালাতের শুরুতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ অনুচ্ছেদ।

৬৭৯. আবুদাঊদ ১/১০৯ পৃঃ, হা/৭৫১।

৬৮০. هَذَا خَطَأٌ يُقَالُ وَهَمَ فيه الثَّوْرِيُّ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِـــيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ...فَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فيه مِنْ سُفْيَانَ -নাছবুর রাইয়াহ ১/৩৯৬ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

(٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.

(৫) বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দু'হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি আর দু'হাত উত্তোলন করতেন না।[৬৮১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে যঈফ রাবী আছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।[৬৮২] তাছাড়া ইমাম আবুদাঊদ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন, هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ 'এই হাদীছ ছহীহ নয়'।[৬৮৩]

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَهُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

(৬) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর তুলতেন না।[৬৮৪]

তাহক্বীক্ব : ইমাম বায়হাক্বী ও হাকেম বলেন, বর্ণনাটি বাতিল ও মিথ্যা।[৬৮৫]

(٧) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ.

(৭) মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করলাম। তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া আর রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন না।[৬৮৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবুবকর ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।[৬৮৭]

---

৬৮১. আবুদাঊদ, ১/১১০ পৃঃ, হা/৭৫২।

৬৮২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৬৩২- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ وَهُوَ أَسْوَأُ حَالاً عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْثِ مِنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ।

৬৮৩. যঈফ আবুদাঊদ ১/১১০, হা/৭৫২।

৬৮৪. বায়হাক্বী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩; তানযীমুল আশতাত ১/২৯২, দ্রঃ জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ১১।

৬৮৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩।

৬৮৬. ত্বাহাবী হা/১৩৫৭, ১/১৩৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারীর হাশিয়া দ্রঃ ১/১০২।

৬৮৭. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/৮৩৭-এর বিশ্লেষণ দ্রঃ وقد تكلم في حديث أبي بكر بن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ।

আলবানী বলেন, 'বর্ণনাটি শায। কারণ এটি অতি পরিচিত হাদীছের বিরোধী।[৬৮৮]

জ্ঞাতব্য : কেউ কেউ উক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে বলতে চেয়েছেন, ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৬৮৯] কিন্তু উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু ওমর (রাঃ) আজীবন রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছেন। সরাসরি বুখারী ও মুসলিমে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ .

নাফে' (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকূ করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন এবং যখন দুই রাক'আতের পর দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। ইবনু ওমর (রাঃ) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করেছেন।[৬৯০]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى.

নাফে' (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন তিনি তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন।[৬৯১]

---

৬৮৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ- فهو شاذ أيضا للخلاف المعروف في أبي بكر بن عياش।

৬৮৯. ত্বাহাবী হা/১৩৫৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬৯০. بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ -ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, (ইফাবা হা/৭০৩, ২/১০১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৪ ও ৭৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৮ ও ৭৩৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩।

৬৯১. ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯।

সুধী পাঠক! যারা যঈফ, জাল ও মিথ্যা বর্ণনার পক্ষে উকালতি করেন, তারা এখন কী জবাব দিবেন?

(৮) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, তার ছালাত হয় না'।[৬৯২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি বাতিল বা মিথ্যা।[৬৯৩] মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী বলেন, 'এর সনদে মামূন বিন আহমাদ আল-হারূবী রয়েছে, সে দাজ্জাল। সে হাদীছ জালকারী।[৬৯৪] আবু নু'আইম বলেন, 'সে খাবীছ, হাদীছ জালকারী। সে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নামে মিথ্যা হাদীছ রচনাকারী'।[৬৯৫]

(৯) عَنْ أَبِىْ جُعْفَةَ الْقَارِىِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فَكَبَّرَ كَمَا حَفَضَ وَرَفَعَ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

(৯) আবু জা'ফর বলেন, আবু হুরায়রা আমাদের সাথে একদা ছালাত আদায় করলেন, তিনি ছালাতে উঠা-বসা করার সময় তাকবীর দিলেন। কিন্তু শুধু ছালাত শুরুর সময় হাত উঠালেন।[৬৯৬]

তাহক্বীক্ব : উক্ত শব্দে বর্ণনাটি পরিচিত নয়। বরং এটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ প্রসিদ্ধ হাদীছের মধ্যে একবার রাফ'উল ইয়াদায়েনের কথা নেই।[৬৯৭] তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

---

৬৯২. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ৩/৪৬; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮২।

৬৯৩. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ'আত ২/৯৬; ইমাম শাওকানী, আল-আবাতিল ২/১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮।

৬৯৪. فيه مأمون بن أحمد الهروى دجال يضع الحديث-তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৮৭।

৬৯৫. خبيث وضاع يأتى عن الثقات بالموضوعات -সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১।

৬৯৬. মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ হা/১০৪; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮১; শরহে বুখারী ২/৩৫৫ পৃঃ।

৬৯৭. দেখুন : ছহীহ বুখারী হা/৭৮৫, ১/১০৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৪৯, ২/১২৩ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৮৯৩ ও ৮৯৪।- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন তাকবীর দিতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৬৯৮] সুতরাং আবু হুরায়রা (রাঃ) রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না- এমন দাবী সঠিক নয়।

(١٠) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوْعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

(১০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকূতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে, তার ছালাত হবে না।[৬৯৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, ‘মুহাম্মাদ ইবনু উকাশা নামক রাবী হাদীছ জালকারী’।[৭০০] ইমাম জাওযকানী বলেন, ‘এই হাদীছ বাতিল। এর কোন ভিত্তি নেই। মামূন বিন আহমাদ দাজ্জাল, মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।[৭০১]

(١١) عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

(১১) আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে, তার ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে।[৭০২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) উক্ত বর্ণনাটিকে তার জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ‘এই হাদীছটি মুহাম্মাদ বিন উকাশা আল-কিরমানী জাল করেছে। আল্লাহ তার উপর গযব নাযিল করুন’।[৭০৩]

(١٢) قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ أَوَّلِ التَّكْبِيْرِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ وَيَأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

---

৬৯৮. বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৭, পৃঃ ১৮।
৬৯৯. আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, আল-মাদখাল, পৃঃ ১০১।
৭০০. محمد بن عكاشة يضع الحديث -তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৮৩।
৭০১. هَذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ وَالْمَأْمُوْنُ بْنُ أَحْمَدَ هَذَا كَانَ دَجَّالٌ مِنَ الدَّجَاجَة كَذَّابًا وَضَّاعًا -তানক্বীহ, পৃঃ ২৮২।
৭০২. সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১ পৃঃ।
৭০৩. هَذَا الْحَدِيْثَ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَاشَةَ الْكِرْمَانِيُّ قَبَّحَهُ اللهُ -ঐ, আল-আসরারুল মারফূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ৮১; সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১ পৃঃ।

(১২) আবু হানীফা হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম থেকে, ইবরাহীম আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর হাত উত্তোলন করতেন না। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরই নিয়ম।[৭০৪]

তাহক্বীক্ব : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। সুতরাং এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এই বর্ণনা অনেক ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, মুহাদ্দিছগণ সেগুলোর ব্যাপারে অনেক আপত্তি তুলেছেন।[৭০৫]

জ্ঞাতব্য : রাফ‘উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযাঈ (রহঃ)-এর মাঝে কথোপকথন হয়েছিল মর্মে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। এতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৭০৬] অথচ এটা চরম মিথ্যাচার। ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, وَالْقِصَّةُ مَشْهُوْرَةٌ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ لَكِنْ لاَ يَشُكُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى عَقْلٍ وَدِرَايَةٍ أَنَّهَا حِكَايَةٌ مُخْتَلَقَةٌ وَأَكْذُوْبَةٌ مُخْتَرَعَةٌ ‘হানাফীদের মাঝে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু যার যৎ-সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তার নিকট পরিষ্কার যে, এটি একটি বানোয়াট গল্প ও অভিনব মিথ্যাচার’।[৭০৭] এমনকি ‘মুসনাদুল ইমামুল আযম’ গ্রন্থে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করা হলেও তার টীকাকার ভিত্তিহীন বলেছেন।[৭০৮]

(١٣) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ.

(১৩) আছেম ইবনু কুলাইব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, আমি আলী (রাঃ)-কে ফরয ছালাতের প্রথম তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতে দেখেছি। এছাড়া তিনি অন্য কোথাও হাত তুলতেন না।[৭০৯]

---

৭০৪. মুসনাদে ইমাম আযম হা/৮০১, ২/৫০১; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭৮।
৭০৫. বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৮ পৃঃ।
৭০৬. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৩১১ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩/৩০২ পৃঃ; বুখারী ১/১০২ পৃঃ, টীকা দ্রঃ; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮৫।
৭০৭. মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ ৩/৭১ পৃঃ।
৭০৮. মুসনাদুল ইমামুল আযম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪, হা/৭৭৮।
৭০৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৫৭; ত্বাহাবী হা/১৩৫৩; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১০৫; জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ১১; নবীজীর নামায, পৃঃ ১৮৪; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮১।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল। মুহাদ্দিছ ওছমান দারেমী বলেন, আলী (রাঃ)-এর নামে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আলী সম্পর্কে এই ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মের উপর নিজের কর্ম প্রাধান্য দিয়েছেন। বরং এর রাবী আবুবকর নাহশালীই দুর্বল। কারণ সে এমন রাবী নয়, যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় এবং কোন সুন্নাত সাব্যস্ত হয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আলী, ইবনু মাস‘ঊদ এবং তাদের থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা ছালাতের শুরুতে ছাড়া রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না মর্মে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক নয়।[৭১০]

(١٤) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابُ عَلِىٍّ لاَ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهِمْ إِلاَّ فِىْ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ قَالَ وَكِيْعٌ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ.

(১৪) আবু ইসহাক্ব বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ) ও আলী (রাঃ)-এর সাথীরা কেউই ছালাতের শুরুতে ছাড়া তাদের হাত উঠাতেন না। ওয়াকী বলেন, তারা আর হাত উঠাতেন না।[৭১১]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনাও মুনকার। কারণ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর পক্ষে কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও আলী (রাঃ) সম্পর্কে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৭১২] সুতরাং উপরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যেমন-

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

---

৭১০. قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِىُّ فَهَذَا قَدْ رُوِىَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الْوَاهِى عَنْ عَلِىٍّ... فَلَيْسَ الظَّنُّ بِعَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَخْتَارُ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَلَكِنْ لَيْسَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَوْ تَثْبُتُ بِهِ سُنَّةٌ لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ... قَالَ الشَّافِعِىُّ- وَلاَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِى مَا رَوَوْهُ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِى تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ. -বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা আল-জাওহারুন নাক্বী সহ হা/২৬৩৭, ২/৮০ পৃঃ।

৭১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/২৪৬১, ১/২৬৭।

৭১২. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৪৪; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা আল-জাওহারুন নাক্বী সহ হা/২৬৩৭, ২/৮০ পৃঃ; ১০ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।

আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি ক্বিরাআত শেষ করতেন ও রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে উঠতেন তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দুই রাক'আত শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন অনুরূপ রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন।[৭১৩]

সুধী পাঠক! যারা উক্ত মিথ্যা বর্ণনার পক্ষে উকালতি করেন, তারা কি আলী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্য প্রমাণ করতে চান?

(১٥) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

(১৫) আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে একবার দুই হাত উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি আর করতেন না।[৭১৪] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে ওমর (রাঃ)-এর নামে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে।[৭১৫]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা যঈফ। ইমাম হাকেম বলেন, 'বর্ণনাটি অপরিচিত। এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না'।[৭১৬] যদিও ইমাম তাহাবী তাকে বিশুদ্ধ বলতে চেয়েছেন।[৭১৭] কিন্তু ইবনুল জাওযী তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৭১৮] মূলতঃ ওমর (রাঃ)-এর নামে এ সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করাই মিথ্যাচার। কারণ ওমর (রাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭১৯]

---

৭১৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৪৪, ১/১০৯ পৃঃ।
৭১৪. ত্বাহাবী হা/১৩৬৪, ১/১৩৩ পৃঃ; নবীজীর স. নামায, পৃঃ ১৮৪; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮০।
৭১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৪৫৪, ১/২১৪ পৃঃ।
৭১৬. هَذِه رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا يَقُوْمُ بِهَا حُجَّةٌ -তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯৫ পৃঃ।
৭১৭. ত্বাহাবী হা/১৩৬৪, ১/১৩৩ পৃঃ।
৭১৮. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫০১ পৃঃ- هَذَا الْأَثر عَن عمر لَا يَصِحُّ عَنهُ وَفِي ذَلِك رد عَلَى تَصْحِيْحِ الطَّحَاوِيِّ لَهُ।
৭১৯. বায়হাক্বী, মা'আরিফুস সুনান ২/৪৭০; সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯৫ পৃঃ।

(١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْعَشَرَةُ الَّذِيْنَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ الْجَنَّةَ مَاكَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيْهِمْ إِلَّا فِىْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

(১৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবীর জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা কেউই ছালাতের শুরুতে ছাড়া রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না।[৭২০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। আলাউদ্দীন আল-কাসানী (মৃঃ ৫৮৮) তার ‘বাদাইউছ ছানায়ে‘-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ছহীহ বুখারী ও আবুদাঊদের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেউই কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। মূলতঃ উক্ত বর্ণনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ড. তাক্বিউদ্দীন বলেন, وَلاَ عِبْرَةَ بِهَذَا الْأَثَرِ مَا لَمْ يُوْجَدْ سَنَدُهُ عِنْدَ مَهْرَةِ الْفَنِّ مَعَ ثُبُوْتِ خِلاَفِهِ فِىْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ ‘এই সনদে কোন উপদেশ নেই। কারণ এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের নিকটেই এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তাছাড়াও হাদীছের গ্রন্থ সমূহে এর বিরোধী দলীলই বিদ্যমান’।[৭২১] কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى بَنِىْ أَسَد قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

বনী আসাদের গোলাম আবু হামযাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭২২]

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ.

---

৭২০. উমদাতুল ক্বারী, ৯/৫ পৃঃ, ‘আযান’ অধ্যায়, ‘ছালাতের শুরুতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ অনুচ্ছেদ; জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ১১।

৭২১. মুওয়াত্ত্ব মালেক, তাহক্বীক্ব, পৃঃ ১৭৯।

৭২২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৩; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৬, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

আত্বা (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে দেখেছি, তারা সকলেই ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭২৩]

(١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا تُرْفَعُ الأَيْدِىْ إِلاَّ فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِيْنَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِيْنَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِجَمْعٍ وَالْمَقامَيْنِ حِيْنَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ.

(১৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, সাতটি স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করা যাবে না। যখন ছালাত শুরু করবে, যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা‘বা ঘর দেখবে, যখন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠবে, যখন আরাফার ময়দানে সকলে একত্রে অবস্থান করবে এবং যখন পাথর মারবে তখন দুই স্থানে হাত উত্তোলন করবে।[৭২৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল।[৭২৫] এমনকি ‘হেদায়ার’ ভাষ্যকার ইবনুল হুমামও তার বিরোধিতা করেছেন। যেমন-

لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ عَنْ مَقْسَمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا فَهُوَ مُرْسَلٌ وَغَيْرُ مَحْفُوْظ قَالَ وَأَيْضًا فَهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَنَا خَالَفُوْا هَذَا الْحَدِيْثَ فِىْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَتَكْبِيْرَةِ الْقُنُوْتِ.

‘হাকাম মাক্বসাম থেকে মাত্র চারটি হাদীছ শুনেছে। সেগুলোর মধ্যেও এটি নেই। সুতরাং তা মুরসাল ও অরক্ষিত। তাছাড়া ঈদ ও জানাযার তাকবীর না থাকায় আমাদের মাযহাবের লোকেরা এই হাদীছের বিরোধীতা করেছেন।[৭২৬] দুঃখজনক হল, উক্ত বাতিল বর্ণনার আলোকেই ‘হেদায়া’ কিতাবে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতে নিষেধ করে বলা হয়েছে যে, وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى ‘প্রথম তাকবীর ছাড়া আর হাত উঠাবে না’। উক্ত বর্ণনাটি যাচাই না করেই ‘হেদায়া’ গ্রন্থকার রাফ‘উল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে উক্ত বর্ণনা পেশ করেছেন।[৭২৭]

---

৭২৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৭২৪. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১১৯০৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৬৫; ত্বাহাবী হা/৩৫৩৮ ও ৩৫৪২।

৭২৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৫৪।

৭২৬. ফাৎহুল কাবীর ১/৩১০ পৃঃ।

৭২৭. হেদায়া ১/১১০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ আল-হিদায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

সুধী পাঠক! জাল ও যঈফ হাদীছ পেশ করে যদি সুন্নাতের উপর আমল করতে বাধা প্রদান করা হয়, তবে মানুষ কিভাবে হাদীছের দিকে ফিরে আসবে? পরবর্তীতে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) যে উদারতা প্রদর্শন করেছেন তাও 'হেদায়া' সংকলক দেখাতে পারেননি। মাওলানা রাফ'উল ইয়াদায়েনের পক্ষে লিখেছেন, 'রুকু করার নিয়ম ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ) কেরাআত শেষে সামান্য কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তার পর তাকবীরে তাহরীমার সময়ের মত উভয় হাত তুলে তাকবীর বলতেন এবং রুকুতে যেতেন'।[৭২৮]

মানসূখ সংক্রান্ত বর্ণনা : হাদীছ জাল করার এক অভিনব কৌশল

অবশেষে যখন রাফ'উল ইয়াদায়েনকে প্রতিরোধ করার আর কোন পথ পাওয়া যায়নি তখন বলা হয়েছে যে, রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলো মানসূখ বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অথচ উক্ত দাবীর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয় তা ডাহা মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক।

(١٨) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَاىَ رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْئٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ.

(১৮) একদা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, ছালাতে রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হতে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে। তিনি তখন বললেন, তুমি এটা কর না। কারণ এগুলো সবই রাসূল (ছাঃ) করেছেন, তবে পরবর্তীতে বাদ দিয়েছেন।[৭২৯]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা মিথ্যা ও বাতিল। রাফ'উল ইয়াদায়েনের প্রসিদ্ধ আমলকে প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত মিথ্যা বর্ণনা রচনা করা হয়েছে। কারণ উক্ত বর্ণনা কোন হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদের ভাষ্যকার বলেন,

لَكِنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَمْ يَجِدْهُ الْمُخَرِّجُوْنَ الْمُحَدِّثُوْنَ مُسْنَدًا فِىْ كُتُبِ الْحَدِيْث مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ فِىْ رِسَالَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ.

৭২৮. পূর্ণাঙ্গ নামায, পৃঃ ১৭৮।
৭২৯. ছহীহ বুখারী, ১/১০২ পৃঃ টীকা দ্রঃ।

'কিন্তু এই আছারের সন্ধান কোন মুহাদ্দিছ কোন হাদীছ গ্রন্থে পাননি। বরং ইমাম বুখারী তার 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) রুকূতে যাওয়া ও রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭৩০]

অথচ 'হেদায়া' কিতাবে বলা হয়েছে, وَالَّذِىْ يُرْوَى مِنْ الرَّفْعِ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ كَذَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ 'রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগের বিষয়। যেমন ইবনু যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে'।[৭৩১] সেই সাথে হেদায়ার টীকাকার হাশিয়ার মধ্যে ইবনু যুবাইরের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৭৩২] তাছাড়া বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকমণ্ডলী টীকায় উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৭৩৩] অথচ তার যে কোন ভিত্তি নেই সে বিষয়টি লক্ষ্য করেননি। এই মিথ্যাচার সম্পর্কে অনুবাদকমণ্ডলীকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলে তারা কী জবাব দিবেন?

আরো আফসোসের বিষয় হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে রাফ'উল ইয়াদায়েনের পাঁচটি হাদীছ পেশ করেছেন। সেই হাদীছগুলোকে রদ করার জন্য তার টীকায় ভাষ্যকার আহমাদ আলী সাহারাণপুরী উক্ত মিথ্যা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৭৩৪] অনুরূপভাবে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারীতে রাফউল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলোকে যবাই করার জন্য উক্ত বানোয়াট বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এবং এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে বাতিল আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৭৩৫] অনুবাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশক বিচারের মাঠে আল্লাহ্র সামনে কী জবাব দিবেন?

সুধী পাঠক! এটাই হল ফেক্বহী গ্রন্থের আসল চেহারা। মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাদীছের উপর এভাবেই আক্রমণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর উপর মিথ্যাচার করা হয়েছে। কারণ তিনি যে নিজেই রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন তার প্রমাণে ইমাম বুখারী ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

---

৭৩০. মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, তাহক্বীক্ব : ড. তাক্বিউদ্দীন নাদভী হা/১০৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৭৩১. হেদায়া ১/১১১ পৃঃ।
৭৩২. হেদায়াহ ১/১১১ পৃঃ, টীকা নং-৬; আল-ইনায়াহ শারহুল হেদায়াহ ২/৪ পৃঃ।
৭৩৩. আল-হিদায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।
৭৩৪. বুখারী (ভারতীয় ছাপা) ১/১০২ পৃঃ, টীকা দ্রঃ।
৭৩৫. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-৩২২।

عَنْ عَطَاءِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْـــنَ الزُّبَيْـــرِ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ.

আত্বা (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে দেখেছি, তারা সকলেই ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭৩৬]

অতএব পাঠক সমাজকে ছহীহ দলীলের দিকে ফিরে আসতে হবে। বানোয়াট বর্ণনা ও প্রতারণা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

(١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَـــا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إِلَى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِك.

(১৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে উঠতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। পরে তিনি শুধু ছালাত শুরু করার সময় করতেন। আর অন্যান্য স্থানে ছেড়ে দিতেন।[৭৩৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল ও বানোয়াট। ইবনুল জাওযী বলেন, هَذَانَ الْحَدِيْثَانِ لاَ يَعْرِفَانِ أَصْلاً وَإِنَّمَا الْمَحْفُوْظُ عَنْهُمَـــا خِـــلاَفُ ذَلِـــكَ (ইবনু আব্বাস ও যুবাইর-এর নামে বর্ণিত) ‘এই দুই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। বরং তাদের থেকে এর বিরোধী যা বর্ণিত হয়েছে, তা-ই ছহীহ’। ড. তাক্বিউদ্দীন বলেন, لَكِنَّهُ أَثَرٌ لَمْ يَثْبُتْهُ الْمُحَدِّثُوْنَ وَالثَّابِتُ عَنْدَهُمْ خِلاَفُهُ ‘বরং এটি এমন আছার, মুহাদ্দিছগণই যার সন্ধান পাননি। বরং তাঁদের নিকট থেকে এর বিরোধী বর্ণনাই প্রমাণিত’।[৭৩৮]

সুধী পাঠক! বর্ণনাটি যে মিথ্যা তার আরেকটি প্রমাণ হল, এটা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তিনি নিজেই রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন। তাহলে রাসূল (ছাঃ) যদি পরবর্তীতে উক্ত আমল ছেড়ে দেন, তাহলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজে কেন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবেন? যেমন-

---

৭৩৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৬ ও ৫৭।

৭৩৭. নাছবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ; আল-বাদরুল মুনীর ৪/৪৮৪ পৃঃ।

৭৩৮. তাহক্বীক্ব মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১৭৯; নাছবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ।

عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى بَنِىْ أَسَد قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَــعُ يَدَيْــهِ إِذَا افْتَــتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

বনী আসাদের গোলাম আবু হামযাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭৩৯]

(২০) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَعْنَــا وَتَــرَكَ فَتَرَكْنَا.

(২০) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাত উত্তোলন করতেন আমরাও করতাম। তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আমরাও ছেড়ে দিয়েছি।[৭৪০]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আলাউদ্দীন আল-কাসানী উক্ত বানোয়াট বর্ণনা পেশ করে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে মানসূখ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন।[৭৪১] একজন জলীলুল ক্বদর ছাহাবীর নামে উক্ত বর্ণনা পেশ করার পূর্বে যাচাই করার দরকার ছিল। এ সমস্ত মাযহাবী গোঁড়ামী অত্যন্ত দুঃখজনক।

জ্ঞাতব্য : রাফ‘উল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে রহিত করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ছাহাবীর নামে উক্ত হাদীছগুলো জাল করা হয়েছে। যাতে করে সহজেই সাধারণ মানুষকে উক্ত প্রতারণার জালে আটকানো যায়। বাস্তবতাও তাই। অসংখ্য মুছল্লী এই ধোঁকায় পড়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উক্ত সুন্নাত থেকে মুছল্লীদেরকে বিরত রাখার জন্য গভীর খাল খনন করেছেন ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ বইয়ের লেখক আব্দুল মতিন। তার সামনে ছহীহ হাদীছগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরও মানসূখ বলে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন এবং জাল ও যঈফ বর্ণনা দ্বারা সুন্নাতের বিরোধিতা করেছেন।[৭৪২] এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা হয়ত তিনি ভুলে গেছেন *(সূরা নিসা ১১৫)*।

৭৩৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৩; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৬, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৭৪০. আলাউদ্দীন আল-কাসানী (মৃঃ ৫৮৭), বাদায়েউছ ছানায়ে‘ ফী তারতীবিশ শারাঈ (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২), ১/২০৮ পৃঃ।

৭৪১. বাদায়েউছ ছানায়ে‘ ১/২০৮ পৃঃ।

৭৪২. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৭১-৮২।

মানসূখ কাহিনী : ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

রাফ‘উল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে প্রতিরোধ করার জন্য হুকুম রহিত হওয়ার যে কাহিনী পেশ করা হয় তা মূলতঃ মিথ্যাচার। কারণ রাসূল (ছাঃ) যদি পরবর্তীতে উক্ত আমল ছেড়ে দিতেন, তাহলে ছাহাবায়ে কেরাম কেন করবেন? বরং রাসূল (ছাঃ) নিজেই মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত আমল অব্যাহত রেখেছিলেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূতে যেতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন। সিজদার সময় তিনি এমনটি করতেন না। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তাঁর ছালাত সর্বদা এরূপই ছিল।[৭৪৩]

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّي رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

৭৪৩. বায়হাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ, হা/৩২৭; আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ ১/১৫৩ পৃঃ; নাছবুর রাইয়াহ ১/৪১০; সিরাজুদ্দীন আল-মিছরী (মৃঃ ৮০৪), আল-বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজিল আহাদীছ ওয়াল আছার ৩/৪৫৯ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ ১/১৮৩ পৃঃ-এর টীকা দ্রঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيهَا التَّسْلِيْمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالُوْا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ.

আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর দশ জন ছাহাবীর কাছে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে আপনাদের অপেক্ষা অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, তাহলে আমাদের কাছে পেশ করুন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং তাকবীর বলতেন। তারপর ক্বিরাআত পড়তেন। অতঃপর তাকবীর বলতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উঠাতেন। অতঃপর রুকূ করতেন এবং দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপরে রাখতেন। এ সময় পিঠ সোজা রাখতেন। অতঃপর রুকূ করতেন ও 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদার জন্য যমীনের দিকে ঝুঁকে সিজদা করতেন। এ সময় দুই হাত দুই পার্শ্ব হতে পৃথক রাখতেন এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ ক্বিবলার দিকে মুড়িয়ে দিতেন। তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসতেন, যাতে প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায়। অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজদা করতেন। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। এমনভাবে বসতেন, যাতে সমস্ত হাড় নিজ জায়গায় ফিরে যায়।

অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন। অতঃপর যখন দুই রাক'আতের পর দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন, যেমন প্রথম তাকবীরের সময় করেছিলেন। অবশিষ্ট ছালাতেও তিনি অনুরূপ করতেন। অবশেষে যখন শেষ রাক'আতে পৌঁছতেন, তখন বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন। তখন উক্ত ছাহাবীরা বললেন, আপনি সত্যিই বলেছেন। রাসূল (ছাঃ) এভাবেই ছালাত আদায় করতেন।[৭৪৪]

---

৭৪৪. আবুদাঊদ হা/৭৩০, ১/১০৬ পৃঃ, 'ছালাত শুরু করা' অনুচ্ছেদ; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬৪; তিরমিযী হা/৩০৪, ১/৬৭ পৃঃ, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/১০৬১, পৃঃ ৭৪ ও ৮৬২, ৮৬৩, পৃঃ ৬২; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮০১ ও ৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৫, ২/২৫৭ পৃঃ, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

সুধী পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীরা কিভাবে ছালাত আদায় করতেন, তার বাস্তব চিত্র উক্ত হাদীছে ফুটে উঠেছে। তাহলে মানসূখ কাহিনী কোথায় পাওয়া গেল?

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوْا وَإِذَا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ كَأَنَّمَا أَيْدِيْهُمْ مَرَاوِحُ.

হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে তাদের মাথা উঠাতেন, তখন তারা রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন। তাদের হাতগুলো তখন পাখার মত মনে হত।[৭৪৫]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ شَىْءٌ يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلاَتَهُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِى الاِفْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ.

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ)-কে ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা এমন একটি কর্ম যার দ্বারা মুছল্লী তার ছালাতকে সৌন্দর্যপূর্ণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছালাত শুরু করার সময়, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৭৪৬]

সুধী পাঠক! ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার হুকুম যদি রহিতই হবে, তবে উক্ত হাদীছগুলো কী প্রমাণ করে?

অপব্যাখ্যা ও তার জবাব :

(১) রাফ‘উল ইয়াদায়েনকে মুসলিম সমাজ থেকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য যঈফ ও জাল হাদীছ এবং বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ছাড়াও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীছটির ব্যাপারে ড. ইলিয়াস ফয়সাল ‘নবীজীর স. নামায’ বইয়ে অনেক চর্বিতচর্বণ করেছেন।[৭৪৭]

---

৭৪৫. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৬২৬; সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর ব্যাখ্যা।

৭৪৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৬২৭; সনদ ছহীহ সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর ব্যাখ্যা।

৭৪৭. ঐ, পৃঃ ১৮২-১৮৩; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭৯-২৮০।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلاَمَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِىْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম, তখন 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ', 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলতাম। মুছল্লী তার দুই পার্শ্বে দুই হাত দিয়ে ইশারা করত। ফলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কেন তোমাদের হাত দ্বারা ইঙ্গিত করছ, যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজ। তোমাদের কোন মুছল্লীর জন্য যথেষ্ট হবে তার হাত তার রানের উপর রাখা। অতঃপর তার ডানে ও বামের ভাইকে সালাম দেয়া।[৭৪৮]

পর্যালোচনা : উক্ত মর্মে ছহীহ মুসলিমে পরপর তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাশাহ্হুদের সময় হাত তুলে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনটি হাদীছ একই রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অথচ অপব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম যদি এই হাদীছকে রাফ'উল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করতে চাইবেন, তবে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে কেন তিনি পাঁচটি হাদীছ উল্লেখ করলেন?[৭৪৯] অবশ্য যারা অপব্যাখ্যা করেন, তাদের অন্তরও হয়ত সঠিক বিষয়টি জানে। মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে তারা প্রকাশ করেন না। তবে আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আল্লাহ রক্ষা করুন এবং হেদায়াত দান করুন!

জ্ঞাতব্য : উক্ত মর্মে একটি জাল হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। সেটা হয়ত তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা না করে এটি পেশ করলেও ততটা আফসোস হত না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّىْ بِقَوْمٍ يأتونَ مِنْ بَعْدِىْ يَرْفعوْنَ أَيْدِيْهِمْ فِى الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ.

---

৭৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/৯৯৮, ৯৯৯, ৯৯৭, ১/১৮১ পৃঃ, 'ছালাত' অনুচ্ছেদ-২৭; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪।

৭৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে রয়েছি, যারা আমার পরে আসবে। তারা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে।[৭৫০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মিথ্যা ও মুনকার। কারণ ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, এটি তার প্রকাশ্য বিরোধী।[৭৫১]

(২) মিথ্যাচার করা হয় যে, মূর্তিপূজার ভালবাসা ছাড়তে না পেরে ছাহাবীরা গোপনে বগলে পুতুল রাখতেন। ফলে তাদেরকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই যুগে যেহেতু কেউ পুতুল রাখে না সুতরাং রাফ'উল ইয়াদায়েন করার প্রয়োজন নেই।

পর্যালোচনা : প্রথমতঃ উক্ত ঘটনার কোন প্রমাণ নেই। এটা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। হাদীছ জাল করার মত এটাও একটি সাজানো মিথ্যা নাটক। দ্বিতীয়তঃ এটি ছাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মূর্তি পূজা ও পুতুল ভক্তির নির্লজ্জ অভিযোগ। ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে না জানার কারণেই এই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। মূল কথা হল, তাদের পক্ষে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর নামে জাল হাদীছ রচনা করা সম্ভব হয়, তাহলে ছাহাবীদের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা তো কোন ব্যাপারই নয়।

(৩) 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' নামক পুস্তকের প্রণেতা মাওলানা মোঃ আবুবকর সিদ্দীক এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কতিপয় উদ্ভট ও অসত্য কথা লিখেছেন। যেমন- 'ইমাম বুখারী যে ১৭ জন ছাহাবার রফে ইয়াদাইনের হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত উমর, হযরত আলী, ইবনে উমার, আবূ সাঈদ, ইবনে যোবায়ের রফে ইয়াদাইন ত্যাগ করেছিলেন।... সুতরাং ইমাম বুখারীর রফে ইয়াদাইনের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়'।[৭৫২]

পর্যালোচনা : উক্ত মন্তব্য অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মূলতঃ মানসূখ কাহিনী রচনা করার জন্য যে সমস্ত বর্ণনা জাল করা হয়েছে, সেগুলো উক্ত লেখকের উপর ভর করেছে। ফলে দিশেহারা হয়ে গেছেন। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন-আমীন!

---

৭৫০. মুসনাদুর রবী' হা/২১৩।
৭৫১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪।
৭৫২. ঐ, পৃঃ ১৩।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

(ক) উপরিউক্ত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, রাফ‘উল ইয়াদায়েনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি জাল হাদীছের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। আর এর কারখানা ছিল ইরাকের কূফা ও বছরায়। তাই ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) বলেন, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْــلِ الْكُوْفَةِ ‘এটা সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসীর বক্তব্য’।[৭৫৩] একটি যঈফ বর্ণনায় এসেছে, একবার শুধু হাত উত্তোলন করতেন আর কোন স্থানে হাত উঠাতেন না। উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবুদাঊদ (২০৪-২৭৫ হিঃ) বলেন, قَــالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لاَ يَعُــوْدُ ‘সুফিয়ান বলেন, ‘পুনরায় আর হাত তুলতেন না’ কথাটি পরবর্তীতে কূফায় আমাদেরকে বলা হয়েছে’।[৭৫৪] এছাড়া অন্যান্য কতিপয় বিষয়ও কূফাবাসী পরিবর্তন করে দিয়েছে। ঈদের তাকবীর, জানাযার তাকবীর, তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা ইত্যাদি অন্যতম।

(খ) উপরে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যা দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে। কারণ ‘জিরোর’ পর যত জিরোই বসানো হোক, তার যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি হাযারো জাল হাদীছ থাকলেও একটি ছহীহ হাদীছের সামনে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছোট্ট একটি বাণীই উক্ত ধাঁধার জবাব হতে পারে :

فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

‘মানুষের কী হল যে, তারা বেশী বেশী শর্তারোপ করছে, অথচ তা আল্লাহ্র বিধানে নেই? মনে রেখ, যে শর্ত আল্লাহ্র সংবিধানে নেই তা বাতিলযোগ্য, যদিও তা একশ’ শর্তের বেশী হয়। মনে রেখ, আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই সর্বাধিক অভ্রান্ত এবং তাঁর শর্তই সর্বাধিক চূড়ান্ত’।[৭৫৫]

---

৭৫৩. তিরমিযী হা/২৫৭, ১/৫৯ পৃঃ।

৭৫৪. আবুদাঊদ হা/৭৫০, ১/১০৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩।

৭৫৫. ছহীহ বুখারী হা/২৭২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, ‘শর্ত সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; ছহীহ মুসলিম হা/৩৮৫২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪, ‘গোলাম আযাদ’, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত হা/২৮৭৭, পৃঃ ২৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬, হা/২৭৫২ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।

রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ.

সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। অনুরূপ যখন রুকূ করার জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলতেন। তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না।[৭৫৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন তখনও এটা করতেন। রুকূ থেকে যখন মাথা উঠাতেন, তখনও দুই হাত উঠাতেন এবং ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন। তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না।[৭৫৭]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

---

৭৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, (ইফাবা হা/৬৯৯-৭০৩, ২/১০০-১০২ পৃঃ); এছাড়া হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।

৭৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬।

আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি ক্বিরাআত শেষ করতেন ও রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে উঠতেন তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দুই রাক‘আত শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন অনুরূপ রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন।[৭৫৮]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ .

নাফে‘ (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত উঠাতেন। যখন রুকূ করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন এবং যখন দুই রাক‘আতের পর দাঁড়াতেন, তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। ইবনু ওমর (রাঃ) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করতেন।[৭৫৯]

عن عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلَا حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُوْدِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করতে দেখেছি। তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন এবং ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। তখন তিনি ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলতেন। এমনটি তিনি সিজদার সময় করতেন না এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়ও এমনটি করতেন না।[৭৬০]

---

৭৫৮. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৪৪, ১/১০৯ পৃঃ।

৭৫৯. بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ -ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, ১/১০২ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৯৪ ও ৭৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৮ ও ৭৩৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩।

৭৬০. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৮, ১/১০২ পৃঃ।

সুধী পাঠক! মাত্র কয়েকটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা হল। তবে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের হাদীছের সংখ্যা অনেক।[৭৬১] রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হতে উঠার সময় ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। একটি হিসাব মতে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’ সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী[৭৬২] এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত।[৭৬৩] এ জন্য ইমাম সুয়ূত্বী, আলবানীসহ প্রমুখ বিদ্বান ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছকে ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের বলে স্বীকৃতি দান করেছেন।[৭৬৪] *ফালিল্লা-হিল হামদ।*

রাফ‘উল ইয়াদায়েনের গুরুত্ব ও ফযীলত :

(১) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ভূমিকা-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى.

নাফে‘ (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন তিনি তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন।[৭৬৫]

(২) উক্ববা বিন আমের (রাঃ)-এর দাবী-

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

---

৭৬১. বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯= ৫টি; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১= ৫টি; আবুদাঊদ হা/৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭,, ৭৬১= ১৬টি; নাসাঈ হা/৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮৯, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৯= ১৩টি; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৮= ১১টি; তিরমিযী হা/২৫৫। শুধু ‘কুতুবে সিত্তাহ্‌র’ মধ্যেই প্রায় ৫১টি হাদীছ এসেছে।

৭৬২. ফাৎহুল বারী ২/২৫৮ পৃঃ, হা/৭৩৭-এর ব্যাখ্যা, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৪।

৭৬৩. মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ), সিফরুস সা‘আদাত (লাহোর : ১৩০২ হিঃ, ফার্সী থেকে উর্দূ), ১৫ পৃঃ; গৃহীতঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৮।

৭৬৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১২৮।

৭৬৫. ইমাম বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী উক্ববা ইবনু আমের আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, যখন মুছল্লী রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে, তখন তার জন্য প্রত্যেক ইশারায় দশটি করে নেকী হবে।[৭৬৬] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, একটি হাদীছে কুদসী এই কথার সাক্ষী। আল্লাহ বলেন, .. যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে অতঃপর তা করে ফেলবে, আল্লাহ তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন'।[৭৬৭]

(৩) ইমাম বুখারীর উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

هَذَا الْحَدِيْثُ عِنْدِيْ حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ كُلٌّ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ إِسْنَادِهِ شَيْءٌ.

'এই হাদীছ আমার নিকটে সমগ্র উম্মতের জন্য দলীল স্বরূপ। প্রত্যেকে যে এই হাদীছ শুনবে তার উপরই আমল করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ এই হাদীছের সনদে কোন ত্রুটি নেই'।[৭৬৮]

(৪) ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) বলেন,

لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَرْكُهُ.. قَالَ وَلَا أَسَانِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ .

'ছাহাবীদের মধ্যে কোন একজনের পক্ষ থেকেও প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছের সনদের চেয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ আর কোন সনদ নেই'।[৭৬৯]

(৫) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ رَوَاهُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنِ مَنْدَهْ مِمَّنْ رَوَاهُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَافِظُ أَنَّهُ تَتَبَّعَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَبَلَغُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلًا.

---

৭৬৬. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৯।

৭৬৭. বুখারী হা/৬৪৯১, ২/৯৬০ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৪৯-৩৫৫- فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ।

৭৬৮. তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ।

৭৬৯. ফৎহুল বারী হা/৭৩৬-এর আলোচনা দ্রঃ।

'ইমাম বুখারী ১৭ জন ছাহাবী থেকে রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও আবুল ক্বাসেম মান্দাহ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাফেয আবুল ফাযল অনুসন্ধান করে ছাহাবীদের থেকে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যা ৫০ জনে পৌঁছেছে'।[৭৭০]

(৬) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, وَالَّذِيْ يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ لاَّ يَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيْثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ 'যে ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়- ঐ ব্যক্তির চেয়ে, যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কারণ রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর মযবুত'।[৭৭১]

(৭) আলবানী বলেন,

وَهَذَا الرَّفْعُ مُتَوَتِرٌ عَنْهُ ﷺ وَكَذَلِكَ الرَّفْعُ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ جَمَاهِيْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَهُوَ الَّذِىْ مَاتَ عَلَيْهِ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ.

'এই রাফ'উল ইয়াদায়েনের আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা অনুমোদিত। রুকূ থেকে উঠে দাঁড়িয়েও রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। এটা তিন ইমামের মাযহাব এবং অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহর মাযহাব। ইমাম মালেকও এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন'।[৭৭২]

(২) নাভীর নীচে হাত বাঁধা :

ছহীহ হাদীছের দাবী হল বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করা। নাভীর নীচে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এর পক্ষে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই ত্রুটিপূর্ণ।

(١) عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

৭৭০. ফৎহুল বারী হা/৭৩৬-এর আলোচনা দ্রঃ।
৭৭১. হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ।
৭৭২. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৮-১২৯।

(১) আবু জুহায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আলী (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত হল ছালাতের মধ্যে নাভীর নীচে হাতের পাতার উপর হাতের পাতা রাখা।[৭৭৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। উক্ত সনদে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক নামে একজন রাবী আছে। সে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে যঈফ।[৭৭৪] ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'উক্ত হাদীছের সনদ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি। আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক্ব একাকী এটা বর্ণনা করেছে। সে পরিত্যক্ত রাবী।[৭৭৫] আল্লামা আইনী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) বলেন, 'এর সনদ ছহীহ নয়'।[৭৭৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) বলেন, এর সনদ যঈফ'।[৭৭৭] শায়খ আলবানীও যঈফ বলেছেন।[৭৭৮]

(٢) عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(২) আবী ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে এক হাত আরেক হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে রাখবে।[৭৭৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوْفِيَّ 'আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব যঈফ'।[৭৮০] ইবনু আব্দিল বার্র এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।[৭৮১] শায়খ আলবানীও যঈফ বলেছেন।[৭৮২]

---

৭৭৩. আবুদাঊদ হা/৭৫৬; আহমাদ ১/১১০; দারাকুৎনী ১/২৮৬; ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯১; বায়হাক্বী ২/৩১। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা আবুদাঊদে উক্ত মর্মে কয়েকটি হাদীছ নেই।

৭৭৪. وَقَد اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَضْعِيْفه -তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৪।

৭৭৫. لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسطِيِّ وَهُوَ مَتْرُوْكٌ -বায়হাক্বী, আল-মা'রেফাহ ১/৪৯৯।

৭৭৬. إِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيْحٍ -উমদাতুল ক্বারী ৫/২৮৯।

৭৭৭. إسناده ضعيف -ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দিরায়াহ ১/১২৮।

৭৭৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬।

৭৭৯. আবুদাঊদ হা/৭৫৮।

৭৮০. আবুদাঊদ হা/৭৫৮।

৭৮১. ঐ, আত-তামহীদ ২০/৭৫।

৭৮২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৮।

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعَجُّلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৩) আনাস (রাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস নবীদের চরিত্র। (ক) দ্রুত ইফতার করা (খ) দেরীতে সাহারী করা এবং (গ) ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখা।[৭৮৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মুহাদ্দিছ যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের বলেন, 'এই শব্দে কেউ কোন সনদ উল্লেখ করেননি'।[৭৮৪] মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'আমি এই হাদীছের সনদ সম্পর্কে অবগত নই'।[৭৮৫] উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে না জেনেই অনেক লেখক তা দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি দুঃখজনক।[৭৮৬] অবশ্য এ মর্মে বর্ণিত ছহীহ হাদীছে 'নাভীর নীচে' অংশটুকু নেই।[৭৮৭]

(٤) عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ فِىْ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৪) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতির ব্যাপারে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখতে দেখেছি।[৭৮৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। 'নাভীর নীচে' কথাটুকু হাদীছে নেই। সুতরাং এই অংশটুকু জাল করা হয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী বলেন, زِيَادَةُ تَحْتَ السُّرَّةِ نَظْرٌ بَلْ هِىَ غَلَطٌ مَنْشَؤُهُ السَّهْوُ فَإِنِّىْ رَاجَعْتُ نُسْخَةً صَحِيْحَةً مِنَ الْمُصَنِّفِ فَرَأَيْتُ فِيْهَا هَذَا الْحَدِيْثَ بِهَذَا السَّنَدِ وَبِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا تَحْتَ السُّرَّةِ 'নাভীর নীচে' এই অতিরিক্ত অংশ

৭৮৩. ইমাম ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/১৫৭; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৫।
৭৮৪. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَنَدًا بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّهَا عَلَّقَهُ -তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৫।
৭৮৫. لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَد هَذَا الْحَدِيْث -ঐ, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৫।
৭৮৬. মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯১; নবীজীর নামায, পৃঃ ১৫০।
৭৮৭. ইবনু হিব্বান হা/১৭৬৭; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৮৭; ইবনু ক্বাইয়িম, তাহযীব সুনানে আবী দাঊদ ১/১৩০ - حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا حَدِيث صَحِيح مُتَلَقَّى بِالْقَبُول لَا عِلَّة لَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ قَوْم بِمَا بَرَّأَهُ اللَّه।
৭৮৮. তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৪।

ত্রুটিপূর্ণ। বরং তা স্পষ্ট ভুল। মূলেই ভুল রয়েছে। আমি সংকলকের মূল কপি দেখেছি। সেখানে এই সনদ ও শব্দগুলো দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে 'নাভীর নীচে' অংশটুকু নেই'।[৭৮৯]

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনা ভিত্তিহীন হলেও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার নামে 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।[৭৯০] যার ভিত্তি নেই তাকে বিশুদ্ধ বলার উদ্দেশ্য কি? মড়ার উপর খাড়ার ঘা?

(٥) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيُمْنَىَ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৫) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুন্নাত হল বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভীর নীচে রাখা।[৭৯১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ উক্ত মর্মে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা নেই। মদীনা পাবলিকেশান্স থেকে প্রকাশিত 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' নামক বইয়ে উক্ত শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৯২]

বিশেষ সর্তকতা : কুদূরী ও হেদায়া কিতাবে বলা হয়েছে, وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ 'এবং ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখবে'।[৭৯৩] অতঃপর হেদায়া কিতাবে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে, 'কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হল, لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ 'নিশ্চয় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখা সুন্নাত'।[৭৯৪] অথচ উক্ত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই।

সুধী পাঠক! হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক অনুসরণীয় কিতাবে যদি এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা মিশ্রিত করা হয়, তাহলে মানুষ সত্যের সন্ধান পাবে কোথায়?

---

৭৮৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৪।
৭৯০. ঐ, পৃঃ ২৯০।
৭৯১. হেদায়াহ ১/৮৬; হানাফীদের জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ২৬।
৭৯২. ঐ, পৃঃ ২৬।
৭৯৩. আবুল হুসাইন আহমাদ আল-কুদূরী, মুখতাছারুল কুদূরী, পৃঃ ২৮; হেদায়া ১/১০৬ পৃঃ।
৭৯৪. হেদায়া ১/১০৬ পৃঃ; নাছবুর রাইয়াহ ১/৩১৩ পৃঃ।

(٦) عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

(৬) গাযওয়ান ইবনু জারীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রাঃ)-কে ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে কব্জির উপর রেখে নাভীর উপর বাঁধতে দেখেছি।[৭৯৫]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ।[৭৯৬] ইমাম আবুদাঊদ বলেন, وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُوْ مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. 'সাঈদ ইবনে জুবাইর-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- নাভীর উপরে হাত রাখতেন। আর আবু মিজলায বলেছেন, নাভীর নীচে হাত রাখতেন। অনুরূপ আবু হুরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়'।[৭৯৭]

(٧) عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِيْنِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

(৭) হাজ্জাজ ইবনু হাস্‌সান বলেছেন, আমি আবু মিজলাযকে বলতে শুনেছি অথবা তাকে প্রশ্ন করেছি, আমি কিভাবে হাত রাখব? তিনি বললেন, ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং একেবারে নাভীর নীচে রাখবে।[৭৯৮]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর সনদ বিচ্ছিন্ন।[৭৯৯] যদিও কেউ তাকে 'সুন্দর সনদ' বলে মন্তব্য করেছেন।[৮০০] কিন্তু ছহীহ হাদীছের বিরোধী হলে কিভাবে তাকে সুন্দর সনদ বলা যায়?[৮০১]

---

৭৯৫. আবুদাঊদ হা/৭৫৭; বায়হাক্বী ২/৩০।
৭৯৬. যঈফ আবুদঊদ হা/৭৫৭।
৭৯৭. আবুদাঊদ হা/৭৫৭।
৭৯৮. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৯৬৩, ১/৩৯১; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯১।
৭৯৯. আওনুল মা'বূদ ২/৩২৪ পৃঃ- مقطوع لأن أبا مجلز تابعي والمقطوع لا يقوم به الحجة।
৮০০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩০-এর আলোচনা দ্রঃ।
৮০১. মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৬৩ পৃঃ- أن هذا قول تابعي ينفيه الحديث المرفوع فلا يلتفت إليه।

(٨) عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَنِىْ عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيْدًا أَيْنَ تَكُوْنُ الْيَدَانِ فِى الصَّلاَةِ؟ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ فَوْقَ السُّرَّةِ.

(৮) যুবাইর বলেন, আত্বা আমাকে বললেন, আমি যেন সাঈদ ইবনু জুবাইরকে জিজ্ঞেস করি, ছালাতের মধ্যে দুই হাত কোথায় থাকবে? নাভীর উপরে না নাভীর নীচে? অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নাভীর উপরে।[৮০২]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আবী তালেব ও যায়েদ ইবনু হুবাব নামে রাবী আছে, তারা ক্রটিপূর্ণ।[৮০৩] মূলতঃ পরবর্তীতে এই বর্ণনার মাঝে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।[৮০৪]

(٩) قَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ أَبِىْ إِذَا صَلَّى وَضَعَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَوْقَ السُّرَّةِ.

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ (রহঃ) বলেন, আমি আমার আব্বাকে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাত আদায় করতেন তখন তিনি তার এক হাত অপর হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর উপরে রাখতেন।[৮০৫]

তাহক্বীক্ব : ইমাম আহমাদ (রহঃ) নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন ইমাম আবুদাঊদ বলেন, سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ 'আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব যঈফ'।[৮০৬] সুতরাং উক্ত বর্ণনার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ইমাম নববী ও আলবানী গ্রহণ করেননি।[৮০৭] ইমাম আহমাদ সম্পর্কে নাভীর নীচে ও উপরে দুই ধরনের কথা এসেছে। মূলতঃ তা সন্দেহ যুক্ত। যেমনটি দাবী করেছেন কাযী আবু ইয়ালা আল-ফার্র।[৮০৮] সুতরাং তার পক্ষ থেকে বুকের উপর হাত বাঁধাই প্রমাণিত হয়। যাকে ইমাম আবুদাঊদ ছহীহ বলেছেন।[৮০৯]

---

৮০২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৪৩৪; আওনুল মা'বূদ ২/৩২৪ পৃঃ।
৮০৩. আওনুল মা'বূদ ২/৩২৪ পৃঃ।
৮০৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩০।
৮০৫. ইরওয়াউল গালীল ২/৭০ পৃঃ।
৮০৬. আবুদাঊদ হা/৭৫৮।
৮০৭. ইরওয়াউল গালীল ২/৭০ পৃঃ।
৮০৮. আল-মাসাইলুল ফিক্বহিয়াহ, ১/৩২ পৃঃ - وهذا يحتمل أن يكون ظناً من الراوي أنها كانت على السرة ويحتمل أن يكون سهواً من أحمد في ذلك ।
৮০৯. আবুদাঊদ হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ।

বিভ্রান্তি থেকে সাবধান :

বাজারে প্রচলিত 'নামায শিক্ষা' বইগুলোতে উক্ত যঈফ, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা দ্বারা নাভীর নীচে হাত বাঁধার দলীল পেশ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাওলানা আব্দুল মতিন প্রণীত 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' একটি। উক্ত লেখক শুধু বানোয়াট বর্ণনাই পেশ করেননি, বরং রীতি মত ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে যবাই করে নিজেদেরকে 'প্রকৃত আহলে হাদীস' বলে দাবী করেছেন।[৮১০] কথায় বলে 'অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন'। কারণ অন্ধ মাযহাবের মরণ ফাঁদে পড়ে কেউ আহলেহাদীছ পরিচয় ব্যক্ত করতে পারে না। এ জন্য 'আহলেহাদীছ' পরিচয় দেয়ার সাহস হয় না।

বুকের উপর হাত বাঁধার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

রাসূল (ছাঃ) সর্বদা বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করতেন। উক্ত মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হল :

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

(১) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছল্লী যেন ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। আবু হাযেম বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলে আমি জানি।[৮১১]

ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى 'ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অনুচ্ছেদ'।[৮১২] উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী (রহঃ) নিম্নোক্ত মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- 'তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের নীচে নাভীর উপরে রাখা'।[৮১৩] অথচ হাদীছে 'বুকের নীচে নাভীর উপরে' কথাটুকু নেই।

---

৮১০. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল , পৃঃ ২৪।

৮১১. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)। 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৭ بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى।

৮১২. ছহীহ বুখারী ১/১০২ পৃঃ।

৮১৩. ছহীহ মুসলিম ১/১৭৩ পৃঃ, হা/৯২৩-এর অনুচ্ছেদ-১৫, 'ছালাত' অধ্যায়- بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِه فَوْقَ سُرَّتِه وَوَضْعِهِمَا فِى السُّجُوْدِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ।

মূলতঃ পুরো ডান হাতের উপর বাম হাত রাখলে বুকের উপরই চলে যায়। যেমন উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

وَمِثْلُهُ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كَانَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّه الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَ السَّاعِدِ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَ النَّسَائِىُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَ هَذِه الْكَيْفِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَّكُوْنَ الْوَضْعُ عَلَى الصَّدْرِ إِذَا أَنْتَ تَأَمَّلْتَ ذَلِكَ وَعَمِلْتَ بِهَا فَجَرِّبْ إِنْ شِئْتَ وَ مِمَّا يَنْبَغِى أَنْ يَّعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُّ عَنْهُ ﷺ الْوَضْعُ عَلَى غَيْرِ الصَّدْرِ كَحَدِيْثِ وَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

‘অনুরূপ ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) ডান হাত বাম হাতের পাতা, হাত ও বাহুর উপর রাখতেন। যা ছহীহ সনদে আবুদাঊদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতিই আমাদের জন্য অপরিহার্য করে যে হাত রাখতে হবে বুকের উপর। যদি আপনি এটা বুঝেন এবং এর প্রতি আমল করেন। অতএব আপনি চাইলে যাচাই করতে পারেন। আর এ সম্পর্কে যা জানা উচিত তা হল, বুকের উপর ছাড়া অন্যত্র হাত বাঁধার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। যেমন একটি হাদীছ, ‘সুন্নাত হল ছালাতের মধ্যে নাভীর নীচে হাতের পাতা রাখা’ (এই বর্ণনা সঠিক নয়)।[৮১৪]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : সুধী পাঠক! ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের অনুবাদ করতে গিয়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অনুবাদে ‘ডান হাত বাম হাতের কবজির উপরে’ মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে।[৮১৫] আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারীতেও একই অনুবাদ করা হয়েছে।[৮১৬] অথচ ইসলমিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত একই খণ্ডের মধ্যে অন্যত্র এর অর্থ করা হয়েছে ‘বাহু’।[৮১৭] কিন্তু ‘বাহু’ আর ‘কব্জি’ কি এক বস্তু? সব হাদীছ গ্রন্থে ‘যিরা’ অর্থ ‘বাহু’ করা হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ওযূ করার সময় মুখমণ্ডল ধৌত করার পর বাহুর

৮১৪. মিশকাত হা/৭৯৮ -এর টীকা দ্রঃ, ১/২৪৯ পৃঃ।

৮১৫. বুখারী শরীফ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নবম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২, হা/৭০৪।

৮১৬. সহীহ আল-বুখারী (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, জুন ১৯৯৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২, হা/৬৯৬।

৮১৭. বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯, হা/৫০৭; ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১, হা/৪০৭৬; ছহীহ বুখারী হা/৫৩২, ১/৭৬ পৃঃ ও হা/৪৪২১।

উপর পানি ঢালতেন।[৮১৮] এছাড়া আরবী কোন অভিধানে ‘যিরা’ শব্দের অর্থ ‘কব্জি’ করা হয়নি। অতএব কোন সন্দেহ নেই যে, নাভীর নীচে হাত বাঁধার ত্রুটিপূর্ণ আমলকে প্রমাণ করার জন্যই উক্ত কারচুপি করা হয়েছে। অথচ অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাতটি বাম হাতের পাতা, কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন, যা পূর্বে আলবানীর আলোচনায় পেশ করা হয়েছে।

(٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ...

(২) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের দিকে লক্ষ্য করতাম, তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করেন। আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করতাম যে, তিনি ছালাতে দাঁড়াতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পাতা, কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন অনুরূপ দুই হাত উত্তোলন করতেন...।[৮১৯]

উল্লেখ্য যে, ‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইটিতে উক্ত হাদীছটির পূর্ণ অর্থ করা হয়নি; বরং অর্থ গোপন করা হয়েছে।[৮২০] তাছাড়া ভারতীয় ছাপা আবুদাঊদে অর্থ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে দুইটি শব্দে ভুল হরকত দেয়া হয়েছে।[৮২১]

---

৮১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯৭, ‘মসজিদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপায় হাদীছটি নেই, ১/২৪০-২৪১; মিশকাত হা/৩৯২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৪৬, ৮/২২ পৃঃ; আবাদাঊদ হা/১৩৫, ১/১৮ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১০০৮ - ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلاَثاً وَأَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الأَيْمَنَ ثَلاَثاً ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَهُ الأَيْسَرَ ثَلاَثاً فَقَالَ هَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ।

৮১৯. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭২৭, পৃঃ ১০৫; আহমাদ হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ।

৮২০. ঐ, পৃঃ ২৯০।

৮২১. আবুদাঊদ, পৃঃ ১০৫।

সুধী পাঠক! উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) ডান হাতটি পুরো বাম হাতের উপর রাখতেন। এমতাবস্থায় হাত নাভীর নীচে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এইভাবে হাত রেখে নাভীর নীচে স্থাপন করতে চাইলে মাজা বাঁকা করে নাভীর নীচে হাত নিয়ে যেতে হবে, যা উচিত নয়। আমরা এবার দেখব রাসূল (ছাঃ) তাঁর দুই হাত কোথায় স্থাপন করতেন।

(٣) عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(৩) ত্বাঊস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাত বুকের উপর শক্ত করে ধরে রাখতেন।[৮২২]

যরূরী জ্ঞাতব্য : ভারতীয় ছাপা আবুদাঊদে হাত বাঁধা সংক্রান্ত একটি হাদীছও উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ সম্পূর্ণ অজানা। তবে ইমাম আবুদাঊদ নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলেছেন। আর বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীছটিকে ছহীহ হিসাবে পেশ করতে চেয়েছেন। কারণ উক্ত হাদীছ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। সে জন্যই হয়ত কোন হাদীছই উল্লেখ করা হয়নি।[৮২৩]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছকে অনেকে নিজস্ব গোঁড়ামী ও ব্যক্তিত্বের বলে যঈফ বলে প্রত্যাখ্যান করতে চান। মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যের তোয়াক্কা করেন না। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ বলে পরিচয় দিতে চান। অথচ আলবানী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْهُ 'আবুদাঊদ ত্বাঊস থেকে এই হাদীছকে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন'। অতঃপর তিনি অন্যের দাবী খণ্ডন করে বলেন,

وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمِيْعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ فِى الْمُرْسَلِ لِأَنَّهُ صَحِيْحُ السَّنَدِ إِلَى الْمُرْسِلِ وَقَدْ جَاءَ مَوْصُوْلاً مِنْ طُرُقٍ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ آنِفًا فَكَانَ حُجَّةً عِنْدَ الْجَمِيْعِ.

৮২২. আবুদাঊদ হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ।
৮২৩. আবুদাঊদ, পৃঃ ১২২।

‘ত্বাউস যদিও মুরসাল রাবী তবুও তিনি সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য। কারণ তিনি মুরসাল হলেও সনদের জন্য ছহীহ। তাছাড়াও এই হাদীছ মারফূ‘ হিসাবে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি আমি এই মাত্রই উল্লেখ করলাম। অতএব তা সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য।[৮২৪] এছাড়াও এই হাদীছকে আলবানী ছহীহ আবুদাঊদে উল্লেখ করেছেন।[৮২৫]

(٤) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَــدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

(৪) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের উপর রাখতেন।[৮২৬] উক্ত হাদীছের টীকায় শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لِأَنَّ مُؤَمَّلاً وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ سَيِّئُ الْحفْظ لَكِــنَّ الْحَــدِيْثَ صَحِيْحٌ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى بِمَعْنَاهُ وَفِى الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ أَحَادِيْثُ تَشْهَدُ لَهُ.

‘এর সনদ যঈফ। কারণ তা ত্রুটিপূর্ণ। আর তিনি হলেন ইবনু ইসমাঈ। তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। তবে হাদীছ ছহীহ। এই হাদীছ অন্য সূত্রে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। বুকের উপর হাত রাখার আরো যে হাদীছগুলো আছে, সেগুলো এর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে’। ইমাম শাওকানী উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, وَ لاَشَيْءَ فِى اَلْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَذْكُوْرِ فِــىْ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ‘হাত বাঁধা সম্পর্কে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন হাদীছ আর নেই’।[৮২৭] তাছাড়া একই রাবী থেকে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(٥) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَضَعَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَــى الْيُــسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ.

---

৮২৪. ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ।
৮২৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯।
৮২৬. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৭৯, ১/২৪৩ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/২৭৫।
৮২৭. নায়লুল আওত্বার ৩/২৫ পৃঃ।

(৫) ক্বাবীছাহ বিন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান ও বামে ফিরতে দেখেছি এবং হাতকে বুকের উপর রাখার কথা বলতে শুনেছি। অতঃপর ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখেন।[৮২৮]

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ উক্ত হাদীছকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। কিন্তু তাদের দাবী সঠিক নয়। কারণ রাবী ক্বাবীছার ব্যাপারে কথা থাকলেও এর পক্ষে অনেক সাক্ষী রয়েছে। ফলে তা হাসান।[৮২৯]

(٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُوْرَنَا وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.

(৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আমরা নবীদের দল। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- আমরা যেন দ্রুত ইফতার করি এবং দেরিতে সাহারী করি। আর ছালাতের মধ্যে আমাদের ডান হাত বাম হাতের উপর যেন রাখি।[৮৩০]

ইমাম তিরমিযী ও ইবনু কুদামার মন্তব্য এবং পর্যালোচনা :

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু কোন কোন মনীষী দুই ধরনের আমলের প্রতি শীথিলতা প্রদর্শন করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلٌّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ 'তাদের কেউ মনে করেন দুই হাত নাভীর উপর রাখবে। আবার কেউ

---

৮২৮. আহমাদ হা/২২০১৭; সনদ হাসান।

৮২৯. আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১১৮ - فمثله حديثه حسن في الشواهد ولـــذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.।

৮৩০. ইবনু হিব্বান হা/১৭৬৭; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৮৭; ইবনু ক্বাইয়িম, তাহযীব সুনানে আবী দাঊদ ১/১৩০ - حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا حَـــدِيث صَحِيح مُتَلَقَّى بِالْقَبُول لَا عِلَّة لَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ قَوْم بِمَا بَرَّأَهُ اللَّه।

মনে করেন নাভীর নীচে রাখবে। তাদের নিকটে উভয় আমলের ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।[৮৩১] ইবনু কুদামাও অনুরূপ বলেছেন।[৮৩২]

পর্যালোচনা : উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বুকের উপর হাত রেখে ছালাত আদায় করেছেন। সুতরাং অন্য কারো আমল ও কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তবে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) যেমন অন্যের ব্যক্তিগত আমলের কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনি ইবনু কুদামাও কেবল হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। যা পাঠকের সামনে পরিষ্কার।

হাত বাঁধার বিশেষ পদ্ধতি বানোয়াট :

হাত বাঁধার জন্য সমাজে যে বিশেষ পদ্ধতি চালু আছে তা কল্পিত ও উদ্ভট। যেমন- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, 'হাত বাঁধার নিয়ম হলো পুরুষেরা বাম হাতের তালু নাভীর নিচে রাখবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের ওপর স্থাপন করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরবে, অনামিকা, মধ্যমা এবং শাহাদাত আঙ্গুল লম্বাভাবে বাম হাতের কব্জির ওপরে বিছানো থাকবে'।[৮৩৩] তবে মাওলানা কোন প্রমাণ পেশ করেননি। মূলতঃ উক্ত পদ্ধতি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

পুরুষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য করা :

বিভিন্ন ছালাত শিক্ষা বইয়ে পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মাঝে অনেক পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। অথচ ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, 'তাকবীরে তাহরীমা বলে পুরুষরা নাভীর নীচে এবং মহিলারা সীনার ওপর হাত বেঁধে দাঁড়াবে'।[৮৩৪] কিন্তু এর প্রমাণে কোন দলীল উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে মারকাযুদ দাওয়াহ, ঢাকা-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরেছেন।[৮৩৫] অতঃপর তিনি অনেকগুলো জাল ও যঈফ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মহিলারা বুকের উপর আর পুরুষরা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে মর্মে কোন জাল বর্ণনাও উল্লেখ করতে পারেননি।[৮৩৬] যদিও তিনি এক

---

৮৩১. তিরমিযী হা/২৫২ -এর মন্তব্য দ্রঃ।
৮৩২. আল-মুগনী ১/৫৪৯ পৃঃ; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯২।
৮৩৩. তালীমু-সালাত, পৃঃ ৩১।
৮৩৪. তালীমুস-সালাত, পৃঃ ৩১।
৮৩৫. নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৬, পরিশিষ্ট-২।
৮৩৬. দেখুনঃ ঐ, পৃঃ ৩৭৫-৩৯৭।

স্থানে আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর কথা দ্বারা পার্থক্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার পক্ষে কোন ভুয়া দলীলও উল্লেখ করেননি। প্রশ্ন হড়, তিনি কোন্ দলীলের আলোকে উক্ত পার্থক্য করেছেন?

নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্যের ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয় তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল-

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِى ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব বলেন, দু'জন মহিলা ছালাত রত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সিজদার সময় তোমরা শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে ঠেকিয়ে দাও। কারণ মহিলাদের সিজদা পুরুষদের মত নয়।[৮৩৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৮৩৮] উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে ইমাম বায়হাক্বী নিজেই বলেছেন, 'এই বিষয়ে দুইটি মারফূ' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়'।[৮৩৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِىْ فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُوْلُ يَا مَلاَئِكَتِىْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলা যখন ছালাতে বসবে তখন সে তার এক উরুর সাথে অন্য উরু লাগিয়ে রাখবে এবং যখন সিজদা দিবে তখন তার পেট দুই উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। যেন তা তার জন্য পর্দা স্বরূপ হয়। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তা লক্ষ্য করেন এবং ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[৮৪০]

---

৮৩৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৫।
৮৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২।
৮৩৯. وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১০৫০।
৮৪০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৪; নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮।

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা যঈফ। ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে তিনি নিজেই যঈফ বলেছেন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৮৪১] কিন্তু মাওলানা আব্দুল মালেক তা গোপন করেছেন। তিনি বায়হাক্বী থেকে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বায়হাক্বীর মন্তব্যটা পাঠকদের জানাননি। এটা কেমন ইনছাফ?

عَنْ وَائِلِ بن حُجْرٍ قَالَ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَذَا وَائِلُ بن حُجْرٍ جَاءَكُمْ لَمْ يَجِئْكُمْ رَغْبَةً وَلا رَهْبَةً جَاءَ حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه...فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا وَائِلُ بن حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

ওয়ায়েল বিন হুজুর (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি ছাহাবীদেরকে বললেন, এটা হল ওয়ায়েল বিন হুজুর। সে তোমাদের কাছে উৎসাহে বা ভীতির কারণে আসেনি; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসার কারণে এসেছে।.. ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন ছালাত আদায় করবে তখন তোমার হাত দুই কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা মুছল্লী তার হাত বুক বরাবর উঠাবে।[৮৪২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। এর সনদে মায়মূনাহ বিনতে হুজর এবং উম্মু ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার নামে দুইজন অপরিচিত রাবী আছে।[৮৪৩]

উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈর নামে আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। তবে সবই মুনকার ও ভিত্তিহীন। সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই।[৮৪৪]

মূলতঃ ছালাতের ক্ষেত্রে শরী'আত পুরুষ ও মহিলার মাঝে কোন পার্থক্য করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ, সেভাবেই ছালাত আদায় কর'।[৮৪৫] তিনি নারী ও পুরুষের জন্য

---

৮৪১. সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৪ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : أَبُو مُطِيعٍ بَيِّنُ الضَّعْفِ فِى أَحَادِيثِه وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلاَنَ ضَعِيفٌ.।

৮৪২. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১৭৪৯৭; নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৯।

৮৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫০০।

৮৪৪. নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৯-৩৮৮।

৮৪৫. বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, 'মুসাফিরদেও জন্য আযান যখন তারা জামা'আত করবে'-১৮; মিশকাত হা/৬৮৩, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সংশ্লিষ্ট আযান' অনুচ্ছেদ।

দু'বার দু'ভাবে ছালাত আদায় করেননি। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, 'পুরুষেরা ছালাতে যা করে নারীরাও তাই করবে'।[৮৪৬] তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- (১) মহিলা ইমাম মহিলাদের প্রথম কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে।[৮৪৭] (২) ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা মুক্তাদীরা হাতে হাত মেরে আওয়ায করবে।[৮৪৮] (৩) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলারা বড় চাদর দিয়ে পুরা দেহ না ঢাকলে তাদের ছালাত হবে না।[৮৪৯] পুরুষের জন্য টাখনুর উপরে কাপড় থাকতে হবে।[৮৫০] কিন্তু মহিলাগণ টাখনু ঢাকতে পারেন।[৮৫১] এগুলো ছালাতের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নয়। এ জন্য আলবানী বলেন, وَلاَ أَعْلَمُ حَدِيْثاً صَحِيْحاً فِى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ صَــلاَةِ الرَّجُـــلِ وَصَلاَةِ الْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا هُــوَ الــرَّأْىُ وَالْاجْتِهَـــادُ 'পুরুষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য সম্পর্কে আমি কোন ছহীহ হাদীছ জানতে পারিনি। এটা ব্যক্তি রায় ও ইজতিহাদ মাত্র।[৮৫২]

(৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া :

ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যকীয় বিষয়, যা না পড়লে ছালাত হয় না। কিন্তু ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তবে ছালাত সরবে হোক বা নীরবে হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয়, মুহাদ্দিছগণের নিকট সেগুলো সবই জাল ও যঈফ। এ নিয়ে তিন ধরনের আলোচনা রয়েছে। (এক) ছালাত জেহরী কিংবা সের্রী হোক অর্থাৎ সরবে ক্বিরাআত পড়া হোক আর নীরবে পড়া হোক ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়তে পারবে না (দুই) সরবে ক্বিরাআত পড়া হলে সূরা

---

৮৪৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৮৪৭. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/১৬২১; সুনানুল কুবরা হা/৫৫৬৩; আওনুল মা'বূদ ২/২১২ পৃঃ; আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৪৯৩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّــتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا।

৮৪৮. বুখারী হা/১২০৩, 'ছালাতের মধ্য অন্যান্য কর্ম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মুসলিম হা/৭৮২; মিশকাত হা/৯৮৮, পৃঃ ৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯২৪, ৩/১৪ পৃঃ 'ছালাতের মধ্য যে সমস্ত কর্ম বৈধ নয়' অনুচ্ছেদ-৫।

৮৪৯. আবুদাঊদ হা/৬৪১, ১/৯৪ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩৭৭; মিশকাত হা/৭৬২-৬৩, পৃঃ, ৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০৬, ২/২৪০ পৃঃ, 'সতর' অনুচ্ছেদ।

৮৫০. আবুদাঊদ হা/৬৩৭, ১/৯৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৩৩১, পৃঃ ৩৭৪, 'পোশাক' অধ্যায়।

৮৫১. তিরমিযী হা/১৭৩১; আবুদাঊদ হা/৪১১৭; মিশকাত হা/৪৩৩৪-৩৫, পৃঃ ৩৭৪, 'পোশাক' অধ্যায়।

৮৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫০০-এর আলোচনা দ্রঃ।

ফাতিহা পড়তে হবে না। ইমাম নীরবে ক্বিরাআত পড়লে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে (তিন) সকল ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সর্বশেষ আমলটিই সর্বাধিক দলীল ভিত্তিক। প্রথম মতের পক্ষে কোন দলীলই নেই। শুধু অপব্যাখ্যা ও দলীয় গোঁড়ামীর কারণে এটি বাজারে চলছে। যদিও অধিকাংশ মুছল্লী এরই জালে আটকা পড়েছে। দ্বিতীয় মতের পক্ষে কিছু আলোচনা রয়েছে। নিম্নে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীলগুলো পর্যালোচনা করা হল :

(١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِىْ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنِّىْ أَقُوْلُ مَالِىْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

(১) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জেহরী ছালাতের সালাম ফিরিয়ে বললেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ কি ক্বিরাআত পড়ল? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি পড়েছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। উক্ত কথা শুনার পর লোকেরা জেহরী ছালাত সমূহে ক্বিরাআত পড়া হতে বিরত থাকল।[৮৫৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

وَقَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِىِّ وَقَدْ بَيَّنَهُ لِى الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, 'লোকেরা ক্বিরাআত পড়া বন্ধ করল' এই কথাটি যুহরীর। এটা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু ছাবাহ। তিনি বলেন, মুবাশ্‌শার আমাকে আওযাঈ থেকে হাদীছ শুনিয়েছেন যে, যুহরী বলেছেন, মুসলিমরা এ ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করেছে তাই তারা জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত পড়ত না।[৮৫৪]

মূলকথা হল 'লোকেরা ক্বিরাআত পড়া বন্ধ করে দিল' অংশটুকু যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত এবং মারাত্মক ভুল। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

৮৫৩. আবুদাঊদ হা/৮২৬, ১/১২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১২, ১/৭১ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯১৯।
৮৫৪. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম হা/৬৮, পৃঃ ৭১; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৮।

فَانْتَهَى النَّاسُ إِلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَهُ الْخَطِيْبُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ وَأَبُوْدَاوُد وَيَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالذُّهْلِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ

'মানুষরা ক্বিরাআত বন্ধ করে দিল' অংশটুকু যুহরীর বক্তব্য হিসাবে হাদীছের সাথে সংযোজিত হয়েছে। খত্বীব এটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারী 'তারীখের' মধ্যে এর প্রতি একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপ আবুদাঊদ, ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান, যুহলী, খাত্ত্বাবী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও একই মত ব্যক্ত করেছেন।[৮৫৫] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছকে আলবানী ছহীহ বলেছেন এবং জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত না পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি যে অংশটুকু দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তা মুহাদ্দিছগণের নিকট বিতর্কিত, যে পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে।

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةً فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوْا مَعِيْ وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِيْ فَلاَ يَقْرَأَنَّ مَعِيْ أَحَدٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা কোন এক ছালাত আদায় করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গে কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে? জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি পড়েছি। তখন তিনি বললেন, কুরআনের সাথে আমার ঝগড়া করা উচিত নয়। যখন আমি নীরবে ক্বিরাআত পড়ব তখন তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে আর যখন স্বরবে পড়ব তখন তোমরা আমার সঙ্গে কেউ পড়বে না।[৮৫৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, যাকারিয়া নামক ব্যক্তি এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছে। সে অস্বীকৃত রাবী ও পরিত্যক্ত।[৮৫৭] ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এই বর্ণনার সনদে ভুল রয়েছে।[৮৫৮] ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান বলেন, নিঃসন্দেহে এটা ভুল।[৮৫৯]

৮৫৫. ঐ, তালখীছুল হাবীর, ১/২৪৬।
৮৫৬. দারাকুৎনী হা/১২৮০।
৮৫৭. দারাকুৎনী تفرد به زكريا الوقاد وهو منكر الحديث متروك।
৮৫৮. বায়হাক্বী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম হা/২৮২, পৃঃ ৩২১- غلط في إسناده।
৮৫৯. هذا خطأ لاشك فيه ولا اوتياب -তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ২৮৯।

(٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُخَالِجُنِىْ سُوْرَتِىْ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.

(৩) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মুছল্লীদের সাথে ছালাত পড়ছিলেন, আর জনৈক ব্যক্তি তার পিছনে ক্বিরাআত পড়ছিল। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, কোন্ ব্যক্তি সূরা পড়ে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করল? অতঃপর তিনি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করলেন।[৮৬০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ ও মুনকার। ইমাম দারাকুৎনী ও বায়হাক্বী উভয়ে হাদীছটি বর্ণনা করে দুর্বল বলেছেন। এর সনদে হাজ্জাজ নামে একজন রাবী আছে। তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না।[৮৬১]

(٤) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ نارًا.

(৪) যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করবে তার মুখে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে।[৮৬২]

তাহক্বীক্ব : ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী বলেন, 'এর সনদে মামূন বিন আহমাদ আল-হারভী আছে। সে বড় মিথ্যুক। জাল হাদীছ বর্ণনাকারী'।[৮৬৩]

(٥) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِىْ فِيْهِ حَجَرٌ.

(৫) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তির মুখে পাথর মারতে, যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করে।[৮৬৪]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা মুনকার, ছহীহ নয়।[৮৬৫] কারণ নিম্নের হাদীছটি তার প্রমাণ-

---

৮৬০. দারাকুৎনী হা/১২৫৩, ১/৩২৬; বায়হাক্বী, কুবরা হা/৩০২২, ২/১৬২।

৮৬১. দারাকুৎনী হা/১২৫৩, ১/৩২৬- لَمْ يَقُلْ هَكَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ وَغَيْرُهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ. وَحَجَّاجٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ।

৮৬২. ইবনু হিব্বান, কিতাবুয যু'আফা; ইবনু হাজার, আদ-দিরাইয়া ফী তাখরীজি আহাদীছিল হেদায়াহ, পৃঃ ১/১৬৫ পৃঃ; ইবনু তাহের, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৯৩।

৮৬৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯, ২/৪১- فِيْهِ مَأْمُوْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ دَجَّالٌ يَرْوِى الْمَوْضُوْعَاتِ।

৮৬৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৬।

৮৬৫. আত-তামহীদ ১১/৫০ পৃঃ - فمنقطع لا يصح ولا نقله ثقة

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْك أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ.

একদা ইয়াযীদ ইবনু শারীক ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হৌন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরআত পাঠ করি।[৮৬৬]

(٦) قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ تُرَابًا.

(৬) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে আমার ইচ্ছা করে।[৮৬৭] আসওয়াদ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৮৬৮] অন্য বর্ণনায় আবর্জনা মারার কথা রয়েছে।[৮৬৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৮৭০] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।[৮৭১]

(٧) عَنْ سَعْدٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِىْ فِيْهِ جَمْرَةً.

(৭) সা'দ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করে আমার ইচ্ছা হয় তার মুখে আগুনের অঙ্গার ছুড়ে মারতে।[৮৭২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার।[৮৭৩] ইমাম বুখারী বলেন, এর সনদে ইবনু নাজ্জার নামে অপরিচিত রাবী আছে।[৮৭৪]

---

৮৬৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৮৬৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭৮৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৭-৯; ইরওয়া হা/৫০৩।

৮৬৮. মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/১২৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৬; ত্বাহাবী হা/১৩১০।

৮৬৯. বায়হাক্বী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ৪৫৩।

৮৭০. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ।

৮৭১. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- وهذا مرسل لا يحتج به।

৮৭২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮২; ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ।

৮৭৩. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ।

৮৭৪. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- وهذا مرسل وابن بجاد لم يعرف ولا سمي ولا يجوز لأحد أن يقول في في القارئ خلف الإمام جمرة لأن الجمرة من عـــذاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا ينبغي لأحد أن يتوهم ذلك عن سعد مع إرساله وضعفه।

(٨) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ لَأَنْ أَعُضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى مِــنْ أَنْ أَقْــرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(৮) আলক্বামা বিন কায়েস বলেন, আমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার কামড়ে ধরা অধিক উত্তম, ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার চেয়ে।[৮৭৫] আসওয়াদ থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে।[৮৭৬]

তাহক্বীক্ব : এর সনদ যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ।[৮৭৭] বুকাইর ইবনু আমের নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[৮৭৮]

(٩) قَالَ حَمَّادٌ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ سُكْرًا.

(৯) হাম্মাদ বলেন, আমার ইচ্ছা হয় ঐ ব্যক্তির মুখে মদ নিক্ষেপ করি, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে।[৮৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। ইমাম বুখারী বলেন, এ সমস্ত বর্ণনা যাদের নামে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পরষ্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।[৮৮০]

(١٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَــيْسَ عَلَــى الْفِطْرَةِ.

(১০) আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ক্বিরাআত পাঠ করে সে (ইসলামের) ফিতরাতের উপর নেই।[৮৮১]

---

৮৭৫. মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ হা/১২৩; শারহু মা'আনিল আছার হা/৩১১৫; ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ।

৮৭৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮৫।

৮৭৭. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ।

৮৭৮. তাহক্বীক্ব মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, ১/২০০ পৃঃ।

৮৭৯. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০; বায়হাক্বী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ৪৫৩।

৮৮০. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله ।

৮৮১. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/১৩৯; হা/২৮০১; দারাকুৎনী হা/১২৭০; ইরওয়াউল গালীল ২/২৮৩ পৃঃ; মাযহাবী বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম বুখারী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। কারণ মুখতার অপরিচিত। সে তার পিতা থেকে শুনেছে কি-না তা জানা যায় না।[৮৮২] ইবনু হিব্বান তাকে বাতিল বলেছেন।[৮৮৩]

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিরুদ্ধে পেশ করা হয়। যদিও তাতে সূরা ফাতিহার কথা নেই। জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহার পরের সাধারণ ক্বিরাআত পড়ার কথা বলা হয়েছে,[৮৮৪] যা প্রকৃতপক্ষেই নিষিদ্ধ। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৮৮৫] এর পক্ষে অনেক ছহীহ আছারও আছে। অতএব এগুলো ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিরুদ্ধে পেশ করা অন্যায়।

(١١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(১১) যায়েদ বিন ছাবিত বলেন, যে ইমামের পিছনে কিছু পড়বে তার ছালাত হবে না।[৮৮৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[৮৮৭] এর সনদে আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সালমান মারূযী নামে একজন রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত। ইবনু হিব্বান বলেন, এই হাদীছের কোন ভিত্তি নহৈ।[৮৮৮]

---

৮৮২. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮২ পৃঃ।- لا يصح لأنه لا يعرف المختار ولا يدرى أنه سمعــــه من ابيه ام لا.

৮৮৩. لا يصح إسناده وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء هذا يرويه ابن أبي ليلى الأنصاري وهو باطل ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين وعبد الله بن أبي ليلى هذا رجــــل مجهــــول - তাহক্বীক্ব মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ ১/১৯১ পৃঃ।

৮৮৪. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০।- فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله لا يقرأن إلا بأم الكتاب وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قــــراءة جملة وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة

৮৮৫. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১, তাহক্বীক্ব আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫; ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৮, ১/১৬৯-৭০; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ, হা/৭৬৬; আবুদাঊদ হা/৭৯৩, সনদ ছহীহ।

৮৮৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮০৯, ১/৪১৩ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০২; মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ হা/১২৮।

৮৮৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯৩।

৮৮৮. আল-মাজরূহীন ১/১৫১ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

(١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ.

(১২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি এক রাক'আত ছালাত আদায় করল অথচ সূরা ফাতিহা.পড়ল না তার ছালাত হবে না। তবে ইমামের পিছনে থাকলে হবে।[৮৮৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এটা বাতিল বর্ণনা। মালেক থেকে বর্ণিত হয়নি।[৮৯০] মূলতঃ 'তবে ইমামের পিছনে থাকলে হবে' এই অংশটুকু ত্রুটিপূর্ণ।[৮৯১] তাছাড়া বর্ণনাটি মাওকূফ। উল্লেখ্য যে, মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইয়ে বর্ণনাটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা প্রতারণার শামিল।[৮৯২]

(١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ.

(১৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামের ক্বিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আস্তে পড়ুন আর জোরে পড়ুন।[৮৯৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর মধ্যে আছেম নামে একজন রাবী আছে। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়।[৮৯৪]

(١٤) عَنِ الْحَارِثِ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ؟ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ .

(১৪) হারেছ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল আমি কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করব না চুপ থাকব? তিনি বললেন, চুপ থাক। ঐ ক্বিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৮৯৫]

---

৮৮৯. ক্বাযী আবুল হাসান খালাঈ, আল-ফাওয়াইদ ১/৪৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১৩, ১/৭১ পৃঃ; নবীজীর স. নামায, পৃঃ ১৭১; মাযাহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৬৭।

৮৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯১, ২/৫৭ هذا باطل لا يصح عن مالك

৮৯১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯১। আলবানী বলেন, - قلت والحديث صحيح بدون قوله إلا وراء الإمام।

৮৯২. ঐ, পৃঃ ২৬৭।

৮৯৩. দারকুৎনী হা/১২৬।

৮৯৪. ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৫ পৃঃ عاصم ليس بالقوي।

৮৯৫. দারাকুৎনী হা/১২৫।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, গাস্সান নামক ব্যক্তি দুর্বল। অনুরূপ কায়স ও মুহাম্মাদ বিন সালেম উভয়েই যঈফ।[৮৯৬]

(١٥) قَالَ الشَّعْبِيُّ أَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَمْنَعُوْنَ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(১৫) শা'বী (রহঃ) বলেন, আমি ৭০ জন বদরী ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করতেন।[৮৯৭]

তাহক্বীক্ব : ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। উক্ত বর্ণনার কোন সনদ পাওয়া যায় না।

সুধী পাঠক! উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থা পরিষ্কার। এগুলো নির্ভরযোগ্য কোন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, ত্বাহাবী প্রভৃতির মধ্যে এসেছে। এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনা আরো আছে।[৮৯৮] তবে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। সুতরাং এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। মূলতঃ এই সমস্ত বিরোধের জন্ম হয়েছে ইরাকের কূফাতে। ইমাম তিরমিযী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মন্তব্য করেন, أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَءُوْنَ إِلَّا قَوْمًا مِنْ الْكُوفِيِّيْنَ 'আমি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করি এবং অন্য মানুষেরাও করে। কিন্তু কূফাবাসী করে না'।[৮৯৯] এগুলো পাঠকের সামনে পেশ করার কারণ হল, এই উদ্ভট বর্ণনাগুলো দ্বারা সাধারণ মুছল্লীদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়। অতএব মুছল্লীদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

জ্ঞাতব্য : ইবনু ওমর ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করতেন না মর্মে কিছু আছার বর্ণিত হয়েছে।[৯০০] যেগুলোকে কেউ কেউ বিশুদ্ধ বলেছেন।[৯০১] তবে বহু ছাহাবী থেকে ইমামের পিছনে সরাসরি সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে অনেক ছহীহ আছার আছে। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ।

---

৮৯৬. দারাকুৎনী হা/১২৫; ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৬ পৃঃ تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان।
৮৯৭. রূহুল মা'আনী ৯/১৫২; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০।
৮৯৮. ত্বাহাবী হা/১৩১৬; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০।
৮৯৯. তিরমিযী ১/৭১ পৃঃ।
৯০০. মাজমাউয যওয়ায়েদ ২/১১০-১১১; ত্বাহাবী ১০৭; মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৪৫; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৭৬; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৬৯; মালেক মুওয়াত্ত্বা, ১ম খণ্ড হা/২৮৩; ত্বাহাবী পৃঃ ১২৯; নবীজীর স. নামায, পৃঃ ১৭০; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৬৯।
৯০১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْك أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَة خَلْفَ الإِمَام فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَــةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ.

ইয়াযীদ ইবনু শারীক একদা ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, আমিও যদি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরআত পাঠ করি।[৯০২]

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদী শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সুতরাং সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। যেমন-

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। কারণ কেউ ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার ছালাত হয় না।

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَــنْ لَــمْ يَقْــرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(১) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার ছালাত হয় না'।[৯০৩] ইমাম বুখারী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেন, بَابُ وُجُــوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ 'প্রত্যেক ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য ক্বিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, জেহরী ছালাতে হোক বা সের্রী ছালাতে হোক'।[৯০৪]

---

৯০২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলাসলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৯০৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); মিশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৫, ৭৬৬, ২/২৭২ পৃঃ, 'ছালাতে ক্বিরআত পাঠ করা' অনুচ্ছেদ।

৯০৪. ছহীহ বুখারী ১/১০৪ পৃঃ, হা/৭৫৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ পেশ করে ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, এই হাদীছ একাকী ছালাতের জন্য। অথচ উক্ত দাবী সঠিক নয়; বরং বিভ্রান্তিকর। দাবী যদি সঠিক হয়, তাহলে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় যোহর ও আছর ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক'আতে ও এশার ছালাতের শেষ দুই রাক'আতেও কি সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না? কারণ মুক্তাদী তো একাকী নয়, ইমামের সাথে আছে? অথচ যোহর ও আছরের ছালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরাও পাঠ করতে পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৯০৫]

তাছাড়া একাকী বলতে মৌলিক কোন ছালাত আছে কি? ফরয ছালাত তো জামা'আতেই পড়তে হবে। এমনকি কোথাও দুইজন থাকলেও জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৯০৬] কখনো কখনো ফরয ছালাত একাকী পড়া হয়। তাহলে ঐ হাদীছটি কি শুধু কখনো কখনো একাকী ছালাতের জন্য প্রযোজ্য? না শুধু নফল ছালাতের জন্য? আর নফল ছালাত তো কেউ না পড়লেও পারে। তাহলে উক্ত হাদীছের ব্যাপারে এ ধরনের দাবী কিভাবে যথার্থ হতে পারে? এ জন্য ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য প্রায় সকল মুহাদ্দিছ জামা'আতে পড়ার পক্ষেই উক্ত হাদীছ পেশ করেছেন।[৯০৭] অতএব উক্ত হাদীছ জামা'আত ও একাকী উভয় অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত।

(٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لأَبِىْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ مَالِك يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ.

---

৯০৫. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।
৯০৬. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, ১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/৬৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩১, ২/২০৭ পৃঃ, 'আযানের সংশ্লিষ্ট' অনুচ্ছেদ।
৯০৭. ইবনু মাজাহ হা/৮৩৭।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ছালাত আদায় করল অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি চুপে চুপে পড়। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য সেই অংশ যা সে চাইবে। বান্দা যখন বলে, 'আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন' (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে, 'আর-রহমা-নির রহীম' (যিনি করুণাময়, পরম দয়ালু)। তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করল। বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন' (যিনি বিচার দিবসের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল। বান্দা যখন বলে, ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা-কানাসতাঈন (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি)। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ (অর্থাৎ ইবাদত আমার জন্য আর প্রার্থনা বান্দার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য সেই অংশ রয়েছে, যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, ছিরা-ত্বল্লাযীনা আন'আমতা 'আলায়হিম, গয়রিল মাগযূবি 'আলায়হিম ওয়ালায য-ল্লীন (আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের উপর আপনি রহম করেছেন। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য'।[৯০৮] (আমীন)।

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহা শুধু ইমামের জন্য নয়। কারণ আল্লাহ্‌র বান্দা শুধু ইমাম নন, মুক্তাদীও আল্লাহ্‌র বান্দা। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) সেটা বুঝানোর জন্যই উক্ত হাদীছ পেশ করেছেন। অতএব ইমামের পিছনে মুক্তাদীও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

(٣) عَن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجد ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ عَلِّمْنِى يَا رَسُوْلَ اللهِ

৯০৮. ছহীহ মুসলিম হা/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ।

كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ..

(৩) রিফা‘আ বিন রাফে‘ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে আসল এবং ছালাত আদায় করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি ছালাত ফিরিয়ে পড়। নিশ্চয় তুমি ছালাত আদায় করনি। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে ছালাত শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি ক্বিবলামুখী হবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরো কিছু অংশ পাঠ করবে..।[৯০৯]

অপব্যাখ্যা ও তার জবাব :

(এক) জেহরী ও সের্রী কোন ছালাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াত ও কিছু হাদীছ পেশ করা হয়।

(ক) আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُــوْنَ ‘আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তোমাদের উপর রহম করা হবে’ *(আ‘রাফ ২০৪)*। আরো বলা হয় যে, ছালাতে কুরআন পাঠ করার বিরুদ্ধেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

পর্যালোচনা : মূলতঃ উক্ত আয়াতে তাদের কোন দলীল নেই। বরং তারা অপব্যাখ্যা করে এর হুকুম লংঘন করে থাকে। কারণ কুরআন পাঠ করার সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হয়েছে। কিন্তু যোহর ও আছরের ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক‘আতে ও এশার শেষ দুই রাক‘আতে ইমাম কুরআন পাঠ করেন না। অথচ তখনও তারা সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।

দ্বিতীয়তঃ সূরা ফাতিহা উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত আয়াতের আমল বিদ্যমান। কারণ সূরা ফাতিহার পর ইমাম যা-ই তেলাওয়াত করুন মুক্তাদী তার সাথে পাঠ করে না, যদি ইমাম ছোট্ট কোন সূরাও পাঠ করেন। বরং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে থাকে। তাছাড়া উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। আর তিনিই সূরা ফাতিহাকে এর হুকুম থেকে

৯০৯. আবুদাঊদ হা/৮৫৯, ১/১২৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৮০৪, পৃঃ ৭৬; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৪, সনদ ছহীহ।

পৃথক করেছেন এবং চুপে চুপে পাঠ করতে বলেছেন।[৯১০] আর এটা আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়েছে।[৯১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের হুকুম ব্যাপক। সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।[৯১২]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলাও সূরা ফাতিহাকে কুরআন থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ 'আমি আপনাকে মাছানী থেকে সাতটি আয়াত এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছি' *(সূরা হিজর ৮৭)*। সুতরাং সূরা ফাতিহা ও কুরআন পৃথক বিষয়। যেমন ভূমিকা মূল গ্রন্থ থেকে পৃথক। এটি কুরআনের ভূমিকা। ভূমিকা যেমন একটি গ্রন্থের অধ্যায় হতে পারে কিন্তু মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা। আর 'ফাতিহা' অর্থও ভূমিকা। অতএব ক্বিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) পরিষ্কারভাবে দাবী করেছেন।[৯১৩] অনুরূপ ইবনুল মুনযিরও বলেছেন।[৯১৪]

(খ) যোহর ও আছরের ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, ইমামের আগেই যদি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পড়া হয়ে যায়, তাহলে ইমামের অনুসরণ করা হবে না। তাছাড়া 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইয়ে কোন প্রমাণ ছাড়াই জোরপূর্বক লেখা হয়েছে, فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا

---

৯১০. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১, তাহক্বীক্ব আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ।

৯১১. নাজম ৩-৪; আবুদাঊদ হা/১৪৫।

৯১২. মির'আতুল মাফাতীহ ৩/১২৫ পৃঃ।

৯১৩. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله لا يقرأن إلا بأم الكتاب وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جملة وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ثم قال في أحاديث أخرى إلا المقبرة وما استثناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه ।

৯১৪. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব ৪/২২৪ পৃঃ হা/১২৭১-এর আলোচনা দ্রঃ- خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب وكذلك تأويل قوله وإذا قرأ فأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب واحتج بعضهم بحديث عبادة وبأخبار رويت عن الصحابة ।

'শব্দ দুটি সুস্পষ্টভাবে একথার প্রমাণ করে যে, যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে কিরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদীর কর্তব্য হচ্ছে, সে মনোযোগের সাথে উক্ত কিরাত শ্রবণ করবে। আর (দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ وَأَنْـــصِتُوْا (নীরব থাকবে) বলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,) যদি ইমাম নিম্ন আওয়াজেও কিরাত পড়ে তাহলেও মুক্তাগীন (মুক্তাদীগণ) নীরবই থাকবে, কিছুই পড়বে না'।[৯১৫]

পর্যালোচনা : সুধী পাঠক! কিভাবে উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয়া হল তা কি লক্ষ্য করেছেন? মনে হচ্ছে, আয়াতটি লেখকের উপরই নাযিল হয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। তা না হলে কুরআনের ব্যাখ্যা এভাবে কেউ দিতে পারেন? যেখানে শর্ত করা হয়েছে, কুরআন যখন তেলাওয়াত করা হবে তখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে। এর মধ্যে কিভাবে যোহর ও আছর ছালাত অন্তর্ভুক্ত হল? মূল কারণ হল, এই অপব্যাখ্যা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন উপায় নেই। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা তো পড়বেই তার সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারে। উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْــفَ الإِمَـــامِ فِـــى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম। আর পরের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম।[৯১৬]

ইমামের অনুসরণের যে দাবী করা হয়েছে, তাও অযৌক্তিক। কারণ রুকূ, সিজদা, তাশাহ্হুদ, দরূদ, দু'আ মাছূরাহ সবই ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে প্রত্যেক ছালাতে পড়ে থাকে। সে ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন আসে না যে, ইমাম আগে পড়লেন, না মুক্তাদী আগে পড়লেন। সমস্যা শুধু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে। আরো দুঃখজনক হল, ফজর, মাগরিব কিংবা এশার ছালাতের ক্বিরাআত চলাকালীন একজন মুক্তাদী ছালাতে শরীক হয়ে প্রথমে নিয়ত বলে, তারপর জায়নামাযের দু'আ পড়ে অতঃপর তাকবীর দিয়ে ছানা পড়ে থাকে। অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। তাহলে সূরা ফাতিহা কী অপরাধ করল? ক্বিরাআত অবস্থায় যদি সূরা ফাতিহা না পড়া যায় তাহলে উদ্ভট নিয়ত, জায়নামাযের ভিত্তিহীন দু'আ ও ছানা পড়ার দলীল কোথায় পাওয়া গেল?

---

৯১৫. ঐ, পৃঃ ২৬০-২৬১।

৯১৬. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।

অতএব যারা কোন ছালাতেই, কোন রাক‘আতেই সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয মনে করে না, তাদের জন্য উক্ত আয়াতে কোন দলীল নেই। তাদের দাবী কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট, মনগড়া ও অযৌক্তিক।

(দুই) শুধু জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। অনেক শীর্ষ বিদ্বান এই দাবী করেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়টিকে ‘মানসূখ’ বলেছেন।[৯১৭] সেই সাথে অনেক আছারকেও বিশুদ্ধ বলেছেন।[৯১৮] দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছ পেশ করা হয়েছে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জেহরী ছালাতের সালাম ফিরিয়ে বললেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ ক্বিরাআত পড়ল কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি পড়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। উক্ত কথা শুনার পর লোকেরা জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত পড়া হতে বিরত থাকল।[৯১৯] আরেকটি হাদীছ পেশ করা হয়-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর দিবেন, তখন তোমরা তাকবীর দাও আর যখন তিনি ক্বিরাআত পড়েন তখন চুপ থাক।[৯২০]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِىْ شَىْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) فَلَمْ يَسْجُدْ.

আত্বা ইবনু ইয়াসার একদা যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ)-কে ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, কোন কিছুতে ইমামের সাথে ক্বিরাআত নেই। রাবী ধারণা করেন যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সূরা নাজম পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিজদা করেননি।[৯২১]

---

৯১৭. ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৯৮।
৯১৮. দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২।
৯১৯. আবুদাঊদ হা/৮২৬, ১/১২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১২, ১/৭১ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯১৯।
৯২০. আবুদাঊদ হা/৬০৪, ১/৮৯ পৃঃ, ও হা/৯৭৩, ১/১৪০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯২১-৯২২; মিশকাত হা/৮২৭ ও ৮৫৭।
৯২১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৬, ১/২১৫ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১।

পর্যালোচনা : (ক) উক্ত দলীলগুলোর প্রথমটিতে এসেছে, 'লোকেরা ক্বিরাআত পড়া বন্ধ করে দিল'। উক্ত অংশ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী প্রতিবাদ করেছেন যে, উক্ত অংশ যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত।[৯২২] ইবনু হাজার আসক্বালানীও একই মত ব্যক্ত করেছেন।[৯২৩] যা আমরা যঈফ হাদীছের ধারাবাহিকতায় প্রথমে উল্লেখ করেছি। সুতরাং যে বর্ণনা নিয়ে শুরু থেকেই মতানৈক্য রয়েছে, তাকে শক্তিশালী দলীল হিসাবে কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

(খ) দ্বিতীয় হাদীছে বলা হয়েছে, 'যখন ক্বিরাআত করবেন তখন তোমরা চুপ থাক'। এই অংশটুকু নিয়েও মুহাদ্দিছগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবুদাঊদ হাদীছটি দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয় স্থানেই প্রতিবাদ করেছেন।[৯২৪] যদিও ইমাম মুসলিম ছহীহ বলেছেন।[৯২৫] তবে মতবিরোধ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত' এই বর্ণনাটিও পেশ করা হয়। যদিও মুহাদ্দিছগণের প্রায় সকলেই যঈফ বলেছেন।[৯২৬]

(গ) উক্ত হাদীছগুলো ত্রুটিমুক্ত হিসাবে গ্রহণ করে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন্ ক্বিরাআত পড়ার সময় চুপ থাকতে হবে? ছালাতে কোন্ ক্বিরাআত পাঠ করা সমস্যা? রাসূল (ছাঃ) যে ক্বিরাআতের প্রতিবাদ করেছিলেন, তা কি সূরা ফাতিহা ছিল, না অন্য সূরা ছিল? উক্ত হাদীছে তা উল্লেখ নেই। এর জবাব কী হবে। এরপর আরেকটি বিষয় হল, শুধু কি জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত পড়লেই সমস্যা হয়, না সেরী ছালাতেও সমস্যা হয়? নিম্নের হাদীছটি কী সাক্ষ্য দেয়?

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ قَالُوْا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

---

৯২২. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম হা/৬৮, পৃঃ ৭১; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৮।
৯২৩. ঐ, তালখীছুল হাবীর, ১/২৪৬।
৯২৪. আবুদাঊদ হা/৬০৪, ১/৮৯ পৃঃ, ও হা/৯৭৩, ১/১৪০ পৃঃ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهَمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِى خَالِد ।
৯২৫. মুসলিম হা/৯৩২।
৯২৬. ইবনু মাজাহ হা/৮৫০; ফাৎহুল বারী হা/৭৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ২/২৮৩ পৃঃ। ইমাম বুখারী বলেন, هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه -জুযউল ক্বিরাআত, পৃঃ ২০।

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা যোহরের ছালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে তার পিছনে সূরা আ'লা পাঠ করল। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের কে তেলাওয়াত করল? তারা বলল, অমুক ব্যক্তি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, তোমাদের কেউ আমাকে এর দ্বারা বিরক্ত করল।[৯২৭]

সুধী পাঠক! ক্বিরাআত পড়া যদি সমস্যা হয় তবে নীরবে পঠিত ছালাতেও সমস্যা হতে পারে। তখন যোহর ও আছরেও সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। কারণ উক্ত ছালাত যোহরের ছালাত ছিল। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে ছাহাবায়ে কেরাম সূরা ফাতিহা তো পড়তেনই ইমামের পিছনে অন্য সূরাও পাঠ করতেন।[৯২৮] মূল কথা তো এটাই যে, মুক্তাদীর সরবে ক্বিরাআত জেহরী ছালাতের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সের্রী ছালাতের জন্যও ক্ষতিকর। কিন্তু চুপে চুপে পড়লে কোন সমস্যা নেই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত ছাহাবী নিঃসন্দেহে সূরা ফাতিহা না পড়ে সূরা আ'লা পড়েননি। তাহলে হাদীছে সূরা ফাতিহার কথা উল্লেখ না করে শুধু সূরা আ'লা পড়াকে দোষারোপ করা হল কেন? সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা ফাতিহা পড়ায় কোন দোষ নেই। তাই ক্বিরাআত বলতে যে সূরা ফাতিহা নয় তা পরিষ্কার। বরং অন্য সূরা পাঠ করা নিষেধ।

তাছাড়া যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) থেকে যে আছার বর্ণিত হয়েছে, সেখান থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ক্বিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম নববী বলেন, 'যায়েদের কথাই প্রমাণ বহন করে যে, সেটা সূরা ফাতিহার পরের সূরা যা জেহরী ছালাতে পড়া হয়'।[৯২৯] তাছাড়া নিম্নের হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, জেহরী ছালাতেও সূরা ফাতিহা পড়া যাবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ

---

৯২৭. আবুদাঊদ হা/৮২৮, ১/১২০ পৃঃ, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম; ইরওয়া হা/৩৩২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৯২৮. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।

৯২৯. ছহীহ মুসলিম শরহে নববীসহ হা/১৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ ১/২১৫- ان قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية فان المأموم لا يشرع له قراءتها وهذا التأويل متعين ।

করতাম। আর পরের দুই রাক‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম।[৯৩০] নিঃসন্দেহে উক্ত হাদীছটির মুখ্য বিষয় হল, ইমামের পিছনে অন্য সূরা পাঠ করা। অর্থাৎ জেহরী ছালাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হত। তবে যোহর ও আছর ছালাতে অন্য সূরাও পড়া হত।

(তিন) জেহরী ছালাতে চুপে চুপে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করলে সমস্যা নেই।

পর্যালোচনা : উক্ত দাবীই যথার্থ এবং এর পক্ষেই ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَتَقْرَؤُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوْا فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন তাদের দিকে মুখ করলেন। অতঃপর বললেন, ইমাম ক্বিরাআত করা অবস্থায় তোমরা কি তোমাদের ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করলে? তারা চুপ থাকলেন। এভাবে তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাদের একজন বা সকলে বললেন, হ্যাঁ আমরা পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি কর না। নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ লিগায়রিহী।[৯৩১] মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ।[৯৩২]

উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে বর্ণিত যে সমস্ত হাদীছকে আলবানী ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, সেগুলোর থেকে এই হাদীছের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেটা হল, এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ) চুপে চুপে পড়ার কথা বলেছেন। এছাড়াও নিম্নের দুইটি হাদীছও তাই প্রমাণ করে-

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ.

---

৯৩০. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।

৯৩১. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১ তাহক্বীক্ব আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫।

৯৩২. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১।

ইয়াযীদ ইবনু শারীক একদা ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হৌন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করি।[৯৩৩]

فَقِيْلَ لأَبِىْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি। তখন কী করব? তিনি বললেন, চুপে চুপে পড়।[৯৩৪] এছাড়া জনৈক যুবককে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ছালাতে কী পড়? উত্তরে সে বলেছিল, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাই আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাই। এটা মু'আয (রাঃ)-এর ইমামতির ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়।[৯৩৫]

ওমর, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী যদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা বলেন, তবে মানসূখ হওয়ার বিষয়টি কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? অতএব জেহরী হোক বা সের্রী হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা হল, 'সূরাতুল ফাতিহা'। আর এর মৌলিক আবেদন হল, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন'। এই মৌলিক প্রার্থনা হতে যে মুছল্লী বঞ্চিত হয় তার মত হতভাগা আর কে হতে পারে? এছাড়া উক্ত সূরার মাধ্যমে মুছল্লীরা প্রতিনিয়ত ইহুদী-খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে এবং দু'আ কবুলের জন্য শেষে উচ্চকণ্ঠে 'আমীন' বলে। আর এই আমীনের শব্দ শুনে ইহুদীরা সবচেয়ে বেশী হিংসা করে। কিন্তু দুঃখজনক হল, লক্ষ লক্ষ মুছল্লী এক সঙ্গে ছালাত আদায় করছে অথচ ইমাম ব্যতীত কোন মুছল্লী কোন রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। শেষে উচ্চকণ্ঠে আমীনও বলে না। তারা ছালাতের ভিতরে উক্ত প্রার্থনা পরিত্যাগ করলেও ছালাতের পরে প্রচলিত বিদ'আতী মুনাজাত ছাড়তে চায় না। অন্যদিকে সূরা ফাতিহা পাঠের বিরুদ্ধে অসংখ্য

---

৯৩৩. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৯৩৪. ছহীহ মুসলিম হা/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭৯৩, ১/১১৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৯৩৫. আবুদাঊদ হা/৭৯৩, ১/১১৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

জাল ও বানোয়াট বর্ণনা তৈরি করে মুছল্লীদেরকে প্রকৃত সত্যের আড়ালে রাখা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের শিকড় কি তাহলে এত গভীরে! আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(৪) নীরবে আমীন বলা :

সুন্নাত হল সরবে আমীন বলা। নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে কয়টি বর্ণনা এসেছে, তার সবই যঈফ ও জাল।

(أ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ.

(ক) আলক্বামা ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেন। যখন তিনি ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালাযযা-ল্লিন’ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আমীন বললেন। তিনি আওয়ায করলেন নিম্নস্বরে।[৯৩৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ حَدِيْثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِيْ هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِيْ مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ানের হাদীছ শু‘বার হাদীছের চেয়ে অধিকতর ছহীহ। এই হাদীছে শু‘বা অনেক জায়গায় ভুল করেছে। সে বর্ণনা করেছে হুজর আবুল আনবাস থেকে। অথচ তিনি হলেন, হুজর বিন আনবাস। তার উপাধি আবু সাকান। সে বৃদ্ধি করেছে আলক্বামা বিন ওয়ায়েল। অথচ তাতে আলক্বামা নেই। মূলত তা হবে ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে হুজর বিন আনবাস। এছাড়া সে বলেছে, ‘তিনি নিম্নস্বরে বলেন’। অথচ তা হবে ‘তিনি তার স্বর উচ্চ করেন’।[৯৩৭] ইমাম তিরমিযী আরো বলেন, سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ حَدِيْثُ

---

৯৩৬. তিরমিযী ১/৫৮, হা/২৪৮-এর শেষাংশ।
৯৩৭. তিরমিযী ১/৫৮ পৃঃ।

سُفْيَانَ فِيْ هَذَا أَصَحُّ مِــنْ حَــدِيْث شُــعْبَةَ 'এই হাদীছ সম্পর্কে আমি আবু যুর'আকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, শু'বার হাদীছের চেয়ে সুফিয়ান বর্ণিত হাদীছ অধিকতর ছহীহ।[৯৩৮]

(ب) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَــيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' তেলাওয়াত করতেন, তখন এমনভাবে 'আমীন' বলতেন, যাতে প্রথম কাতারে যারা নিকটে থাকত তারা তা শুনতে পেত।[৯৩৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে বাশার বিন রাফে' ও আবু আব্দুল্লাহ নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে।[৯৪০] তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে।[৯৪১]

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈর নামে কিছু আছার বর্ণিত হয়েছে, যা বাজারে প্রচলিত 'নামায শিক্ষা' পুস্তকগুলোতে পাওয়া যায়।[৯৪২] সেগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। কারণ সেগুলোর কোনটিই ছহীহ নয়। আমাদেরকে ছহীহ বর্ণনার সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

জোরে আমীন বলার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

সরবে আমীন বলার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

(١) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الــضَّالِّيْنَ قَــالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

---

৯৩৮. তিরমিযী ১/৫৮ পৃঃ, হা/২৪৮-এর শেষাংশ।
৯৩৯. আবুদাঊদ হা/৯৩৪।
৯৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫২।
৯৪১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৫৫৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫২-এর আলোচনা দ্রঃ- فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا ولا أعلم الآن أثرا يخــالف ذلــك والله أعلم ।
৯৪২. ত্বাহাবী ১/৯৯ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/৮৭; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৮৯৪১, ২/৫৩৬; মাজমাউয যাওয়েদ ১/১৮৫ পৃঃ; কানযুল উম্মাল ৪/২৪৯; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩১৯।

(১) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' বলতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। তিনি আমীনের আওয়াযটা জোরে করতেন।[৯৪৩]

(٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

(২) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' বলতেন তখন তাকে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি আমীনের আওয়ায জোরে করতেন।[৯৪৪] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

وَبِهِ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِيْنِ وَلَا يُخْفِيْهَا وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

'রাসূলের ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তী মুহাদ্দিছগণের সকলেই এই কথা বলেছেন যে, মুছল্লী আমীন জোরে বলবে, নীরবে নয়। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব এ কথাই বলেছেন'।[৯৪৫]

(٣) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَهَرَ بِآمِيْنَ.

(৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) জোরে আমীন বলেন।[৯৪৬]

(٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ آمِيْنَ.

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম যখন আমীন বলবেন, তখন তোমরা আমীন বল। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের

---

৯৪৩. আবুদাঊদ হা/৯৩২, ১/১৩৪-১৩৫ পৃঃ।
৯৪৪. তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭-৫৮ পৃঃ।
৯৪৫. তিরমিযী ১/৫৭-৫৮ পৃঃ।
৯৪৬. আবুদাঊদ হা/৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ইবনু শিহাব বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমীন বলতেন।[৯৪৭]

(৫) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম যখন ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন’ বলবেন, তখন তোমরা ‘আমীন’ বল। কারণ যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে’।[৯৪৮] অন্য হাদীছে এসেছে, তোমরা আমীন বল আল্লাহ তোমাদের দু‘আ কবুল করবেন।[৯৪৯] অন্য বর্ণনায় আছে, ক্বারী যখন আমীন বলবেন, তখন তোমরা ‘আমীন’ বল।[৯৫০]

ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করে বলেন, بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِيْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ آمِيْنَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً... ‘ইমামের উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা অনুচ্ছেদ। আত্বা বলেন, আমীন হল দু‘আ। ইবনু যুবাইর এবং তার পিছনের মুছল্লীরা এমন জোরে আমীন বলতেন, যাতে মসজিদ বেজে উঠত..’। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُوْمِ بِالتَّأْمِيْنِ ‘মুক্তাদীর উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা অনুচ্ছেদ’।[৯৫১]

জ্ঞাতব্য : অনেকে দাবী করেন, উক্ত হাদীছগুলোতে আমীন জোরে বলার কথা নেই। অথচ হাদীছে বলা হয়েছে ‘যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বল’। তাহলে ইমাম ‘আমীন’ জোরে না বললে মুক্তাদীরা কিভাবে বুঝতে পারবে এবং কখন আমীন বলবে? তাছাড়া মুছল্লীদের আমীনের সাথে ফেরেশতাদের আমীন কিভাবে মিলবে? অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৯৪৭. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাঊদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬।

৯৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৭৮২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭-৮।

৯৪৯. আবুদাঊদ হা/৯৭২, ১/১৪০ পৃঃ إذا قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالّين) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ يُجِبْكُم اللهُ।

৯৫০. বুখারী হা/৬৪০২, ২/৯৪৭ পৃঃ।

৯৫১. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭-৮, হা/৭৮০, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ)-এর অনুচ্ছেদ।

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা 'সালাম' ও 'আমীন' বলার কারণে ইহুদীরা তোমাদের সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করে'।[৯৫২]

ইহুদীরা যদি আমীন না শুনতে পায় তাহলে তারা শত্রুতা করবে কিভাবে? অতএব উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার সুন্নাত গ্রহণ করাই হবে প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হল, এতগুলো হাদীছ থাকা সত্ত্বেও 'হেদায়া' কিতাবে বলা হয়েছে, মুক্তাদীরা নিম্নস্বরে 'আমীন' বলবে'।[৯৫৩] এটাই মাযহাবী শিক্ষা। এছাড়াও 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইটিতে নানা কৌশল ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।[৯৫৪]

অনুরূপভাবে আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী প্রণীত, রুহুল্লাহ নোমানী অনূদিত এবং আল-মাকবাতুতু (আল-মাকতাবাতুত) তাওফিকিয়্যাহ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রকাশিত 'আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' নামে পুস্তকে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার সুন্নাতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ আমীন আস্তে বলেন তাই আমীন আস্তে বলার দাবী করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আমীন জোরে না বললে মুক্তাদীরা যে শুনতে পাবে না এবং ইমামের সাথে আমীন বলতে পারবে না, তা লেখক বুঝেননি। তাছাড়া যঈফ হাদীছ উল্লেখ করে গলাবাজি করেছেন এবং ছহীহ হাদীছগুলোকে গোপন করে পাঠকদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন। *আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ, পৃঃ ৮৫-৮৭। কথিত মাযহাবী সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে লেখক এভাবে মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ *(বাক্বারাহ ৬৫; মায়েদাহ ৬০)*।

উল্লেখ্য যে, 'আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' বইটিতে প্রথমে ১২টি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত ১২টি মাসআলার মধ্যে অধিকাংশই ছালাত সংক্রান্ত, যা অত্র বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে মাসআলা বর্ণনা করা লেখকের মূল লক্ষ্য নয়; বরং অসত্য কথা বলে গালিগালাজ করা ও পাঠকদেরকে প্রতারণার ফাঁদে আটকানোই মূল উদ্দেশ্য। বইটির শেষে আহলেহাদীছগণের প্রতি ১০০টি প্রশ্ন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৬টি প্রশ্নই

---

৯৫২. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯১।
৯৫৩. হেদায়া ১/১০৫ পৃঃ।
৯৫৪. ঐ, পৃঃ ২৯৭-৩১২।

তাকলীদ সংক্রান্ত, যার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু তারা অবগত নয় যে, আহলেহাদীছগণ কখনো বাজে কাজে সময় নষ্ট করেন না। তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শিরক, বিদ'আত ও নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন, যা তাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য *(মুসলিম হা/৫০৫৯; আহমাদ হা/৪১৪২)*। উক্ত লেখক ও অনুবাদক রূপকথার গল্প শুনিয়ে এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে চেয়েছেন। যেন কুরআন-হাদীছ তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করার জন্য টেন্ডার ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের চাকচিক্যময় কথা বলে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা যে ইবলীস শয়তানের স্বভাব, তা হয়ত তারা ভুলে গেছেন *(আন'আম ১১২-১১৩)*। আমরা আশা করি, হক্ব পিয়াসী মুমিনকে যখন শয়তান বিপথগামী করতে পারে না, তখন তল্পীবাহক মাযহাবী এজেন্টরাও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞাতব্য : অনেক মসজিদে ইমাম 'আমীন' বলার পূর্বেই মুক্তাদীরা আমীন বলে থাকে। অনুরূপ ইমাম 'য-ল্লীন' বলার পর ওয়াক্ফ না করেই একই সঙ্গে 'আমীন' বলে দেন। কোনটিই সঠিক নয়। বরং ইমাম ওয়াক্ফ করবেন।[৯৫৫] অতঃপর ইমাম আমীন বলা শুরু করলে মুক্তাদীরাও একই সঙ্গে আমীন বলবে। যাতে করে ইমাম-মুক্তাদীর আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন এক সঙ্গে হয়। অন্যথা আমীন বলার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।[৯৫৬] আরো উল্লেখ্য যে, কোন কোন মসজিদে ইমামের আমীন বলা শেষ হলে তারপর মুক্তাদীরা আমীন বলে। এটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

(৫) সূরা ফাতিহা শেষে তিনবার আমীন বলা :

অনেক স্থানে ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষ করে তিনবার আমীন বলার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু উক্ত মর্মে যে দু'একটি বর্ণনা পাওয়া যায় তা যঈফ।

(أ) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ دَخَـلَ فِـى الصَّلاَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ آمِيْنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(ক) আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়েল তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতে প্রবেশ করতে দেখেছি। যখন তিনি সূরা ফাতিহা শেষ করতেন, তখন তিনবার আমীন বলতেন।[৯৫৭]

৯৫৫. তাফসীরে কুরতুবী ১/১২৭ পৃঃ।
৯৫৬. ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৭৮ পৃঃ।
৯৫৭. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১৭৫০৭।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু ইসহাক্ব ও সা'দ ইবনু ছালত নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে।[৯৫৮]

(ب) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِيْنَ فَأَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ آمِيْنَ.

(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের 'আমীন' বলার প্রতি যত হিংসা করে অন্য কোন বিষয়ে তত হিংসা করে না। সুতরাং তোমরা বেশী বেশী 'আমীন' বল।[৯৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে ত্বালহা ইবনু আমর আল-হাযরামী নামে একজন যঈফ রাবী আছে।[৯৬০]

অতএব ছালাতে একবারই আমীন বলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম একবারই আমীন বলতেন।[৯৬১]

(৬) সূরা ফাতিহার পর সাকতা করা :

জেহরী ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ইমামের সাকতা করা সুন্নাত। কারণ এই সময় 'বাইদ বায়নী..' পড়তে হয়।[৯৬২] কিন্তু সূরা ফাতিহার পর কিংবা ক্বিরাআত শেষে সাকতা করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো যঈফ।

(أ) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَان حَفظْتُهُمَا عَنْ رَسُول الله ﷺ فَأَنْكَرَ ذَلكَ عِمْـرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَالَ حَفظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَة فَكَتَبَ أُبَـيٌّ أَنْ حَفظَ سَمُرَةُ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لقَتَادَةَ مَا هَاتَان السَّكْتَتَان قَالَ إِذَا دَخَلَ فـي صَلَاته وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ (ولا الضالين)..

(ক) সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে দুইটি সাকতা মুখস্থ করেছি। কিন্তু ইমরান বিন হুছাইন এর বিরোধিতা করে বললেন, আমি একটি সাকতা মুখস্থ করেছি। তখন আমরা মদীনায় উবাই ইবনু কা'বের কাছে লিখে জানতে চাইলাম। অতঃপর তিনি লিখলেন যে, সামুরা সঠিকটা মুখস্থ

৯৫৮. তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ৩৯৩।
৯৫৯. ইবনু মাজাহ হা/৮৫৭; যঈফ তারগীব হা/২৭০।
৯৬০. হাশিয়া সিন্দী ২/২৪৭ পৃঃ।
৯৬১. ছহীহ বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭; ছহীহ মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬।
৯৬২. বুখারী হা/৭৪৪; মিশকাত হা/৮১২।

করেছে। সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদাকে বললাম, কোথায় সাকতা করতে হবে? তিনি বললেন, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন এবং যখন ক্বিরাআত শেষ করতেন। অতঃপর বলেন, যখন গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' বলতেন।[৯৬৩]

(ب) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْهِ قَالَ سَعِيْدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَان السَّكْتَتَان قَالَ إِذَا دَخَلَ فِىْ صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ).

(খ) হাসান থেকে বর্ণিত, সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে দু'টি সাকতা আয়ত্ব করেছি। সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদা (রাঃ)-কে বললাম, কোন্ দু'টি সাকতা? তিনি বললেন, যখন রাসূল (ছাঃ) ছালাত শুরু করতেন এবং যখন ক্বিরাআত শেষ করতেন। অতঃপর বলেন, যখন গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' বলতেন।[৯৬৪]

(ج) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلاَةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوْا فِىْ ذَلِكَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ إِلَى أُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ.

(গ) হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সামুরা (রাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে দুইটি সাকতা আমি সংরক্ষণ করেছি। একটি হল, যখন ইমাম তাকবীর দেয় তখন থেকে ক্বিরাআত পাঠ করা পর্যন্ত। অন্যটি হল, রুকূর সময় যখন সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়া ইমাম শেষ করেন। ইমরান ইবনু হুছাইন তার এই বর্ণনা অস্বীকার করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তারা এ বিষয়টি লিখে উবাই (রাঃ) বরাবর লিখে মাদীনায় পাঠালেন। তারপর তিনি সামুরা (রাঃ)-কে সত্যায়ন করলেন।[৯৬৫]

(د) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا.

---

৯৬৩. তিরমিযী হা/২৫১; আবুদাঊদ হা/৭৭৯ ও ৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/৮৪৪।
৯৬৪. আবুদাঊদ হা/৭৮০।
৯৬৫. আবুদাঊদ হা/৭৭৭; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৫।

(ঘ) হাসান থেকে বর্ণিত, সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দুইটি সাকতা করতেন। যখন ছালাত শুরু করতেন এবং যখন সমস্ত ক্বিরাআত পড়া শেষ করতেন।[৯৬৬]

তাহক্বীক্ব : উপরিউক্ত চারটি বর্ণনাই যঈফ। উক্ত সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ হাসান বাছরী সামুরা থেকে উক্ত হাদীছ শ্রবণ করেননি।[৯৬৭] তাছাড়া প্রথম দু'টি বর্ণনাতে বলা হয়েছে, ছালাতের শুরুতে এবং সূরা ফাতিহা শেষ করে 'সাকতা' করতেন। আর পরের দু'টি বর্ণনায় এসেছে, ছালাতের শুরুতে এবং ক্বিরাআত শেষে রুকূর পূর্বে সাকতা করতেন। একই রাবী থেকে এধরনের বিরোধপূর্ণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য কেউ কতিপয় 'মুতাসাহিল' বা শিথিলতা প্রদর্শনকারী মুহাদ্দিছ এবং মুহাদ্দিছ নন এমন কিছু ব্যক্তির উদ্ধৃতি পেশ করার চেষ্টা করে থাকেন। অথচ তাদের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়- যদি তাদের মন্তব্যের সাথে পূর্বের হক্বপন্থী প্রকৃত মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য না মিলে।[৯৬৮] অতএব সাকতার হাদীছের ব্যাপারে শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া আলবানীর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে উক্ত বর্ণনাগুলোকে বিশুদ্ধ বলাও উচিত নয়। কারণ তিনি সব শেষে উক্ত বর্ণনাগুলোকে যঈফ হাদীছের মধ্যে শামিল করেছেন। উল্লেখ্য যে, আলবানী (রহঃ) রুকূর পূর্বের সাকতাকে শর্ত সাপেক্ষে সঠিক বলতে চেয়েছেন এবং ইবনু তায়মিয়া এবং ইবনু ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।[৯৬৯] কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উক্ত বর্ণনাকেও তিনি যঈফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৯৭০] তাছাড় এটা সূরা ফাতিহা পড়ার সাকতা নয়; বরং ক্বিরাআত ও রুকূর তাকবীর থেকে পৃথক করার জন্য সামান্য সাকতা।[৯৭১] তাই আলবানীর নাম উল্লেখ করেও কোন লাভ নেই।

(৫) قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوْا فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ.

---

৯৬৬. আবুদাঊদ হা/৭৭৮; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৬।
৯৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৭৭-৭৮০; ইরওয়া হা/৫০৫; মিশকাত হা/৮১৮।
৯৬৮. দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৪৬; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৭৩।
৯৬৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা, ২/২৬ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৮১৮, ১/২৫৯ পৃঃ, 'তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বিরাআত পড়া' অনুচ্ছেদ।
৯৭০. যঈফ তিরমিযী হা/২৫১; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৫ ও ১৩৬, ১৩৮।
৯৭১. দ্রষ্টব্য : তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭২ পৃঃ।

(ঙ) আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বলেন, ইমামের জন্য দুইটি সাকতা রয়েছে। তোমরা দুই সাকতার মাঝে ক্বিরাআত পড়াকে গণীমত মনে করো।[৯৭২]

তাহক্বীক্ব : মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। বক্তব্যটি তাবেঈ বিদ্বান আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ-এর নিজস্ব। শায়খ আলবানী বলেন, আবু সালামা পর্যন্ত সনদ ‘হাসান’। কিন্তু ‘বক্তব্যটি রাসূলের মারফূ’ হাদীছ হওয়ার কোন ভিত্তি নেই’। বরং উক্তিটি আবু সালামা পর্যন্ত হওয়ার কারণে মাক্বতূ। আর যদি এটাকে মারফূ ধরে নেওয়া হয়, তবে আবু সালামা ‘মুরসাল’ তাবেঈ হওয়ার কারণে হাদীছটি যঈফ।[৯৭৩]

(و) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

(চ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয ছালাত আদায় করবে, সে যেন ইমামের সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা শেষে আসবে, তার জন্য উহা যথেষ্ট হবে।[৯৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে ইবনু উমাইর নামে একজন মুনকার রাবী আছে। তাকে কেউ পরিত্যক্তও বলেছেন।[৯৭৫]

(ز) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ.

(ছ) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তুমি ইমামের সাথে থাকবে, তখন তুমি আগেই সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে, যখন তিনি চুপ থাকেন।[৯৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদেও ইবনু উমাইর নামে একজন মুনকার রাবী আছে। তাকে কেউ পরিত্যক্তও বলেছেন।[৯৭৭]

---

৯৭২. বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৯৬৭।
৯৭৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬, ২/২৪ পৃঃ।
৯৭৪. দারাকুৎনী হা/১২২২ ও ১২৩৬।
৯৭৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯১।
৯৭৬. বায়হাক্বী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম হা/১৩৯।
৯৭৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২।

ইবনু তায়মিয়া ও আলবানীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা :

দাবী করা হয়েছে যে, ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, ছানা পড়াকালীন সাকতায় সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। অথচ তিনি ইমামের সাকতা করার সময় সূরা ফাতিহা পড়ার যেমন বিরোধী, তেমনি জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ারও বিরোধী। সম্পূর্ণ আলোচনা না পড়েই কিংবা কিতাব না দেখেই উক্ত দাবী করা হয়েছে।[৯৭৮] অনুরূপ ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইমামের সাকতা করা এবং সে সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' মর্মে তিনি যে আলোচনা পূর্বে করেছেন, তা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সাথে সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। উক্ত দাবীও সঠিক নয়। কারণ উক্ত অংশ যে বই থেকে নেয়া হয়েছে তা মূল বই নয়। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার সূচী মাত্র।[৯৭৯] অথচ এর ৭ বছর পর প্রকাশিত তাঁর মূল বইয়ে তিনি ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়াকে 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলেছেন।[৯৮০] তার এই মতই প্রসিদ্ধ। সাকতার তো কোন কথাই নেই।

অতএব জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য সাকতা করার কোন ছহীহ দলীল নেই। সমাজে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে তা ত্রুটিপূর্ণ। তাই ইমামের সাথে চুপে চুপে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত আলোচনা দ্রঃ। মূলতঃ একটি সাকতাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হল- তাকবীরে তাহরীমার পর, ক্বিরাআতের পূর্বে। রাসূল (ছাঃ) এরপর সাকতা করলে ছাহাবীরা জিজ্ঞেস করতেন, যেমন ঐ সাকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন।[৯৮১] অতএব এই ত্রুটিপূর্ণ ও সন্দেহ জনক বিষয় নিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। তাছাড় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানীসহ প্রমুখ বিদ্বান মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার জন্য ইমামের সাকতা করার আমলকে 'বিদ'আত' বলেছেন।[৯৮২]

---

৯৭৮. দেখুনঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ২৩/৩১৩-৩১৬ পৃঃ।

৯৭৯. তালখীছ ছিফাতু ছালাতিন নাবী (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১৮।

৯৮০. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), পৃঃ ৯৮।

৯৮১. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭, ৩/২৬ পৃঃ।

৯৮২. তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৮৭; দ্রঃ সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা- لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة مع أن ذلك لوكان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة।

(৭) জেহরী ছালাতে 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' সরবে পড়া :

অনেক মসজিদে উক্ত আমল দেখা যায়। ঐ সমস্ত ইমামদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছালেও কোন গুরুত্ব দেন না। এটা গোঁড়ামী মাত্র। কারণ 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' নীরবেই পড়তে হবে। 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলার পক্ষে যে বর্ণনা রয়েছে তা যঈফ। আর 'আঊযুবিল্লাহ' জোরে বলার কোন দলীলই নেই।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِيْنَة صَلاَةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة فَلَمْ يَقْرَأْ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّورَةِ الَّتِى بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوِى حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَان يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلاَةَ أَمْ نَسِيْتَ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ قَرَأَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِى بَعْدَهَا..

একদা মু'আবিয়া (রাঃ) মদীনার মসজিদে এশার ছালাতের ইমামতি করেন। সেখানে তিনি সরবে ক্বিরাআত করেন। কিন্তু 'সূরা ফাতিহার সাথে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' পড়লেন না। এরপর অন্য সূরা পাঠ করার সময়ও 'বিসমিল্লাহ' পড়লেন না। যখন রুকূতে গেলেন তখন তাকবীরও দিলেন না। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বিভিন্ন দিক থেকে আনছার ও মুহাজির ছাহাবীরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছালাত চুরি করলেন না ভুলে গেলেন? তারপর থেকে তিনি আর কখনো সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার সাথে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছাড়েননি অর্থাৎ সরবে পড়েছেন।[৯৮৩]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী উক্ত আছার বর্ণনা করেই তাকে যঈফ বলেছেন। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর নামক যঈফ রাবী আছে।[৯৮৪] ইবনু মাঈন, নাসাঈ, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন।[৯৮৫]

'বিসমিল্লাহ' নীরবে বলার ছহীহ হাদীছ :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِـالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

৯৮৩. দারাকুৎনী হা/১১৯৯ ও ১২০০।
৯৮৪. দারাকুৎনী হা/১১৯৯ ও ১২০০।
৯৮৫. নাছবুর রাইয়াহ ১/৩৫৩ পৃঃ।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) 'আল-হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন' দ্বারা ছালাত শুরু করতেন।[৯৮৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِيْ آخِرِهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তারা 'আল-হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন' দ্বারা ছালাত শুরু করতেন। ক্বিরাআতের প্রথমে বা শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' উল্লেখ করতেন না।[৯৮৭]

(৮) ক্বিরাআতের জবাব প্রদানে ত্রুটি :

(ক) সূরা ত্বীনের শেষে 'বালা ওয়া আনা 'আলা যা-লিকা মিনাশ শা-হেদীন' বলা (খ) সূরা মুরসালাত-এর শেষে 'আ-মান্না বিল্লাহ' বলা (গ) ক্বিয়ামাহ শেষে 'বালা' বলার হাদীছ যঈফ। এর সনদে একজন রাবী আছে, যার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। শুধু তার পরিচয় বলা হয়েছে 'আরাবী'। [৯৮৮]

(ঘ) বাক্বারাহ শেষে 'আমীন' বলা যঈফ।[৯৮৯]

(ঙ) সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সকল সূরা শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলার যে বর্ণনা এসেছে তা মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য।[৯৯০]

(চ) সূরা জুম'আ শেষে 'আল্ল-হুম্মারযুক্বনা রিযক্বান হাসানাহ' বলার কোন ভিত্তি নেই। (ছ) সূরা বাণী ইসরাঈল শেষ করে 'আল্লাহু আকবার কাবীরা' বলা (জ) সূরা ওয়াক্বিয়াহ ও হাক্কাহ শেষে 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম' বলা (ঝ) মুলক শেষে 'আল্লাহু ই'য়াতীনা ওয়া হুয়া রাব্বুল আলামীন' বলার যে প্রথা চালু আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য যে, এছাড়া বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রকাশিত কুরআনের শেষে কুরআন তেলাওয়াত শেষ করার দু'আ হিসাবে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলে যে দু'আ যোগ করা হয়েছে, তার কোন ভিত্তি নেই। এই দু'আ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[৯৯১]

---

৯৮৬. ছহীহ বুখারী হা/৭৪৩; মিশকাত হা/৮২৩।
৯৮৭. ছহীহ মুসলিম হা/৯১৪, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩।
৯৮৮. আবুদাঊদ হা/৮৮৭, ১/১২৯ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৬০; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৪৫।
৯৮৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৮০৬২; তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩৭৪।
৯৯০. হাকেম হা/৫৩২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৩।
৯৯১. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৩৩০৩।

রাসূল (ছাঃ) মজলিস শেষে এবং কুরআন তেলাওয়াত শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন।[৯৯২] سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ উক্ত দু'আ বৈঠক শেষের দু'আর ন্যায়।[৯৯৩] তবে বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমানের' মধ্যে কুরআন খতমের যে লম্বা দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদীছের সনদ জাল।[৯৯৪]

যে যে সূরা ও আয়াতের জবাব দিতে হবে :

(ক) সূরা আ'লার প্রথম আয়াত পাঠ করলে বলবে سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা)।[৯৯৫]

(খ) সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষে বলবে سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফা বালা)।[৯৯৬]

(গ) সূরা রহমানের আয়াত 'ফাবি আইয়ে আ-লা-ই রাব্বিকুমা তুকায্যিবা-ন' -এর জবাবে বলবে لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (লা বিশায়ইম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকায্যিবু ফালাকাল হাম্‌দ)।[৯৯৭]

(ঘ) সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا (আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা) বলা যায়।[৯৯৮] উল্লেখ্য, হাদীছে সূরা গাশিয়া উল্লেখ নেই। রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতে এভাবে বলতেন। ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের সময় হিসাব নেয়ার কথা আসলে এটা বলা যাবে। উত্তম হল নফল ছালাতে বলা।[৯৯৯] তবে যেকোন ছালাতে শেষ তাশাহহুদে বসে দরূদের পর পড়া যাবে।[১০০০]

---

৯৯২. তিরমিযী হা/৩৪৩৩, নাসাঈ কুবরা হা/১০১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৪।

৯৯৩. নাসাঈ হা/১৩৪৪।

৯৯৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৫ ও ৬৩২২।

৯৯৫. আবুদাঊদ হা/৮৮৩, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮৫৯, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ।

৯৯৬. আবুদাঊদ হা/৮৮৪, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৯৯৭. তিরমিযী হা/৩২৯১, ২/১৬৪ পৃঃ, 'সূরা রহমানের তাফসীর' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৮৬১; ছহীহাহ হা/২১৫০।

৯৯৮. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ।

৯৯৯. আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৮৫।

১০০০. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৮৪।

(৯) ছালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করা :

অনেক মুছল্লী তার ছালাতে স্থির থাকে না। অমনোযোগী হয়ে এদিক সেদিক তাকানোর বদ অভ্যাস আছে। এটা মূলতঃ শয়তানের প্রলোভন।[১০০১] ফলে ছালাতে একাগ্রতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মুছল্লীর প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না।

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلَاتِه مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা ছালাতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকেন, যতক্ষণ সে এদিক সেদিক না তাকায়। যখন অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায়, আল্লাহ তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।[১০০২]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِى عَنْ ثَلَاثٍ وَنَهَانِى عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন এবং তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আমাকে মোরগের মত ঠোকরাতে, কুকুরের মত বসতে এবং শিয়ালের মত এদিক সেদিক তাকাতে নিষেধ করেছেন।[১০০৩] অতএব ছালাতের মধ্যে সর্বদা সিজদার স্থানে বা তার কাছাকাছি দৃষ্টি রাখবে।[১০০৪]

(১০) রুকূ থেকে উঠার পর পুনরায় হাত বাঁধা :

রুকূ হতে উঠার পর অনেকে হাত কিছুক্ষণ খাড়াভাবে ধরে রাখে। উক্ত আমলের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেউ আবার পুনরায় বুকে হাত বাঁধে। শায়খ বিন বায এবং মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) উক্ত মর্মে ফৎওয়া প্রদান করেছেন। তবে তারা শাব্দিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০০৫] কারণ উক্ত আমলের পক্ষে শাব্দিক ব্যাখ্যা ছাড়া স্পষ্ট কোন দলীল নেই। উক্ত দাবীর মূল দলীলগুলো নিম্নরূপ :

১০০১. বুখারী হা/৭৫১; মিশকাত হা/৯৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১৯, ৩/১২ পৃঃ।
১০০২. তিরমিযী হা/২৮৬৩; আবুদাঊদ হা/৮৪৩ (৯০৯); ছহীহ তারগীব হা/৫৫৪; সনদ হাসান। উল্লেখ্য যে, আলবানী প্রথমে যঈফ বলেছিলেন। পরে সাক্ষী থাকার কারণে হাসান বলেছেন; মিশকাত হা/৯৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩০, ৩/১৬ পৃঃ।
১০০৩. মুসনাদে আবী ইয়ালা, আহমাদ হা/৮০৯১; ছহীহ তারগীব হা/৫৫৫, সনদ হাসান।
১০০৪. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৭৬১; বায়হাক্বী, সনানুল কুবরা হা/১০০০৮; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৯; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৩৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ।
১০০৫. মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ১১/১৩১ পৃঃ; ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/১১৭ পৃঃ।

(أ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

(ক) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছল্লী যেন 'ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে'। আবু হাযেম বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলে আমি জানি।[১০০৬] ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى 'ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অনুচ্ছেদ'।[১০০৭]

(ب) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

(খ) আলক্বামা ইবনু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি ছালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতেন, তখন ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতেন'।[১০০৮] ইমাম নাসাঈ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلاَةِ 'ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অনুচ্ছেদ'।

(ج) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ حِيْنَ رَكَعَ ثُمَّ حِيْنَ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُهُ مُمْسِكاً يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

(গ) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর দিতেন তখন কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকূ করতেন এবং 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর আমি তাঁকে ছালাতের মধ্যে ডান দিয়ে বাম হাত ধরা অবস্থায় দেখেছি। আর যখন তিনি বসতেন তখন মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা মোট পাকাতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন।[১০০৯]

১০০৬. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)।
১০০৭. ছহীহ বুখারী ১/১০২ পৃঃ।
১০০৮. নাসাঈ হা/৮৮৭, ১/১০২ পৃঃ, 'ছালাতের শুরু' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।
১০০৯. আহমাদ হা/১৮৮৯১।

পর্যালোচনা :

মৌলিক দলীল হিসাবে উক্ত তিনটি হাদীছ পেশ করা হয়। বিশেষ করে মুসনাদে আহমাদের হাদীছটি। যদিও এ ধরনের হাদীছ আরো আছে। 'ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা' অংশটুকু দ্বারা রুকূর আগে এবং পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক অর্থ নেয়া হয়। অথচ এর উদ্দেশ্য যে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত বাঁধা তা স্পষ্ট।

(ক) ইমাম বুখারী (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছালাতের ধারাবাহিক বর্ণনায় এভাবেই উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছগুলো দ্বারা রুকূর পরের অবস্থা বুঝানোর জন্য কেউ পেশ করেননি। তাছাড়া রুকূর আগে এবং পরে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এটাও কেউ বলেননি। বরং ছালাতের শুরুতে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন।

(খ) মুসনাদে আহমাদের হাদীছটি জোরালভাবে পেশ করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। কারণ বর্ণনার ধারাটা কেবল আগে পরে হয়েছে। সরাসরি ধারাবাহিক অর্থ নিলে দেখা যাবে, তিনি রুকূর আগে হাত বাঁধেননি, রুকূর পরে বেঁধেছেন। অনুরূপ আগে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন, পরে উরুর উপর হাত রেখেছেন। এ ধরনের অর্থ নিলে সবই উল্টা হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই।

(গ) দাঁড়ানো অবস্থায় যদি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা শর্ত হয় তবে রুকূর পর কুনূতে নাযেলার সময় কী করণীয়? কারণ তখন তো দুই হাত মুখ বরাবর তুলে দু'আ করতে হয়।[১০১০] অনুরূপ রুকূর আগেও কুনূতে বিতর পড়ার সময় হাত তুলার প্রমাণ আছে।[১০১১] তাই হাত বেঁধেই রাখতে হবে এমনটি নয়। নির্দিষ্ট হাদীছ আসলে সেভাবেই আমল করতে হবে। মূলতঃ উক্ত হাদীছগুলো রুকূর আগে বুকে হাত বাঁধার হাদীছ। রুকূর পর হাত ছেড়ে দিতে হবে। কারণ ছালাতের প্রত্যেক আহকামের ব্যাপারে একাধিক দলীল মওজুদ থাকলেও রুকূর পর পুনরায় হাত বাঁধার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। যদিও রুকূর পর রাসূল (ছাঃ) কান বা কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন মর্মে শত শত স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে। কিন্তু পুনরায় হাত বাঁধার বিষয়টি কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি। বরং হাত ছেড়ে দেওয়ার পক্ষেই হাদীছের দলীল শক্তিশালী। আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) ১০ জন ছাহাবীর সামনে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের বাস্তব নমুনা যে হাদীছে প্রদর্শন করেছিলেন এবং সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে হাদীছে বলা হয়েছে-

---

১০১০. আহমাদ হা/১২৪২৫; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩২৭৪; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১ পৃঃ।

১০১১. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

‘তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদণ্ডের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে’।[১০১২] অনুরূপভাবে ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) যা শিক্ষা দিয়েছিলে সেখানে এসেছে, حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا ‘যতক্ষণ না হাড় সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে’।[১০১৩]

উক্ত হাদীছ দু’টিতে নির্দিষ্ট করে রুকূর পরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। শরীরের হাড়ের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলে রুকূর পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথা হাতের অস্থির জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে না। আর পুনরায় হাত বাঁধাটা হাতের স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

(ঘ) উক্ত আম হাদীছ দ্বারা পূর্বের কেউ রুকূ থেকে উঠার পর হাত বাঁধার দলীল পেশ করেননি। যদিও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর ছেলে ছালেহ তার পিতার পক্ষ থেকে বলেছেন, ‘মুছল্লী চাইলে রুকূ থেকে উঠার পরে তার দুই হাত ছেড়েও দিতে পারে বাঁধতেও পারে’।[১০১৪] যদিও এটা তার ব্যক্তিগত মত। এরপরও তাতে কোন দলীল নেই। কারণ রুকূর আগেও এমনটি করা প্রমাণিত হবে, যা সুন্নাত বিরোধী। মূলকথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের কাছে এটি পরিচিত নয়। এ জন্য শায়খ আলবানী ‘ভ্রষ্ট বিদ‘আত’ বলেছেন।[১০১৫] অতএব কেবল শাব্দিক ব্যাখ্যা নয়, স্পষ্ট দলীলের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত।

১০১২. বুখারী হা/৮০০; মিশকাত হা/৭৯২, পৃঃ ৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, ২/২৫২ পৃঃ।

১০১৩. আহমাদ হা/১৯০১৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৭; মিশকাত হা/৮০৪, পৃঃ ৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৮, ২/২৫৯ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৮।

১০১৪. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃঃ ৯০; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৯।

১০১৫. ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৯- ولست أشك فى أن وضع اليدين على الصدر فى هذا القيام بدعة ضلالة لأنه لم يرد مطلقا فى شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولاذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ডিসেম্বর’ ৯৮, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৫০-৫১।

(১১) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাঁটু রাখা ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠা :

সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখাই সুন্নাত। আগে হাঁটু রাখার পক্ষে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

(أ) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(ক) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদা করতেন, তখন তাকে দেখেছি তিনি দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি উঠতেন, তখন হাঁটুর আগে দুই হাত উঠাতেন।[১০১৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে শারীক নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, সে দুর্বল রাবী। সে এককভাবে এটি বর্ণনা করেছে। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, 'শারীক নামক রাবী এককভাবে এই হাদীছ বর্ণনা করেছে, যা নির্ভরযোগ্য নয়'।[১০১৭] শায়খ আলবানীও যঈফ বলেছেন।[১০১৮]

(ب) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْجَمَلِ.

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা দিবে তখন সে যেন দুই হাত দেওয়ার পূর্বে দুই হাঁটু দিয়ে শুরু করে। উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।[১০১৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ নামে এক ব্যক্তি রয়েছে, সে অত্যন্ত দুর্বল। ইবনু সাঈদ বলেন, ইবনু ফাল্লাস বলেন, সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে পরিত্যক্ত, হাদীছ জালকারী।[১০২০]

(ج) عَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.

১০১৬. আবুদাঊদ হা/৮৩৮ ও ৮৩৯, ১/১২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৬৮; নাসাঈ হা/১০৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৮৮২, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯ ও ৯৬৮।

১০১৭. দারাকুৎনী হা/১৩২৩ تفرد به شريك وليس بالقوى فيما يتفرد به।

১০১৮. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৮৯৮-এর টীকা দ্রঃ।

১০১৯. ইবনু শায়বাহ ১/২৬৩; ত্বাহাবী ১/২৫৫; বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা ২/১০০।

১০২০. متروك ذاهب الحديث তানকীহ, পৃঃ ২৯৬।

(গ) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমরা দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত রাখতাম। অতঃপর আমাদেরকে দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু রাখার নির্দেশ দেওয়া হল।[১০২১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে ইবরাহীম এবং তার পিতা ইসমাঈল রয়েছে। তারা নিতান্তই যঈফ রাবী। ইবনু হাজার আসক্বালানী তাদেরকে পরিত্যক্ত রাবী বলেছেন।[১০২২]

(د) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيْ حَفِظَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ أَنَّــهُ كَانَتْ رُكْبَتَاهُ تَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(ঘ) ইবরাহীম নাখঈ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মাটিতে দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন।[১০২৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামে একজন যঈফ রাবী আছে।[১০২৪]

(ه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِذا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(ঙ) ইবনু ওমর (রাঃ) যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি দাঁড়াতেন, তখন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাতেন।[১০২৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি দুর্বল। এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে রাবী আছে। সে যঈফ। স্মৃতি শক্তি দুর্বল।[১০২৬] তাছাড়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন-

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْــهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর তিনি বলতেন, নবী

১০২১. ইবনু খুযায়মাহ ১/৩১৯; বায়হাক্বী ২/৯৮।
১০২২. তানকীহ, পৃঃ ২৯৭-৯৮।
১০২৩. ত্বাহাবী ১/২৫৬।
১০২৪. তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ২৯৮।
১০২৫. ইবনু আবী শায়বাহ ১/২৬৩।
১০২৬. ইবনু আবী শায়বাহ ১/২৬৩।

(ছাঃ) এমনটি করতেন।[১০২৭] ইমাম হাকেম, যাহাবী, মারূযী, আলবানী, প্রমুখ মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[১০২৮]

আগে হাত রাখার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

সুন্নাত হল সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখা। উক্ত মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের শয়নের মত না করে। সে যেন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে'।[১০২৯]

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আব্দুল হক আল-আশবীলী বলেন, পূর্বের হাদীছের চেয়ে এই হাদীছের সনদ অধিক উত্তম।[১০৩০] অন্যত্র তিনি এই হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[১০৩১] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সনদ ছহীহ।[১০৩২] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَ هُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيْث وَائِلِ بْنِ حُجْـــر 'এই হাদীছ ওয়ায়েল ইবনু হুজুরের হাদীছের চেয়ে অধিক শক্তিশালী'। অতঃপর তিনি বলেন, فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْث ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًـــا 'প্রথম হাদীছের জন্য ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হাদীছটি সাক্ষী, যাকে ইবনু খুযায়মাহ ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) তা'লীকসূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন'।[১০৩৩]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আবু সুলাইমান আল-খত্বীব বলেন, এই হাদীছের চেয়ে ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীছ অধিক প্রামাণ্য। মানসূখও বলা হয়।[১০৩৪] এর জবাবে শায়খ আলবানী বলেন,

---

১০২৭. ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।

১০২৮. আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।

১০২৯. আবুদাঊদ হা/৮৪০, ১/১২২ পৃঃ; নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯।

১০৩০. إنه أحسن إسنادا من الذى قبله কিতাবুত তাহাজ্জুদ ১/৫৬।

১০৩১. আল-আহকামুল কুবরা ১/৫৪ পৃঃ।

১০৩২. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৮৯৯-এর টীকা দ্রঃ।

১০৩৩. বুলূগুল মারাম হা/৩০৬, পৃঃ ৮২; বুখারী 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২৮, হা/৮০৩ -এর আলোচনা দ্রঃ, ১/১১০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬৭-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/১৩০ পৃঃ)।

১০৩৪. মিশকাত হা/৮৯৮ حديث وائل بن حجر أثبت من هذا قيل منسوخ।

هَذَا أَبْعَدُ مَا يَكُوْنُ عَنِ الصَّوَابِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَحَدِيْثُ وَائِلٍ ضَعِيْفٌ كَمَا عَلَّقْتُ الثَّانِيْ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ وَذَاكَ فِعْلٌ وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ فِعْلِهِ ﷺ .

'দুই দিক থেকে উক্ত কথা সত্য থেকে বহু দূরে। প্রথমতঃ এই হাদীছের সনদ ছহীহ আর ওয়ায়েলের হাদীছ যঈফ। দ্বিতীয়তঃ এটা রাসূলের কথা আর ঐটা কাজ। আর বিরোধের সময় কাজের উপর কথা প্রাধান্য পায়। তৃতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর কাজও তার সাক্ষী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে'।[১০৩৫]

অনুরূপভাবে আগ হাঁটু রাখার পক্ষে যাদুল মা'আদের মধ্যে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করেছেন, তার ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব ও আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব সেগুলোর পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে, লেখকের সকল দলীল তাঁর বিপক্ষে গেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আগে হাত রাখার হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ এবং ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত আগে হাঁটু রাখার হাদীছ যঈফ।[১০৩৬]

হাঁটুর ব্যাখ্যা :

অনেকে উক্ত হাদীছের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের বিরোধী মনে করেছেন। কারণ উটের বসা গরু-ছাগলের বসার মতই। চতুষ্পদ জন্তুর সামনের দু'টিকে হাত ও পেছনের দু'টিকে পা বলা হয়। উট বসার সময় প্রথমে হাত বসায়। অথচ হাদীছের প্রথম অংশে উটের মত বসতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীছের শেষ অংশে প্রথমে হাত রাখতে বলা হয়েছে। তাই হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) সহ অনেকে প্রথমে হাঁটু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু উক্ত যুক্তি সঠিক নয়। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাঁটু। যার প্রমাণে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, তখন কুরাইশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে পারলে একশত উট দেওয়ার পুরস্কার ঘোষণা দেয়। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকাহ বিন জু'শুম ঘোড়া ছুটিয়ে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী হল, তখন সে বলে যে, سَاخَتْ يَدَا فَرَسِيْ فِي

১০৩৫. মিশকাত হা/৮৯৯, ১/২৮৩ পৃঃ; ৮৯৮ নং হাদীছের টীকা সহ দ্রঃ।
১০৩৬. যাদুল মা'আদ (বৈরূত ১৪১৬/১৯৯৬) ১/২২৩ টীকা-১।

الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الـــرُّكْبَتَيْنِ 'আমার ঘোড়ার হাত দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল'।[১০৩৭]

ইমাম ত্বাহাবী বলেন, إِنَّ الْبَعِيْرَ رُكْبَتَاهُ فِيْ يَدَيْهِ وَكَذَلِكَ فِيْ سَائِرِ الْبَهَائِمِ وَبَنُو آدَمَ لَيْسُوْا كَــذَلِكَ 'নিশ্চয় উটের দুই হাঁটু হল দুই হাতে। অনুরূপ প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুরই তাই। আদম সন্তান তাদের মত নয়।[১০৩৮] জাহেয বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর হাঁটু হল হাতে এবং মানুষের হাঁটু হল পায়ে।[১০৩৯]

অতএব উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাঁটু। তাই রাসূল (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় উটের মত প্রথমে হাঁটু না দিয়ে হাত রাখার নির্দেশ দান করেছেন। তাছাড়া নিম্নের হাদীছ দ্বারাও আগে হাত রাখার আমল স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় :

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْــهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর তিনি বলতেন, নবী (ছাঃ) এমনটি করতেন।[১০৪০] অতএব উটের হাঁটুর ব্যাখ্যা না করলেও চলে। দলীলের সামনে আত্মসমর্পণ করলেই মতানৈক্য দূরিভূত হয়।

উল্লেখ্য যে, অনেকে আগে হাঁটু রাখার আমলের পক্ষেই অবস্থান নেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখেন এবং উঠার সময় হাতের উপর ভর দিয়ে উঠেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, আমি লোকদেরকে পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা তাদের হাতকে হাঁটুর পূর্বে রাখত।[১০৪১] ইবনু হাযম আগে হাত রাখাকে ফরয ও অপরিহার্য বলেছেন।[১০৪২]

১০৩৭. বুখারী হা/৩৯০৬, ১/৫৫৪ পৃঃ, 'মর্যাদা' অধ্যায়, 'নবী (ছাঃ)-এর হিজরত' অনুচ্ছেদ-৪৫।
১০৩৮. ত্বাহাবী হা/১৪০৭-এর আলোচনা দ্রঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৯৫।
১০৩৯. জাহেয, কিতাবুল হায়ওয়ান, ২/৩৫৫ পৃঃ।
১০৪০. ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।
১০৪১. মাসায়েল ১/১৪৭ পৃঃ; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ), পৃঃ ১৪০।
১০৪২. মুহাল্লা, মাসআলা নং ৪৫৬, ৪/১২৮ পৃঃ- فرض على كل مصل ان يـــضع إذا سجد يديه على الارض قبل ركبتيه ولا بد ।

(১২) দুই সিজদার মাঝে দু'আ না পড়া :

রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়তেন। কিন্তু উক্ত সুন্নাত সমাজ থেকে উঠে গেছে। অধিকাংশ মুছল্লী আমল করে না। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করা গর্হিত অন্যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে এই দু'আ পড়তেন- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমকে সৎপথ প্রদর্শন করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'।[১০৪৩] অথবা বলবে 'রব্বিগ্ফিরলী' 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'। দুইবার বলবে।[১০৪৪]

(১৩) দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য উঠার সময় সিজদা থেকে উঠে না বসে সরাসরি উঠে যাওয়া :

সিজদা থেকে উঠে প্রশান্তির সাথে বসে তারপর দুই হাত মাটির উপর রেখে ভর করে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সিজদা থেকে সরাসরি উঠে যাওয়ার যে প্রথা চালু আছে, তার হাদীছ জাল বা মিথ্যা।

(أ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ... ثُمَّ يَقُوْمُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

(ক) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তীরের মত দাঁড়িয়ে যেতেন, দুই হাতের উপর ভর দিতেন না।[১০৪৫]

তাহক্বীক্ব : এর সনদে খাছীব বিন জাহদার নামে মিথ্যুক রাবী আছে।[১০৪৬] তাছাড়াও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে বসতেন এবং হাত দিয়ে মাটির উপর ভর করে দাঁড়াতেন।[১০৪৭]

১০৪৩. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ।
১০৪৪. নাসাঈ হা/১১৪৫; মিশকাত হা/৯০১, সনদ ছহীহ।
১০৪৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৬৫৬৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২।
১০৪৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২।
১০৪৭. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯।

(ب) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَّاتَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ حِيْنَ تُرِيْدُ أَنْ تَقُوْمَ بَعْدَ الْقُعُوْدِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ.

(খ) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হল দুই রাক'আতের বসার পর যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন তুমি দুই হাতের উপর ভর দিয়ে উঠবে না।[১০৪৮]

তাহক্বীক্ব : নিতান্তই যঈফ।[১০৪৯]

(ج) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِى الصَّلَاةِ.

(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ছালাতে কোন ব্যক্তি যখন বসা থেকে দাঁড়াবে তখন হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[১০৫০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালেক আল-গাযযাল নামে যঈফ রাবী আছে। উক্ত হাদীছের দুইটি অংশ। প্রথম অংশ ছহীহ।[১০৫১]

(د) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

(ঘ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে দুই পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।[১০৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে খালেদ ইবনু ইলিয়াস নামে দুর্বল রাবী আছে। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, মুহাদ্দিছগণের নিকটে সে দুর্বল।[১০৫৩]

হাতের উপর ভর করে উঠার ছহীহ হাদীছ :

عَنْ مَالك بْنِ الْحُوَيْرِث اللَّيْثِىِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِه لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا .

মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন বেজোড় রাক'আতে থাকতেন, তখন সুস্থির হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।[১০৫৪] অন্য

১০৪৮. ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯৫; বায়হাক্বী ২/১৩৬; ইবনু আদী ৪/৩০৫।
১০৪৯. তানকীহ, পৃঃ ৩১০।
১০৫০. আবুদাঊদ হা/৯৯২, ১/১৪২ পৃঃ; বায়হাক্বী ২/১৩৫।
১০৫১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৯২, ১/১৪২ পৃঃ; তানকীহ, পৃঃ ৩১১।
১০৫২. তিরমিযী হা/২৮৮, ১/৬৪ পৃঃ।
১০৫৩. তিরমিযী হা/২৮৮, ১/৬৫ পৃঃ- خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث

হাদীছে এসেছে যে, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ 'যখন তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বসতেন এবং যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন'।[১০৫৫]

অনেকে ব্যাপক ভিত্তিক হাদীছের আলোকে সরাসরি উঠে যান।[১০৫৬] অথচ উক্ত হাদীছদ্বয়ে নির্দিষ্ট আমল বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদীছই বেশী। ইমাম বুখারীও একে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১০৫৭] তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তাই ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ (রহঃ) বলেন, مَضَتِ السُّنَّةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ شَيْخًا كَانَ شَابًا 'রাসূল (ছাঃ) থেকে এই সুন্নাত চলে আসছে যে, মুছল্লী যুবক হোক আর বৃদ্ধ হোক দুই হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে।[১০৫৮] সুতরাং শান্তিপূর্ণভাবে বসে তারপর দাঁড়াতে হবে।

(১৪) ক্বিরাআত, রুকূ-সিজদা ও ছালাতের অন্যান্য আহকাম খুব তাড়াহুড়া করে আদায় করা :

ছালাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। বর্তমান সমাজে যে ছালাত চালু আছে, তাতে একাগ্রতা মোটেও নেই। কোন মুছল্লীর মাঝে ধীরস্থিরতার অনুভূতি ও একাগ্রতার মানসিকতা থাকলেও ইমামদের কারণে তা অর্জন করতে পারে না। অধিকাংশ ইমাম ছালাতে দাঁড়িয়ে এমন তাড়াহুড়া শুরু করেন মনে হয় তার শরীরে কেউ আগুন ধরিয়ে দিল কিংবা টগবগে গরম তেলের মধ্যে তাকে চুবানো হল; ছালাত শেষ করেই তিনি ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপ দিবেন। এই তাড়াহুড়ার শুরুটা হয় ইক্বামতের সময় থেকেই। কারণ মুয়াযযিন ইক্বামত শেষ না করতেই ইমাম 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে ফেলেন। আর শেষ হয় অতি সংক্ষেপে কয়েক সেকেন্ড মুনাজাত করে দ্রুত উঠে যাওয়ার মাধ্যমে। দুঃখজনক হল, এই

১০৫৪. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬।

১০৫৫. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯।

১০৫৬. বুখারী হা/৬২৫১, ৬৬৬৭।

১০৫৭. বুখারী হা/৭৫৭, ১/১০৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২১, ২/১১০ পৃঃ) এবং হা/৭৯৩, ৬২৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৯১১।

১০৫৮. ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৫।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস কোন মুছল্লীর হয় না। ইমামের প্রতি ভক্তি আর চলমান রীতি তাদেরকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, মনীব-চাকর সব এক রকম হয়ে গেছে। তাদের আসল-নকল বুঝার বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। নিম্নের হাদীছগুলো লক্ষণীয়-

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ لَا يَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কিভাবে ছালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতে রুকূ এবং সিজদা পূর্ণ করে না।[১০৫৯]

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا.

ত্বালক ইবনু আলী আল-হানাফী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না।[১০৬০]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّيْنَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُوْدَ وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় কোন মুছল্লী ৬০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার ছালাত কবুল হচ্ছে না। হয়ত সে পূর্ণভাবে রুকূ করে কিন্তু সিজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা পূর্ণভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্ণভাবে রুকূ করে না।[১০৬১] উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে রুকূ ও সিজদা উভয়ই যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

১০৫৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৬৯৫; মিশকাত হা/৮৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৫, ২/২৯৫ পৃঃ।

১০৬০. আহমাদ হা/১৬৩২৬; মিশকাত হা/৯০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৪, ২/৩০২ পৃঃ।

১০৬১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৯৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৫২৯, সনদ হাসান।

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুছল্লীর ছালাত ততক্ষণ যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ সে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা না করবে।[১০৬২]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। এইভাবে লোকটি তিনবার ছালাত আদায় করল। রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবারই ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে আমি ছালাত আদায় করতে জানি না। অতএব আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হবে, তা পাঠ করবে। তারপর প্রশান্তিসহ রুকূ করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে প্রশান্তিসহ বসবে। প্রত্যেক ছালাতে এভাবে করবে।[১০৬৩]

ছালাতে ধীরস্থিরতা না থাকার মূল কারণ ফেক্বহী মূলনীতি :

উক্ত হাদীছে ছালাতের মধ্যে তা'দীলে আরকানকে রুকুন গণ্য করা হয়েছে, যা ব্যতীত ছালাত হবে না। অথচ ফিক্বহী মূলনীতি রচনা করতে গিয়ে উক্ত হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন-

---

১০৬২. আবুদাঊদ হা/৮৫৫, ১/১২৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮১৮, ২/২৯২ পৃঃ; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৭৪৮; ছহীহ তারগীব হা/৫২৮।

১০৬৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৭; মিশকাত হা/৭৯০ ও ৮০৪, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

لاَ يَجُوْزُ إِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الطَّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

'তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরতাকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়। আর সেটা হল, রুকূ ও সিজদায়, রুকূর পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দুই সিজদার মাঝে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। রুকূ ও সিজদার আদেশের কারণে'।[১০৬৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যেহেতু শুধু রুকূ ও সিজদা করার কথা বলেছেন, ধীরস্থিরতার কথা বলেননি *(হজ্জ ৭৭)*। আর হাদীছে এসেছে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে। তাই হাদীছের হুকুম এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৬৫]

সুধী পাঠক! কে না জানে যে, হাদীছ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা? আল্লাহ রুকূ ও সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কিভাবে করতে হবে তা রাসূল (ছাঃ) বাস্তবে শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ উক্ত মূলনীতি রচনা করে হাদীছের হুকুমকে হত্যা করা হয়েছে। তা'দীলে আরকান না থাকার কারণে উক্ত মুছল্লীকে রাসূল (ছাঃ) তিনবার ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। যার উপর আমল না করলে ছালাতই হবে না। আর সেই হাদীছকে উদ্ভট মূলনীতি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মূলতঃ মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে এটি সূক্ষ্ম চক্রান্ত। এ কারণেই দুই সিজদার মাঝের দু'আকে বাদ দেয়া হয়েছে। তাড়াহুড়ার কারণে রুকূ-সিজদা সঠিকভাবে করা যায় না এবং তাসবীহও পাঠ করা যায় না।

হে ইমাম ও আলেম ছাহেব! আপনার হৃদয়ে কি সামান্যতম আল্লাহ্র ভয় নেই? আল্লাহ কি আপনাকে পাকড়াও করতে পারবেন না? আপনার কাছে কি মরণের ফেরেশতা আসবেন না? কবরে কি আপনার হিসাব হবে না? আপনার মনগড়া ছালাতের কারণে কত মুছল্লীর ছালাত নষ্ট হচ্ছে তা কি আপনি কখনো ভেবে দেখছেন? শ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বেই নিজে সংশোধন হৌন এবং মুছল্লীদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন।

(১৫) সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর না বসে বাম পায়ের উপর বসা :

শেষ তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম হল- বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। এটাই সুন্নাত।[১০৬৬] যেমন- وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ

১০৬৪. নূরুল আনওয়ার (ঢাকা : ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১৯৭৬), পৃঃ ১৮।

১০৬৫. নূরুল আনওয়ার, পৃঃ ১৮।

১০৬৬. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, ২/২৫২ পৃঃ, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ। আবুদাঊদ হা/৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ১/১৩৮ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৪৩ ও ৭০০।

الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِــهِ 'আর যখন রাসূল (ছাঃ) শেষ রাক'আতে বসতেন তখন বাম পাকে সামনে বাড়াতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। আর তিনি তার নিতম্বের উপর বসতেন'।[১০৬৭] উক্ত আমল ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল। হাদীছটি দশ জন ছাহাবী কর্তৃক সত্যয়নকৃত। কিন্তু উক্ত সুন্নাত আজ সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। অধিকাংশ মুছল্লী আমল করে না।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আব্দুল মতিন 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' বইয়ে উক্ত ছহীহ হাদীছ গোপন করে উক্ত সুন্নাতকে অস্বীকার করেছেন। বরং দুই রাক'আতে বসার হাদীছগুলো পেশ করে মুছল্লীদেরকে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন এবং সুন্নাত আমলকারীদেরকে তীব্র ভাষায় তাচ্ছিল্য করেছেন।[১০৬৮] তাছাড়া বুখারী থেকে যে হাদীছ পেশ করেছেন তার পরের হাদীছটি উল্লেখ করেননি। আল্লাহ রহম করুন।

(১৬) সহো সিজদার জন্য ডানে একবার সালাম ফিরানো এবং পুনরায় তাশাহ্হুদ পড়া :

ছালাতে ভুল করলে প্রায় মুছল্লী তাশাহ্হুদ পড়ে ডান দিকে একবার সালাম ফিরায়। অতঃপর সহো সিজদা দিয়ে আবার তাশাহ্হুদ পড়ে। এই আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিশেষ করে একদিকে সালাম ফিরানোর কোন দলীলই নেই। একেবারেই ভিত্তিহীন। আর সহো সিজদার পর তাশাহ্হুদ পড়া সম্পর্কে মাত্র একটি বর্ণনা এসেছে। সেটা আবার যঈফ।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَـــجْدَتَيْنِ ثُـــمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

ইমরান ইবনু হুছাইন থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করেন এবং ভুল করেন। অতঃপর তিনি দুইটি সিজদা দেন এবং পুনরায় তাশাহহুদ পড়েন অতঃপর সালাম ফিরান।[১০৬৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১০৭০] উক্ত হাদীছ ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। কারণ একই রাবী থেকে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাশাহ্হুদ পড়ার কথা নেই।[১০৭১]

১০৬৭. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ)।
১০৬৮. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৯৫-৯৭।
১০৬৯. আবুদাঊদ হা/১০৩৯, ১/১৪৯ পৃঃ।
১০৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৩৯, পৃঃ ৮৩; বিস্তারিত দ্রঃ তানক্বীহ, পৃঃ ৩৩২-৩৫।

অতএব উক্ত আমল পরিত্যাগ করতে হবে। ছালাতে তাশাহ্হুদে বসতে ভুলে গেলে কিংবা রাক‘আত কম-বেশী হলে অথবা রুকূ-সিজদা ছুটে গেলে ভুল সংশোধন করে নিবে। অতঃপর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও অন্য দু‘আ পড়ে শেষ করে সালাম ফিরানোর পূর্বেই দুইটি সহো সিজদা দিবে এবং সালাম ফিরাবে।[১০৭২] অথবা সালাম ফিরানোর পর দুইটি সিজদা দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে।[১০৭৩] সহো সিজদা দেয়ার পর তাশাহ্হুদ পড়তে হবে না।

(১৭) তাশাহ্হুদে বসে শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঠানো :

আঙ্গুল দ্বারা একবার ইশারা করার কোন দলীল নেই। এর পক্ষে কোন জাল হাদীছও নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত আছে যে, ‘লা ইলা-হা’ বলার সময় আঙ্গুল উঠাতে হবে। কেউ বলেন, ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় উঠাতে হবে। এগুলো সবই ব্যক্তি মতামত। হাদীছে এগুলোর কোন দলীল নেই। ছহীহ সনদে নেই, যঈফ সনদে নেই, এমনকি জাল সনদেও নেই। অনুরূপভাবে আঙ্গুল উঠিয়ে রেখে দেয়ারও কোন ভিত্তি নেই। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাম পর্যন্ত আঙ্গুল নড়াতে থাকতে হবে।[১০৭৪] উল্লেখ্য যে, অনেকে আঙ্গুল উঠিয়ে রাখে কিন্তু ইশারা করে না। এটাও ঠিক নয়। কারণ উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُشِيْرُ بِأُصْبُعِه إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا.

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দু‘আ করতেন তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। কিন্তু নাড়াতেন না।[১০৭৫]

১০৭১. বুখারী হা/৪৮২, ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৮; মিশকাত হা/১০১৭, পৃঃ ৯৩।

১০৭২. বুখারী হা/১২৩০; মুসলিম হা/১২৯২-১৩০০, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/১০১৮।

১০৭৩. মুসলিম হা/১৩০২, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।

১০৭৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯০৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/২৮৫ পৃঃ- والظاهر من الحـــديث أن الاشارة والرفع عقب الجلوس وما يقال إن الرفع إنما هو عند قوله لا إله وفي المـــذهب الآخر عند قوله إلا الله فكله رأي لا دليل عليه من السنة، وقول ابن حجو الفقيه كما نقله في المرقاة ويسن... أن يخصص الرفع بكونه مع إلا الله لما في رواية لمسلم. فـــوهم محض، فإنه لاأصل لذلك لا في مسلم ولا في غيره من كتب السنة لا باسناده صـــحيح ولاضعيف بل ولا موضوع. ومثله وضع الأصبع بعد الرفع لاأصل لـــه بـــل ظـــاهر الحديث الآتى (٩٠٧) وغيره استمرار تحريكها إلى السلام.।

১০৭৫. আবুদাঊদ হা/৯৮৯, ১/১৪২ পৃঃ; নাসাঈ, আল-কুবরা ১/৩৭২; বায়হাক্বী ২/১৩২; মিশকাত হা/৯১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮১৫, ২/৩০৬ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১০৭৬] 'আঙ্গুল নাড়াতেন না' অংশটুকু ছহীহ হাদীছে নেই। বরং আঙ্গুল নাড়ানোর পক্ষেই ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- ثُمَّ رَفَــعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا 'অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল উঠাতেন। রাবী ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন, আমি দেখতাম তিনি আঙ্গুল নাড়িয়ে দু'আ করতেন'।[১০৭৭]

অতএব তাশাহ্হুদ পড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কিংবা শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা সর্বদা ইশারা করবে। এ সময় দৃষ্টি থাকবে আঙ্গুলের মাথায়।[১০৭৮] দুই তাশাহ্হুদেই ইশারা করবে।[১০৭৯]

عَنِ ابْنِ أَبْزَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُشِيْرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّاحَةِ فِى الصَّلاَةِ.

ইবনু আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে তার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১০৮০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الــسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহ্হুদে বসতেন, তখন দু'আ করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। আর বাম হাতের পাতা দ্বারা বাম হাঁটু চেপে ধরতেন।[১০৮১] উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে এসেছে, তিপ্পান্নের ন্যায় ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে।[১০৮২]

১০৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৮৯; তামামুল মিন্না, পৃঃ ২১৮।
১০৭৭. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০৩ পৃঃ ও ১২৬৮, ১/১৪২ পৃঃ সনদ ছহীহ।
১০৭৮. নাসাঈ হা/১২৭৫, ১/১৪২ পৃঃ, হা/১১৬০, ১/১৩০ পৃঃ।
১০৭৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯০৩; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৯।
১০৮০. আহমাদ হা/১৫৪০৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮১।
১০৮১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত হা/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ।
১০৮২. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৬); মিশকাত হা/৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পৃঃ।

(১৮) দ্বিতীয় সালামের শেষে 'ওয়াবারাকা-তুহু' যোগ করা :

সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের সালামের সাথে অনেক মুছল্লী 'ওয়া বারাকা-তুহু' যোগ করে থাকে। এটা সঠিক নয়। বরং শুধু ডান দিকের সালামের সাথে যোগ করা যাবে।[১০৮৩] উল্লেখ্য যে, বুলূগুল মারামে আবুদাঊদের উদ্ধৃতি দিয়ে দুই দিকেই যোগ করে যে হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে, তা ভুলক্রমে হয়েছে। মূল আবুদাঊদে তা নেই।[১০৮৪]

(১৯) সালাম ফিরানোর পর ইমামের ঘুরে না বসা :

অধিকাংশ মসজিদে দেখা যায়, ইমাম সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলামুখী হয়ে বসে থাকেন। শুধু ফজর ও আছর ছালাতে ঘুরে বসেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। বরং সুন্নাত হল, প্রত্যেক ফরয ছালাতে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসা। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) যখনই কোন ছালাত আদায় করতেন, তখনই আমাদের দিকে মুখ করে ঘুরে বসতেন।[১০৮৫] রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতেই সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসতেন।[১০৮৬] অতএব শুধু ফজর ও আছর ছালাতে ঘুরে বসা ঠিক নয়। কারণ এর পক্ষে কোন দলীল নেই।

(২০) সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে উঠে যাওয়া :

উক্ত কাজ সুন্নাত বিরোধী এবং বদ অভ্যাস। দেশের প্রায় সব মসজিদেই উক্ত বাজে অভ্যাস চালু আছে। মুছল্লীরা সালাম ফিরানোর পরপরই তাড়াহুড়া করে উঠে যায়। অথচ এটা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অপরাধযোগ্য। ওমর (রাঃ) একজনকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওমর তুমি ঠিক করেছ।[১০৮৭]

১০৮৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/২৯ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৯৭, ১/১৪৩ পৃঃ।

১০৮৪. বুলূগুল মারাম হা/৩২০; আবুদাঊদ হা/৯৯৭, ১/১৪৩ পৃঃ।

১০৮৫. ছহীহ বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পৃঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৯৪৪ ও ৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ পৃঃ 'তাশাহহুদে দু'আ' অনুচ্ছেদ।

১০৮৬. ছহীহ বুখারী হা/৪০১, ৬৬১, ৮৪৭, ৯৭৬।

১০৮৭. আহমাদ হা/২৩১৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪৯।

(২১) সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া :

সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। বরং যা বর্ণিত হয়েছে, তার সবই জাল ও যঈফ।

(أ) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا كَانَ إِذَا صَلَّى مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ وَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ غَيْرَهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ.

(ক) কাছীর ইবনু সুলায়মান আবু সালামা বলেন, আমি আনাসের নিকট শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ডান হাত তার মাথায় রাখতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু। হে আল্লাহ! আমার থেকে চিন্তা ও শঙ্কা দূর করে দিন।[১০৮৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে কাছীর বিন সুলাইম নামে রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম বলেন, সে মুনকার রাবী। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের সনদ নিতান্তই যঈফ।[১০৮৯] তিনি আরো বলেন, এটা জাল।[১০৯০]

(ب) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ ﷺ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِه الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ.

(খ) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তার ছালাত শেষ করতেন, তখন ডান হাত দ্বারা তার মাথা মাসাহ করতেন এবং উক্ত দু'আ পড়তেন।[১০৯১]

তাহক্বীক্ব : এর সনদ জাল। সালাম আল-মাদাইনী অভিযুক্ত। সে ছিল দীর্ঘ পুরুষ, ডাহা মিথ্যাবাদী।[১০৯২] উক্ত মর্মে আরো বর্ণনা আছে।[১০৯৩] তবে সেগুলোর সনদও জাল।[১০৯৪]

১০৮৮. ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/৩১৭৮, পৃঃ ৪৫১।

১০৮৯. وهذا سند ضعيف جدا সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬০, ২/১১৪-১৫।

১০৯০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬০, ২/১১৪-১৫।

১০৯১. ইবনুস সুন্নী হা/১১০।

১০৯২. و هذا إسناد موضوع و المتهم به سلام المدائني و هو الطويل و هو كذاب সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৫৮, ৩/১৭১ পৃঃ।

১০৯৩. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/১১০।

১০৯৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৫৯, ৩/১৭২ পৃঃ।

অতএব সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত দিয়ে দু'আ পড়ার প্রথা বর্জন করতে হবে। কারণ জাল হাদীছ দ্বারা কখনো কোন আমল প্রমাণিত হয় না।

(২২) আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়া :

ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না।[১০৯৫] তবে এ সময় বুকে ফুঁক দেয়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। যদিও আমলটি সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ। অতএব এই বিদ'আতী প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে।

(২৩) 'ফাকাশাফনা আনকা গিত্বাআকা'.. পড়ে চোখে মাসাহ করা :

সূরা ক্বাফ-এর (২২ নং) উক্ত আয়াত পড়ে বৃদ্ধা আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখে মাসাহ করার প্রথা চলে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। কিন্তু নির্দিষ্ট করে উক্ত আয়াত পড়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে পবিত্র কুরআন আরোগ্য দানকারী বিধান। তাই যেকোন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা করা যায় *(সূরা বাণী ইসরাঈল ৮২)*।

(২৪) ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়া :

উক্ত আমল সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّات أَعُـوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَات مِنْ آخِـرِ سُـوْرَةَ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

মা'কিল ইবনু ইয়াসির রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার 'আঊযুবিল্লা-হিস সামীইল আলীম মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম'সহ সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদি ঐ দিন ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে শহীদ হয়ে মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে, তার জন্যও একই ফযীলত রয়েছে।[১০৯৬]

১০৯৫. নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২। উল্লেখ্য যে, মিশকাতে যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ। আলবানী, মিশকাত হা/৯৭৪, ১/৩০৮ দ্রঃ।
১০৯৬. তিরমিযী হা/২৯২২, ২/১২০ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীছটি গরীব। আর এই সূত্র ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র নেই।[১০৯৭] এর সনদে খালেদ ইবনু ত্বাহমান নামে যঈফ রাবী আছে।[১০৯৮] এ সম্পর্কে আরো জাল হাদীছ রয়েছে।[১০৯৯] অতএব উক্ত হাদীছ আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং সূরা মুলক পড়া যেতে পারে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُوْنَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা আছে, যার ৩০টি আয়াত রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ সূরা পাঠ করবে, তার জন্য উহা সুপারিশ করবে যতক্ষণ তাকে ক্ষমা না করা হবে। সেটা হল- 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক'।[১১০০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَكُنَّا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَةَ..

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রিতে 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক' পাঠ করবে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করবেন। আর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এর নাম বলতাম 'আল-মানে'আহ' বা বাধাদানকারী..।[১১০১]

(২৫) মুনাজাত করা :

অধিকাংশ মসজিদে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পরই দুই হাত তুলে প্রচলিত মুনাজাত করা হয়। অথচ এই প্রথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এরপরও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক একশ্রেণীর আলেম কিছু বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনা পেশ করে এর পক্ষে উকালতি করে থাকেন। তাদের দাপট দেখে মনে হয় এটাই শরী'আত, শরী'আতে আর কোন বিধান নেই; শিরক-বিদ'আত, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, হারাম-নোংরামী পরিত্যাগ না করলেও তথাকথিত মিথ্যা মুনাজাতই তাদেরকে যেন জান্নাতে নিয়ে যাবে। উক্ত কাল্পনিক প্রথাকে চালু রাখার জন্য একশ্রেণীর আলেম যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করে থাকেন, তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

---

১০৯৭. ঐ, ২/১২০ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ।

১০৯৮. ইরওয়াউল গালীল ২/৫৮ পৃঃ।

১০৯৯. যঈফুল জামে' হা/১৩২০।

১১০০. আবুদাঊদ হা/১৪০০, ১/১৯৯ পৃঃ; সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৮৪।

১১০১. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৫৪৭; সনদ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/১৪৭৫।

(١) عَنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّــا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا.

(১) আসওয়াদ আল-আমেরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন এবং তাঁর দু'হাত উঠালেন ও দু'আ করলেন।[১১০২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। সনদগত ত্রুটি হল- বলা হয়ে থাকে আসওয়াদ আল-আমেরী। অথচ মূল নাম হল, জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আস-সাওয়াঈ।[১১০৩] উপনাম হিসাবে আল-আমেরী উল্লেখ করা হয়। সেটাও ভুল। মূলতঃ এই লক্বব হবে তার পূর্বের রাবীর নামের সাথে। অর্থাৎ ইয়া'লা ইবনু আত্বা আল-আমেরী।[১১০৪]

দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তি তা হল, মূল হাদীছের সাথে অন্য কারো কথা যোগ করা । উক্ত হাদীছের শেষের অংশ (وَرَفَعَ يَدَيْــهِ وَدَعَــا) 'অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন' মূল কিতাবে নেই। হাদীছটি মিয়া নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) তাঁর 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে' উল্লেখ করেছেন এভাবেই। অতঃপর আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ)ও তাঁর গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযীতে' হুবহু ঐভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা উভয়েই মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়েছেন। কিন্তু মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে শেষের ঐ অংশটুকু নেই।[১১০৫]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এতে মিথ্যা ও ত্রুটি উভয়টিই সংযুক্ত হয়েছে।[১১০৬] অতঃপর তিনি বলেন,

---

১১০২. শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২), ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারাহ নূরুল ঈমান, ৩য় প্রকাশঃ ১৪০৯/১৯৮৮), ১/৫৬৫ পৃঃ; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), ২/১৭১ পৃঃ, হা/২৯৯ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সালামের পর কী বলা হয়' অনুচ্ছেদ।

১১০৩. তাহযীবুত তাহযীব ২/৪২ পৃঃ, রাবী- ৯৩০।

১১০৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১১/৩৫১ পৃঃ, রাবী- ৮১৬৬।

১১০৫. দেখুনঃ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুত ছাপাঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।

১১০৬. وَفِيْهِ كِذْبٌ وَخَطَأٌ -সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ।

أَمَّا الْكذْبُ فَقَوْلُهُ وَرَفَعَ يَدَيْه وَدَعَا فَإِنَّ هَذه الزِّيَادَة لَاأَصْلَ لَهَا فى الْمُصَنَّف لَا عِنْدَ غَيْرِه ممَّنْ أَخرَجَ الْحَديْثَ وَإِنَّمَا هِىَ ممَّا أَمْلَاهُ عَلَيْه هَوَاهُ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰه تَعَالَى.

'মিথ্যা হওয়ার কারণ হল, উক্ত বাড়তি অংশ। আর মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে এই অতিরিক্ত অংশের অস্তিত্ব নেই। অন্য কারো নিকটেও নেই, যারা এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এটা মূলতঃ প্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ সংযোগ করেছে। এর থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি!' [১১০৭]

এক্ষণে প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত অংশটুকু তাঁরা কিভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করলেন? বলা যায়, তারা মূল কিতাব না দেখেই উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) যে মূল গ্রন্থ না দেখেই উল্লেখ করেছেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'এভাবেই কিছু ওলামায়ে কেরাম হাদীছটি সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন এবং মুছান্নাফ ইবনে শায়বার দিকে সম্বোন্ধিত করেছেন। আমি এর সনদ সম্পর্কে অবগত নই'।[১১০৮]

অনুরূপ মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীও যে মূল কিতাব না দেখেই উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে এ সংক্রান্ত ৪টি প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। চারটিতেই উক্ত হাদীছ একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১০৯] অতএব এটা জানার পরও যদি এই বর্ণনাকে মুনাজাতের দলীল হিসাবে পেশ করা হয়, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যারোপ করা হবে।

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْد بَسَطَ كَفَّيْه فِىْ دُبُـــرِ كُلِّ صَلَاة ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُمَّ إِلهِىْ وَإِلهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَإِلهَ جِبْرِيْـــلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَإِنِّىْ مُـــضْطَرٌّ وَتَعْصِمُنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَإِنَّ مُبْتَلى وَتَنَالُنِىْ بِرَحْمَتكَ فَإِنِّىْ مُذْنِبٌ وَتُنْفِىَ عَنِّىْ الْفَقْرَ فَإِنِّىْ مُتَمَسِّكُنَّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَّايَرُدَّ يَدَيْه خَائِبِيْنَ.

(২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূবের আল্লাহ এবং জিবরীল,

---

১১০৭. সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ।
১১০৮. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী, ২/১৭১ পৃঃ, ২৯৯ নং হাদীছের শেষ আলোচনা দ্রঃ-كَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَعْلَامِ هَذَا الْحَديْثَ بِغَيْرِ سَنَد الْمُصَنَّف وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَده ।
১১০৯. দেখুনঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ১/৫৬০-৫৭০ পৃঃ।

মীকাঈল ও ইসরাফীলের আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কামনা করছি যে, আপনি আমার দু'আ কবুল করুন। কারণ আমি বিপদগ্রস্ত। আমাকে আমার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। কারণ আমি দুর্দশা কবলিত। আমার প্রতি রহম করুন, আমি পাপী। আমার দরিদ্র্যতা দূর করুন, নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যধারণকারী। তখন তার দু'হাত নিরাশ করে ফিরিয়ে না দেওয়া আল্লাহ্‌র জন্য বিশেষ কর্তব্য হয়ে যায়'।[১১১০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনাটি মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী তার জাল হাদীছের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১১১১] কারণ এটি বিভিন্ন দোষে দুষ্ট। (ক) এর সনদে দুইজন রাবীর নাম ভুল রয়েছে। আবদুল আযীয ইবনু আবদুর রহমান আল-ক্বারশী। অথচ রিজালশাস্ত্রে এ নামের কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। মূল নাম হবে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রহমান আল-বালেসী।[১১১২]

(খ) আবু ইয়াকূব ইসহাক্ব ইবনু খালিদ ইবনু ইয়াযীদ আল-বালেসী নামক রাবীও দুর্বল।[১১১৩] (গ) আব্দুল আযীয নামক বর্ণনাকারীও ত্রুটিপূর্ণ।[১১১৪] (ঘ) খুছাইফ নামক ব্যক্তিও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত।[১১১৫] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে আরো অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত' বইটি দেখুন।

শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত :

'মুনাজাত' (مُنَاجَاةٌ) আরবী শব্দ। সেই থেকে نَاجَى يُنَـــاجِيْ مُنَاجَـــاةً ব্যবহার হয়। এর অর্থ পরস্পর চুপি চুপি কথা বলা।[১১১৬] শরী'আতের পরিভাষায় মুনাজাত হল, ছালাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুছল্লীর চুপি চুপি কথা

১১১০. হাফেয আবুবকর ইবনুস সুন্নী (মৃঃ ৩৬৪হিঃ), আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/১৩৫, পৃঃ ৪৯; মু'জামু ইবনুল আরাবী, ১১৭৩।

১১১১. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযু'আত (বৈরুত ছাপা : ১৯৯৫), পৃঃ ৫৮।

১১১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, ১৯৬৩খৃঃ/১৩৮২হিঃ), ২/৬৩১ পৃঃ, রাবী নং-৫১১২।

১১১৩. رَوَى غَيْرَ حَدِيْث مُنْكَر يَدُلُّ عَلَى ضُعْفه -মীযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০।

১১১৪. قَدْ حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزِيْز عَنْهُ عَنْ أَنَس بِحَدِيْث مُنْكَرٍ -আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৩/১৩০পৃঃ, রাবী নং ১৭৯৫ -এর আলোচনা।

১১১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০।

১১১৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুল-তুরকী : আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৭২খৃঃ/১৩৯২হিঃ), পৃঃ ৯০৫; আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম (বৈরুত-লেবানন : আল-মাকতাবাতুশ শারক্বিইয়াহ, ৪১তম প্রকাশ : ২০০৫), পৃঃ ৭৯৩।

বলা। ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উক্ত অর্থেই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِيْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ.

‘নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন তার ছালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[১১১৭] অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ ‘নিশ্চয়ই মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[১১১৮] আরেক হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْ رَبَّهُ ‘নিশ্চয়ই মুছল্লী তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[১১১৯] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ اللهَ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ.

‘যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে যতক্ষণ মুছাল্লাতে ছালাত রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত করে’।[১১২০]

উল্লেখ্য, হাদীছে উল্লিখিত يُنَاجِي শব্দটি ফে‘ল বা ক্রিয়া। আর তার মাছদার বা ক্রিয়ামূল হল (مُنَاجَاةٌ) মুনাজাত।

মুছল্লী ছালাতের মধ্যে সারাক্ষণই যে মুনাজাত করে এবং পুরো ছালাতটাই যে তার জন্য মুনাজাত তা উপরিউক্ত হাদীছগুলো থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মুছল্লী যখন ছালাত শেষ করে, তখন তার মুনাজাতও শেষ হয়ে যায়। মুছল্লী ছালাতের মাঝে আল্লাহ্র সাথে কিভাবে মুনাজাত করে তাও হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে-

---

১১১৭. ছহীহ বুখারী হা/৪০৫, ১ম খণ্ড, ৫৮, (ইফাবা হা/৩৯৬, ১/২২৭ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩। এছাড়া দ্রঃ হা/৪১৭, ৫৩১, ৫৩২ ও ১২১৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯, ৭৬ ও ১৬২।

১১১৮. ছহীহ বুখারী হা/৪১৩, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০২, ১/২২৯ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬।

১১১৯. মিশকাত হা/৮৫৬, ১/২৭১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৯৬, ২/২৮৪ পৃঃ।

১১২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৪১৬, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০৫, ১/২৩০ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১২৩০; ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের জায়গা সমূহ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৭১০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৮, ২/২১৯ পৃঃ; ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ حَمِدَنِى عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ.

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য সেই অংশ, যা সে চাইবে। বান্দা যখন বলে, ‘আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল ‘আলামীন’ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে, ‘আর-রহমা-নির রহীম’ (যিনি করুণাময় পরম দয়ালু)। তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করল। বান্দা যখন বলে, ‘মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (যিনি বিচার দিবসের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল। বান্দা যখন বলে, ইয়্যা-কানা‘বুদু ওয়া ইয়্যা-কানাসতাঈন (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি)। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ (অর্থাৎ ইবাদত আমার জন্য আর প্রার্থনা তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য সেই অংশ রয়েছে যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, ছিরা-ত্বল্লাযীনা আন‘আমতা ‘আলায়হিম, গাইরিল মাগযূবি ‘আলায়হিম ওয়ালায যা-ল্লীন (আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের উপর আপনি রহম করেছেন। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা তার জন্য’।[১১২১] (আমীন)।

অতএব, মুনাজাত বা আল্লাহ্র কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল ছালাত *(বাক্বারাহ ৪৫)*। সালাম ফিরানোর পর মুনাজাতের স্থান নেই। উপরিউক্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হয়। আরো বিস্তারিত দ্রঃ ‘শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত’ শীর্ষক বই।

১১২১. ছহীহ মুসলিম হা/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ ।

(২৬) তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা :

সমাজে তাসবীহ দানা দিয়ে যিকির করার প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফরয ছালাতের পর, হাটে-বাজারে, রাস্তায়, বাসে-ট্রেনে, অফিস-আদালতে সর্বত্র একশ্রেণীর মানুষকে তাসবীহ গণনা করতে দেখা যায়। এতে যে রিয়া সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক মসজিদের কাতারে কাতারে রেখে দেয়া হয় কিংবা দেওয়ালে ও জালানায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাসবীহই যেন মূল ইবাদত। অথচ এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তার সবই জাল কিংবা যঈফ।

(أ) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَـذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(ক) আয়েশা বিনতে সা'দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক মহিলার নিকটে যান। তখন স্ত্রীলোকটির সম্মুখে কিছু খেজুরের বিচি অথবা কংকর ছিল, যার দ্বারা সে তাসবীহ গণনা করছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দিব না, যা এটা অপেক্ষা অধিক সহজ বা উত্তম হবে? তা হচ্ছে- 'সুবহা-নাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্র পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি যমীনে মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ উভয়ের মাঝে রয়েছে এবং 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। 'আল্লাহু আকবার' উহার অনুরূপ, 'আলহামদু লিল্লাহ' উহার অনুরূপ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' উহার অনুরূপ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অনুরূপ।[১১২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে খুযায়মাহ ও সাঈদ ইবনু আবী হেলাল নামে দুইজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[১১২৩] তাছাড়া এটি ছহীহ হাদীছের

১১২২. তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ ও হা/৩৫৫৪; আবুদাঊদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; মিশকাত হা/২৩১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৩, ৫/৯০ পৃঃ।

১১২৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩০; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

বিরোধী। কারণ রাসূল (ছাঃ) ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতেন।[১১২৪]

(٢) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ الْمُذْكِرُ السُّبْحَةَ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে দানা দ্বারা যিকির করে সে কতইনা উত্তম![১১২৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার প্রত্যেক রাবীই ক্রুটিপূর্ণ।[১১২৬] আলবানী বলেন, إِنَّ السُّبْحَةَ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَدَثَتْ بَعْدَهُ 'নিশ্চয় তাসবীহ দানা বিদ'আত। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। বরং তাঁর পরে সৃষ্টি হয়েছে'।[১১২৭]

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى.

(৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করতেন।[১১২৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে কুদামা বিন মাযউন এবং ছালেহ ইবনু আলী নামে অভিযুক্ত রাবী আছে।[১১২৯]

ডান হাতে তাসবীহ গণনা করার হাদীছ সমূহ :

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[১১৩০]

عَنْ يُسَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيْدَ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

১১২৪. আবুদাউদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩; তিরমিযী হা/৩৪৮৬। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা তিরমিযীতে উক্ত অংশ নেই দ্রঃ ২/১৮৬ পৃঃ।

১১২৫. দায়লামী, মুসনাদুল ফেরদাউদ ৪/৯৮ পৃঃ।

১১২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

১১২৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

১১২৮. আবুল কাসেম জুরজানী, তারীখে জুরজান হা/৬৮।

১১২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২।

১১৩০. আবুদাউদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩।

ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমরা তাসবীহ, তাহলীল এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে। এতে তোমরা গাফলতি কর না। কারণ তোমরা তাওহীদ ভুলে যাবে। আর তোমরা আঙ্গুলে তাসবীহ বর্ণনা করবে। সেগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং কথা বলবে।[১১৩১]

অতএব ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতে হবে। এই আঙ্গুলই তার পক্ষে ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে এবং সুপারিশ করবে। কিন্তু দানা বা কংকর সাক্ষী দান করবে বলে কোন জাল হাদীছও নেই। বাজারে 'হাযারী তাসবীহ' নামে যে তাসবীহ প্রচলিত আছে, তাও বানোয়াট। এগুলো থেকে সকল মুসলিমকে দূরে থাকতে হবে।

বহু মসজিদে সকাল-সন্ধ্যায় বিদ'আতী যিকিরের যে মেলা বসানো হয়, গোল হয়ে বসে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করা হয় এবং তাসবীহ দানা দ্বারা যে তাসবীহ জপা হয়, তার সাথে সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। এ সমস্ত শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাহাবীগণ ছিলেন খড়্গহস্ত।[১১৩২]

عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بُهْرَامٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا تَسْبِيْحٌ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصًى فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَبَقْتُمْ! رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا! وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْمًا!

ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল, যার দ্বারা ঐ মহিলা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে ফেলে দিলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন সে পাথর কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ তাকে নিজের পা দ্বারা লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধ বিদ'আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ![১১৩৩]

আলবানী বলেন, 'শারঈ যিকির গণনা এটাই সুন্নাত, যা কেবল ডান হাত দিয়ে গুণতে হয়। আর বাম হাত বা দুই হাতে এক সঙ্গে কিংবা কংকর দ্বারা

১১৩১. তিরমিযী হা/৩৪৮৬ ও ৩৫৮৩; তিরমিযী হা/৩৪৮৬। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা তিরমিযীতে উক্ত অংশ নেই দ্রঃ ২/১৮৬ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/২০০৭; সনদ হাসান, আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

১১৩২. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫, সনদ ছহীহ।

১১৩৩. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ।

গণনা করা সবই সুন্নাত বিরোধী। কংকর দ্বারা ও দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়নি’।[১১৩৪]

(২৭) ফজর ছালাতের পর ১৯ বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলা :

উক্ত মর্মে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ‘বিসমিল্লা-হ’-এর ফযীলত বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে একটি বক্তব্য এসেছে- ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হতে আল্লাহ তাকে পরিত্রাণ দেবেন, সে যেন ‘বিসমিল্লা-হির রহমান-নির রহীম’ পড়ে’। কারণ ‘বিসমিল্লা-হ’-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। আর প্রতিটি বর্ণ তার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং উক্ত বর্ণ তাকে আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হতে বাঁচাবে’। কিন্তু উক্ত বর্ণনার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ইবনু আত্বিয়াহ বলেন, هَذَا مِنْ مُلَحِ التَّفْسِيْرِ ‘এগুলো চটকদার তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত’।[১১৩৫]

(২৮) ফজর ও মাগরিবের পর যিকির করা :

অনেক মসজিদে একশ্রেণীর মানুষ ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পর গোল হয়ে বসে যিকির করে থাকে। উক্ত যিকিরের শব্দগুলোও বানোয়াট। উচ্চৈঃস্বরে যিকিরের কারণে এটা রিয়াতে পরিণত হয়েছে। ভাবখানা দেখে মনে হয় যে, তারা চিৎকার করে আল্লাহকে আসমান থেকে টেনে নামাবে। এ ধরনের যিকির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে বিনীতভাবে ও অতি সংগোপনে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পসন্দ করেন না’ *(আ‘রাফ ৫৫)*। অন্য আয়াতে বলেন, ‘আপনি আপনার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয় ও ভয়-ভীতি সহকারে নীরবে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করুন’ *(আ‘রাফ ২০৫)*। রাসূল (ছাঃ) সরবে যিকির করতে নিষেধ করেছেন।[১১৩৬] উক্ত যিকিরপন্থীরা শেষে লম্বা মুনাজাত করে বিদায় নেয়।

১১৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২-এর আলোচনা দ্রঃ- فهذا هو السنة في عـــد الـــذكر المشروع عده إنما هو باليد وباليمنى فقط فالعد باليسرى أو باليدين معا وبالحصى كل ذلك خلاف السنة و لم يصح في العد بالحصى فضلا عن السبحة شي

১১৩৫. তাফসীরে কুরতুবী ১/৯২ পৃঃ, ‘বিসমিল্লাহ’ অনুচ্ছেদ।

১১৩৬. বুখারী হা/২৯৯২, ১/৪২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৭৮৪, ৫/২২২ পৃঃ), ‘জিহাদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩১; মুসলিম হা/৭০৭৩; মিশকাত হা/২৩০৩, পৃঃ ২০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৫, ৫/৮৭ পৃঃ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘সুবহা-নাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ।

এটাও একটি বিদ‘আতী আমল। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এ ধরনের লোকদেরকেই ধমক দিয়েছিলেন।[১১৩৭]

এক নযরে ছালাতের পদ্ধতি :

মুছল্লী ওযূ করার পর মনে মনে ছালাতের সংকল্প করবে। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ‘তাকবীরে তাহরীমা’ সহ দু’হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর বাঁধবে।[১১৩৮] এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম হাতের কব্জির উপরে ডান হাতের কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে।[১১৩৯] জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করলে কাতারের মাঝে পরস্পরের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে।[১১৪০] সেই সাথে সিজদা বা তার এরিয়ার মধ্যে দৃষ্টি রাখবে।[১১৪১] অতঃপর ছানা পাঠ করবে-

---

১১৩৭. رَأَيْتُ فِى الْمَسْجِد قَوْماً حلقاً جُلُوساً يَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ فِى كُلِّ حَلْقَة رَجُلٌ وَفِى أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ كَبِّرُوا مائَةً فَيُكَبِّرُونَ مائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مائَةً فَيُهَلِّلُونَ مائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُوا مائَةً فَيُسَبِّحُونَ مائَةً.قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً انْتظَارَ رَأْيكَ أَو انْتظَارَ أَمْرِكَ قَالَ أَفَلاَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتهِمْ وَضَمنْتَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَضيعَ منْ حَسَنَاتهِمْ. ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً منْ تلْكَ الْحلَق، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذى أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ به التَّكْبيرَ وَالتَّهْليلَ وَالتَّسْبيحَ قَالَ فَعُدُّوا سَيِّئَاتكُمْ فَأَنَا ضَامنٌ أَنْ لاَ يَضيعَ منْ حَسَنَاتكُمْ شَىْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلاَءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافرُونَ وَهَذه ثيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ ، وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِه إِنَّكُمْ لَعَلَى ملَّة هىَ أَهْدَى منْ ملَّة مُحَمَّد أَوْ مُفْتَتحى بَاب ضَلاَلَة. -দারেমী হা/২১০।

১১৩৮. মুসলিম হা/৯১২, ১/১৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬৯); বুখারী হা/৬৬৬৭, ২/৯৮৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৯০; বুখারী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/৭৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৭, ২/২৫২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৯১; আবুদাঊদ হা/৭২৬, ৭৪৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫১, ২/৬৬ পৃঃ।

১১৩৯. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২); নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭২৭, ১/১০৫ পৃঃ; আহমাদ হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ।

১১৪০. আবুদাঊদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/৭২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৯, ২/৯৫ পৃঃ); ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮২৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।

১১৪১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৭৬১; বায়হাক্বী, সনানুল কুবরা হা/১০০০৮; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৯; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হতে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হতে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'।[১১৪২]

ছানা পাঠ শেষ করে 'আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী[১১৪৩] ও 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।[১১৪৪] এভাবে পড়বে প্রথম রাক'আতে। পরের রাক'আতগুলো 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' বলে সূরা ফাতিহা শুরু করবে। জেহরী ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়বে[১১৪৫] এবং ফাতিহা শেষে উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলবে।[১১৪৬] জেহরী ছালাতে মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সাথে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।[১১৪৭] ক্বিরাআত শেষে ইমাম আমীন বলা শুরু

১১৪২. বুখারী হা/৭৪৪, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৮, ২/১০৩ পৃঃ); মিশকাত হা/৮১২, পৃঃ ৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৬, ২/২৬৬ পৃঃ।

১১৪৩. আবুদাঊদ হা/৭৭৫, ১/১১৩ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪২, ১/৫৭ পৃঃ; সূরা নাহল ৯৮; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৯৫।

১১৪৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); মিশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৫, ২/২৭২ পৃঃ, 'ছালাতে ক্বিরআত পাঠ করা' অনুচ্ছেদ; দারাকুৎনী হা/১২০২; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৪৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯।

১১৪৫. বুখারী হা/৭৪৩, ১/১০৩ পৃঃ. (ইফাবা হা/৭০৭, ২/১০৩ পৃঃ); মুসলিম হা/৯১৪; মিশকাত হা/৮২৪ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৭ ও ৭৬৬, ২/২৭৩ পৃঃ।

১১৪৬. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাঊদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬।

১১৪৭. বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ); মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ১/১৬৯, (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫।

করলে মুক্তাদীও তার সাথে মিলে এক সঙ্গে আমীন বলবে।[১১৪৮] উল্লেখ্য, ইমামের আমীন বলার আগেই মুক্তাদীর আমীন বলার যে অভ্যাস চালু তা বর্জন করতে হবে।

ক্বিরাআত : সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম হলে কিংবা মুছল্লী একাকী হলে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআন থেকে অন্য সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করবে। তবে মুক্তাদী হলে জেহরী ছালাতে ইমামের সাথে সাথে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।[১১৪৯] আর যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী উভয়ে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে।[১১৫০] আর শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।[১১৫১]

রুকূ : ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবার' বলে দু'হাত কান কিংবা কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে।[১১৫২] হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে। এ সময় বাহুসহ দুই হাত ও হাঁটুসহ দুই পা শক্ত করে সোজা রাখবে।[১১৫৩] অতঃপর রুকূর দু'আ পড়বে।[১১৫৪]

কওমা : অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াবে এবং কান বা কাঁধ বরাবর দুই হাত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করবে।[১১৫৫] এ সময় 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে দু'আ পাঠ করবে।[১১৫৬] তারপর বলবে- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে। অথবা বলবে- رَبَّنَا

১১৪৮. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাঊদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬।

১১৪৯. বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ); মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ১/১৬৯, (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫।

১১৫০. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬, ২/২৮৮ পৃঃ।

১১৫১. বুখারী হা/৭৭৬, ১/১০৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৮২৮, পৃঃ ৭৯।

১১৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২; এছাড়া হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ, (ইফাবা হা/৬৯৯-৭০৩, ২/১০০-১০১ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯)।

১১৫৩. মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/৭৯১; বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২; আবুদাঊদ হা/৮৫৯।

১১৫৪. বুখারী হা/৭৯৪ ও ৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩।

১১৫৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২; এছাড়া হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮।

১১৫৬. বুখারী হা/৭৯৫।

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি’।[১১৫৭] সেই সাথে দুই হাত স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিবে।[১১৫৮]

সিজদা : অতঃপর ‘আল্লা-হু আকবর’ বলে প্রথমে দু’হাত ও পরে দু’হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও দু‘আ পড়বে।[১১৫৯] এ সময় হাত দু’খানা ক্বিবলামুখী করে মাথার দু’পাশে কাঁধ বরাবর মাটিতে রাখবে।[১১৬০] হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।[১১৬১] কনুই উঁচু রাখবে ও বগল ফাঁকা রাখবে।[১১৬২] হাঁটু বা মাটিতে ঠেস দিবে না।[১১৬৩] সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।[১১৬৪] দুই পা খাড়া করে এক সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে।[১১৬৫] এ সময় আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে রাখবে।[১১৬৬] অতঃপর سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলবে কমপক্ষে তিনবার বলবে।[১১৬৭] সিজদাতে পঠিতব্য আরো দু‘আ আছে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় প্রশান্তির সাথে বসবে এবং বলবে اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,

---

১১৫৭. বুখারী হা/৭৯৯; মিশকাত হা/৮৭৭।

১১৫৮. বুখারী হা/৮২৮, ১/১১৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৯২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৩৯।

১১৫৯. আবুদাউদ হা/৮৪০, ১/১২২ পৃঃ; নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯; ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।

১১৬০. আবুদাউদ হা/৭৩৪, ১/১০৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৭০, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮০১, পৃঃ ৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৫, ২/২৫৭ পৃঃ।

১১৬১. হাকেম হা/৮১৪; বলূগুল মারাম হা/২৯৭, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮০৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

১১৬২. বুখারী হা/৮০৭, (ইফাবা হা/৭৭০, ২/১৩৫ পৃঃ), ও ৩৫৬৪; মুসলিম হা/১১৩৪ ও ১১৩২; মিশকাত হা/৮৯১।

১১৬৩. বুখারী হা/৮২২, (ইফাবা হা/৭৮৪, ২/১৪১ পৃঃ); মুসলিম হা/১১৩০; মিশকাত হা/৮৮৮; আবুদাউদ হা/৭৩০; মিশকাত হা/৮০১।

১১৬৪. মুসলিম হা/১১৩৫; আবুদাউদ হা/৮৯৮; মিশকাত হা/৮৯০, পৃঃ ৮৩।

১১৬৫. ছহীহ মুসলিম হা/১১১৮, ১/১৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৯৭২) ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রুকূ ও সিজদায় কী বলবে’ অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/৮৯৩, পৃঃ ৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৩৩, ২/২৯৯ পৃঃ, ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

১১৬৬. বুখারী হা/৮২৮, ১/১১৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৯২।

১১৬৭. ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩।

আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'।[১১৬৮]

অতঃপর 'আল্লা-হু আকবর' বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দু'আ পড়বে। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় সিজদা থেকে উঠে শান্তভাবে বসবে। অতঃপর মাটিতে দু'হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।[১১৬৯] উল্লেখ্য যে, রুকূ ও সিজদায় কুরআন থেকে কোন দু'আ পড়বে না।[১১৭০]

বৈঠক : ২য় রাক'আত শেষ করার পর বৈঠকে বসবে। ১ম বৈঠক হলে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়বে।[১১৭১] তারপর মাটির উপর দুই হাত রেখে ভর দিয়ে ৩য় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।[১১৭২] আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পরে দরূদ, দু'আয়ে মাছূরাহ পড়বে।[১১৭৩] ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে ও আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করবে।[১১৭৪] এ সময় আঙ্গুলগুলো সাধারণভাবে খোলা রাখবে।[১১৭৫] বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুল বাম হাঁটুর উপর ক্বিবলামুখী করে রাখবে। আর ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের পিঠে রেখে মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করবে।[১১৭৬] অন্য হাদীছে এসেছে, ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতে থাকবে।[১১৭৭] এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখবে।[১১৭৮] দুই তাশাহ্হুদেই ইশারা করবে।[১১৭৯]

১১৬৮. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ।

১১৬৯. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯।

১১৭০. মুসলিম হা/১১০২; মিশকাত হা/৮৭৩।

১১৭১. মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/৭৯১; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৬০।

১১৭২. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ।

১১৭৩. বুখারী হা/৮৩৫, 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫০; মুসলিম হা/১৩৫৪, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/৯৪০।

১১৭৪. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, ২/২৫২ পৃঃ, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

১১৭৫. আবুদাঊদ হা/৭৩০; মিশকাত হা/৮০১।

১১৭৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত হা/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ।

১১৭৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৬); মিশকাত হা/৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পৃঃ।

১১৭৮. নাসাঈ হা/১২৭৫, ১১৬০, ১/১৩০ পৃঃ ও ১/১৪২ পৃঃ।

‘আত্তাহিইয়া-তু’, ‘দরূদ’, দু‘আ মাছূরা ও অন্যান্য দু‘আ পড়া শেষ করে ডানে ও বামে ‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফিরাবে।[১১৮০] উল্লেখ্য যে, প্রথম সালামের সাথে ‘ওয়া বারাকা-তুহু’ যোগ করা যায়।[১১৮১] সালাম ফিরিয়ে প্রথমে সরবে একবার ‘আল্লা-হু আকবর’ বলবে।[১১৮২] তারপর তিনবার বলবে ‘আস্তাগফিরুল্লা-হ’। সেই সাথে বলবে اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. ‘হে আল্লাহ আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক’।[১১৮৩]

এ সময় ইমাম হলে প্রত্যেক ছালাতে ডানে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে।[১১৮৪] অতঃপর ইমাম মুক্তাদী সকলে সালামের পরের যিকির সমূহ পাঠ করবে।[১১৮৫] সালাম ফিরানোর পর পরই দ্রুত উঠে যাবে না। এটা বদ অভ্যাস।[১১৮৬] বরং এ সময় ‘আয়াতুল কুরসী’সহ অন্যান্য দু‘আ পাঠ করবে।[১১৮৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : লেখক প্রণীত ‘শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত’ বই।

১১৭৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯০৩; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৯।

১১৮০. বুখারী হা/৮৩৪ ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছে-১৪৯; মিশকাত হা/৯৪২, পৃঃ ৮৭ ‘তাশাহহুদে দু‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৭।

১১৮১. আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯১৫, ১/১৪৩ পৃঃ; উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদের কোন ছাপায় ‘ওয়া বারাকাতুহু’ অংশটুকু নেই। আবুদাঊদ হা/৯৯৭ (রিয়ায ছাপা)। আরো উল্লেখ্য যে, বলূগুল মারামে দুই দিকেই উক্ত অংশ যোগ করার যে বর্ণনা এসেছে, তা ভুল হয়েছে। বলূগুল মারাম হা/৩১৬, পৃঃ ৯৫। তাছাড়া দুই দিকেই ‘ওয়া বারাকাতুহু’ যোগ করা সম্পর্কে ইবনে হিব্বানে যে হাদীছ এসেছে তা যঈফ- ইবনে হিব্বান হা/১৯৯৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ ২/২৯ পৃঃ।

১১৮২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৮৪২, ১/১১৬ পৃঃ; মুসলিম হ/১৩৪৪ ও ১৩৪৫, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৭, ৩/১ পৃঃ।

১১৮৩. মুসলিম হা/১৩৬২, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৯, ৩/২ পৃঃ, ‘ছালাতের পরে যিকর’ অনুচ্ছেদ-১৮।

১১৮৪. ছহীহ বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পৃঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৯৪৪, পৃঃ ৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ পৃঃ, ‘তাশাহহুদে দু‘আ করা’ অনুচ্ছেদ। বুখারী হা/৬২৩০; মুসলিম হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৮, ২/৩০৪ পৃঃ।

১১৮৫. বুখারী হা/৮৪৪, ১/১১৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১৩৬৬, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৬২; আবুদাঊদ হা/১৫২২ প্রভৃতি।

১১৮৬. আহমাদ হা/২৩১৭০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪৯।

১১৮৭. নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮, ৬/৩০ পৃঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহা হা/৯৭২; বলূগুল মারাম হা/৩২২, পৃঃ ৯৬। উল্লেখ্য যে, বায়হাক্বীর সূত্রে মিশকাতে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ যঈফ- বায়হাক্বী হা/২১৬৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫১৩৫; মিশকাত হা/৯৭৪, পৃঃ ৮৯।

অষ্টম অধ্যায়

ক্বাযা ছালাত

অষ্টম অধ্যায়

ক্বাযা ছালাত

(১) ক্বাযা ছালাত আদায় করতে বিলম্ব করা এবং নিষিদ্ধ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা :

ক্বাযা ছালাত আদায় করতে দেরী করা এবং নিষিদ্ধ সময়ে ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে যে ধারণা সমাজে চালু আছে তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। বরং যখনই স্মরণ হবে কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখনই ধারাবাহিকভাবে ক্বাযা ছালাত আদায় করে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ‘কেউ ভুলে গেলে কিংবা ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হল, ঘুম ভাঙলে অথবা স্মরণ হলে সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করা’।[১১৮৮] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য ডুবার পূর্বে আছর ছালাত এক রাক‘আত পড়তে পারে তাহলে সে যেন তার ছালাত পূর্ণ করে নেয়। অনুরূপ কেউ যদি সূর্য উঠার পূর্বে ফজর ছালাতের এক রাক‘আত পড়তে পারে তাহলে সে যেন তার ছালাত পূর্ণ করে নেয়।[১১৮৯]

অতএব স্পষ্ট হল যে, ক্বাযা ছালাতের জন্য কোন নিষিদ্ধ ওয়াক্ত নেই।[১১৯০] আর মূল ওয়াক্তে যেভাবে ছালাত আদায় করা হয় ঠিক ঐ নিয়মেই ছালাত আদায় করবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে নিয়ে মাগরিবের পর যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই চার ওয়াক্ত ছালাত এক আযান ও চারটি পৃথক ইক্বামতে পরপর জামা‘আতের সাথে আদায়

১১৮৮. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫-৩৬ পৃঃ), ‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে’ অনুচ্ছেদ-৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, ১/২৩৮, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, ৬৮৪, ৬৮৭, ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৬, ২/২১০ পৃঃ।

১১৮৯. বুখারী হা/৫৫৬, (ইফাবা হা/৫২৯, ২/১৮ পৃঃ); মিশকাত হা/৬০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪, ২/১৭৮ পৃঃ, ‘তাড়াতাড়ি ছালাত আদায়’ অনুচ্ছেদ।

১১৯০. আলবানী, মিশকাত হা/৬০২-এর টীকা দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১।

করেন। উক্ত ছালাতগুলো স্ব স্ব ওয়াক্তে যেভাবে আদায় করতেন ঐ নিয়মেই আদায় করেন।[১১৯১]

(২) ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে না পড়া :

ক্বাযা ছালাত জাম'আত করে না পড়ার প্রথাই সমাজে চালু আছে। অথচ একাধিক ব্যক্তির ছালাত ক্বাযা হলে সেই ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করাই সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) ক্বাযা ছালাত ছাহাবীদের নিয়ে জামা'আত সহকারে আদায় করেছেন।[১১৯২]

(৩) 'উমরী ক্বাযা' আদায় করা :

যারা পূর্বে ছালাত আদায় করত না তারা ছালাত শুরু করার পর অতীতের বকেয়া ছালাত সমূহ ফরয ছালাতের পর আদায় করে থাকে। অথচ উক্ত আমলের পক্ষে কোন দলীল নেই। মূলতঃ এটি একটি বিদ'আতী প্রথা'।[১১৯৩] রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে উক্ত প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং পূর্বের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ চাইলে পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তা নেকীতে পরিণত করতে পারেন *(ফুরক্বান ৭০-৭১; যুমার ৫৩)*। তাছাড়া ইসলাম তার পূর্বেকার সবকিছুকে ধসিয়ে দেয়।[১১৯৪] সম্ভবতঃ একাধিক ছালাত ক্বাযা হওয়ার কারণেই মহিলাদের মাসিক অবস্থার ছালাত পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং ছিয়াম ক্বাযা করার কথা বলা হয়েছে।[১১৯৫] উল্লেখ্য যে, রামাযানের শেষ জুম'আয় পূর্বের ক্বাযা হওয়া ছালাত আদায় করার যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়, তা মিথ্যা ও বাতিল।[১১৯৬]

১১৯১. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫-৩৬ পৃঃ), 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন' অনুচ্ছেদ-৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৬২, ১/২২৭, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; নাসাঈ হা/৬৬১ ও ৬৬২।

১১৯২. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫-৩৬ পৃঃ), 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন' অনুচ্ছেদ-৩৬; নাসাঈ হা/৬৬১ ও ৬৬২।

১১৯৩. আলোচনা দ্রষ্টব্য : আলবানী-মিশকাত হা/৬০৩, টীকা-২।

১১৯৪. মুসলিম হা/৩৩৬, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/২২১), 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/২৮, 'ঈমান' অধ্যায়।

১১৯৫. ছহীহ মুসলিম হা/৭৮৯, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৫৪), 'ঋতু' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫; মিশকাত হা/২০৩২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

১১৯৬. মোল্লা আলী আল-ক্বারী, আল-মাছনূ' ফী মা'রেফাতুল হাদীছিল মাওযূ', পৃঃ ১৯১, হা/৩৫৮; মাওযূ'আতুল কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আল-আছারুল মারফূ'আহ্ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ্ ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ১/৫৪, নং ১১৫।

নবম অধ্যায়

ছফরের ছালাত

নবম অধ্যায়

সফরের ছালাত

(১) সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করে পড়াকে অবজ্ঞা করা :

‘ক্বছর’ অর্থ কমানো। চার রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাতকে দু’রাক‘আত করে পড়াকে ‘ক্বছর’ বলে। ক্বছর করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ বা রহমত। ‘জমা’ অর্থ একত্রিত করা। যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশার ছালাত এক সঙ্গে আদায় করা। এ ব্যাপারে সরাসরি হাদীছ থাকলেও অধিকাংশ মুছল্লী অতি পরহেযগারিতা দেখাতে গিয়ে এই সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বরং পূর্ণ ছালাত আদায় করতে গিয়ে গাড়ী ধরার ব্যস্ততায় ছালাতকে তাড়াহুড়ায় পরিণত করে। সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর ও জমা করার যে হিকমত, তা অনেকেই বুঝতে চায় না। সময়ের ঘাটতি, স্থান পাওয়া, পবিত্রতা হাছিলের জন্য সুযোগ মত পানি পাওয়া, ছালাতের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা, প্রশান্তির সাথে ছালাত আদায় করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তারা কখনো চিন্তা করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا.

‘যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ‘ক্বছর’ করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(নিসা ১০১)*।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে নিম্নের আয়াত পড়ে বললাম, 'তোমাদের ছালাত 'ক্বছর' করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে'। মানুষ এখন নিরাপদ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হয়েছ আমিও তেমনি এতে আশ্চর্য হয়েছিলাম। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, 'এটা ছাদাক্বাহ। আল্লাহ তোমাদের প্রতি ছাদাক্বাহ করেছেন। তোমরা তার ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর'।[১১৯৭]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে অবস্থান করছিলেন। সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ঢুলে পড়ত, তখন তিনি যোহর ও আছর জমা করতেন। আর যদি সূর্য ঢুলে পড়ার পূর্বে সওয়ার হতেন, তখন যোহরকে দেরী করতেন আছর পর্যন্ত। অনুরূপ করতেন মাগরিবের ছালাতের ক্ষেত্রে। সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ডুবে যেত, তাহলে মাগরিব ও এশা জমা করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে যদি সওয়ার হতেন, তখন মাগরিবকে দেরী করতেন এবং এশার ছালাতের জন্য নেমে পড়তেন। অতঃপর মাগরিব ও এশা জমা করতেন।[১১৯৮]

১১৯৭. মুসলিম হা/১৬০৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১, (ইফাবা হা/১৪৪৩), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৫, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫৭, ৩/১৬৭ পৃঃ।

১১৯৮. আবুদাঊদ হা/১২০৮, ১/১৭০ পৃঃ, 'দুই ছালাত' জমা করা অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩৪৪, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৬, ৩/১৭১ পৃঃ, 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সফর অবস্থায় থাকতেন, তখন যোহর ও আছর জমা করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশাও জমা করে আদায় করতেন।[১১৯৯]

(২) ক্বছরের জন্য ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা :

হাদীছে কোন নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা নেই। এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ বা ৯ মাইল যাওয়ার পর দুই রাক‘আত পড়তেন।[১২০০] শুরাহবীল ইবনু সামত ১৭ বা ১৮ মাইল পর পড়তেন।[১২০১] ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) চার বুরদ বা ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে ক্বছর করতেন।[১২০২] নির্দিষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হলে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘ক্বছর’ করা যায়।

عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

আনাস (রাঃ) বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাক‘আত পড়েছি। আর যিল হুলায়ফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাক‘আত পড়েছি।[১২০৩]

১১৯৯. বুখারী হা/১১০৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, (ইফাবা হা/১০৪২, ২/২৮৭ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৩৯, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬১, ৩/১৬৯ পৃঃ।

১২০০. ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৫, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৫৩)।

১২০১. মুসলিম হা/১৬১৬, ১/২৪২ পৃঃ।

১২০২. বুখারী ‘ক্বছর ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪, ১/১৪৭ পৃঃ।

১২০৩. ছহীহ বুখারী হা/১০৮৯, ১/১৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০২৮, ২/২৮২ পৃঃ), ‘ক্বছর ছালাত’ অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৪, ১/২৪২ পৃঃ।

রাসূল (ছাঃ) একটানা ১৯ দিন ‘ক্বছর’ করেছেন।[১২০৪] অর্থাৎ যত দিন তিনি অবস্থান করেছেন, ততদিন ক্বছর করেছেন। তাই স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করে পড়া যাবে। অনেক ছাহাবী দীর্ঘ দিন সফরে থাকলেও ক্বছর করতেন।[১২০৫] ছাহাবীগণ সফরে থাকা অবস্থায় ক্বছর করাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।[১২০৬] অতএব সফরে ছালাতকে ক্বছর ও জমা করার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

(৩) হজ্জের সফরে ছালাত ক্বছর না করা :

হজ্জের সফরে ক্বছর ও জমা ছালাতের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায়। কিছু জাল ও যঈফ হাদীছের কারণে উক্ত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।[১২০৭] কারণ হাদীছে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমল বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ...

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হয়েছিলাম। পুনরায় মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দুই রাক‘আত দুই রাক‘আত করে ছালাত আদায় করেছিলেন।[১২০৮] অন্য হাদীছে এসেছে, কারণ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ছালাত ক্বছর ও জমা করেছেন।[১২০৯]

১২০৪. বুখারী হা/১০৮১, ১/১৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৩৭।
১২০৫. মিরক্বাত ৩/২২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪।
১২০৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ২৪/৯৮; মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮ ।
১২০৭. দারাকুৎনী হা/১৪৬৩; আবুদাঊদ হা/১২২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩৯- عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وسفيان الثوري يرميه بالكذب।
১২০৮. ছহীহ বুখারী হা/১০৮১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ (ইফাবা হা/১০২০, ২/২৭৯ পৃঃ)।
১২০৯. বুখারী হা/১০৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, (ইফাবা হা/১০২৩, ২/২৮০ পৃঃ)- قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। প্রথমে দুই রাক'আত যোহরের ছালাত অতঃপর আছরের দুই রাক'আত পড়বে পৃথক পৃথক ইক্বামতে। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে আদায় করবে। প্রথমে ইক্বামত দিয়ে মাগরিব তিন রাক'আত পড়বে অতঃপর পৃথক ইক্বামতে এশা দুই রাক'আত আদায় করবে।

إِنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى السُّنَّة فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَــلَ ذَلِــكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُوْنَ فِىْ ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ.

নিশ্চয় ছাহাবীগণ সুন্নাতের অনুসরণে যোহর ও আছর ছালাত জমা করে আদায় করতেন। রাবী বলেন, আমি সালেমকে বললাম, রাসূল (ছাঃ) কি এটা করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এ বিষয়ে তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে কি? [১২১০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ ...

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাগরিব এবং এশার ছালাত জমা করতেন। উভয়ের জন্য পৃথক ইক্বামত দেয়া হত।[১২১১]

জ্ঞতব্য : (ক) সফরে সুন্নাত পড়ার প্রয়োজন নেই।[১২১২] তবে বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়বে। রাসূল (ছাঃ) এগুলো কখনো

১২১০. বুখারী হা/১৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫, (ইফাবা হা/১৫৫৬), 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৯; মিশকাত হা/২৬১৭, পৃঃ ২৩০, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ।

১২১১. বুখারী হা/১৬৭৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭, (ইফাবা হা/১৫৬৫), 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৬; মিশকাত হা/২৬০৭, পৃঃ ২২৯, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ।

১২১২. মুসলিম হা/১৬১১, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৪৯), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৮, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬০, ৩/১৬৯ পৃঃ।- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَــتْ مِنْــهُ

ছাড়তেন না।[১২১৩] (খ) মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ৪ রাক‘আত পড়বে। মুসাফির একাকী ছালাত আদায় করলে দু’রাক‘আত পড়বে। মুসাফির ইমামতি করলেও দু’রাক‘আত পড়তে পারে।[১২১৪] আবু মেযলাজ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম মুছল্লীর সাথে দু’রাক‘আত ছালাত পেলে ঐ দু’রাক‘আতই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে, না তাকে ৪ রাক‘আতই পড়তে হবে? তিনি হেসে উঠে বললেন, মুসাফির তাদের সমান ছালাত আদায় করবে।[১২১৫] (গ) মুক্বীম অবস্থায় বৃষ্টির কারণে ক্বছর ছাড়াই দু’ওয়াক্তের ছালাত এক সাথে আদায় করা যায়।[১২১৬]

الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِى يَا ابْنَ أَخِى إِنِّى صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

১২১৩. মুসলিম হা/১৫৯৩, ১/২৩৮ ও ২৩৯ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; বুখারী হা/১১৫৯, ১/১৫৫ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ ছালাত’ অধ্যায়; বুখারী হা/১০০০, ১/১৩৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৪০, পৃঃ ১১৮; ।

১২১৪. আহমাদ হা/১৮৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৭৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১, সনদ ছহীহ।

১২১৫. ইরওয়া ৩/২২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১২১৬. মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৫৮৩, ৩/৪১ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২১০-১১, সনদ ছহীহ।

দশম অধ্যায়
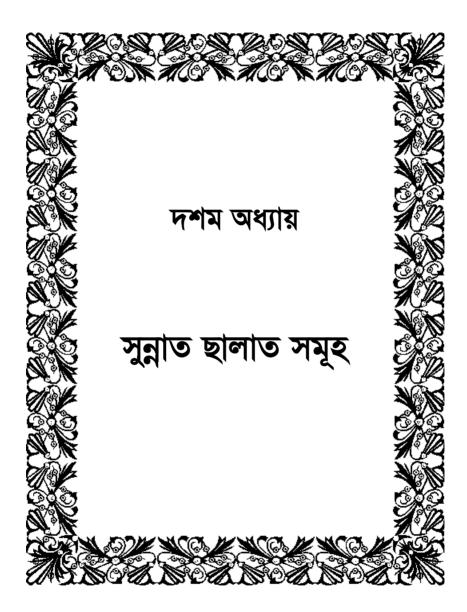
সুন্নাত ছালাত সমূহ

দশম অধ্যায়
সুন্নাত ছালাত সমূহ

(১) ফজরের ছালাতের জামা‘আত চলা অবস্থায় সুন্নাত পড়তে থাকা :

ইক্বামত হওয়ার পর এবং রীতি মত জামা‘আত চলছে এমতাবস্থায় বহু মসজিদে ফজর ছালাতের সুন্নাত আদায় করতে দেখা যায়। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, ‘জামাআত শুরু হওয়ার পর কোন নফল নামায শুরু করা জায়েয নয়। তবে ফজরের সুন্নত এর ব্যতিক্রম’।[১২১৭] অথচ উক্ত দাবী সুন্নাত বিরোধী। কারণ যখন ফরয ছালাতের ইক্বামত হয়ে যায়, তখন সুন্নাত পড়া যাবে না।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, ‘যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই’।[১২১৮]

উল্লেখ্য যে, ‘ফজর ছালাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত ছালাত নেই’[১২১৯] এই ব্যাপক ভিত্তিক হাদীছের আলোকে বলা হয়, ফজর ছালাতের সুন্নাত আগে পড়তে না পারলে, সূর্য উঠার পর পড়তে হবে। সেকারণ উক্ত আমল সমাজে চালু আছে। অথচ উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য অন্য যেকোন ছালাত। কারণ ফজরের পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ছালাতের পরপরই পড়ে নেয়া যায়। উক্ত মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّىْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১২১৭. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭৭।

১২১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫১৪ ও ১৫২১) ‘মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, ‘জামা‘আত ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

১২১৯. বুখারী হা/৫৮৬, ১/৮৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৪, ৩/৩৭ পৃঃ।

ক্বায়েস ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের পর এক ব্যক্তিকে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, ফজরের ছালাত দুই রাক‘আত। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, আমি ফজরের পূর্বের দুই রাক‘আত আদায় করিনি। তাই এখন সেই দুই রাক‘আত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) চুপ থাকলেন।[১২২০]

অতএব প্রচলিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে সুন্নাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বহু মসজিদে লেখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়বেন না। উক্ত লেখা সুন্নাত বিরোধী হলেও সব ছালাতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, কিন্তু ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে তা অনুসরণ করা হয় না। কারণ এটা সুন্নাত তাই।

(২) মাগরিবের পূর্বের দুই রাক‘আত ছালাতকে অবজ্ঞা করা :

যেকোন ছালাতের আযানের পর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা যায়। উক্ত মর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১২২১] এছাড়াও নির্দিষ্টভাবে মাগরিবের পর দুই রাক‘আত ছালাতের কথা বলা হয়েছে। কেউ চাইলে পড়তে পারে। কিন্তু উক্ত ছালাতকে বর্তমান মসজিদগুলোতে অবজ্ঞা করা হয়। এমনকি উক্ত ছালাত সম্পর্কে অধিকাংশ মুছল্লী খবরই রাখে না। অবশ্য এর পিছনেও একটি ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلاَ الْمَغْرِبَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক আযানের পর দুই রাক‘আত ছালাত রয়েছে। তবে মাগরিব ব্যতীত।[১২২২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার। ‘মাগরিব ব্যতীত’ শেষের অংশটুকু ভুলক্রমে সংযোজিত হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন,

---

১২২০. আবুদাঊদ হা/১২৬৭, ১/১৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪৪, পৃঃ ৯৫ সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৭, ৩/৪০ পৃঃ, ‘ছালাতের নিষিদ্ধ সময়’ অনুচ্ছেদ।

১২২১. ছহীহ বুখারী হা/৬২৭, ১/৮৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৯৯, ২/৫০ পৃঃ); মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৬৬২, পৃঃ ৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১১, ২/২০১ পৃঃ, ‘আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের উত্তর দান’ অনুচ্ছেদ।

১২২২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬৬৯।

وَهَذَا مِنْهُ خَطَأٌ فِى الْإِسْنَاد وَالْمَتْنِ جَمِيْعًا وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ صَحِيْحًا؟ 'এর অতিরিক্ত অংশের সনদ ও মতন উভয়েই ভুল রয়েছে। কিভাবে ছহীহ হতে পারে?'। অতঃপর তিনি বলেন, ইবনু বুরায়দা নিজেই মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[১২২৩]

মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়ার ছহীহ দলীল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বার বলেন, যার ইচ্ছা সে পড়বে। এজন্য যে লোকেরা যেন তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে।[১২২৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় থাকতাম তখন এমন হত যে, মুয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের যখন আযান দিত, তখন লোকেরা কাতারে দাঁড়িয়ে যেত। অতঃপর তারা দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করত। এমনকি কোন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা করত, অবশ্যই মাগরিবের ছালাত হয়ে গেছে। এত মানুষ উক্ত দুই রাক'আত ছালাত আদায় করত।[১২২৫]

১২২৩. বায়হাক্বী, সুনানুস ছুগরা হা/৫৬৮; সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৫৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৬২-এর আলোচনা দ্রঃ।

১২২৪. বুখারী হা/১১৮৩, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১২ ও ১১১৩, ২/৩২৩ পৃঃ); মুসলিম হা/১৯৭৫, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৮); মিশকাত হা/১১৬৫, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৭, ৩/৯২ পৃঃ।

১২২৫. মুসলিম হা/১৯৭৬, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯); মিশকাত হা/১১৮০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১২, ৩/৯৭ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

অনুধাবনযোগ্য : স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ থাকতে একটি ভুল ও মিথ্যা বর্ণনার উপরে ভিত্তি করে উক্ত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যায় কি?

(৩) মাগরিবের পর ছালাতুল আউয়াবীন পড়া :

মাগরিবের পর 'ছালাতুল আউয়াবীন' পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সবই জাল বা মিথ্যা।

(أ) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত পড়বে কিন্তু মাঝে কোন ক্রুটিপূর্ণ কথা বলবে না, তার জন্য উহা ১২ বছরের ইবাদতের সমান হবে'।[১২২৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ خَثْعَمٍ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيْلَ يَقُوْلُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا.

আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছটি গরীব। আমরা ওমর ইবনে আবী খাছ'আম কর্তৃক বর্ণিত যায়েদ ইবনু হুবাবের হাদীছ ছাড়া আর কিছু জানি না। ইমাম বুখারীকে ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ আবী খাছ'আম সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, সে অস্বীকৃত রাবী। তিনি তাকে নিতান্তই যঈফ বলেছেন'।[১২২৭]

(ب) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

১২২৬. তিরমিযী হা/৪৩৬, ১/৯৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৬৭; মিশকাত হা/১১৭৩, পঃ ১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৫, ৩/৯৫ পৃঃ।

১২২৭. যঈফ তিরমিযী হা/৬৬, পৃঃ ৪৮-৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯; যঈফুল জামে' হা/৫৬৬১।

(খ) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[১২২৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদ মাদানী নামে একজন রাবী আছে। ইমাম আহমাদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[১২২৯]

(ج) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ.

(গ) মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে সেটা তার জন্য 'ছালাতুল আউওয়াবীন' হবে।[১২৩০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু ছাখর নামে যঈফ রাবী আছে। সে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির-এর যুগ পায়নি।[১২৩১]

জ্ঞাতব্য : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, 'মাগরিবের পরে ছয় রাকআত, একে আওয়াবীনও বলা হয়।... আওয়াবীন নামাযের সর্বাধিক রাকআত সংখ্যা বিশ। দু' কিংবা চার রাকআতও জায়েয। নবী (সা.) আওয়াবীনের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন'।[১২৩২] 'নবীজীর নামায' শীর্ষক বইয়ে ড. ইলিয়াস ফায়সাল মাগরিবের পর অতিরিক্ত ছালাত আদায় করার দাবী করেছেন। তার প্রমাণে একটি উদ্ভট বর্ণনা পেশ করেছেন।[১২৩৩] এটা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রহঃ) লিখেছেন, 'মাগরিবের পরের ছয় রাকআতের নাম 'সালাতুল আওয়াবীন' বলিয়া কোন হাদীসে উল্লেখ নাই'।[১২৩৪]

১২২৮. তিরমিযী হা/৪৩৬, ১/৯৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৭৪, পৃঃ ১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৬, ৩/৯৫ পৃঃ।

১২২৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৪-এর টীকা দ্রঃ।

১২৩০. ইবনু মুবারক, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ১৪; ইবনু নছর, কিতাবুল কিয়াম, পৃঃ ৪৪।

১২৩১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬১৭।

১২৩২. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

১২৩৩. ঐ, পৃঃ ২৮২।

১২৩৪. বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫।

ছহীহ হাদীছের আলোকে ‘ছালাতুল আউয়াবীন’ :

হাদীছে একই ছালাতকে তিনটি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব আকাশে সূর্য উঠার সাথে সাথে পড়লে তাকে ‘ছালাতুল ইশরাক্ব’, সূর্য একটু উপরে উঠার পর আদায় করলে ‘ছালাতুয যোহা’ এবং আরো একটু উপরে উঠার পর আদায় করলে তাকে ‘ছালাতুল আউয়াবীন’ বা ‘আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল বান্দাদের ছালাত’ বলা হয়েছে। যেকোন একটি পড়লেই চলবে। যেমন-

(أ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّــةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

(ক) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামা‘আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করবে অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে যিকির করবে; তারপর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ এবং পূর্ণ একটি ওমরার নেকী রয়েছে।[১২৩৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

(ب) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِــى الإِنْــسَانِ ثَلاَثُمِائَــةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْــقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ.

(খ) বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের দেহে তিনশ’ ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। তাই প্রত্যেক গ্রন্থির বিনিময়ে ছাদাক্বাহ করা উচিত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার পক্ষে এটা সম্ভব? তিনি বললেন, মসজিদ থেকে থুথু মুছে দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে। এটা না পারলে চাশতের দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে।[১২৩৬]

১২৩৫. তিরমিযী হা/৫৮৬, ১/১৩০ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৭১, পৃঃ ৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯০৯, ৩/৬ পৃঃ, ‘ছালাতের পর যিকির’ অনুচ্ছেদ।

১২৩৬. আবুদাঊদ হা/৫২৪২, ২/৭১১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩১৫, পৃঃ ১১৬, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৯, ৩/১৫৭ পৃঃ।

(ج) عَنْ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلاَةَ فِيْ غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

(গ) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কিছু লোককে চাশতের ছালাত আদায় করতে দেখেন। অতঃপর বলেন, তারা অবগত আছে যে, এই সময়ের চেয়ে অন্য সময়ে পড়া অধিক উত্তম। নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতুল আউয়াবীন' তখন পড়বে, যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে তাপ অনুভব করে।[১২৩৭]

অতএব মাগরিবের পর ছালাতুল আউয়াবীন নামে কোন ছালাত নেই। তাই উক্ত তিন সময়ের মধ্যে যেকোন এক সময়ে উক্ত ছালাত আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু সূর্য উঠার পর পরই পড়লে ফযীলত অনেক বেশী। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীছ পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়াই একজন মুছল্লীর কর্তব্য।

জ্ঞাতব্য : 'ছালাতুল আউয়াবীন'-এর রাক'আত সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই ও সর্বোচ্চ আট।[১২৩৮] ১২ রাক'আত পড়ার যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ।[১২৩৯] এর সনদে মূসা ইবনু ফুলান ইবনু আনাস নামে অপরিচিত রাবী আছে।[১২৪০]

(৪) মাগরিব ছালাতের পর চার রাক'আত সুন্নাত পড়া :

মাগরিবের পর কেবল দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে। এরপর দাঁড়িয়ে বা বসে আরো দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের ছহীহ কোন দলীল নেই।

১২৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮০ ও ১৭৮১, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৬), 'মুসাফিরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত হা/১৩১২, পৃঃ ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৭, ৩/১৫৬ পৃঃ।

১২৩৮. বুখারী হা/১১৭৬, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১০৬, ২/৩২১ পৃঃ), 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; মুসলিম হা/১৭০৪; মিশকাত হা/১৩১১, ১৩০৯, পৃঃ ১১৫ ও ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৪ ও ১২৩৬, ৩/১৫৫-৫৬ পৃঃ।

১২৩৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮০, পৃঃ ৯৮; তিরমিযী হা/৪৭৩; মিশকাত হা/১৩১৬, পৃঃ ১১৬।

১২৪০. আলবানী, মিশকাত হা/১৩১৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/৪১৩ পৃঃ।

عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

মাকহূল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ছালাতের পর কোন কথা বলার পূর্বেই দুই রাক‘আত অন্য বর্ণনায় এসেছে, চার রাক‘আত পড়বে তার ছালাতকে ‘ইল্লীইনে’ উঠানো হবে।[১২৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে আবু ছালেহ নামে একজন যঈফ রাবী আছে।[১২৪২]

(৫) ফরয ছালাতের স্থানে সুন্নাত ছালাত আদায় করা :

সুন্নাত ছালাত আদায় করার সময় স্থান পরিবর্তন করা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ। কিন্তু অধিকাংশ মসজিদে মুছল্লীরা ফরয ছালাতের স্থানেই সুন্নাত ছালাত আদায় করে থাকে। স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন মনে করেন না।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِى السُّبْحَةَ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছঃ) বলেছেন, তোমরা কি সক্ষম হবে যখন সে ছালাত আদায় করবে তখন সামনে বা পিছনে কিংবা ডানে বা বামে সরে যাবে? অর্থাৎ সরে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে।[১২৪৩]

উক্ত হাদীছে স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাত ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি ইমামকেও তার স্থানে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[১২৪৪]

১২৪১. রাযীন, ইবনু নছর, ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৩১; মিশকাত হা/১১৮৪, পৃঃ ১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৬, ৩/৯৮ পৃঃ।

১২৪২. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৮৪-এর টীকা দ্রঃ, ১/৩৭১ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৫।

১২৪৩. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭, পৃঃ ১০৩; আবুদাঊদ হা/১০০৬, ১/১৪৪ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া’ অনুচ্ছেদ।

১২৪৪. আবুদাঊদ হা/৬১৬, ১/৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৮, পৃঃ ১০৩।

সুন্নাত ছালাত পড়ার ফযীলত সমূহ :

যে সমস্ত সুন্নাত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো পড়াই একজন মুছল্লীর জন্য যথেষ্ট। বানোয়াট, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন কথার উপর আমল করা উচিত নয়।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। সেগুলো হল- যোহরের পূর্বে চার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পর দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই।[১২৪৫] অন্য বর্ণনায় ১০ রাক'আতের কথা এসেছে। সেখানে যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত বলা হয়েছে।[১২৪৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দুই রাক'আত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু তা হতে উত্তম।[১২৪৭]

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

১২৪৫. মুসলিম হা/১৭২৯, ১/২৫১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৬৪), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫; তিরমিযী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯, পৃঃ ১০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯১, ৩/৯০ পৃঃ।

১২৪৬. বুখারী হা/১১৮০; তিরমিযী হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১১৬০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯২, ৩/৯১ পৃঃ।

১২৪৭. মুসলিম হা/১৭২১, ১/২৫১ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৬৪, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৬, ৩/৯২ পৃঃ।

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[১২৪৮]

(৬) ছালাতুত তাসবীহ আদায় করা :

ছালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে[১২৪৯] সেগুলোকে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যঈফ ও মুনকার বলেছেন। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ মন্তব্য করেছেন, صَلاَةُ التَّسْبِيْحِ بِدْعَةٌ وَحَدِيْثُهَا لَيْسَ بِثَابِتٍ بَلْ هُـوَ مُنْكَـرٌ وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْمَوْضُوْعَاتِ ‘ছালাতুত তাসবীহ’ বিদ‘আত। এর হাদীছ প্রমাণিত নয়; বরং মুনকার বা অস্বীকৃত। কোন কোন মুহাদ্দিছ জাল হাদীছের মধ্যে একে উল্লেখ করেছেন।[১২৫০] এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে কেউ ‘মুরসাল’ কেউ ‘মওকূফ’ কেউ ‘যঈফ’ এবং কেউ ‘মওযূ’ বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রসমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে তাকে হাসান ছহীহ বলেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী ‘হাসান’ স্তরে উন্নীত বলে মন্তব্য করেছেন। এরূপ বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত হাদীছ দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত করা যায় না।[১২৫১]

১২৪৮. আবুদাঊদ হা/১২৬৯, ১/১৮০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৪২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৯, ৩/৯৩ পৃঃ।

১২৪৯. আবুদাঊদ হা/১২৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৭; মিশকাত হা/১৩২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫২, ৩/১৬৪ পৃঃ।

১২৫০. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৬৪ পৃঃ।

১২৫১. দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ।

একাদশ অধ্যায়

বিতর ছালাত

একাদশ অধ্যায়

বিতর ছালাত

(১) এক রাক‘আত বিতর না পড়া :

বিতর মূলতঃ এক রাক‘আত। কারণ যত ছালাতই আদায় করা হোক এক রাক‘আত আদায় না করলে বিতর হবে না। এ মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক রাক‘আত বলে কোন ছালাতই নেই, এই কথাই সমাজে বেশী প্রচলিত। উক্ত মর্মে কিছু উদ্ভট বর্ণনাও উল্লেখ করা হয়।

(أ) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ أَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً يُوْتِرُ بِهَا.

(ক) আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এক রাক‘আত বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই কোন ব্যক্তি যেন এক রাক‘আত ছালাত আদায় করে বিজোড় না করে।[১২৫২]

তাহক্বীক্ব : আব্দুল হক্ব বলেন, উক্ত বর্ণনার সনদে ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন রবী‘আহ রয়েছে।[১২৫৩] ইমাম নববী বলেন, এক রাক‘আত বিতর নিষেধ মর্মে মুহাম্মাদ বিন কা‘ব-এর হাদীছ মুরসাল ও যঈফ।[১২৫৪] উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না হলেও ‘হেদায়ার’ ভাষ্য গ্রন্থ ‘আল-ইনাইয়াহ’ কিতাবে তাকে খুব প্রসিদ্ধ বলে দাবী করা হয়েছে। অর্থাৎ এক রাক‘আত বিতর পড়ার বিরোধিতা করা হয়েছে।[১২৫৫]

(ب) عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ بَلَغَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ أَنَّ سَعْدًا يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ مَا أَجْـــزَأْتُ رَكْعَةً قَطُّ

(খ) হুছাইন (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে যখন এই কথা পৌঁছল যে, সা‘দ (রাঃ) এক রাক‘আত বিতর পড়েন। তখন তিনি বললেন,

---

১২৫২. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, আল-আহকামুল উস্তা ২/৫০ পৃঃ; আলোচনা দ্রঃ টীকা, মুওয়াত্ত্বা মালেক, তাহক্বীক্ব : ড. তাক্বিউদ্দীন আন-নাদভী হা/২৫৮।

১২৫৩. في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة والغالب على حديثه الوهم আল-আহকামুল উস্তা ২/৫০ পৃঃ।

১২৫৪. حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرســـل ضـــعيف ...নববী, খুলাছাতুল আহকাম হা/১৮৮৮; কাশফুল খাফা।

১২৫৫. اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبُتَيْرَاءِ হেদায়াহ ২/১৮৪ পৃঃ।

আমি এক রাক‘আত ছালাতকে কখনো যথেষ্ট মনে করিনি’।[১২৫৬] অন্যত্র সরাসরি তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে, عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এক রাক‘আত ছালাত যথেষ্ট মনে করি না’।[১২৫৭]

তাহক্বীক্ব : ইমাম নববী (রাঃ) উক্ত আছার উল্লেখ করার পর বলেন, এটি যঈফ ও মাওকূফ। ইবনু মাসঊদের সাথে হুছাইনের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।[১২৫৮]

(ج) قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لاَ يَصِحُّ الْإِيْتَارُ بِوَاحِدَةٍ وَلاَ تَكُوْنُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ صَلاَةً قَطُّ.

(গ) আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, ‘এক রাক‘আত বিতর পড়া ঠিক নয়। তাছাড়া ছালাত কখনো এক রাক‘আত হয় না’।[১২৫৯]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা নেই। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) যেহেতু এক রাক‘আত বিতর পড়েছেন এবং পড়তে বলেছেন, সেহেতু অন্য কারো ব্যক্তিগত কথার কোন মূল্য নেই।

জ্ঞাতব্য : ইমাম ত্বাহাবী বলেন, ‘বিতর ছালাত এক রাক‘আতের অধিক। এক রাক‘আত বিতর সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[১২৬০] হেদায়া কিতাবে বিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এক রাক‘আত বিতর সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু তিন রাক‘আতের কথা বলা হয়েছে।[১২৬১] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান তার ‘তালীমুস্-সালাত’ বইয়ে বিতর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন প্রায় ছয় পৃষ্ঠা। কিন্তু কোথাও এক রাক‘আত বিতর-এর কথা উল্লেখ করেননি।[১২৬২] ড. ইলিয়াস ফায়সাল ‘নবীজীর নামায’ বইয়ে লিখেছেন, ‘বিতর সর্বনিম্ন তিন রাকাআত। আমরা জানি যে, দু’ রাকাআতের নিচে কোনো নামায নেই। .. হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় যে, বিতর হল সর্বনিম্ন তিন রাকাআত’।[১২৬৩] ‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে ৩২০ থেকে ৩৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু

১২৫৬. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৯৪২২।
১২৫৭. খুলাছাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া ক্বাওয়াইদিল ইসলাম হা/১৮৮৯।
১২৫৮. তাহক্বীক্ব মুওয়াত্ত্ব মুহাম্মাদ ২/২২ পৃঃ।
১২৫৯. ছহীহ মুসলিম শরহে নববী ১/২৫৩ পৃঃ, হা/১৭৫১-এর হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।
১২৬০. ত্বাহাবী হা/১৭৩৯-এর আলোচনা দেখুন أَنَّ الْوِتْرَ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَةٍ وَلَمْ يُرْوَ فِى الرَّكْعَةِ شَيْءٌ।
১২৬১. হেদায়া ১/১৪৪-১৪৫ পৃঃ।
১২৬২. ঐ, পৃঃ ১৬৯-১৭৪।
১২৬৩. ঐ, পৃঃ ২৪১।

কোথাও এক রাক'আত বিতরের কথা বলা হয়নি। বরং বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছে যে, তিন রাক'আতের কম বিতর পড়া যায় না। ভাবখানা এমন যে, তারা জানেন না বা হাদীছে কোন দিন দেখেননি যে বিতর ছালাত এক রাক'আতও আছে।

আমরা শুধু এতটুকু বলব যে, সাধারণ মুছল্লীদেরকে যে কৌশলেই ধোঁকা দেয়া হোক, আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। কেউই তাঁর আয়ত্বের বাইরে নয়। অতএব সাবধান!

এক রাক'আত বিতর পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রাত্রে দুই দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত বিতর পড়তেন।[১২৬৪] রাসূল (ছাঃ) এক রাক'আত বিতর পড়ার নির্দেশও দিয়েছেন। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিতর এক রাক'আত শেষ রাত্রে'।[১২৬৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিতর ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সকাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

১২৬৪. বুখারী হা/৯৯৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬, (ইফাবা হা/৯৪১, ২/২২৭ পৃঃ), 'বিতর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মুসলিম হা/১৭৯৭, ১/২৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৮৮) 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; তিরমিযী হা/৪৬১; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৪।

১২৬৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৯৩-৯৯ (৭৫২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, (ইফাবা হা/১৬২৭-১৬৩৩), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়-৭, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত' অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/১২৫৫, পৃঃ ১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৬, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১।

করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। তাহলে সে এতক্ষণ যা পড়েছে তার জন্য সেটা বিতর হয়ে যাবে'।[১২৬৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত। আর বিতর এক রাক'আত'।[১২৬৭]

عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিতর পড়া প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর বিশেষ কর্তব্য। সুতরাং যে পাঁচ রাক'আত পড়তে চায়, সে যেন তাই পড়ে। আর যে তিন রাক'আত পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে এবং যে এক রাক'আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে।[১২৬৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা! তোমরা বিতর পড়'।[১২৬৯]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত হাদীছগুলো থাকতে কেন বলা হয় যে, এক রাক'আত কোন ছালাত নেই? সর্বশেষ হাদীছটিতে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ এক বিজোড়, না তিন, না পাঁচ বিজোড় তা কি বলার

১২৬৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/৯৯০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, ২/২২৫ পৃঃ), 'বিতর ছালাত' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮২, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৮-১৬২১); মিশকাত হা/১২৫৪, পৃঃ ১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

১২৬৭. ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৩, ১/১৯০ পৃঃ, 'রাতের ছালাত' অধ্যায়, 'এক রাক'আত বিতর' অনুচ্ছেদ।

১২৬৮. আবুদাউদ হা/১৪২২, ১/২০১ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৭১২, ১/১৯২ পৃঃ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪১১; মিশকাত হা/১২৬৫, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৬, ৩/১৩৫ পৃঃ, 'বিতর ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১২৬৯. আবুদাঊদ হা/১৪১৬, ১/২০০ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৭০; তিরমিযী হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১২৬৬, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৭, ৩/১৩৫ পৃঃ।

অপেক্ষা রাখে? হাদীছের গ্রন্থগুলো বিভিন্ন মাদরাসায় পড়ানো হয়, বরকতের জন্য 'খতমে বুখারী' নামে লোক দেখানো অনুষ্ঠানও করা হয়। কিন্তু উক্ত হাদীছগুলো কি তাদের চোখে পড়ে না? এটা অবশ্যই মাযহাবী নীতিকে ঠিক রাখার অপকৌশল মাত্র। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে যদি এভাবে অবজ্ঞা ও গোপন করা হয়, তবে ক্বিয়ামতের মাঠে কে উদ্ধার করবে? যে সমস্ত ব্যক্তি ও মাযহাবের পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে তারা কি বিচারের দিন কোন উপকারে আসবে?

ঢাকার 'জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া'-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মতিন 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' বইয়ে বিতর ছালাত সম্পর্কে ৯৮-১৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনেক আলোচনা করেছেন। ছলে বলে কৌশলে মিথ্যা ও উদ্ভট তথ্য দিয়ে প্রচলিত তিন রাক'আত বিতরকে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আর এক রাক'আত বিতরের হাদীছগুলো সম্পূর্ণই আড়াল করেছেন। একজন সচেতন পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন কিভাবে তিনি প্রতারণার জাল বিস্তার করেছেন। দুনিয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ গোপন করলেও পরকালে তাঁর কথা ঠিকই মনে পড়বে। কিন্তু কোন লাভ হবে কি? আল্লাহ বলেন, 'যালিম সেদিন তার হাত দুইটি দংশন করবে আর বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের পথে চলতাম। হায়! দুর্ভোগ আমার, অমুককে যদি সাথী হিসাবে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল- আমার নিকট বিধান আসার পর। শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক' *(ফুরক্বান ২৭-২৯)*। অতএব লেখকের চিন্তা করা উচিত তিনি কাকে অনুসরণ করে পথ চলছেন!

(২) তিন রাক'আত বিতর পড়ার সময় দুই রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ পড়া :

তিন রাক'আত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝখানে কোন বৈঠক করা যাবে না। এটাই সুন্নাত। কিন্তু অধিকাংশ মুছল্লী মাঝখানে বৈঠক করে ও তাশাহ্হুদ পড়ে। মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, 'প্রথম বৈঠকে কেবল আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দুরূদ পড়বে না এবং সালাম ফিরাবে না। যেমন মাগরিবের নামাযে করা হয়, তেমনি করবে'।[১২৭০] অথচ উক্ত আমলের পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই।

(أ) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ الْوِتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.

(ক) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মাগরিবের ছালাতের ন্যায় বিতরের ছালাত তিন রাক'আত।[১২৭১]

১২৭০. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭১।
১২৭১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৯৩১১; মাজমাউল বাহরাইন হা/১০৮৭।

তাহক্বীক্ব : ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়।[১২৭২]

(ب) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) বলেন, মাগরিবের ছালাত দিনের বিতর ছালাত।[১২৭৩]

তাহক্বীক্ব : অনেকে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বিতর ছালাত মাগরিব ছালাতের ন্যায় প্রমাণ করতে চান। অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ। বর্ণনাটি কখনো মারফূ‘ সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকূফ সূত্রে এসেছে। তবে এর সনদ যঈফ। মুহাদ্দিছ শু‘আইব আরনাঊত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।[১২৭৪]

(ج) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وِتْرُ اللَّيْلِ ثَـــلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(গ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাত্রির তিন রাক‘আত বিতর দিনের বিতরের ন্যায়। যেমন মাগরিবের ছালাত।[১২৭৫]

তাহক্বীক্ব : ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া যাকে ইবনু আবীল হাওয়াজিব বলে। সে যঈফ। সে আ‘মাশ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেনি।[১২৭৬] ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু হাযিব কূফী আ‘মাশ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে যঈফ। তার বর্ণনা আ‘মাশ থেকে বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে।[১২৭৭] এছাড়াও ইমাম দারাকুৎনী উক্ত বর্ণনার পূর্বে তার বিরোধী ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে মাগরিবের মত করে বিতর পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন-

---

১২৭২. هَذَا حَدِيْثٌ لَايَصِحُّ – তানক্বীহ, পৃঃ ৪৪৭।

১২৭৩. মালেক, মুওয়াত্ত্বা হা/২৫৪।

১২৭৪. তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ হা/৫৫৪৯ - صحيح دون قوله " صلاة المغـــرب وتـــر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل " فقد رواه عدة موقوفا ।

১২৭৫. দারাকুৎনী হা/১৬৭২; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৯৩০৯ ও ৯৩১০; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩১।

১২৭৬. يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا هَذَا يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِى الْحَوَاجِبِ ضَعِيْفٌ. وَلَمْ يَرْوِهِ عَـــنِ الأَعْمَـــشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ -সুনানু দারাকুৎনী হা/১৬৭২; তানক্বীহ, পৃঃ ৪৪৭।

১২৭৭. وقد رفعه يحيى ابن زكريا بن ابي الحاجب الكوفي عن الاعمش وهو ضعيف وروايتـــه تخالف رواية الجماعة عن الاعمش -বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩১।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা (মাগরিবের ছালাতের ন্যায়) তিন রাক'আত বিতর পড় না, পাঁচ, সাত রাক'আত পড়। আর মাগরিবের ছালাতের ন্যায় আদায় কর না'। ইমাম দারাকুৎনী উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[১২৭৮]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' ও 'নবীজীর নামায' শীর্ষক বইয়ে যঈফ হাদীছটি দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ছহীহ হাদীছটি সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি। এটা দুঃখজনক।[১২৭৯] ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, لَمْ أَجِدْ حَدِيْثاً مَرْفُوْعاً صَحِيْحاً صَرِيْحاً فِىْ إِثْبَاتِ الْجُلُوْسِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْإِيْتَارِ بِثَلاَثٍ 'তিন রাক'আত বিতরে দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করার পক্ষে আমি কোন মারফূ ছহীহ দলীল পাইনি'।[১২৮০]

এক সঙ্গে তিন রাক'আত বিতর পড়ার ছহীহ দলীল :

(أ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِىْ آخِرِهِنَّ.

(ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক'আতে ব্যতীত বসতেন না।[১২৮১]

বিশেষ সতর্কতা : মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত لاَ يَقْعُدُ (বসতেন না) শব্দকে পরিবর্তন করে পরবর্তী ছাপাতে لاَيُسَلِّمُ (সালাম ফিরাতেন না) করা হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিছ لاَ يَقْعُدُ দ্বারাই উল্লেখ করেছেন।[১২৮২] আরো

১২৭৮. দারাকুৎনী ২/২৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ; ত্বাহাবী হা/১৭৩৯ لَا تُوتِرُوْا بِثَلَاثِ رَكَعَات تَشَبَّهُوْا بِالْمَغْرِب ।

১২৭৯. মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩২৪; নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৯।

১২৮০. মির'আতুল মাফাতীহ হা/১২৬২-এর আলোচনা দ্রঃ।

১২৮১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১; সনদ ছহীহ, তা'সীসুল আহকাম ২/২৬২ পৃঃ।

১২৮২. হাকেম হা/১১৪০; ফাৎহুল বারী হা/৯৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ; আল-আরফুশ শাযী ২/১৪ পৃঃ।

দুঃখজনক হল- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) নিজে স্বীকার করেছেন যে, আমি মুস্তাদরাক হাকেমের তিনটি কপি দেখেছি কিন্তু কোথাও لاَيُسَلِّمُ (সালাম ফিরাতেন না) শব্দটি পাইনি। তবে হেদায়ার হাদীছের বিশ্লেষক আল্লামা যায়লাঈ উক্ত শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর যায়লাঈর কথাই সঠিক।[১২৮৩]

সুধী পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হিঃ) নিজে হাদীছটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না!! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ)ও একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ لاَ يَقْعُدُ (বসতেন না) আছে। একেই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী। অন্ধ তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।

(ب) عَنِ بْنِ طَاوُوسَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ.

(খ) ইবনু ত্বাঊস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। মাঝে বসতেন না।[১২৮৪]

(ج) عَنْ قَتَادَةَ قال كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِىْ آخِرِهِنَّ.

(গ) ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। শেষের রাক‘আতে ছাড়া তিনি বসতেন না।[১২৮৫]

(د) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الأُوْلَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِى الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَفِى الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِىْ آخِرِهِنَّ.

১২৮৩. আল-আরফুয যাশী শারহু সুনানিত তিরমিযী ২/১৪- وأما أنا فوجدت ثلاث نسخ للمستدرك وما وجدت فيها ما أخرج الزيلعي بلفظ لا يسلم وإنما وجدت فيها وكان لا يقعد وظني الغالب أن لفظ لا يسلم لا بد من أن يكون في مستدرك الحاكم ، فإن الزيلعي متثبت في النقل ।

১২৮৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৬৬৯, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।

১২৮৫. মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৪৭১, ৪/২৪০; বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৮-এর আলোচনা।

(ঘ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। প্রথম রাক‘আতে ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’ দ্বিতীয় রাক‘আতে ‘কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন’ এবং তৃতীয় রাক‘আতে ‘কুল হুওয়াল্লা-হুল আহাদ’ পড়তেন এবং তিনি রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি শেষ করতেন তখন শেষে তিনবার বলতেন ‘সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস’। শেষবার টেনে বলতেন।[১২৮৬] উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে রাসূল (ছাঃ) একটানা তিন রাক‘আত পড়েছেন, মাঝে বৈঠক করেননি।

(ঙ) عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ وَ لاَ يَتَشَهَّدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ.

(ঙ) আত্বা (রাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন কিন্তু মাঝে বসতেন না এবং শেষ রাক‘আত ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না।[১২৮৭] এমন কি পাঁচ রাক‘আত পড়লেও রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে পড়েছেন।

(و) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَلاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ.

(চ) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) পাঁচ রাক‘আত বিতর পড়তেন। কিন্তু তিনি শেষ রাক‘আতে ছাড়া বসতেন না।[১২৮৮]

সুধী পাঠক! যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারাই সমাধান পেশ করেছেন। সুতরাং তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে মাঝে তাশাহ্হুদ পড়া যাবে না; বরং একটানা তিন রাক‘আত পড়তে হবে। তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।

জ্ঞাতব্য : তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক‘আত পড়া যায়। তিন রাক‘আত বিতর পড়ার এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি।[১২৮৯] উল্লেখ্য যে, তিন রাক‘আত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[১২৯০]

১২৮৬. নাসাঈ হা/১৬৯৯, ১/১৯১ পৃঃ, সনদ ছহীহ।
১২৮৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪২।
১২৮৮. নাসাঈ হা/১৭১৭, ১/১৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ; শারহুস সুন্নাহ ১/২৩১ পৃঃ।
১২৮৯. বুখারী হা/৯৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, ২/২২৫); সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬২; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/১৪৮ পৃঃ; দেখুনঃ আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান, পৃঃ ২২; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৬৮৭১, ৬৮৭৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ।
১২৯০. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২১, ২/১৫০ পৃঃ; আহমাদ হা/২৫২৬৪।

(৩) কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর দেওয়া ও হাত উত্তোলন করে হাত বাঁধা :

বিতর ছালাতে ক্বিরাআত শেষ করে তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাঁধার যে নিয়ম সমাজে চালু আছে তা ভিত্তিহীন। অথচ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, 'তৃতীয় রাকআতে কেরাআত সমাপ্ত করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে কান পর্যন্ত হাত তুলে আল্লাহ আকবার বলবে। এরপর হাত বেঁধে নিয়ে দোআ কুনূত পাঠ করবে। এটা ওয়াজিব'।[১২৯১] অথচ উক্ত দাবীর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বিতর ছালাতে কুনূত পড়তেন। আর তিনি যখন ক্বিরাআত শেষ করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত তুলতেন। অতঃপর কুনূত পড়তেন।[১২৯২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। আলবানী (রহঃ) বলেন, لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَد عِنْدَ الْأَثْرَمِ لِأَنَّنِىْ لَمْ أَقِفْ عَلَى كِتَابِه...وَغَالِبُ الظَّنِّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ আছরামের সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। এমনকি তার কিতাব সম্পর্কেও অবগত নই।... আমার একান্ত ধারণা, এই বর্ণনা সঠিক নয়।[১২৯৩] উল্লেখ্য যে, উক্ত ভিত্তিহীন বর্ণনা দ্বারাই ড. ইলিয়াস ফায়সাল দলীল পেশ করেছেন।[১২৯৪] আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়ার কথা নেই। এ মর্মে কোন দলীলও নেই। অথচ এটাই সমাজে চলছে। বরং এটাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

(৪) কুনূত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করা :

বিতর ছালাতে কুনূত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। উক্ত মর্মে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো সবই যঈফ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ أَخِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِه فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِى النَّارِ سَلُوا اللهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ.

১২৯১. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭১।
১২৯২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭০২১-২৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫০০১।
১২৯৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭, ২/১৬৯ পৃঃ।
১২৯৪. নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৬২৪৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা দেওয়ালকে পর্দা দ্বারা আবৃত কর না। যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তার ভাইয়ের চিঠির প্রতি লক্ষ্য করবে সে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে লক্ষ্য করবে। তোমরা তোমাদের হাতের পেট দ্বারা আল্লাহর কাছে চাও, পিঠ দ্বারা চেও না। আর যখন দু'আ শেষ করবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসাহ করবে'।[১২৯৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আব্দুল মালেক ও ইবনু হিসান নামে দুইজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[১২৯৬] স্বয়ং ইমাম আবুদাঊদ উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেক সূত্রই দুর্বল। এটিও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ'।[১২৯৭] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে আরো কয়েকটি বর্ণনা আছে সবই যঈফ।[১২৯৮]

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, সুফিয়ান (রহঃ) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য এসেছে।

ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই সীমাহীন দুর্বল। এই সূত্রও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ'।[১২৯৯] অন্যত্র তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে বিতরের দু'আ শেষ করে মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু শুনিনি।[১৩০০] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, 'এটা এমন একটি আমল যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়; আছার দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি

১২৯৫. আবুদাঊদ, পৃঃ ২০৯, হা/১৪৮৫; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৮০, হা/৪৩৪; মিশকাত হা/২২৪৩, পৃঃ ১৯৫ (আংশিক)।

১২৯৬. যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১১২, হা/১৪৮৫; ইরওয়া ২/১৮০ পৃঃ।

১২৯৭. আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯।

১২৯৮. আবুদাঊদ হা/১৪৯২, পৃঃ ২০৯; ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৮৩, হা/১১৯৩ ও ৩৯৩৫; তাবারাণী, হাকেম ১/৫৩৬; তিরমিযী, ২/১৭৬ পৃঃ, হা/৩৩৮৬।

১২৯৯. رُوِىَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيْقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا -আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯।

১৩০০. سَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ إِذَا فَرَغَ فِى الْوِتْرِ؟ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِيْهِ شَيْئًا -আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২।

এবং ক্বিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং উত্তম হল, এটা না করা'।[১৩০১]
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَأَمَّا رَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ فَقَدْ جَاءَ فِيْهِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ صَحِيْحَةٌ وَأَمَّا مَسَحَهُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ فَلَيْسَ عَنْهُ فِيْهِ إِلَّا حَدِيْثٌ أَوْ حَدِيْثَانِ لَايَقُوْمُ بِهَا حُجَّةٌ.

'দু'আয় রাসূল (ছাঃ) দুই হাত তুলেছেন মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ এসেছে। কিন্তু তিনি দুই হাত দ্বারা তার মুখ মাসাহ করেছেন মর্মে একটি বা দু'টি হাদীছ ছাড়া কোন বর্ণনা নেই। যার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না'।[১৩০২] শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, 'দু'আর পর মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই'।[১৩০৩]

কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়ম :

বিতরের কুনূত দুই নিয়মে পড়া যায়। শেষ রাক'আতে ক্বিরাআত শেষ করে হাত বাঁধা অবস্থায় দু'আয়ে কুনূত পড়া।[১৩০৪] অথবা ক্বিরাআত শেষে হাত তুলে দু'আয়ে কুনূত পড়া। রুকূর আগে বিতরের কুনূত পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূর আগে বিতরের কুনূত পড়তেন।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِيْ آخِرِهِنَّ.

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। আর তিনি রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তেন। যখন তিনি ছালাত থেকে অবসর হতেন তখন বলতেন, 'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস'। শেষের বারে টেনে বলতেন।[১৩০৫]

১৩০১. فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيْحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَاقِيَاسٍ فَالْأَوْلَى أَنْ لَّايَفْعَلَهُ - আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২, হা/৪৩৪-এর আলোচনা দ্রঃ।
১৩০২. মাজমূউ ফাতাওয়া ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৯।
১৩০৩. وَلَايَصِحُّ حَدِيْثٌ فِىْ مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ -আলবানী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা দ্রঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।
১৩০৪. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ।
১৩০৫. নাসাঈ হা/১৬৯৯, ১/১৯১ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন বিতর পড়তেন তখন রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তেন।[১৩০৬]

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী আগে কুনূত পড়াকেই উত্তম বলেছেন।[১৩০৭] তবে অনেক বিদ্বান রুকূর পরে পড়ার কথাও বলেছেন।[১৩০৮]

(৫) বিতরের কুনূতে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা.... মর্মে 'কুনূতে নাযেলার' দু'আ পাঠ করা :

অধিকাংশ মুছল্লী বিতরের কুনূতে যে দু'আ পাঠ করে থাকে, সেটা মূলতঃ কুনূতে নাযেলা।[১৩০৯] রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতে পড়ার জন্য হাসান (রাঃ)-কে যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা মুছল্লীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব বিতরের কুনূত হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা দেওয়া দু'আ পাঠ করতে হবে।

عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رضى الله عَنْهُمَا عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

আবুল হাওরা সা'দী (রাঃ) বলেন, হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো আমি বিতর ছালাতে বলি। সেগুলো হল- 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়াত দান করুন, যাদের আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দিন,

---

১৩০৬. ইবনু মাজাহ হা/১১৮২, পৃঃ ৮৩, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৬।

১৩০৭. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৮৭ পৃঃ, হা/১২৮০-এর আলোচনা দ্রঃ- قلت: يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده والأولى عندى أن يكون قبل الركوع لكثرة الأحاديث في ذلك وبعضها جيد الإسناد ولا حاجة إلى قياس قنوت الوتر على قنوت الصبح مع وجود الأحاديث المروية في الوتر من الطرق المصرحة بكون القنوت فيه قبل الركوع ।

১৩০৮. আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান, পৃঃ ৩১।

১৩০৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/২১০-২১১ পৃঃ; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭০ পৃঃ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২১৩ পৃঃ; বায়হাক্বী হা/৩১৪৪ ও ৩১৪৩, ২/২৯৮-২৯৯, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৪২৮, ২/১৭১ পৃঃ।

যাদের মাফ করেছেন তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হন, যাদের অভিভাবক হয়েছেন তাদের সাথে। আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। আর আমাকে ঐ অনিষ্ট হতে বাঁচান, যা আপনি নির্ধারণ করেছেন। আপনিই ফায়ছালা করে থাকেন, আপনার উপরে কেউ ফায়ছালা করতে পারে না। নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয় না, যাকে আপনি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বরকতময়, আপনি সুউচ্চ'।[১৩১০] উল্লেখ্য যে, বিতরের কুনূত জামা'আতের সাথে পড়লে শব্দগুলো বহুবচন করে পড়া যাবে।[১৩১১]

জ্ঞাতব্য : অনেকে কুনূতে বিতর ও কুনূতে নাযেলা একাকার করে ফেলেছেন।[১৩১২] অথচ কুনূতে নাযেলা ফরয ছালাতের জন্য। দুঃখজনক হল- মাযহাবী বিদ্বেষের কারণে এর প্রচলন করা হয়েছে।

(৬) ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনূত পড়া :

অনেক মসজিদে ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনূত পড়া হয়। দু'আ হিসাবে 'কুনূতে নাযেলা' না পড়ে বিতরের কুনূত পড়া হয়। এটা আরো দুঃখজনক। কুনূতে নাযেলা প্রত্যেক ফরয ছালাতে পড়া যায়। সে অনুযায়ী ফজর ছালাতেও পড়বে।[১৩১৩] কিন্তু নির্দিষ্ট করে নিয়মিত শুধু ফজর ছালাতে পড়া যাবে না। কারণ এর পক্ষে যতগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ। যেমন-

(أ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

(ক) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত ফজরের ছালাতে কুনূত পড়েছেন।[১৩১৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আবু জা'ফর রাযী নামে একজন মুযতারাব রাবী আছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম বর্ণনা করেছে।[১৩১৫]

১৩১০. আবুদাঊদ হা/১৪২৫, ১/২০১; তিরমিযী হা/৪৬৪, ১/১০৬; নাসাঈ হা/১৭৪৫; মিশকাত হা/১২৭৩, পৃঃ ১১২, সনদ ছহীহ। ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮।

১৩১১. আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩২৬৬।

১৩১২. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭২-১৭৩; নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৩-২৪৪।

১৩১৩. আবুদাঊদ হা/১৪৪৩, ১/২০৪ পৃঃ; মিশকাত হা/১২৯০, পৃঃ ১১৪।

১৩১৪. আব্দুর রাযযাক ৩/১১০; দারাকুৎনী ২/৩৯; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২০১; আহমাদ হা/১২৬৭৯, ৩/১৬২।

১৩১৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭৪; তানক্বীহ, পৃঃ ৪৪৯।

(ب) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الْفَجْرِ.

(খ) উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে কুনূত পড়তে নিষেধ করেছেন।[১৩১৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালী, আমবাসা ও আব্দুলাহ ইবনু নাফে সকলেই যঈফ। উম্মে সালামা থেকে নাফের শ্রবণ সঠিক নয়।[১৩১৭] ইবনু মাঈন বলেন, সে হাদীছ জাল করত। ইবনু হিব্বান বলেন, সে জাল হাদীছ বর্ণনাকারী। যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।[১৩১৮] অতি বাড়াবাড়ি করে উক্ত হাদীছ জাল করে নিষেধের দলীল তৈরি করা হয়েছে।

অতএব ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনূত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নিয়মিত পড়াটা ছাহাবীদের চোখেই বিদ‘আত বলে গণ্য হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِيْ مَالِك الأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِيْ يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ أَىْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ.

আবু মালেক আশজাঈ (রাঃ) বলেন, আমি আব্বাকে বললাম, আপনি তো রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন। এমনকি কূফাতে আলী (রাঃ)-এর পিছনে পাঁচ বছর ছালাত আদায় করেছেন। তারা কি কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা বিদ‘আত।[১৩১৯]

রাতের ছালাত :

রাতে ঘুম থেকে উঠে ছালাত আদায়কে ‘তাহাজ্জুদ’ বলে। মূলতঃ তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামুল লায়েল, তারাবীহ, ক্বিয়ামে রামাযান সবই ‘ছালাতুল লায়েল’ বা রাতের ছালাত। রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে ‘তাহাজ্জুদ’ বলা হয় এবং

১৩১৬. দারাকুৎনী ২/৩৮; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২১৪।

১৩১৭. দারাকুৎনী হা/১৭০৭-এর আলোচনা দ্রঃ محمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة.।

১৩১৮. صاحب أشياء موضوعة وما لاأصل له-তানক্বীহ, পৃঃ ৪৫১।

১৩১৯. তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২১৯, ৩/১৪৪ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৫, সনদ ছহীহ।

প্রথম অংশে পড়লে 'তারাবীহ' বলা হয়। প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। রাসূল (ছাঃ) একই রাত্রে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই।[১৩২০]

রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। অতঃপর মিসওয়াক করে ওযূ করতেন।[১৩২১] ছালাত শুরু করার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার', 'আল-হামদুলিল্লাহ', সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস, আস্তাগফিরুল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন যীকিদ্দুনিয়া ওয়া মিন যীক্বি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' বলতেন। উক্ত বাক্যগুলো প্রত্যেকটিই দশবার দশবার করে বলতেন।[১৩২২] নিম্নের দু'আটিও পড়া যায়। তবে আরো দু'আ আছে।[১৩২৩]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। অতঃপর বলবে, 'রব্বিগফির্‌লী'।[১৩২৪] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে বিভিন্ন 'ছানা' পড়েছেন।[১৩২৫]

১৩২০. মুসলিম হা/১৭১৮, ১/২৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৫৫), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; বুখারী হা/২০১০, ১/২৬৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০১, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৭, ৩/১৫১ পৃঃ; আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুয যাশী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬; ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০; মির'আত ৪/৩১১ পৃঃ, হা/১৩০৩-এর আলোচনা দ্রঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।

১৩২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১১৯৮, ১/১৫৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৯৫, পঃ ১০৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১৩২২. আবুদাঊদ হা/৭৬৬, ১/১১১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১২১৬, পৃঃ ১০৮।

১৩২৩. মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৫৮); মিশকাত হা/১১৯৫, পৃঃ ১০৬; আবুদাঊদ হা/৮৭৪; মিশকাত হা/১২০০।

১৩২৪. বুখারী হা/১১৫৪, ১/১৫৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৮৭, ২/৩১২ পৃঃ), 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১২১৩, 'রাত্রিতে উঠে কি বলবে' অনুচ্ছেদ।

১৩২৫. মুসলিম হা/১৮৪৭, ১/২৬৩ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১২১২; আবুদাঊদ হা/৭৭৫; মিশকাত হা/১২১৭।

তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ম :

(ক) তাহাজ্জুদ শুরু করার পূর্বে দু'রাক'আত সংক্ষিপ্তভাবে পড়ে নিবে।[১৩২৬] (খ) অতঃপর দুই দুই রাক'আত করে ৮ রাক'আত পড়বে এবং শেষে একটানা তিন রাক'আত বিতর পড়বে, মাঝে বৈঠক করবে না।[১৩২৭] অথবা দুই দুই রাক'আত করে দশ রাক'আত পড়বে। শেষে এক রাক'আত বিতর পড়বে।[১৩২৮] রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত উক্ত পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বিতর ছালাতের সংখ্যা কম বেশী করে রাতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কম বেশী করতেন। কারণ রাতের পুরো ছালাতই বিতর। দুই রাক'আত করে পড়ে শেষে এক রাক'আত পড়লেই সব বিতর হয়ে যায়।[১৩২৯] আর তিনি ১৩ রাক'আতের বেশী পড়েছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।[১৩৩০] (গ) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে শুধু তাহাজ্জুদ পড়বে। তখন আর বিতর পড়তে হবে না। কারণ এক রাতে দুইবার বিতর পড়তে হয় না।[১৩৩১] (ঘ) বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়ে নেয়া যাবে'।[১৩৩২] (ঙ) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু'রাকআত নফল ছালাত আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহলে উক্ত দু'রাক'আত ছালাত তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[১৩৩৩] (চ) রাতের নফল

১৩২৬. মুসলিম হা/১৮৪২-৪৩, ১/২৬২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৭৫-১৬৭৬), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১৩২৭. বুখারী হা/১১৪৭, ২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭৫৭।

১৩২৮. মুসলিম হা/১৭৫১ ও ১৭৫২, ১/২৫৩ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭।

১৩২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/৯৯০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, ২/২২৫ পৃঃ), 'বিতর ছালাত' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮২, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৮-১৬২১); মিশকাত হা/১২৫৪, পৃঃ ১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০ এবং বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৮, ৩/১৩১ পৃঃ।

১৩৩০. আবুদাঊদ হা/১৩৬২, ১/১৯৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১২৬৪, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৫, ৩/১৩৫ পৃঃ, 'বিতর' অনুচ্ছেদ; উল্লেখ্য যে, '১১ রাক'আতের বেশী পড়' মর্মে হাকেমে যে অংশটুকু এসেছে তার সনদ যঈফ ও মুনকার।- হাকেম হা/১১৩৭; ক্বিয়ামে রামাযান পৃঃ ১৭; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৯৯ ও ১১২।

১৩৩১. আবুদাঊদ হা/১৪৩৯, ১/২০৩ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৬৭৯, সনদ ছহীহ।

১৩৩২. আবুদাঊদ হা/১৪৩১, ১/২০৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৪৪২; মিশকাত হা/১২৭৯ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।

১৩৩৩. দারেমী হা/১৬৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩; মিশকাত হা/১২৮৬, পৃঃ ১১৩ সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২১৩, ৩/১৪১ পৃঃ।

ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল ছালাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছে'।[১৩৩৪] নিয়মিত রাতের ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম বা অন্য কোন কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে দিনের বেলায় দুপুরের আগে তা পড়ে নিতে পারবে।[১৩৩৫] (ছ) তাহাজ্জুদ ছালাতে ক্বিরাআত কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে পড়া যায়।[১৩৩৬]

রাতের ছালাতের ফযীলত :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হল রাতের ছালাত'।[১৩৩৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَن يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দান করব? কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এভাবে আল্লাহ ফজর পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন'।[১৩৩৮] যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়ে যায় এবং পরে ঘুম থেকে জাগতে না পারে, তাহলে সে পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য ছাদাক্বা হবে।[১৩৩৯]

১৩৩৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী হা/১১৫২, ১/১৫৪ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৭৯০; মিশকাত হা/১২৩৪, পৃঃ ১০৯, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।

১৩৩৫. মুসলিম হা/১৭৭৩, ১৭৭৭, ১/২৫৬ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/১২৫৭, পৃঃ ১১১, 'বিতর' অনুচ্ছেদ। রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছালাত ১২ রাক'আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাক'আত ও ছালাতুয যোহা ৪ রাক'আত)। -মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৬৬।

১৩৩৬. আবুদাঊদ হা/২২৬; তিরমিযী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১৩৩৭. মুসলিম হা/২৮১২; মিশকাত হা/২০৩৯, 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

১৩৩৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী হা/১১৪৫, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৭৯, ২/৩০৮ পৃঃ), 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; মুসলিম হা/১৮০৮ ও ১৮০৯, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; মিশকাত হা/১২২৩, পৃঃ ১০৯, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ।

১৩৩৯. নাসাঈ হা/১৭৮৪ ও ১৭৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪, ৯৫; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৪৫৪।

দ্বাদশ অধ্যায়

ছালাতুল জুম‘আ

দ্বাদশ অধ্যায়

ছালাতুল জুম‘আ

(১) জুম‘আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া :

জুম‘আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা সুন্নাত সম্মত নয়। জুম‘আর আযান হবে একটি। ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য যখন মিম্বরে বসবেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিবে।[১৩৪০] রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর আমলে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমাংশে জুম‘আর আযান একটিই ছিল। অতঃপর মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর অনতিদূরে ‘যাওরা’ নামক বাজারে জুম‘আর পূর্বে আরেকটি আযান চালু করেন।[১৩৪১]

ওছমান (রাঃ) যে কারণে আরেকটি আযান চালু করেছিলেন, কোথাও উক্ত কারণ বিদ্যমান থাকলে তা এখনো চালু করা জায়েয। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণে ওছমান (রাঃ)-এর আযান যদি সকল মসজিদের জন্য পালনীয় হত, তাহলে তিনি মক্কায় চালু করলেন না কেন? অনুরূপ অন্যান্য মসজিদে চালু হল না কেন? আলী (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত অন্য কোথাও উক্ত আযান চালু হয়নি। এমনকি মক্কাতেও চালু হয়নি। বর্তমানে আমরা কি উক্ত আযান চালু করে ছাহাবীদের চেয়ে বেশী দ্বীনদারীর ভাব দেখাতে চাই? এ জন্যই হয়ত ইবনু ওমর (রাঃ) উক্ত আযানকে বিদ‘আত বলেছেন।[১৩৪২] অনুরূপ ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১) ইমামের সামনে মিম্বরের নিকটে দেয়া প্রচলিত আযানকে বিদ‘আত বলেছেন।[১৩৪৩]

ওমর ইবনু আলী আল-ফাকেহানী (৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৪ খৃঃ) বলেন, ডাক আযান প্রথম বছরায় চালু করেন যিয়াদ এবং মক্কায় চালু করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আর আমার কাছে এখন খবর পৌঁছেছে যে, নিকট মাগরিবে অর্থাৎ আফ্রিকার তিউনিস ও আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের লোকদের নিকট কোন আযান নেই, মূল এক আযান ব্যতীত’।[১৩৪৪] আলী (রাঃ)-এর (৩৫-৪০ হিঃ)

১৩৪০. বুখারী হা/৯১৫ ও ৯১৬, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৬৯ ও ৮৭০, ২/১৮৩ পৃঃ)।
১৩৪১. বুখারী হা/৯১২, ১/১২৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৬৬, ২/১৮১ পৃঃ); মিশকাত হা/১৪০৪, পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২০, ৩/১৯৬ পৃঃ।
১৩৪২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৪৭৭-৫৪৮৩; আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে‘আহ, পৃঃ ৪।
১৩৪৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০১ পৃঃ, সূরা জুমু‘আ ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৩৪৪. মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৪৯২।

রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল না।[১৩৪৫] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-২৫/৭২৪-৭৪৩ খৃঃ) সর্বপ্রথম ওছমানী আযানকে 'যাওরা' বাজার থেকে এনে মদীনার মসজিদে চালু করেন।[১৩৪৬] ইবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসেন'।[১৩৪৭] এভাবে হাজ্জাজী ও হেশামী আযান সর্বত্র চালু হয়েছে।[১৩৪৮] অতএব বর্তমানে যে আযান চলছে সেটা রাসূল (ছাঃ)-এর আযানও নয়, ওছমান (রাঃ)-এর আযানও নয়। সুতরাং উক্ত বিদ'আতী আযান অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে আযান চালু ছিল আমাদের সবাইকে সেই আযানে ফিরে যেতে হবে।

জ্ঞাতব্য : হেদায়ার লেখক উক্ত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বিদ'আতী আযানের পক্ষে অবস্থান করে বলেছেন,

(وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ بَيْنَ يَدِي الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ.

'যখন ইমাম মিম্বরে উঠে বসবেন তখন মুয়াযযিন মিম্বরের সামনে আযান দিবে। আর এই আযানই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর এই আযান ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অন্য কোন আযান চালু ছিল না।[১৩৪৯]

সুধী পাঠক! লেখক মসজিদের ভিতরের আযানের সমাধান দিয়েছেন, কিন্তু পূর্বের ডাক আযানের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তাহলে জুম'আর ছালাতের আধা ঘণ্টা পূর্বে যে আযান দেয়ার প্রচলন হয়েছে তার ভিত্তি কি? লেখক রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাতী আযানকে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন কিন্তু ভিত্তিহীন বিদ'আতী আযান উল্লেখ করতে ভুলেননি।[১৩৫০] এটা যে মাযহাবী ফাঁদ, এখান থেকে তিনি মুক্ত হবেন কিভাবে? অতএব আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আযানই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। অন্যগুলো সব প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

১৩৪৫. তাফসীরে জালালাইন, ৪৬০ পৃঃ, টীকা ১৯; কুরতুবী ১৮/১০০ পৃঃ, তাফসীর সূরা জুম'আ-৯।
১৩৪৬. মির'ক্বাতুল মাফাতীহ (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৩/২৬৩।
১৩৪৭. আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/৪৩৩-৩৪ পৃঃ, হা/১০৭৪-৭৫-এর ব্যাখ্যা।
১৩৪৮. আওনুল মা'বূদ ৩/৪৩৭-৩৮। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯৪ ও ১৯৫।
১৩৪৯. হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-১৭২।
১৩৫০. আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে'আহ, ৯৭, নং ৩০।

(২) আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান করা এবং খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বক্তব্য দেওয়া :

প্রচলিত ডাক আযানকে বৈধ করার জন্য জুম‘আর ছালাতের খুৎবার পূর্বে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বা বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য দেয়ার আরেকটি বিদ‘আত চালু হয়েছে। একটি বিদ‘আতকে রক্ষা করার জন্য আরেকটি বিদ‘আতের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া মূল খুৎবা আরবী ভাষায় দেয়ার কারণে মুছল্লীরা কোনকিছু উপলব্ধি করতে পারে না। বিধায় এটা চালু করা হয়েছে। মূলতঃ খুৎবার পূর্বে আরেকটি খুৎবা দেয়ার যেমন শারঈ কোন ভিত্তি নেই, তেমনি আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ারও কোন বিধান নেই। তাছাড়া জুম‘আর খুৎবা বসে দেয়াও শরী‘আত বিরোধী।[১৩৫১]

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আরবী ভাষায় জুম‘আর খুৎবা দেওয়া অর্থহীন এবং সুন্নাতের বরখেলাফ। রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের সামনে আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন না; বরং তিনি তাঁর মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন, যা ছিল আরবী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

‘আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষাতেই প্রেরণ করেছি। যেন তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন’ *(ইবরাহীম ৪)*। অন্য আয়াতে এসেছে, ‘আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে’ *(দুখান ৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের আয়াত পাঠ করে উপস্থিত মুছল্লীদেরকে উপদেশ দান করতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দু’টি খুৎবা ছিল। উভয় খুৎবার মাঝে তিনি বসতেন। খুৎবাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।[১৩৫২]

১৩৫১. ছহীহ মুসলিম হা/২০৩৩, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৬); মিশকাত হা/১৪১৫, পৃঃ ১২৪।

১৩৫২. ছহীহ মুসলিম হা/২০৩২, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৫); মিশকাত হা/১৪০৫, পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২১, ৩/১৯৭ পৃঃ।

এছাড়া রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনে মুছল্লীদের সাথেও কথা বলতেন। মুছল্লীরাও কোন বিষয় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করতেন। যেমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তাকে দাঁড়াতে বলেন এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ'-এর ছালাত আদায় করতে বলেন।[১৩৫৩] পরপর দুই জুম'আয় এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বৃষ্টির ব্যাপারে আবেদন পেশ করেছিলেন।[১৩৫৪]

এক্ষণে যে সমস্ত মসজিদে আরবী ভাষায় খুৎবা দেওয়া হয়, সেখানে মুছল্লীরা কোন আবেদন করতে চাইলে কোন্ ভাষায় করবে? খুৎবা অবস্থায় ইমাম কোন্ ভাষায় জবাব দিবেন? খুৎবায় বাংলা বলা যদি নাজায়েয হয়, তাহলে ইমাম কি তখন আরবী ভাষায় জবাব দিবেন? মুক্তাদী কি তার ভাষা বুঝতে পারবে? প্রশ্ন করে তার কোন লাভ হবে কি? সুতরাং ইমাম মুক্তাদী সকলে আরবী ভাষী হতে হবে। অতএব মানুষের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করতে হবে।

(৩) জুম'আর ছালাতের মুছল্লী নির্দিষ্ট করা :

ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে দুই জন ব্যক্তি হলেই জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ জুম'আর ছালাত অন্যান্য ফরয ছালাতের মতই ফরয ছালাত। কোন স্থানে দুইজন ব্যক্তি থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে আযান, ইক্বামতসহ জামা'আত করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩৫৫] অথচ সমাজে প্রচলিত আছে যে, ৪০ জন ব্যক্তি ছাড়া জুম'আর ছালাত হবে না। কিন্তু এর পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই। উক্ত মর্মে যত বর্ণনা এসেছে সবই ত্রুটিপূর্ণ।

(أ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِىْ كُلِّ ثَلاَثَةٍ إِمَامٌ وَفِىْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةً وَأَضْحًى وَفِطْرًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ .

১৩৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০-১৯১ পৃঃ) ; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, (ইফাবা হা/১৮৯০)।

১৩৫৪. ছহীহ বুখারী হা/১০২৯, ১/১৪০ পৃঃ; বুখারী হা/১০১৩ ও ১০১৪; ছহীহ মুসলিম হা/২১১৫।

১৩৫৫. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, ১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭)- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.।

(ক) জাবের (রাঃ) বলেন, সুন্নাত প্রচলিত আছে যে, প্রত্যেক তিনজনে ইমাম নির্ধারিত হবে, ৪০ জনের উপরে জুম‘আ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সাব্যস্ত হবে।[১৩৫৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্দুল আযীয বিন ক্বারশী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।[১৩৫৭] উল্লেখ্য যে, ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনায় যখন প্রথম জুম‘আ চালু হয় তখন তার মুছল্লী সংখ্যা ছিল ৪০। উক্ত জামা‘আতের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু ৪০ জন না হলে ছালাত হবে না সে কথা তো বলা হয়নি।[১৩৫৮]

(ب) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ ذَلِكَ.

(খ) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ৫০ জন ছাড়া জুম‘আর ছালাত হবে না।[১৩৫৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। এই বর্ণনায় জাফর বিন যুবাইর নামক রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও নাসাঈ বলেন, সে পরিত্যক্ত। ইমাম হায়ছামীও তাকে নিতান্ত দুর্বল বলেছেন।[১৩৬০]

(৪) জুম‘আর পূর্বে নির্দিষ্ট রাক‘আত ছালাত আদায় করা :

জুম‘আর ছালাতের পূর্বে কত রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে, তা হাদীছে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। মুছল্লী যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন থেকে ইমাম খুৎবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত যত ইচ্ছা তত ছালাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু প্রায় মসজিদে মুছল্লীরা পূর্বে মাত্র চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে থাকে। অথচ উক্ত মর্মে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা মিথ্যা ও বাতিল।

১৩৫৬. দারাকুৎনী হা/১৫৯৮, ২/৪; বায়হাক্বী ৩/১৭৭।

১৩৫৭. তানক্বীহ, পৃঃ ৪২৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৬০৩, ৩/৬৯ পৃঃ- قال أحمد : اضـــرب على حديثه فإنها كذب موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الـــدارقطني : منكـــر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الإحتجاج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج به ।

১৩৫৮. ইরওয়াউল গালীল হা/৬০০, ৩/৬৯ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/১০৬৯, ১/১৫৩ পৃঃ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَة تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْـــنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِى هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِى بَيَاضَةَ فِى نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضِمَات قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذ قَالَ أَرْبَعُوْنَ. ।

১৩৫৯. দারাকুৎনী হা/১৫৯৯, ২/৪; ত্বাবারাণী কাবীর ৮/২৯১।

১৩৬০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৭৬ পৃঃ; তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪২৬; ইরওয়া হা/৬০৩।

(أ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ.

(ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু এর মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক করতেন না।[১৩৬১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

(ب) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে ৪ রাক'আত করে ছালাত পড়তেন। কিন্তু মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক করতেন না।[১৩৬২]

তাহক্বীক্ব : উভয় বর্ণনাই জাল। এই বর্ণনার প্রায় সকল রাবীই ত্রুটিপূর্ণ। আল্লামা যায়লাঈ বলেন, এর সনদ নিতান্তই দুর্বল। মুবাশশির ইবনু উবাইদ মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর হাজ্জাজ ও আতিইয়াহ দুইজনই যঈফ।[১৩৬৩] বুছাইরী বলেন, বাক্বিয়াহ বিন ওয়ালীদও যঈফ।[১৩৬৪] ইমাম নববী বলেন, হাদীছটি বাতিল।[১৩৬৫]

(ج) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(গ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) জুম'আর আগে চার রাক'আত এবং জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[১৩৬৬]

তাহ্ক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছ বিরোধী। ত্বাবারাণী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আত্তাব বিন বুশাইর ছাড়া এই হাদীছ খুছাইফ থেকে কেউ

১৩৬১. ইবনু মাজাহ হা/১১২৯, পৃঃ ২০২।
১৩৬২. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২৬৭৪।
১৩৬৩. سنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان. - নাছবুর রাইয়াহ ২/২০৬ পৃঃ।
১৩৬৪. هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس ومبشر بن عبيد كذاب وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية-সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০১।
১৩৬৫. إنه حديث باطل-আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে'আহ আন আসইলাতি লাজনাতি মাসজিদিল জামে'আহ, পৃঃ ৩০।
১৩৬৬. ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত হা/৩৯৫৯ ও ১৬১৭।

বর্ণনা করেনি।[১৩৬৭] উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ছাহাবীর নামে উক্ত মর্মে আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে কোন বর্ণনাই বিশুদ্ধ নয়।[১৩৬৮]

ছহীহ হাদীছের আলোকে জুম'আর ছালাতের সুন্নাত :

জুম'আর পূর্বে কোন রাক'আত নির্ধারিত নেই। যত ইচ্ছা তত পড়তে পারে। তবে জুম'আর ছালাতের পর চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আর বাড়ীতে গিয়ে পড়তে চাইলে মাত্র দুই রাক'আত পড়বে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে, তার এই জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে।[১৩৬৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে।[১৩৭০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ.

১৩৬৭. لم يرو هذا الحديث عن حصيف إلا عتاب بن بشير -মু'জামুল আওসাত হা/৩৯৫৯।
১৩৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৯০ ও ১০১৬।
১৩৬৯. ছহীহ মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৮৮৩, ১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১, পৃঃ ১২২।
১৩৭০. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৩ ও ২০৭৫, ১/২৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০৬-১৯০৮); মিশকাত হা/১১৬৬, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৮, ৩/৯৩ পৃঃ।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর পর বাড়ীতে না ফিরে ছালাত আদায় করতেন না। অতঃপর তিনি তাঁর বাড়ীতে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন।[১৩৭১]

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) মসজিদে জুম‘আর পর সামনে এগিয়ে গিয়ে দুই রাক‘আত পড়তেন। অতঃপর আবার চার রাক‘আত পড়তেন।[১৩৭২]

(৫) গ্রামবাসীর উপর জুম‘আ নেই এবং শহর ছাড়া জুম‘আর ছালাত হবে না বলে বিশ্বাস করা :

শহর ছাড়া জুম‘আর ছালাত হবে না বলে সন্দেহ করা এবং এজন্য জমু‘আর পরে ‘আখেরী যোহর’ পড়া সুন্নাত বিরোধী আমল। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ জাল।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ إِلاَّ فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ.

আলী (রাঃ) বলেন, শহর ছাড়া জুম‘আ ও তাশরীক নেই।[১৩৭৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। কারণ মারফূ‘ সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই।[১৩৭৪] উল্লেখ্য যে, উক্ত মিথ্যা বর্ণনা দ্বারাই হেদায়া লেখক গ্রামে জুম‘আর ছালাত শুদ্ধ হবে না বলে দাবী করেছেন।[১৩৭৫] অথচ নিম্নের ছহীহ হাদীছগুলো তার চোখে পড়েনি।

গ্রামে-গঞ্জে জুম‘আ পড়ার ছহীহ হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَة جُمِّعَتْ فِى الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَة جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِد رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَة لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় মসজিদে নববীতে জুম‘আ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে জুম‘আ ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জুছা গ্রামে, যা

১৩৭১. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/১১৬১, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৩, ৩/৯১ পৃঃ।

১৩৭২. আবুদাঊদ হা/১১৩০, ১/১৬০ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৮৭, পৃঃ ১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৯, ৩/১০০ পৃঃ।

১৩৭৩. বায়হাক্বী , সুনানুল কুবরা হা/৫৮২৩; আবু ইউসুফ, আল-আছার হা/৬০।

১৩৭৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৭, ২/৩১৭।

১৩৭৫. হেদায়াহ ১/১৬৮ পৃঃ- لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ فِيْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوْزُ فِى الْقُرَى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ।

ছিল বাহরাইনের কোন একটি গ্রাম। ওছমান (রাঃ) বলেন, আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের কোন এক গ্রামে।[১৩৭৬]

উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرَى وَالْمُدُنِ 'গ্রামে ও শহর সমূহে জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ। ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرَى 'গ্রামে গ্রামে জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ। উল্লেখ্য যে, 'হেদায়া' কিতাবটি রচনা করা হয়েছে হাদীছের মূল গ্রন্থসমূহ সংকলনের প্রায় দুইশ' বছর পরে। উক্ত হাদীছগুলো লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি এমনটি বলা যাবে কি?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَتَبُوْا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

(ইয়ামনবাসীরা) ওমর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করল জুম'আর ছালাত সম্পর্কে। তখন তিনি তার উত্তরে লিখে পাঠান, যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানেই জুম'আর ছালাত আদায় করবে।[১৩৭৭]

عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ يُجَمِّعُوْنَ فَلَا يَعِيْبُ عَلَيْهِمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মক্কা-মদীনার মাঝের অঞ্চলের লোকদেরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে দেখতেন, কিন্তু তাদেরকে দোষারোপ করতেন না।[১৩৭৮]

অতএব গ্রামে জুম'আ হবে না এমন দাবী সঠিক নয়। দুঃখজনক হল, জাল হাদীছের আমলই সমাজে চালু আছে। ছহীহ হাদীছের আমল সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। ছহীহ হাদীছের প্রতি আত্মসমর্পণ না করে গ্রামের মসজিদে জুম'আর ছালাত হবে না ভেবে 'আখেরী যোহর' চালু করা হয়েছে। একটি

১৩৭৬. আবুদাঊদ হা/১০৬৮, ১/১৫৩ পৃঃ; বুখারী হা/৮৯২, ১/১২২ পৃঃ ও হা/৪৩৭১, (ইফাবা হা/৮৪৮, ২/১৭৩ পৃঃ)।

১৩৭৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩২।

১৩৭৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫১৮৫; সনদ ছহীহ, ফাৎহুল বারী হা/৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

জাল হাদীছকে রক্ষা করতে গিয়ে আরেকটি বিদ‘আত চালু করা হয়েছে। একেই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী।[১৩৭৯]

(৬) আখেরী যোহর পড়া :

গ্রামে বা মহল্লায় জুম‘আর ছালাত হবে না সন্দেহ করে অনেক মুছল্লী জুম‘আর ছালাতের পর চার রাক‘আত যোহর ছালাত আদায় করে থাকে। এটা একটি বিদ‘আতী প্রথা।[১৩৮০] তাছাড়া সন্দেহের উপর তো কোন ইবাদত হয় না।

(৭) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বারে বসে খুৎবা দান করা :

কোন মসজিদে পাথর বা টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা হলে তাকে বর্জন করা উচিত। এমতাবস্থায় ইমামকে সুন্নাতের প্রতি কঠোর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ সুন্নাত হল কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরী করা এবং মিম্বারের তিনটি স্তর হওয়া। যেমন হাদীছে এসেছে,

أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا.

‘রাসূল (ছাঃ) জনৈক আনছারী মহিলার নিকট লোক পাঠান। তার নাম সাহল। এই মর্মে যে, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে নির্দেশ দাও সে যেন আমার জন্য একটি কাঠের আসন তৈরি করে। যার উপর বসে আমি

১৩৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৭-এর আলোচনা দ্রঃ- لَمَّا سَافَرْتُ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٣٩٦ إِلَى بَرِيْطَانِيَا سَرَّنِيْ جِدًّا أَنَّنِيْ رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ لَنْدَنْ يُقِيْمُوْنَ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ أَيْضًا وَبَعْضُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْجُمُعَةَ فِيْ بُيُوْتٍ اشْتَرَوْهَا أَوِ اسْتَأْجَرُوْهَا وَجَعَلُوْهَا (مصليات) يُصَلُّوْنَ فِيْهَا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَاتِ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لَقَدْ أَحْسَنَ هَؤُلاَءِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظِيْمَةِ هنَا فِيْ بِلاَدِ الْكُفْرِ وَلَوْ تَعَصَّبُوْا لِمَذْهَبِهِمْ وَجُلُّهُمْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَعَطَّلُوْهَا وَصَلُّوْهَا ظُهْرًا! فَازْدَدْتُ يَقِيْنًا بِأَنَّهُ لاَ سَبِيْلَ إِلَى نَشْرِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالْاِسْتِسْلاَمِ لِنُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الْمُسْتَلْزِمِ الْخُرُوْجَ عَنِ الْجُمُوْدِ الْمَذْهَبِيِّ إِلَى فَسِيْحِ دَائِرَةِ الْإِسْلاَمِ الَّذِيْ بِنُصُوْصِهِ الَّتِيْ لاَ تُبْلَى يَصْلُحُ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَلَيْسَ بِالتَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِيِّ.।

১৩৮০. আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে‘আহ, পৃঃ ১৩৯, নং ৭২।

জনগণের সাথে কথা বলব। ঐ মহিলা তার গোলামকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দিলে সে গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে নিয়ে আসে। অতঃপর মহিলা তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে এই স্থানে স্থাপন করার নির্দেশ দেন।[১৩৮১]

উক্ত হাদীছ ইবনু খুযায়মাতে ছহীহ সনদে এসেছে, فَعَمِلَ هَذِه الثَّلاَثَ الدَّرَجَات مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَـــةَ 'অতঃপর সে গাবার ঝাউ গাছ থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বার তৈরি করেছিল'।[১৩৮২] ত্বাবারাণীতে এসেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৩৮৩] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) একদা মিম্বারের তিন স্তরে উঠে তিনবার আমীন বলেছিলেন মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৩৮৪]

অতএব মিম্বার তিন স্তরের বেশী করা সুন্নাতের বরখেলাফ।[১৩৮৫] এধরনের মিম্বার সরিয়ে তিনস্তর বিশিষ্ট কাঠের মিম্বার তৈরি করে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

(৮) মিম্বরের পাশে বসা ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময় করা :

অনেক মসজিদে ইমাম পৌঁছে মিম্বারের পাশের ব্যক্তিদেরকে সালাম করেন। কিন্তু সুন্নাত হল, মিম্বরে বসে সকলকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়া। আশে পাশের লোকদেরকে সালাম দেয়ার পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَة سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُوْسِ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১৩৮১. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৫, ৩/৬৫, 'কাতারে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

১৩৮২. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯২২; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮।

১৩৮৩. সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮; ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৫৭৪৮- مُرِىْ غُلاَمَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِىْ أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ لَهُ هَذِهِ الثَّلاثَ الدَّرَجَات مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ يَعْنِي الدَّرَجَات।

১৩৮৪. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬, সনদ ছহীহ।

১৩৮৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মিম্বরের কাছাকাছি পৌঁছতেন তখন মিম্বরের নিকটে বসা ব্যক্তিদের সালাম দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বরে উঠে মানুষের দিকে মুখ করতেন তখন আবার সালাম দিতেন।[১৩৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম এবং ঈসা বিন আব্দুল্লাহ নামে দুইজন মুদাল্লিস রাবী আছে।[১৩৮৭] বরং ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে উঠার সময় সালাম দিতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে উঠতেন তখন সালাম দিতেন।[১৩৮৮]

(৯) জুম'আর খুৎবা দুই রাক'আত ছালাতের সমান :

সমাজে উক্ত ধারণা প্রচলিত থাকলেও এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং যেগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ।

(أ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(ক) ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, খুৎবাকে দুই রাক'আতের সমান করা হয়েছে। সুতরাং যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাক'আত ছালাত পড়ে নেয়।[১৩৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। কারণ আমর ইবনু শু'আইব ও ওমর (রাঃ)-এর মাঝে রাবী বাদ পড়েছে। আর আমর ইবনু শু'আইব ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি। অথচ হাদীছটি সরাসরি বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩৯০]

(ب) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

১৩৮৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৮৫২।
১৩৮৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৯৪।
১৩৮৮. ইবনু মাজাহ হা/১১০৯, পৃঃ ৭৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৭৬।
১৩৮৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৫৩৬৭, ২/১২৮।
১৩৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০০; ইরওয়াউল গালীল হা/৬০৫; তানক্বীহ, পৃঃ ৪৩৮।

(খ) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খুৎবা পাবে তার জন্য জুম‘আর ছালাত দুই রাক‘আত। আর যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাক‘আত পড়ে নেয়।[১৩৯১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মুনকার। যদিও হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবুবকর হায়ছামী (মৃঃ ৮০৭ হিঃ) এর রাবীদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৩৯২] ছহীহ হাদীছ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের এক রাক‘আত পাবে, সে আরেক রাক‘আত পড়ে নিবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের এক রাক‘আত পাবে সে যেন তার সাথে পরের রাক‘আত পড়ে নেয়।[১৩৯৩]

(১০) খুৎবার সময় ইমামের দিকে লক্ষ্য না করা :

ইমাম যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা শুরু করবেন, তখন সকল মুছল্লী তার দিকে লক্ষ্য করবেন। এটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে বসতেন তখন আমরাও তাঁর আশে পাশে বসতাম।[১৩৯৪]

عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ.

আদী ইবনু ছাবেত (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে বসতেন তখন তাঁর ছাহাবীগণ তাদের মুখমণ্ডলসহ তাঁর দিকে ঘুরে বসতেন।[১৩৯৫] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

وَهَذِهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَتْرُوْكَةِ فَعَلَى الْمُحِبِّيْنَ لَهَا إِحْيَاؤُهَا حَيَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى وَبَيَّاهُمْ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَانَا وَمَأْوَاهُمْ بِفَضْلِهِ وَكَرْمِهِ.

১৩৯১. ত্বাবারাণী হা/৯৫৪৮।
১৩৯২. মাজমাউয যাওয়াইদ হা/৩১৬৪।
১৩৯৩. ইবনু মাজাহ হা/১১২১; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৬২২, ৩/৮৪ পৃঃ।
১৩৯৪. মুসলিম হা/২৪৭০; বুখারী হা/৯২১ ও ১৪৬৫; মিশকাত হা/১৬৩০।
১৩৯৫. ইবনু মাজাহ হা/১১৩৬।

'পরিত্যক্ত সুন্নাতগুলোর মধ্যে এটি একটি। সুতরাং যারা সুন্নাতকে মহব্বত করে তাদের উচিত তাকে পুনর্জ্জীবিত করা। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের সম্মান দান করবেন এবং দয়া করবেন। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার বিনিময়ে আমাদের ও তাদের স্থান জান্নাতে নির্ধারণ করুন'।[১৩৯৬]

(১১) খুৎবার সময় মসজিদে এসে ছালাত না পড়েই বসে পড়া :

উক্ত কাজ সুন্নাত বিরোধী। ইমাম খুৎবা দিলেও দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়ে বসতে হবে। নিষেধের পক্ষে যে হাদীছ প্রচার করা হয় তা মিথ্যা।

(أ) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَتُصَلُّوْا وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ.

(ক) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছ) বলেন, ইমাম খুৎবা দেওয়া অবস্থায় তোমরা ছালাত আদায় কর না।[১৩৯৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। তাছাড়া ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী।[১৩৯৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

(ب) عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ.

(খ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, ইমাম খুৎবা দেওয়া অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত কোন ছালাত নেইও কোন কথাও নেই।[১৩৯৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি বাতিল। শায়খ আলবানী বলেন, وَإِنَّمَا حَكَمْتُ عَلَى الْحَدِيْث بِالْبُطْلاَنِ لأَنَّهُ مَعَ ضَعْف سَنَده يُخَالفُ حَدِيْثَيْنِ صَحِيْحَيْنِ. 'আমি এই হাদীছের উপর বাতিল হওয়ার হুকুম আরোপ করেছি। কারণ এর সনদ যঈফ হওয়ার পাশাপাশি দুইটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[১৪০০]

১৩৯৬. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩৩।
১৩৯৭. আবু সাঈদ মালীনী, আল-ইহকামু উস্তা, ২/১১২ পৃঃ।
১৩৯৮. তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪৩৩।
১৩৯৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৮৪ পৃঃ।
১৪০০. সিলসিলা যঈফাহ ১/১৯৯-২০১ পৃঃ, হা/৮৭।

খুৎবার সময় ছালাত আদায় করার ছহীহ দলীল :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি জুম‘আর দিনে মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি ঐ লোকটিকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি দাঁড়াও দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর।[১৪০১] ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নোক্ত মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ‘ইমাম খুৎবা দেয়া অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তিকে মসজিদে আসতে দেখবেন তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিবেন সে যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ অনুচ্ছেদ। আরেকটি অধ্যায় রচনা করেছেন, بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ‘ইমাম খুৎবা দেয়া অবস্থায় যে মসজিদে আসবে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ অনুচ্ছেদ।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

জাবের (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা খুৎবা প্রদানকালে বলেন, ইমাম খুৎবা দেয়া অবস্থায় জুম‘আর দিনে তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে সে যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে। আর এর মাঝে সংক্ষেপ করে।[১৪০২]

অতএব মসজিদে যখনই প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। এর বিকল্প কিছু নেই। উক্ত হাদীছগুলো জানার পরও যদি কেউ আমল না করে তাহলে তার পরিণাম কী হতে পারে? অথচ হেদায়ার মধ্যে জাল

১৪০১. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০-১৯১ পৃঃ) ; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, (ইফাবা হা/১৮৯০, ১৮৯২)।

১৪০২. ছহীহ মুসলিম হা/২০৬১, (ইফাবা হা/১৮৯৪); মিশকাত হা/১৪১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭২, ৩/১৯৮ পৃঃ।

হাদীছের আলোকে এ সময় ছালাত আদায় করতে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে।[১৪০৩]

(১২) লাঠি ছাড়া খুৎবা দেওয়া :

হাতে লাঠি নিয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি।[১৪০৪] অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্যের সময় রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিতেন।[১৪০৫]

উলেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দাবী করেছেন। কিন্তু উক্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই।[১৪০৬]। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে শুধু জুম'আর খুৎবার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তবে ঈদের খুৎবাসহ অন্যান্য বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪০৭]

মূল কথা হল, মিম্বর তৈরির পরও রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরি হয়েছে ৫ম হিজরীতে আর হাকাম বিন হাযন ৮ম হিজরীতে ইমলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম'আর দিনে রাসূল (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন।[১৪০৮] উল্লেখ্য, হাকাম বিন হাযন (রাঃ) কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীই সঠিক।[১৪০৯]

দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক। রাসূল (ছাঃ) সব সময় হাতে লাঠি নিতেন বলে প্রমাণিত হয়। তৃতীয়তঃ মিম্বর তৈরির পর তিনি আর হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি, একথার পক্ষে কোন দলীল নেই।

১৪০৩. হেদায়া ১/১৭১ পৃঃ- (وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَته)।

১৪০৪. ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬, ১/১৫৬ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩।

১৪০৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৪৫, ১/১৬২ পৃঃ, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ।

১৪০৬. যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃঃ।

১৪০৭. আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৮৩ পৃঃ।

১৪০৮. ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮।

১৪০৯. ইতহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৩২।

চতুর্থতঃ ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪১০]

(১৩) বিনা কারণে জুম‘আর ছালাত ত্যাগ করলে কাফফারা দেওয়া :

জুম‘আর ছালাত পরিত্যাগ করা মহা অন্যায়। কোন কারণ ছাড়াই কেউ যদি জুম‘আ ত্যাগ করে, তবে তাকে মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হয়।[১৪১১] অলসতা করে পর পর তিন জুম‘আ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।[১৪১২] তাই ছুটে গেলে খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে। কাফফারা দেওয়ার কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। এ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তা যঈফ। যেমন-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুম‘আর ছালাত ত্যাগ করবে সে যেন এক দীনার ছাদাক্বা করে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করে।[১৪১৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১৪১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ.

কুদামা বিন ওয়াবারা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিনা কারণে যার জুম‘আর ছালাত ছুটে যাবে সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ দিরহাম কিংবা এক ছা‘ বা অর্ধ ছা‘ গম ছাদাক্বা দেয়।[১৪১৫]

তাহক্বীক্ব : এটিও যঈফ।[১৪১৬]

১৪১০. তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ।
১৪১১. ছহীহ তারগীব হা/৭২৯।
১৪১২. আবুদাউদ হা/১৯৫২; মিশকাত হা/১৩৭১, সনদ ছহীহ।
১৪১৩. আবুদাউদ হা/১০৫৩, পৃঃ ১৫১; নাসাঈ হা/১৩৭২; ইবনু মাজাহ হা/১১২৮; মিশকাত হা/১৩৭৪।
১৪১৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৫৩, পৃঃ ১৬৬।
১৪১৫. আবুদাউদ হা/১০৫৪, পৃঃ ১৫১।
১৪১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৫৪, পৃঃ ১৬৭।

(১৪) ফযীলতের আশায় জুম‘আর দিন পাগড়ী পরিধান করা :

অধিক ফযীলত মনে করে অনেকে এই দিনে পাগড়ী পরে থাকে। জুম‘আর দিন পাগড়ী পরিধান করার ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা এবং ফেরেশতামণ্ডলী জুম‘আর দিনে পাগড়ী পরিধানকারী ব্যক্তিদের উপর রহম করেন।[১৪১৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আইয়ূব ইবনু মুদরাক নামে মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[১৪১৮] ইমাম ইবনুল জাওযী এই বর্ণনাকে জাল হাদীছের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১৪১৯] শায়খ আলবানীও জাল বলেছেন।[১৪২০] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, পাগড়ী মাথায় দিয়ে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে পাগড়ী বিহীন ২৫ ওয়াক্ত ছালাতের সমান নেকী হয় এবং পাগড়ী পরে এক জুম‘আ পড়লে পাগড়ী বিহীন ৭০ জুম‘আর সমপরিমাণ নেকী হয়। নিশ্চয় ফেরেশতারা পাগড়ী পরে জুম‘আর ছালাতে শরীক হন। তারা পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু‘আ করতে থাকেন।[১৪২১]

১৪১৭. হিলইয়া ৫/১৮৯-১৯০।
১৪১৮. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ‘আত ২/১০৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯।
১৪১৯. কিতাবুল মাওযূ‘আত ২/১০৫ পৃঃ।
১৪২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯, ১/২৯২-২৯৩ পৃঃ।
১৪২১. ইবনু নাজ্জার, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১/২৪৯ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্বাস ইবনু কাছীর নামে মিথ্যুক রাবী আছে।[১৪২২] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, বর্ণনাটি জাল।[১৪২৩]

জ্ঞাতব্য : উক্ত ফযীলতের আশা না করে কেউ চাইলে পাগড়ী পরতে পারে। রাসূল (ছাঃ) কখনো জুম'আর দিন পাগড়ী পরে খুৎবা দিতেন।[১৪২৪]

(১৫) দু'আ চাওয়া এবং সালামের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা :

জুম'আর দিন দু'আ চাওয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। অনেক মসজিদে ফরয ছালাত কিংবা জুম'আর ছালাতের পর কেউ কেউ পিতা-মাতা বা নিজের রোগমুক্তির জন্য সবার কাছে দু'আ চায়। অনেকে ইমামের নিকট পত্র লিখে দু'আ চায়। অথচ দু'আ চাওয়ার এই নিয়মটি সুন্নাত সম্মত নয়। মূলতঃ ছালাতের পরে প্রচলিত মুনাজাত চালু থাকার কারণেই দু'আ চাওয়ার এই পদ্ধতিও চালু আছে। অনেক মসজিদে অন্যান্য ছালাতের পরে বিদ'আতী মুনাজাত হয় না কিন্তু জুম'আর দিনে হয়। কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ সেদিন ছালাতে হাযির হয় এবং মসজিদে কিছু দান করে দু'আ চায়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের থেকে উক্ত পদ্ধতিতে দু'আ চাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দু'আ চাওয়ার নিয়ম হল- কোন সমস্যায় পড়লে বা রোগাক্রান্ত হলে এলাকার জীবিত পরহেযগার, দ্বীনদার, হক্বপন্থী আলেমের কাছে গিয়ে দু'আর জন্য আবেদন করা। তখন তিনি প্রয়োজনে ওযূ করে ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন। ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত পদ্ধতিতে দু'আ চাইতেন।

আউত্বাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে তিনি স্বীয় ভাতিজা আবু মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌঁছে দিবে এবং আমার জন্য ক্ষমা চাইতে বলবে। অতঃপর তাঁর কাছে বলা হল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন,

دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِىْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.

১৪২২. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/২৪৯ পৃঃ।

১৪২৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, লিসানুল মীযান ৩/২৪৪ পৃঃ- هَذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ।

১৪২৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৭৭ ও ৩৩৭৮, ১/৪৩৯-৪৪০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩১৭৭-৭৮); মিশকাত হা/১৪১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২৬, ৩/১৯৮ পৃঃ।

নবী করীম (ছাঃ) পানি চাইলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে দু'আ করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আবু আমের উবাইদকে ক্ষমা করে দিন। (রাবী বলেন) এ সময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার সৃষ্টি মানুষের অনেকের ঊর্ধ্বে করে দিন'।[১৪২৫]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা তুফাইল ইবনু আমর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দাউস গোত্র অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বদ দু'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলামুখী হলেন এবং দু'হাত তুললেন। লোকেরা ধারণা করল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখান'।[১৪২৬]

দ্বিতীয়তঃ সবার কাছে দু'আ চাইতে পারে। তখন সকলে নিজ নিজ ঐ ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। তা ছালাতের মধ্যে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক। ইমামও কারো পক্ষে থেকে সবার নিকট দু'আ চাইতে পারেন যাতে সকলে নিজ নিজ তার জন্য দু'আ করে। ইমাম জুম'আর দিন তার জন্য খুৎবায় দু'আ করতে পারেন আর বাকীরা আমীন আমীন বলতে পারে।[১৪২৭]

(১৬) জুম'আর দিন চুপ থেকে খুৎবা শুনলে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী হবে :

জুম'আর দিন বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকলে উক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। উক্ত ফযীলত মিথ্যা ও কাল্পনিক। তবে জুম'আর দিন মসজিদে গিয়ে সাধ্য অনুযায়ী ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায়।

১৪২৫. ছহীহ বুখারী হা/৪৩২৩, ৬৩৮৩, ২/৯৪৪ পৃঃ।
১৪২৬. ছহীহ বুখারী হা/৬৩৯৭, ২/৯৪৬ পৃঃ।
১৪২৭. ফাতাওয়া লাজনা ৮/২৩০-৩১ ও ৩০২ পৃঃ; আল্লামা উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৯২।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

আউস ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন কাপড় ধৌত করবে ও গোসল করবে এবং সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে ও সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে অতঃপর ইমামের কাছাকাছি বসবে এবং মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করবে ও অনর্থক কোন কাজ করবে না, তার জন্য প্রত্যেক ধাপে এক বছরের নফল ছিয়াম ও এক বছরের নফল ছালাতের ছওয়াব হবে।[১৪২৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কেউ যদি জুম‘আর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করতঃ খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তাহলে তার দু’জুম‘আর মধ্যেকার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে’।[১৪২৯]

(১৭) জুম‘আর দিন আছর ছালাতের পর ৮০ বার দরূদ পড়া :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا فَقِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ تَقُوْلُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَعْقُدُ وَاحِدًا.

১৪২৮. আবুদাঊদ হা/৩৪৫, ১/৫০ পৃঃ, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২৯; তিরমিযী হা/৪৯৬; মিশকাত হা/১৩৮৮, পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০৬, ৩/১৯০ পৃঃ।

১৪২৯. ছহীহ মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, ১২২ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৮৮৩, ১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর দিনে আমার উপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার ৮০ বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হল, কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, তুমি একাকী বসে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি আপনার বান্দা, আপনার নবী ও আপনার নিরক্ষর রাসূল (ছাঃ)।

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা মিথ্যা। এর সনদে ওয়াহাব ইবনু দাঊদ ইবনু সুলায়মান যারীর নামে মিথ্যুক রাবী আছে।[১৪৩০]

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বইয়ে লেখা আছে, জুম‘আর দিন আছর ছালাতান্তে উক্ত স্থানে বসে ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি‘আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা’ এ দরূদটি ৮০ বার পাঠ করলে আল্লাহ ৮০ বছরের ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। এগুলো বানোয়াট গালগল্প মাত্র।

(১৮) জুম‘আর দিন কবর যিয়ারত করা :

কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে না। যেকোন দিন যেকোন সময় কবর যিয়ারত করতে পারে। শুধু জুম‘আর দিন কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল। যেমন-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا.

মুহাম্মাদ ইবনু নু‘মান (রহঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম‘আর দিন তার মাতা-পিতার অথবা তাদের কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে।[১৪৩১]

তাহক্বীক্ব : জাল। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু নু‘মান নামের রাবী অপরিচিত। এছাড়া ইয়াহইয়া নামের রাবী মিথ্যুক। তার বর্ণিত হাদীছগুলো জাল।[১৪৩২]

১৪৩০. সিলসিলা যঈফা হা/২১৫।

১৪৩১. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৯০১; মিশকাত হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পৃঃ।

১৪৩২. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৯০১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০৫, মিশকাত হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পৃঃ; দ্রঃ মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ, ১/১৮২ পৃঃ, হা/৩৬০

(১৯) জুম‘আতুল বিদা পালন করা :

রামাযানের শেষ জুম‘আকে ‘জুম‘আতুল বিদা’ বলা হয়। অথচ শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই। উক্ত মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে তা ডাহা মিথ্যা।

مَنْ قَضَى صَلَوَاتٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فِىْ أَخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَـــابِرًا لِكُلِّ صَلاَةٍ فَائِتَةٍ مِنْ عُمْرِهِ إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً.

যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ জুম‘আয় ক্বাযা ছালাতগুলো আদায় করবে, তার জীবনের ৭০ বছরের ছুটে যাওয়া প্রত্যেক ছালাতের ক্ষতি পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[১৪৩৩]

তাহক্বীক্ব : মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

بَاطِلٌ قَطْعِيًّا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ يَقُـــوْمُ مَقَـــامَ فَائِتَةِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لاَ عِبْرَةَ بِنَقْلِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَلاَ بَقِيَةَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ لِـــأَنَّهُمْ لَيْسُوْا مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَلاَ أَسْنَدُوا الْحَدِيْثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِيْنَ.

‘এটি চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। এটা ইজমার বিরোধী। কারণ কোন ইবাদত বিগত বছরের ছুটে যাওয়া বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অতঃপর ছাহেবে ‘নেহায়া’র এই বর্ণনা উল্লেখ করার মধ্যে কোন উপদেশ নেই। অনুরূপ হেদায়ার ভাষ্যকারদের মধ্যেও যের নেই। কারণ তারা মুহাদ্দিছদের অন্তর্ভুক্ত নন। এমনকি তারা এই হাদীছকে হাদীছের কোন সনদ বিশ্লেষণকারীর দিকে সম্বন্ধ করেননি।[১৪৩৪]

مَنْ صَلَّى فِىْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَضَتْ عَنْهُ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ صَلاَةِ سَنَتِهِ.

১৪৩৩. মোল্লা আলী আল-ক্বারী, আল-মাছনূ‘ ফী মা‘রেফাতুল হাদীছিল মাওযূ‘, পৃঃ ১৯১, হা/৩৫৮; মাওযূ‘আতুল কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আল-আছারুল মারফূ‘আহ্ ফিল আখবারিল মাওযূ‘আহ্ ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ১/৫৪, নং ১১৫; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ...।

১৪৩৪. আল-মাছনূ‘ ফী মা‘রেফাতুল হাদীছিল মাওযূ‘, পৃঃ ১৯১, হা/৩৫৮।

যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ জুম‘আয় দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করবে তার ঐ বছরের (ত্রুটি মুক্ত) ফওত হয়ে যাওয়া ছালাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[১৪৩৫]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

هَذَا مَوْضُوْعٌ لاَ إِشْكَالَ فِيْهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِيْ جَمَعَ مُصَنِّفُوْهَا فِيْهَا الْأَحَادِيْثَ الْمَوْضُوْعَةَ وَلَكِنَّهُ اشْتُهِرَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ بِمَدِيْنَةِ صَنْعَاءَ فِيْ عَصْرِنَا هَذَا وَصَارَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ وَلاَ أَدْرِيْ مَنْ وَضَعَهُ لَهُمْ فَقَبَّحَ اللهُ الْكَذَّابِيْنَ.

‘এটা যে জাল তাতে কোন জটিলতা নেই। লেখকগণ জাল হাদীছের গ্রন্থে যে সমস্ত হাদীছ জমা করেছেন সেই গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আমি এই বর্ণনা পায়নি। তবে মদীনার ছান‘আ অঞ্চলের ফক্বীহ শ্রেণীর লোকের মাঝে এটি খুব প্রসিদ্ধ। আর এটা বহু মানুষ আমলও করে থাকে। আমি জানি না কোন্ ব্যক্তি তাদের জন্য এটি জাল করেছে। তাই আল্লাহ মিথ্যুকদের উপর গযব বর্ষণ করুন।[১৪৩৬]

সুধী পাঠক! সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা ও উদ্ভট বিষয়কে নিয়ে সারা বিশ্বে ‘জুম‘আতুল বিদা’ পালন করা হয়। ঐ দিন মুছল্লীরা মসজিদে মসজিদে এত ভীড় জমায় তা কল্পনা করা যায় না। ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও আলেমগণ যদি শরী‘আতের দোহায় দিয়ে প্রচারণা চালান, তবে তাদের অবস্থা কী হবে? সাধারণ শিক্ষিত মানুষগুলোও এই মিথ্যা স্রোতে ভেসে যান। যাচাইয়ের কোন প্রয়োজন মনে করেন না।

১৪৩৫. মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৭), হা/১১৫, পৃঃ ৫৪।

১৪৩৬. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ হা/১১৫-এর আলোচনা দ্রঃ, পৃঃ ৫৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ছালাতুল জানাযা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ছালাতুল জানাযা

(১) মুমূর্ষু কিংবা মৃত্যু ব্যক্তির পাশে কুরআন পাঠ করা বা সূরা ইয়াসীন পড়া :

সমাজে উক্ত আমল বহুল প্রচলিত। মহিলা-পুরুষ সকলে মিলে ঐ ব্যক্তির চারপাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে। সূরা ইয়াসীন কিংবা বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠ করতে থাকে। অথচ উক্ত আমলের পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শুধু 'তালক্বীন' করাতে বলেছেন।[১৪৩৭] 'তালক্বীন' অর্থ কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করে নেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' স্মরণ করিয়ে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৪৩৮] এ সময় সূরা ইয়াসীন পড়ার হাদীছ যঈফ।

(أ) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اقْرَءُوْا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ.

(ক) মা'কেল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত কর।[১৪৩৯]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার সনদে আবু উছমান ও তার পিতা রয়েছে। তারা উভয়ে অপরিচিত রাবী। তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৪৪০]

(ب) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ (يس) يُرِيْدُ بِهَا اللهَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعْطِي مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ مَرَّةً وَأَيُّمَا مَرِيْضٍ قُرِىءَ عِنْدَهُ سُوْرَةُ (يس) نَزَلَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَشَرَةُ أَمْلَاكٍ يَقُوْمُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوْفاً فَيُصَلُّوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ وَيَشْهَدُوْنَ قَبْضَهُ وَغَسْلَهُ وَيَتَّبِعُوْنَ جَنَازَتَهُ

১৪৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/২১৬২, ১/৩০০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯২), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৬১৬, পৃঃ ১৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫২৮, ৪/৩৪ পৃঃ; আহমাদ হা/১২৮৯৯, সনদ ছহীহ।

১৪৩৮. আবুদাঊদ হা/৩১১৬, ২/৪৪৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২১, পৃঃ ১৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৩, ৪/৩৬ পৃঃ।

১৪৩৯. আবুদাঊদ হা/৩১২১, ২/৪৪৫ পৃঃ; আহমাদ হা/২০৩১৬।

১৪৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৬১।

وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَشْهَدُوْنَ دَفْنَهُ وَأَيُّمَا مَرِيْضٍ قَرَأَ سُوْرَةَ (يس) وَهُوَ فِيْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبِضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوْحَهُ حَتَّى يَجِيئَهُ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ بِشُرْبَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبَهَا وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَمُوْتُ وَهُوَ رَيَّانٌ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ رَيَّانٌ .

(খ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে প্রতিদান দান করবেন, যেন সে দশবার কুরআন তেলাওয়াত করল। কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হলে তার উপর প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশজন ফেরেশতা নাযিল হয়। তারা তার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য দু‘আ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন; যান কবয ও গোসল করার সময় উপস্থিত থাকেন, জানাযার সাথে গমন করেন। ছালাত আদায় করেন এবং দাফন কার্যে উপস্থিত থাকেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর এমন ব্যক্তির উপর যদি সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয়, তবে ‘মালাকুল মাউত’ ততক্ষণ তার রূহ কবয করবেন না, যতক্ষণ জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতের পানীয় না নিয়ে আসেন। অতঃপর বিছানায় থাকা অবস্থায় তাকে তা পান করাবেন। ঐ ব্যক্তি তখন পরিতৃপ্ত হবে। এমনকি নবীদের হাউযের পানিরও সে প্রয়োজন মনে করবে না। অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখনও সে পরিতৃপ্তই থাকবে।[১৪৪১]

তাহক্বীক্ব : ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর সনদে উইসুফ ইবনু আতিইয়াহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এছাড়া সুওয়াইদ নামেও একজন দুর্বল রাবী আছে।[১৪৪২] উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সবই যঈফ কিংবা জাল। ছহীহ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১৪৪৩]

(২) ক্বিবলার দিকে মাথা রাখা :

ক্বিবলার দিকে মাথা রাখার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অনেক স্থানে মারা যাওয়ার পরপরই মৃত ব্যক্তির মাথা পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে রাখে। অথচ এর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই। যে বর্ণনাটি প্রচলিত আছে তা যঈফ।

১৪৪১. ছা‘লাবী ৩/১৬১ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৩৬।
১৪৪২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৩৬।
১৪৪৩. সিলসিলা যঈফা হা/৬৬২৩-৬৬২৪।

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالُوْا تُوُفِّى وَأَوْصَى بِثُلُثِه لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتُضِرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصَابَ الْفِطْرَةَ وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِه ثُمَّ ذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ وَقَدْ فَعَلْتَ.

ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ক্বাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন বারা ইবনু মা‘রূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাবে বলল, সে মারা গেছে এবং আমাদেরকে তিনটি অছিয়ত করে গেছে। তার মধ্যে একটি হল, যখন তার মৃত্যু হবে তখন ক্বিবলার দিকে করবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আমি এই তিনটি বিষয় তার সন্তানদের বলে গেলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ালেন।[১৪৪৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে নাঈম বিন হাম্মাদ নামে একজন যঈফ রাবী আছে। এছাড়া বর্ণনাটি মুরসাল। কারণ ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাতাদা ছাহাবী নন। তিনি একজন তাবেঈ।[১৪৪৫]

(৩) মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে দেখতে ও গোসল করাতে না দেয়া :

কুধারণা চালু আছে যে, স্বামী বা স্ত্রী কেউ মারা গেলে অপরের জন্য তালাক হয়ে যায়। তাই তাকে গোসল দেয়া কিংবা দেখতে দেয়া নাজায়েয। সমাজে উক্ত অভ্যাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কথিত আলেমরাও এ ফৎওয়া জারি করে রেখেছেন। অথচ এটা মূর্খতা ও সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ। কারণ উক্ত মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ এসেছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِىْ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِىْ رَأْسِىْ وَأَنَا أَقُوْلُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِىْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বাক্বীউল গারক্বাদ থেকে যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি আমাকে মাথার যন্ত্রণা অবস্থায় পেলেন। আমি বলছিলাম, হ্যায় আমার মাথা ব্যথা! তখন রাসূল (ছাঃ) বলছিলেন, আয়েশা!

১৪৪৪. হাকেম হা/১৩০৫, ১/৩৫৩; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৮৪৩।
১৪৪৫. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮৯-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/১৫২ পৃঃ।

বরং আমার মাথায় ব্যথা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার কোন সমস্যা নেই। তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তবে আমি তোমার পাশে থাকব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব এবং তোমার জানাযার ছালাত আদায় করব।[১৪৪৬]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَاطِمَـةَ بِنْـتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, আমি এবং আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমাকে গোসল দিয়েছি।[১৪৪৭] অন্য দিকে আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ 'পরে যা জানলাম তা যদি আগে জানতাম, তবে রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর স্ত্রীরা ছাড়া কেউ গোসল দিতে পারত না'।[১৪৪৮]

অতএব স্বামী আগে মারা গেলে স্ত্রী, কিংবা স্ত্রী আগে মারা গেলে স্বামী উভয় উভয়কে গোসল দেয়ার বেশী হকদার। এর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থই হল শরী'আতের মর্যাদা নষ্ট করা। মৃত্যুর পর সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ তাকে দেখতে পারবে না, গোসল দিতে পারবে না কেন? এগুলো স্রেফ মূর্খতা।

(৪) মারা যাওয়ার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা :

মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির চুল-নখ কাটা উচিত নয়। এটি বহুল প্রচলিত বিদ'আত। ঐভাবেই দাফন করতে হবে। এর পক্ষে যে বর্ণনাটি রয়েছে তা যঈফ।

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوْسَى فَحَلَقَ عَانَتَهُ.

সা'দ বিন মালেক (রাঃ) বলেন, তিনি একদা এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিচ্ছিলেন, তখন তিনি খুর নিয়ে আসালেন এবং নাভীর নীচের লোম কেটে দিলেন।[১৪৪৯]

১৪৪৬. ইবনু মাজাহা হা/১৪৬৫, পৃঃ ১০৫, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০০, ৩/১৬০ পৃঃ।

১৪৪৭. হাকেম হা/৪৭৬৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৯০৭; বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/২১৫৭; দারাকুৎনী হা/১৮৭৩; সনদ হাসান, ইওয়াউল গালীল হা/৭০১।

১৪৪৮. আবুদাঊদ হা/৩১৪১, ২/৪৪৮ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০২, ৩/১৬২ পৃঃ।

১৪৪৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪২৩৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৩/২৪৭।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। কারণ আবু ক্বেলাব নামে একজন রাবী আছেন, যার সাথে সা‘দ ইবনু মালেকের সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৪৫০]

জ্ঞাতব্য : মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বে কুলুখ করানো, খিলাল করা, পেট টিপে ও উঠা বসা করিয়ে ময়লা বের করা এগুলো সব বিদ‘আতী প্রথা। এ সমস্ত কুসংস্কার থেকে সাবধান থাকতে হবে।

(৫) সাত কিংবা পাঁচ কাপড়ে কাফন পরানো :

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য তিন কাপড়ে কাফন পরানোই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মহিলাদেরকে পাঁচ কিংবা সাত কাপড়ে কাফন দেয়ার যে বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা ছহীহ নয়।

(أ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِيْ سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

(ক) মুহাম্মাদ ইবনু আলী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।[১৪৫১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে ইবনু আক্বীল নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[১৪৫২]

(ب) عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِف الثَّقَفِيَّة قَالَتْ كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوْمِ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

(খ) লায়লা ইবনু কানেফ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে উম্মে কুলছূমের মৃত্যুর পর যারা গোসল দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাদের প্রথম দিলেন তহবন্দ। তারপর দিলেন জামা, তারপর উড়না, তারপর চাদর দিলেন। অতঃপর সবশেষে একটি কাপড় দ্বারা তাকে ঢেকে দেয়া হল। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) দরজায় বসেছিলেন। তার কাছে কাপড় ছিল। তিনি সেখান থেকে একটি একটি করে দিচ্ছিলেন।[১৪৫৩]

১৪৫০. তানক্বীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম, পৃঃ ৪৭৫।
১৪৫১. আহমাদ হা/৭২৮ ও ৮০১ ১/৯৪।
১৪৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪; তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪৭৮।
১৪৫৩. আবুদাঊদ হা/৩১৫৭, ২/৪৫০ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬; আহমাদ হা/২৭১৭৯, ৬/৩৮০।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে নূহ বিন হাকীম ছাক্বাফী নামে এক অপরিচিত রাবী আছে।[১৪৫৪] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যার কাফন পরানোর সময় পাঁচ কাপড় দেয়া হয়েছিল মর্মে জাওযাক্বী অতিরিক্ত যে অংশটুকু করেছেন তা যঈফ ও মুনকার।[১৪৫৫] অনুরূপ হাসান বছরীর উক্তিতে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, এই বর্ণনার আলোকে সেটাও যঈফ।[১৪৫৬]

তিন কাপড়ে কাফন দেয়ার ছহীহ হাদীছ :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তাতে জামা এবং পাগড়ী ছিল না।[১৪৫৭]

অতএব পুরুষ নারী উভয়কে তিন কাপড়ে কাফন দিতে হবে। এর বেশী নয়। কারণ মহিলাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া সম্পর্কে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই।

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ عُمَرُ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

রাশেদ বিন সা'দ বলেন, ওমর (রাঃ) বলেছেন, পুরুষ ব্যক্তিকে তিন কাপড়ে কাফন দিতে হবে। সীমা লংঘন করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।[১৪৫৮] আলবানী (রহঃ) বলেন,

---

১৪৫৪. ইরওয়াউল গালীল হা/৭২৩, ৩/১৭৩ পৃঃ; যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭, পৃঃ ৪৮৩; আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৫৮ وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته في خمسة أبواب فلا يصح إسناده لان فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪।

১৪৫৫. ফাৎহুল বারী 'জানাযা' অধ্যায়, ১৫ নং অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪।

১৪৫৬. قَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ -বুখারী ১/১৬৮ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫।

১৪৫৭. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ।

১৪৫৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১১৬৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

وَمِمَّا لاَ شَكَّ فِيْهِ أَنَّ النِّسَاءَ فِىْ ذَلِكَ كَالرِّجَالِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا يُشْعَرُ بِـــذَلِكَ قَوْلِهِ ﷺ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহিলারাও এ বিষয়ে পুরুষদের ন্যায়। কারণ পুরুষই মূল। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়। 'মহিলারা মূলতঃ পুরুষদেরই খণ্ড'।[১৪৫৯] আবুবকর (রাঃ)-এর অছিয়তটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ।[১৪৬০]

(৬) কালেমা পড়া ব্যক্তির জানাযা পড়া :

দ্বীন ইসলামের আরকান ও আহকাম পালন না করলে এবং ছালাত আদায় না করে শুধু কালেমা পড়ে মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে, এরূপ কোন বিধান শরী'আতে নেই। যে কোনদিন ছালাত আদায় করেনি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক জীবন যাপন করেনি, তার উপর জানাযা পড়তে হবে কেন? কবরে রাখার সময় রাসূল (রাঃ)-এর ত্বরীকায় ছিল বলে কেন সাক্ষী দিতে হবে? এর পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَصَــــلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে, তার জানাযার ছালাত পড়। অনুরূপ তার পিছনেও ছালাত আদায় কর।[১৪৬১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। এর সনদে ওছমান বিন আব্দুর রহমান নামে একজন যঈফ রাবী আছে। ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[১৪৬২]

১৪৫৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; তিরমিযী হা/১১৩; মিশকাত হা/৪৪১।

১৪৬০. ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৭, ১/১৮৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩০৪, ২/৪২৯ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৪। আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوْا ثَوْبِى هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِى فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَــوَفَّ حَتَّـــى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ।

১৪৬১. দারাকুৎনী হা/১৭৮১ ও ১৭৮২।

১৪৬২. বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫২৭, ২/৩০৫ পৃঃ- وهذا سند واه جدا عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاصي متروك وكذبه ابن معين ।

উল্লেখ্য যে, তাদের মত লোকেরাই তাদের জানাযা পড়বে। কোন দ্বীনী আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি তার ছালাতে হাযির হবে না।[১৪৬৩]

(৭) তাকবীর দেওয়ার সময় একবার হাত উত্তোলন করা :

জানাযার ছালাত আদায়ের সময় প্রত্যেক তাকবীরেই দুই হাত উত্তোলন করা দলীল সম্মত। একবার হাত উত্তোলন করার হাদীছ যঈফ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জানাযার ছালাত পড়ালেন। তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুললেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।[১৪৬৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন,

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِىْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

‘এই হাদীছ গরীব। উক্ত সূত্র ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা নেই। আলেমগণ উক্ত বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্যদের অধিকাংশই মনে করেন, মুছল্লী জানাযার প্রত্যেক তাকবীরেই দুই হাত উত্তোলন করবে। আর এটাই ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব-এর বক্তব্য। আর কতিপয় আলেম বলেন, মাত্র একবার হাত উত্তোলন করবে। আর এটা ছাওরী এবং কূফাবাসীর বক্তব্য’।[১৪৬৫]

১৪৬৩. বুখারী হা/২২৮৯, ১/৩০৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১৪৪, ৪/১৩২ পৃঃ); মিশকাত হা/২৯০৯, পৃঃ ২৫২, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘ইফলাস’ অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৪২৩৪, ‘মাগাযী’ অধ্যায়, ‘খায়বারের যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ-৩৮; মুসলিম হা/৩২৫; মিশকাত হা/৩৯৯৭।

১৪৬৪. তিরমিযী হা/১০৭৭, ১/২০৬ পৃঃ; দারাকুৎনী ২/৭৭।

১৪৬৫. তিরমিযী হা/১০৭৭, ১/২০৬ পৃঃ-এর আলোচনা।

জ্ঞাতব্য : জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতে হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[১৪৬৬] তবে অনেক ছাহাবী থেকে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উত্তোলন করা উচিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ مِنْ تَكْبِيْرِ الْجَنَازَةِ

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতেন।[১৪৬৭] ইমাম বুখারী (রহঃ)ও উক্ত আছারের বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন।[১৪৬৮]

(৮) মৃত্যু ব্যক্তির কোন অঙ্গের উপর জানাযা করা :

অনেক স্থানে মৃতের অঙ্গের উপর জানাযা পড়ার ফৎওয়া দেয়া হয়। অথচ উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِرَأْسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى ابْنِ حَازِمٍ بِخُرَاسَانَ فَكَفَّنَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ.

শা'বী বলেন, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের মাথা পাঠান ইবনু হাযেমের কাছে। তিনি তার কাফন পরান ও জানাযা করেন।[১৪৬৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে ছায়েদ বিন মুসলিম নামে যঈফ ও পরিত্যক্ত রাবী আছে।[১৪৭০] ইমাম শা'বী বলেন, সে ভুল করেছে। তিনি মাথার উপর জানাযা পড়েননি।[১৪৭১]

১৪৬৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪৫।

১৪৬৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২৪৩; সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৬; সনদ ছহীহ, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১১৭- نعم روى البهقي (٤ / ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع ।

১৪৬৮. ছহীহ বুখারী হা/১৩২২-এর আলোচনা দ্রঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৪৪-এর আলোচনা, ২/৩৯৬; ফাৎহুল বারী ৩/২৪৫ পৃঃ। শায়খ বিন বায উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, وهى مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة ।

১৪৬৯. হাকেম হা/৬৩৪১, ৩/৫৫৩।

১৪৭০. তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪৯০।

১৪৭১. أخطأ لا يصلى على الرأس-হাকেম হা/৬৩৪১, ৩/৫৫৩।

عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ.

আবু আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পায়ের উপর জানাযা পড়েছিলেন।[১৪৭২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় হাড়ের উপর জানাযা পড়েছিলেন।[১৪৭৩]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনাগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই।[১৪৭৪]

(৯) মসজিদে জানাযা পড়তে নিষেধ করা :

প্রয়োজনে মসজিদে জানাযা পড়া যায়। অথচ অনেকে বাধা দিয়ে থাকে। এখানেও যঈফ হাদীছের ভূমিকা আছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে তার জন্য কোন কিছুই নেই। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উপর কিছুই নেই।[১৪৭৫]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার সনদে ছালেহ মাওলা তাওআমাহ নামে একজন রাবী আছে সে দুর্বল। ইমাম আহমাদও তাকে যঈফ বলেছেন।[১৪৭৬] বরং প্রয়োজনে মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন-

عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَتِ ادْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ.

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, যখন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ মারা গেলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা তার লাশ মসজিদে

১৪৭২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১২০২৪, ৩/৩৬৫।
১৪৭৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১২০২৫, ৩/৩৬৫।
১৪৭৪. দ্রঃ তানক্বীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম, পৃঃ ৪৯০-৪৯১; ইরওয়াউল গালীল হা/৭১৫, ৩/১৬৯ পৃঃ।
১৪৭৫. আবুদাঊদ হা/৩১৯১, ২/৪৫৪ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৫১৭; আহমাদ ৫/৪৫৫।
১৪৭৬. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৭৬৬।

নিয়ে আস; যাতে আমি জানাযা পড়তে পারি। এতে তার প্রতি অস্বীকৃতি জানান হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বায়যার দুই সন্তান সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন।[১৪৭৭]

(১০) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা :

মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করতেন।[১৪৭৮] মৃত্যু সংবাদ প্রচারের নামে শোক প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না। শুধু লোক দেখানোই হয়। তার প্রমাণ হল, সব জানাযাতে লোকের সংখ্যা এক রকম হয় না। কারো জানাযায় হাযার হাযার লোক হয়, আবার কারো জানাযায় একশ' লোকও জুটে না। অথচ সব মাইয়েতের জন্যই মাইকিং করা হয়। সুতরাং এতে কোন ফায়েদা নেই। এটা মূলতঃ ব্যক্তির প্রসিদ্ধি ও গুণের কারণ। তাছাড়া শুভাকাঙ্খী হলে এমনিতেই সে মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে, মাইকিং করে জানানো লাগবে না।

উল্লেখ্য যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও আত্মীয়-স্বজনকে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হয়। বিশেষ করে বিলাপ করা ও বিভিন্ন কথার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা। কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে এ জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِيْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِى بِالتُّرَابِ.

'তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবে। নিশ্চয়ই

১৪৭৭. মুসলিম হা/২২৯৮, ১/৩১২ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, 'মসজিদে জানাযা পড়া' অনুচ্ছেদ-৩৪, (ইফাবা হা/২১২৩); মিশকাত হা/১৬৫৬, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৬৭, ৪/৫৭ পৃঃ।

১৪৭৮. তিরমিযী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান।

আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) এ জন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন।[১৪৭৯]

(১১) জানাযা পড়ার সময় মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করা :

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জনগণের কাছে এ ধরণের স্বীকারোক্তি নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। তবে মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যা বলবে সেটাই মৃত ব্যক্তির জন্য গৃহীত হবে। খারাপ মন্তব্য হোক বা ভাল হোক।[১৪৮০] ফেরেশতাগণ এর প্রতি আমীন বলেন।[১৪৮১] তবে মৃত ব্যক্তির গুণ উল্লেখ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

'তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম কার্যসমূহ উল্লেখ করবে এবং তাদের মন্দকর্ম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকবে'।[১৪৮২]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা যঈফ ও মুনকার। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ الْمَكِّيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ 'এই হাদীছটি গরীব। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমরান ইবনে আনাস আল-মাক্কী পরিত্যক্ত রাবী'।[১৪৮৩] সুতরাং উক্ত অভ্যাস সত্বর পরিত্যাজ্য।

(১২) জানাযার ছালাতে ছানা পড়া :

অধিকাংশ মানুষ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ে থাকে। অথচ ছানা পড়ার পক্ষে কোন দলীল নেই।

১৪৭৯. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, 'জানাজা' অধ্যায়।

১৪৮০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১৩৬৭, ১/১৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৮৩, ২/৪১৮ পৃঃ); মিশকাত হা/১৬৬২।

১৪৮১. মুসলিম হা/২১৬৮ ও ২১৬৯, ১/৩০০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯৮), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/১৬১৭ ও ১৬১৯, পৃঃ ১৪১।

১৪৮২. আবুদাঊদ হা/৪৯০০, ২/৬৭১ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; মিশকাত হা/১৬৭৮, পৃঃ ১৪৭।

১৪৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/১০১৯, ১/১৯৮ পৃঃ।

(১৩) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়া :

অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও সূরা ফাতিহা পড়া রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অব্যাহত আমল। সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাতই হবে না মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) থেকে এর বিপক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যে সমস্ত বর্ণনা বাজারে প্রচলিত আছে, সেগুলো বিভিন্ন ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈদের নামে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

নাফে' আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত পড়তেন না।[১৪৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَالَ سَالِمٌ لاَ قِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَـــازَةِ সালেম বলেন, জানাযার ছালাতে কোন ক্বিরাআত নেই।[১৪৮৫] ইমাম মালেক (রহঃ)-কে সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, لَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْمُوْلٍ بِهِ بِبَلَدِنَا إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ أَدْرَكْتُ أَهْلَ بَلَدِنَا عَلَـــى ذَلِكَ 'আমাদের শহরে এর প্রতি আমল নেই। এটা মূলতঃ দু'আ। আমাদের শহরবাসীকে এর উপরই পেয়েছি'।[১৪৮৬]

জ্ঞাতব্য : 'মাযহাবীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইয়ে উক্ত বর্ণনাকে পরিবর্তন করে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে- قراءة الفاتحة ليس معمولا بها فى بلدنا فى صلاة الجنـــازة। অতঃপর মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। অথচ উক্ত শব্দে কোন বর্ণনাই নেই এবং মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যেও নেই।[১৪৮৭] হাদীছ পরিবর্তনের সাহস থাকার কারণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ هَلْ يُقْرَأُ فِيْهِ؟ فَقَالَ لَمْ يُوَقِّتْ لَنَـــا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَوْلًا وَلَا قِرَاءَةً وَفِىْ رِوَايَةٍ دُعَاءً وَلَا قِرَاءَةً كَبِّرْ مَا كَبَّـــرَ الْإِمَـــامُ وَاخْتَرْ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ مَا شِئْت وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَطْيَبَـــهُ وَرُوِيَ

১৪৮৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৮১, ১/২১।
১৪৮৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৫৩২, ৩/২৯৯।
১৪৮৬. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৪৪২ পৃঃ।
১৪৮৭. মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩১৬।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ فِيْهَا قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَلأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلدُّعَاءِ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাকে একদা জানাযার ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, উহাতে ক্বিরাআত করতে হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য কোন কথা ও ক্বিরাআত নির্দিষ্ট করেননি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দু'আ ও ক্বিরাআত নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং ইমাম যেমন ক্বিরাআত করেন তেমন তুমি ক্বিরাআত করবে এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী উত্তম কথা বলবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উত্তম দু'আ বলবে। আব্দুর রহমান বিন আওফ ও ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছেন, জানাযার ছালাতে কুরআন হতে কোন ক্বিরাআত নেই। কারণ উহা দু'আর জন্য বিধিবদ্ধ।[১৪৮৮]

তাহক্বীক্ব : উক্ত মর্মে আরো অনেক বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যে। কিন্তু কোন বর্ণনা রাসূল (ছাঃ) থেকে আসেনি। এগুলো ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জ্ঞাতব্য : মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার বিপক্ষে বর্ণনা পেশ করার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে **১১**টি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।[১৪৮৯] কিন্তু 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইয়ে শুধু বিপক্ষের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪৯০] অতঃপর লেখা হয়েছে, 'এছাড়া আরো অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের আছার বর্ণিত আছে যা, এই ছোট্ট কলেবরে উল্লেখ করা সম্ভব না। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় জানাযায় সূরা ফাতিহা না পড়াই সুন্নত। এবং পড়া সুন্নতের পরিপন্থি যা গায়রে মুকাল্লিদগণ করে থাকেন। সম্মানিত পাঠক! আপনারাই ফয়সালা করুন এটা কি হাদীসের উপর আমল? না হাদীসের বিরোধীতা'।[১৪৯১]

সুধী পাঠক! তথ্য গোপন করে শরী'আতের নামে এভাবে যদি মিথ্যাচার করা হয়, তাহলে সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলিমরা কোথায় যাবে? উদ্ভট বর্ণনাগুলো পেশ করে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি মুসলিমকে এভাবেই ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ ও আছারগুলো লক্ষ্য করলেই আশা করি তাদের ধোঁকাবাজি আরো প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১৪৮৮. বাদায়েউছ ছানাঈ ১/৩১৩; মুগনী ২/২৮৫।
১৪৮৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৫১১-১১৫২১।
১৪৯০. ঐ, পৃঃ ৩১৬-৩১৯।
১৪৯১. ঐ, পৃঃ ৩১৯।

জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ :

রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। এর পক্ষে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।[১৪৯২]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি সনদগতভাবে দুর্বল। তবে এর পক্ষে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ থাকার কারণে শায়খ আলবানী (রহঃ) এই সনদকে ছহীহ বলেছেন এবং ছহীহ তিরমিযী ও ছহীহ ইবনে মাজার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[১৪৯৩] ইমাম তিরমিযীও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ مِنْ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

‘ইবনু আব্বাসের হাদীছের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। এর মাঝে ইবরাহীম বিন ওছমান আছে। আর সে হল আবু শায়বাহ আল-ওয়াসেত্বী। অস্বীকৃত রাবী’। ছহীহ হল, ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছ। তার বক্তব্য হল- ‘জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত’। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেন,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) একদা জানাযার ছালাত পড়ালেন। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়েন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা।[১৪৯৪] নিম্নের হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে এসেছে,

---

১৪৯২. ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৭৩, পৃঃ ১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮৩, ৪/৬৪ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘জানাযার সাথে গমন ও জানাযার ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

১৪৯৩. তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫, পৃঃ ১০৭, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২।

১৪৯৪. তিরমিযী হা/১০২৭-এর আলোচনা, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তারা যেন জানতে পারে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত।[১৪৯৫] অন্য হাদীছে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পাঠ করার কথা এসেছে,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন। তিনি ক্বিরাআত জোরে পড়ে আমাদের শুনালেন। তিনি যখন ছালাত শেষ করলেন তখন আমি তাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং হক্ব।[১৪৯৬]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ. وَزَادَ الْأَثْرَمُ السُّنَّةُ يَفْعَلُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ إِمَامُهُمْ.

রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় সুন্নাত হল- জানাযার ছালাতে ইমাম তাকবীর দিবেন এবং প্রথম তাকবীরের পর নীরবে মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। অতঃপর বাকী তাকবীরগুলোতে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়বেন। তারপর মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্টভাবে দু'আ

১৪৯৫. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৫, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৫৪, ২/৪০০ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৬৫, ৪/৫৬ পৃঃ।

১৪৯৬. নাসাঈ হা/১৯৮৭, ১/২১৮ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭; আবুদাঊদ হা/৩১৯৮, ২/৪৫৬ পৃঃ।

করবেন। সেই তাকবীরগুলোতে কোন কিছু পাঠ করবে না। অতঃপর নীরবে সালাম ফিরাবেন। আছরাম অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম যা করবেন মুক্তাদীরাও তা-ই করবে।[১৪৯৭]

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلاَ تَقْرَأَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تُسَلِّمَ فِيْ نَفْسِكَ.

যুহরী বলেন, আবু উমাম (রাঃ)-কে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। তারপর মাইয়েতের জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দু‘আ করবে। প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য সময়ে কিছু পাঠ করবে না। তারপর তুমি সালাম ফিরাবে।[১৪৯৮]

জ্ঞাতব্য : সূরা ফাতিহা না পড়ার আমল মূলতঃ ইরাকের কূফায় আবিষ্কার হয়েছে। ছহীহ সুন্নাহ্‌র সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যেমনটি ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন।[১৪৯৯] উল্লেখ্য যে, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর আলেম বিরাট প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিরও আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন মাওলানা আব্দুল মতিন প্রণীত ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ বইয়ে কিছু যঈফ, জাল ও মিথ্যা বর্ণনা পেশ করে পাঠক সমাজকে ধোঁকা দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু উক্ত ছহীহ হাদীছগুলো তার চোখে পড়েনি। তিনি গোপন করেছেন।[১৫০০] চোখ থেকেও তিনি অন্ধত্বের পরিচয় দিয়েছেন *(সূরা আ‘রাফ ১৭৯)*। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন- আমীন!!

১৪৯৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২০৯; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৭৩৪; আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১২১; বায়হাক্বী, সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৮; ত্বাহাবী হা/২৬৩৯।

১৪৯৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৪৯৭; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩৪-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/১৮১ পৃঃ।

১৪৯৯. তিরমিযী হা/১০২৭, ১/১৯৯ পৃঃ-এর আলোচনা দ্রঃ- وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يُقْرَأُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَغَيْرِه مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.।

১৫০০. মাওলানা আব্দুল মতিন, দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ১৫২-১৫৭।

(১৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিত করে শোয়ানো :

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় চিত করে শোয়ানো এবং বুকের উপর হাত জোড় করে রাখার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। বরং তাকে ডান কাতে রাখতে হবে এবং হাত স্বাভাবিকভাবে থাকবে। সাময়িক মৃত্যু বা ঘুমানোর সময় ডান কাতে ঘুমাতে হয়।[১৫০১] চিত হয়ে ঘুমানোর কোন বিধান নেই। অথচ চির দিনের জন্য কবরে শোয়ানোর সময় মৃত ব্যক্তিকে কেন চিত করে শোয়ানো হয়? নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয়-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تُوَجِّهْ لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ قَبْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَبْرُ عُمَرَ وَقَبْرُ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ.

জাবের বলেন, আমি শা'বী (রহঃ)-কে মৃত ব্যক্তিকে ক্বিবলামুখী করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন, চাইলে ক্বিবলামুখী কর, না হয় না কর। তবে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখো। কারণ রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-কে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখা হয়েছে।[১৫০২] ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন,

وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِيْنِ وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ ... عَلَى هَـــذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهَكَذَا كُـــلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ.

'মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পাশে রাখবে। আর মুখটাকে ক্বিবলার দিকে করে রাখবে।.. রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত মুসলিমদের এই আমল জারি আছে। পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক কবর এমনই হয়'।[১৫০৩] শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُوْضَعُ مِنْ جِهَةِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ ثُمَّ يُسَلُّ إِلَى جِهَةِ رَأْسِهِ عَلَـــى جَنْبِـــهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلاَ الْقِبْلَةِ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَالسُّنَّةُ.

১৫০১. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭, ১/৩৮ পৃঃ, হা/৬৩১১, ৬৩১৫; ছহীহ মুসলিম হা/৭০৬৪ ও ৭০৬৭; মিশকাত হা/২৩৮৪, ২৩৮৫।

১৫০২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১।

১৫০৩. ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১৫১।

‘মাইয়েতকে কবরের দুই পায়ের দিক থেকে রাখবে। অতঃপর ক্বিবলামুখী করে ডান পাশে রাখবে। এটাই উত্তম এবং সুন্নাত।[১৫০৪] কবরে মৃত ব্যক্তির হাত কোথায় থাকবে মর্মে ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পার্শ্বে থাকবে।[১৫০৫]

(১৫) মাটি দেয়ার সময় ‘মিনহা খালাক্বনা-কুম... দু‘আ পড়া :

মাটি দেওয়ার সময় সাধারণ দু‘আ হিসাবে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে।[১৫০৬] এ সময় ‘মিনহা খালাক্বনা-কুম’.. দু‘আ পড়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে কবরে লাশ রাখার সময় উক্ত দু‘আ পড়া সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা নিতান্তই যঈফ; বরং কেউ জাল বলেছেন।

(أ) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُوْمِ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِى الْقَبْرِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) قَالَ ثُمَّ لاَ أَدْرِىْ أَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ أَمْ لاَ..

(ক) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মু কুলছূমকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, ‘মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’। অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি’ বললেন কি-না আমি জানি না।[১৫০৭]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা যঈফ কিংবা জাল। এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ‘আন ও উবায়দুল্লাহ বিন যাহ্‌র নামে দুইজন পরিত্যক্ত রাবী আছে।[১৫০৮]

(ب) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِىْ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِى اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ فَلَمَّا أُخِذَ فِىْ تَسْوِيَةِ

১৫০৪. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩/১৯০ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৪২৬ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘দাফনের পদ্ধতি’ অনুচ্ছেদ; তালখীছুল হাবীর ২/৩০১ পৃঃ।

১৫০৫. قلت لإسحاق إذا وضع الميت في اللحد كيف يصنع بيده؟ قال: تحت جنبه- মাসাইলে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ, ফাতাওয়া নং ৩৪০৩।

১৫০৬. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/৪৫৬; বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/৫৩৬৬; মিশকাত হা/৪২৯৪।

১৫০৭. মুসনাদে আহমাদ হা/২২২৪১।

১৫০৮. আহমাদ ৫/২৫৪; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪০১; ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী (রিয়াযঃ দারুল মুসলিম, ১৯৯৭/১৪১৭), পৃঃ ২৮৩-৮৪।

اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ قَالَ إِنِّيْ إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

(খ) সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলাম। যখন জানাযাকে লাহাদে রাখা হল তখন তিনি বললেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি'। অতঃপর যখন লাহাদে ইট দেয়া শুরু হল তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম ওয়া মিন আযাবিল কবরি। আল্লা-হুম্মা জাফিল আরযা আন জানবাইহা ওয়া ছাই'য়িদ রূহাহা ওয়া লাক্কিহা মিনকা রিযওয়ানা'। আমি বললাম, হে ইবনু ওমর (রাঃ)! আপনি কি এটা রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছেন না নিজে থেকেই বললেন? তিনি বললেন, আমি কি কোন কথা বলার সাধ্য রাখি? বরং আমি এটি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছি।[১৫০৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান নামে প্রসিদ্ধ যঈফ রাবী আছে।[১৫১০]

জ্ঞাতব্য : প্রচলিত আছে যে, প্রথম মুষ্টিতে বলতে হবে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম' দ্বিতীয় মুষ্টিতে বলতে হবে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুষ্টিতে বলতে হবে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা'। উক্ত দাবীর পক্ষে কোন দলীল নেই।

(১৬) জানাযার ছালাত পর কিংবা দাফনের পর মুনাজাত করা :

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর এবং বর্তমানে নতুন করে চালু হওয়া জানাযার সালাম ফিরানোর পর পরই সম্মিলিত যে মুনাজাত চলছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। মূলত জানাযাই মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ দু'আ। প্রচলিত পদ্ধতিকে জায়েয করার জন্য যে বর্ণনা পেশ করা হয় তা জাল। যেমন-

(أ) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ بِمُهْمَلَتَيْنِ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ

১৫০৯. ইবনে মাজাহ হা/১৫৫৩, পৃঃ ১১১, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।
১৫১০. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৫৫৩।

الْمَوْت فَآذنُوْنِى بِه وَعَجِّلُوْا فَلَمْ يَبْلُغ النَّبِيّ ﷺ بَنِي سَالِم بْنِ عَوْف حَتَّى تُوُفِّيَ وَكَانَ قَالَ لِأَهْله لَمَّا دَخلَ اللَّيْلَ إِذَا مُتُّ فَادْفِنُوْنِى وَلَا تَدْعُوْا رَسُــوْلَ الله ﷺ فَإِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْه يَهُوْدَ أَنْ يُصَابَ بِسَبَبِىْ فَأُخْبِرَ النَّبِيّ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ فَجَـــاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِه فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه فَقَالَ اللهُمَّ الْــقَ طَلْحَـــةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَتَضْحَكُ إِلَيْه.

(ক) হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারা একদা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে এসে বললেন, ত্বালহা মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। কিন্তু তারা তাড়াহুড়া করল। রাসূল (ছাঃ) বণী সালেম বিন আওফের নিকট না পৌঁছতেই সে মারা গেল। সে তার পরিবারকে আগেই বলেছিল আমি রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে দাফন করবে। রাসূল (ছাঃ)-কে ডেকো না। কারণ আমি আশংকা করছি আমার কারণে তিনি ইহুদী কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারেন। অতঃপর সকাল হলে রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হল। ফলে তিনি এসে তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং লোকেরাও তাঁর সাথে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহার জন্য বংশধর অবশিষ্ট রাখুন, যার জন্য সে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে আর আপনিও তার প্রতি সন্তষ্ট হবেন।[১৫১১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত হাদীছের শেষাংশ অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন....এই কথাটুকু ত্বাবারাণী ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে নেই। এটি ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। কারণ উক্ত হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও ঐ অংশ নেই। বিশেষ করে হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে প্রায় ৮ জায়গায় এসেছে কিন্তু কোন স্থানে ঐ অতিরিক্ত অংশ নেই।[১৫১২]

দ্বিতীয়ত : উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ত্রুটি রয়েছে। ইবনুল কালবী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি মুরসাল হিসাবে যঈফ। কারণ হাদীছটি সাঈদ বিন উরওয়াহ

১৫১১. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কবীর হা/৩৪৭৩; ফাযযুল বি'আ হা/২৮; ফাৎহুল বারী ৩/১৫২, হা/১২৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।

১৫১২. ছহীহ বুখারী হা/৮৫৭, ১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩৬ ও ১৩৪০, ১/১৬৭ ও ১৭৮-৭৯ পৃঃ।

থেকে হুছাইন বিন ওয়াহওয়াহ বর্ণনা করেছে। অথচ উভয়ের সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।[১৫১৩]

(ب) عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَاللهِ لَكَأَنِّيْ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُولُ أَدْنِيَا مِنِّيْ أَخَاكُمَا فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَسْنَدَهُ فِيْ لَحْدِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَلَّاهُمَا الْعَمَلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّيْ أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مَكَانَهُ.

(খ) আবী ওয়ায়েল (রাঃ) আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো তাবূক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে আব্দুল্লাহ যিল বিজাদাইন (যিন নাজাদাইন)-এর কবরের মধ্যে দেখছি। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)ও সেখানে আছেন। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলছেন, তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে নিয়ে আস। অতঃপর তিনি তাকে ধরে কবরের লাহদে রাখলেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং বাকী কাজ সমাপ্তির জন্য তাঁদের দুইজনকে বললেন। যখন তিনি দাফন সমাপ্ত করলেন, তখন ক্বিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়েই সকাল করেছি, সুতরাং আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হউন'। রাবী বলেন, এটা ছিল রাত্রের ঘটনা। আল্লাহ্র কসম! আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম, যদি তার স্থানে আজ আমি হতাম!।[১৫১৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটির বেশ কিছু সূত্র থাকলেও সূত্রগুলো যঈফ।[১৫১৫] এর সনদে আব্বাদ ইবনু আহমাদ আল-আরযামী নামে একজন মাতরূক বা পরিত্যক্ত

১৫১৩. لَاتَثْبُتُ لَهُمَا صَحْبَةٌ -ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ২/২৬১-২৬২ পৃঃ ও ৯/১০৩ পৃঃ, রাবী নং- ৭৭৪৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৯; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৩২; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২৫ পৃঃ।

১৫১৪. মুসনাদে বাযযার হা/১৭০৬; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১২২ পৃঃ; মা'রেফাতুছ ছাহাবা হা/৪১০৫; ছাফওয়াতুছ ছাফওয়া ১/৬৭৯; ফাৎহুল বারী ১১/১৭৩ পৃঃ, হা/৬৩৪৩-এর আলোচনা।

১৫১৫. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪/৭৫ পৃঃ, হা/১৭০৬-এর আলোচনা দ্রঃ-ذكر فيه ما اتفقوا على ضعفه।

রাবী আছে।[১৫১৬] এছাড়া হাদীছটিতে দলবদ্ধ মুনাজাত করার প্রমাণ নেই। কারণ আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাঁদের হাত তোলার কথা উল্লেখ নেই।

মৃতকে দাফন করার পর করণীয় :

মূলত জানাযাই দু'আ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও গ্রাম্য মৌলভীদের দু'আর অর্থ না জানার কারণে দাফনের পর প্রচলিত এই বিদ'আত চালু আছে। তারা যে দু'আগুলো পড়ে থাকেন সেগুলো সবই নিজেদের উদ্দেশ্যে পড়েন। তাতে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় না। অবুঝ লোকেরা কেবল 'আমীন' 'আমীন' বলে তাড়াহুড়া করে চলে আসে। অথচ এ সময় প্রত্যেককেই দীর্ঘক্ষণ ধরে মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মোর্দাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন, তখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর জন্য কবরে স্থায়ীত্ব চাও (অর্থাৎ সে যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে)। এখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে'।[১৫১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবী আমর ইবনুল 'আছ মুমূর্ষু অবস্থায় তার সন্তানদেরকে বলেছিলেন,

فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَشَنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ.

'যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি দিবে। অতঃপর আমার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটি উট যবহে করে তার গোশত বন্টন করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদের কারণে স্বস্তি লাভ করি এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতাগণের কী উত্তর দিব তা যেন জানতে পারি'।[১৫১৮]

১৫১৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৯৮৩।

১৫১৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২২১, ২/৪৫৯ পৃঃ, 'কবর স্থান থেকে ফিরার সময় মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬।

১৫১৮. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৬, ১/৭৬, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, (ইফাবা হা/২২১), মিশকাত হা/১৭১৬, পৃঃ ১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৪, ৪/৭৯ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতকে দাফন করা' অনুচ্ছেদ।

অতএব সুন্নাত হল দাফনের পর উপস্থিত প্রত্যেকেই মাইয়েতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ সময় মাইয়েতের জন্য নিম্নের দু'আগুলো বার বার পড়বে : (ক) اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْــهُ 'আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে (প্রশ্নোত্তরে ও ঈমানের উপর) অটল রাখুন'।[১৫১৯] (খ) اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الــرَّحِيْمُ আল্ল-হুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহীম। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু'।[১৫২০]

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

(গ) আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌ লাহু ওয়ার্‌ফা' দারাজাতহূ ফিল মাহ্‌দিইয়ীনা। ওয়াখ্‌লুফহূ ফী 'আক্বিবিহি ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্‌ফির্‌ লানা ওয়া লাহূ ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন। ওয়াফসাহ লাহূ ফী ক্বব্‌রিহী ওয়া নাব্বির লাহূ ফীহি। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের জন্য আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎ সমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন'।[১৫২১] উক্ত মর্মে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ 'শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত' বই।

(১৭) কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা :

কবর যিয়ারত করতে গিয়ে হাদীছে বর্ণিত ছহীহ দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর কবরবাসীর জন্য দু'আ করবে। কিন্তু সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। তিনবার সূরা ফাতিহা পাঠ, সাতবার দরূদ পাঠ, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস পাঠ ইত্যাদি যে প্রথা চালু আছে তা সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা জাল।

১৫১৯. আবুদাঊদ হা/৩২২১, ২/৪৫৯ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬; সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী, হিছনুল মুসলিম, অনুবাদ : মোহাঃ এনামুল হক (ঢাকা : ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, মে ২০০১), পৃঃ ২১৫, দু'আ নং ১৬২।

১৫২০. আবুদাঊদ হা/৩২০২, ২/৪৫৭ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬০।

১৫২১. ছহীহ মুসলিম হা/২১৬৯ (৯২০), ১/৩০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯৯), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/১৬১৯, পৃঃ ১৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩১, ৪/৩৫ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ (يـــس) خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيْهَا حَسَنَاتٌ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে দিন কবরবাসীর আযাব হালকা করা হবে। আর তার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে নেকী রয়েছে।[১৫২২]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এর সনদে আবু উবায়দাহ, আইয়ুব বিন মুদরিক ও আহমাদ রিইয়াহী নামে তিন জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[১৫২৩]

(১৮) কবর খনন করা ও জানাযা সম্পর্কে মিথ্যা ফযীলত বর্ণনা করা :

(أ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ غَسَلَ مَيْتًا خَرَجَ مِنَ الْخَطَايَا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَمَنْ كَفَّنَ مَيْتًـــا كَسَاهُ اللهُ أَثْوَابًا مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَزَى حَزِيْنًا أَلْبَسَهُ اللهُ التَّقْـــوَى وَصَـــلَّى عَلَى رُوْحِهِ فِى الْأَرْوَاحِ وَمَنْ عَزَى مُصَابًا كَسَاهُ اللهُ حُلَّتَيْنِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ لاَ يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ حَتَّى يَقْضِىَ دَفْنَهَا كُتِبَ لَهُ ثَلاَثَةَ قَـــرَارِيْطَ الْقِيْرَاطُ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ وَمَنْ كَفَّلَ يَتِيْمًا أَوْ أَرْمَلَةً أَظَلَّهُ اللهُ فِىْ ظِلِّـــهِ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ.

(ক) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবর খনন করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে গোসল করাবে সে পাপ থেকে অনুরূপ মুক্ত হবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে তাকে আল্লাহ জান্নাতের পোশাক পরাবেন। যে চিন্তিত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিবে আল্লাহ তাকে তাক্বওয়ার লেবাস পরিধান করাবেন এবং তার রূহের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক সেটের মধ্য হতে দু'টি সেট দান করবেন। পুরো পৃথিবী ঐ দু'টি কাপড়ের সমকক্ষ হবে না। যে দাফন কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকবে তার তিন ক্বীরাত নেকী হবে। এক ক্বীরাত্ব ওহোদ পাহাড়ের চেয়ে বড় হবে। যে ব্যক্তি ইয়াতীম বা বিধবার তত্ত্বাবধায়ক হবে আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দান করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৫২৪]

১৫২২. তাফসীরে ছা'লাবী; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬।
১৫২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬।
১৫২৪. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৯২৯২।

তাহক্বীক্ব : যঈফ। ইমাম ত্বাবারাণী নিজেই যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১৫২৫] কারণ এর সনদে খলীল বিন মুররা ও ইসমাঈল বিন ইবরাহীম নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে।[১৫২৬]

উল্লেখ্য যে, নিম্নের হাদীছটি ছহীহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাল, অতঃপর তার গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তাকে ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন'।[১৫২৭]

(ب) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيْرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً.

(খ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃতের চার পায়া খাটিয়ার পার্শ্ব বহন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ৪০ টি কাবীরা গোনাহ মাফ করে দিবেন।[১৫২৮]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনা মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। এর সনদে আলী বিন আবু সারাহ ও মুহাম্মাদ বিন উক্ববা সাদূসী নামে দুই জন যঈফ রাবী আছে।[১৫২৯]

এক নযরে মৃতের গোসল, কাফন ও দাফন :

মাইয়েতকে দ্রুত গোসল করানো ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা সুন্নাত।[১৫৩০] গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ আদবের সাথে বরইপাতা দেওয়া পানি এবং সাবান দিয়ে গোসল করাবে।[১৫৩১] সুন্নাতী তরীকা

১৫২৫. আল-আওসাত হা/৯২৯২- لم يرو هذا الحديث عن الخليل بن مرة إلا موسى بن أعين ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد و لم ينسب لإسماعيل بن إبراهيم الذي روى هذا الحديث ।

১৫২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০০২; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৫০।

১৫২৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৮২৭; ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২, সনদ ছহীহ।

১৫২৮. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব; তানক্বীহ, পৃঃ ৫০৫।

১৫২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯১।

১৫৩০. বুখারী হা/১৩১৫, ১/১৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৩৬, ২/৩৯২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫১; মিশকাত হা/১৬৪৬, পৃঃ ১৪৪, 'জানাযা' অধ্যায়, 'জানাযার সাথে চলা ও তার ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।

১৫৩১. বুখারী হা/১২৫৩, ১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/১৬৩৪, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পৃঃ।

মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন।[১৫৩২] স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাবেন।[১৫৩৩] জিহাদের ময়দানে নিহত শহীদকে গোসল দিতে হয় না।[১৫৩৪] উল্লেখ্য, পানি না পাওয়া গেলে মাইয়েতকে তায়াম্মুম করাবে।[১৫৩৫]

প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাইয়েতের ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করবে।[১৫৩৬] ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় পানি ঢালা যাবে। গোসল শেষ করার পর সুগন্ধি লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হলে চুলের তিনটি বেণী করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে।[১৫৩৭]

কাফন :

সাদা পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মাইয়েতকে কাফন পরাবে।[১৫৩৮] তার ব্যবহৃত কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে।[১৫৩৯] পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি লেফাফা বা বড় চাদর, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। একটি তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ বা জামা।[১৫৪০] বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব

১৫৩২. দারাকুৎনী হা/১৮৭৩, সনদ হাসান; মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৩৩৯; আহকামুল জানাইয, পৃঃ ৫০।

১৫৩৩. ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫, পৃঃ ১০৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৭০০, ৩/১৬০ পৃঃ; হাকেম হা/৪৭৬৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৯০৭; বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/২১৫৭; দারাকুৎনী হা/১৮৭৩; সনদ হাসান, ইওয়াউল গালীল হা/৭০১।

১৫৩৪. বুখারী হা/১৩৪৩, ১/১৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২, ২/৪০৫ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭২; বলূগুল মারাম হা/৫৩৭; তালখীছ, পৃঃ ২৮-৩৩।

১৫৩৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৭; নিসা ৪৩; মায়েদাহ ৬।

১৫৩৬. বুখারী হা/১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মুসলিম হা/২২১৮; মিশকাত হা/১৬৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পৃঃ।

১৫৩৭. বুখারী হা/১২৫৩, ১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/১৬৩৪, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পৃঃ; তালখীছ, পৃঃ ২৮-৩০।

১৫৩৮. তিরমিযী হা/৯৯৪, ১/১৯৩ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/১৬৩৮, পৃঃ ১৪৩; বলূগুল মারাম হা/৫৩৫; ছহীহ মুসলিম হা/২২২৮।

১৫৩৯. ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৭, ১/১৮৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩০৪, ২/৪২৯ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৪।

১৫৪০. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; তিরমিযী হা/১১৩; মিশকাত হা/৪৪১।

ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে।[১৫৪১] শহীদকে তার পরিহিত পোশাকে কাফন দিবে। অনুরূপ মুহরিমকে তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিবে। কিন্তু সুগন্ধি লাগাবে না।[১৫৪২] কাফনের কাপড়ের অভাব হলে এক কাফনে একাধিক মাইয়েতকে কাফন দেওয়া যাবে।[১৫৪৩]

দাফন :

কবর গভীর ও প্রশস্ত করে ভালভাবে খনন করতে হবে।[১৫৪৪] 'লাহ্দ' ও 'শাক্ব' দু'ধরনের কবরই জায়েয। মাইয়েতকে পুরুষ লোকেরা কবরে নামাবে। মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী যারা ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি তারা এই দায়িত্ব পালন করবেন।[১৫৪৫] কবরের পায়ের দিক দিয়ে মোর্দাকে কবরে নামাবে।[১৫৪৬] মোর্দাকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে।[১৫৪৭] কবরে শোয়ানোর সময় بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ' দু'আ পড়বে।[১৫৪৮] কবর বন্ধ করার পরে সকলে সাধারণ দু'আ হিসাবে 'বিসমিল্লাহ' বলে[১৫৪৯] তিন মুষ্ঠি মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে।[১৫৫০] কবরের

১৫৪১. বুখারী হা/১২৭৫, ১/১৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২০১, ২/৩৭২ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১৬৪৪, পৃঃ ১৪৪।

১৫৪২. মুসলিম হা/২৯৫১, (ইফাবা হা/২৭৫৮), 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; বুখারী হা/১২৬৭।

১৫৪৩. বুখারী হা/১৩৪৩, ১/১৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২, ২/৪০৫ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭২; মিশকাত হা/১৬৬৫।

১৫৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬০, পৃঃ ১১২, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪১; তিরমিযী হা/১৭১৩; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০৩, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬১১, ৪/৭৪ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, কবর ৬ ফুট গভীর ও মাপমত প্রস্থ করতে হবে মর্মে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে। -মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৭৮৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৪৫ পৃঃ।

১৫৪৫. আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫, পৃঃ ১০৫, সনদ হাসান; হাকেম হা/৪৭৬৯।

১৫৪৬. আবুদাঊদ হা/৩২১১, ২/৪৫৮ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/৫৬১।

১৫৪৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১; ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১৫১; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৩/১৯০ পৃঃ।

১৫৪৮. ইবনু মাজাহ হা/১৫৫০, পৃঃ ১১১; আবুদাঊদ হা/৩২১২, ২/৪৫৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭০৭, পৃঃ ১৪৮।

১৫৪৯. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/৪৫৬; বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/৫৩৬৬; মিশকাত হা/৪২৯৪।

১৫৫০. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৫, পৃঃ ১১২; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫১, ৩/২০০ পৃঃ।

মাটি সমান করে দিবে।[১৫৫১] কবর সাধারণ মাটি থেকে বিঘত খানেক উঁচু করবে।[১৫৫২] বেশী উঁচু করা বা সৌধ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ।[১৫৫৩]

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত ও কুসংস্কার :

(১) মৃত্যুর আগে কিংবা পরে বিশাল খানার আয়োজন করা (২) মৃত ব্যক্তির নামে দেয়া ছাদাক্বা সবাই খাওয়া (৩) জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তার পিছনে পিছনে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দেয়া ও বিভিন্ন যিকির করা (৪) কবরে গোলাপ জল ছিটানো (৫) যে কাপড় দ্বারা খাটলি ঢেকে রাখা হয় সেই কাপড়ে 'আয়াতুল কুরসী', বিভিন্ন সূরা ও দু'আ লেখা (৬) খাটলি নিয়ে যাওয়ার সময় দুইবার রাখা (৭) শোক দিবস পালন করা (৮) চার কুল পড়ে কবরের চার কোণায় খেজুরের ডাল পোঁতা (৯) কবর যিয়ারত করতে গিয়ে সাতবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা ইখলাছ, সাতবার দরূদ ইত্যাদি নিয়ম পালন করা (১০) নির্দিষ্ট করে ২৭ রামাযান তারিখে, দুই ঈদের দিন কিংবা জুম'আর দিন কবর যিয়ারত করা (১১) মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়ার আয়োজন করা কিংবা মাইকে কুরআন তেলাওয়াত বাজানো (১২) কথিত শবেবরাত, শবে মি'রাজের বিদ'আতী রাতে কবরস্থানে যাওয়া। পীরের দরগায় সারা রাত জেগে ইবাদত করা। এটা শিরক। (১৩) লাশ দেখার জন্য মেয়েদের ভিড় করা (১৪) মৃত ব্যক্তির নামে আজমীর, খানকা, মাযার ও কবরের উদ্দেশ্যে মানত করা বা টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল ইত্যাদি পাঠানো।[১৫৫৪]

উপসংহার :

ছালাত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম *(আনকাবূত ৪৫)*। কিন্তু এই ছালাত বিশুদ্ধ না হলে কোন আমলই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ ফরয ছালাতসহ আমাদের প্রত্যেকটি ছালাতই জাল-যঈফ ও বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী দ্বারা ভরপুর, যা লেখনীতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাই সকল মুছল্লী ভাই ও বোনদের প্রতি আকুল আবেদন থাকবে- তারা যেন যাবতীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেন। মনে রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ ও ত্বরীক্বা সৃষ্টির বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী স্বর্ণযুগের মানুষগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সফলকাম হয়েছেন। এমনকি

১৫৫১. আহমাদ হা/২৩৯৭৯ ও ২৩৯৮১; সনদ ছহীহ, আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২০৮।
১৫৫২. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৬০১; বলূগুল মারাম হা/৫৬৭; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/২০৬ পৃঃ।
১৫৫৩. মুসলিম হা/২২৮৯, (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ।
১৫৫৪. বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৩৮-২৪১।

অনেকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদও পেয়েছেন। অতএব আসুন! আমরা একমাত্র সেই রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করি এবং তাঁরই দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করি। তিনি ছাড়া কাল ক্বিয়ামতের মাঠে আমাদেরকে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন! আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করে নেয়ার তাওফীক্ব দান করুন! আমাদেরকে সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং জান্নাত লাভে ধন্য করুন! আমীন!!

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ. صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَ عَلَى آلِــه وَ صَـــحْبِه وَسَـــلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

॥ সমাপ্ত ॥

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত পাঠক! ‘ছালাতুত তারাবীহ’ এবং ‘ছালাতুল ঈদায়েন’ সংক্রান্ত আলোচনা এই বইয়ের সাথে যুক্ত হওয়া যরূরী ছিল। উক্ত ছালাত দুইটিও যঈফ ও জাল হাদীছ এবং অপব্যাখ্যায় আক্রান্ত। ফলে তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক‘আত না বিশ রাক‘আত, ঈদের তাকবীর ১২টি না ৬টি তা নিয়ে সমাজে দ্বন্দ্ব আছে এবং এ কারণে অসংখ্য মসজিদ ও ঈদগাহ বিভক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে পৃথক বই থাকার কারণে এখানে আলোচনা পেশ করা হল না। তাই **‘তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’** এবং **‘ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর’** শীর্ষক বই দুইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।